চরকসংহিতার দার্শনিক ভাবনা-সমীক্ষা

ডালিয়া বাঁদুড়ী

দি এশিয়াটিক সোসাইটি
১ পার্ক স্ট্রীট ● কলকাতা

CARAKASAMHITĀR DĀRŚANIK BHĀVANĀ-SAMĪKṢĀ
(Philosophical Concept in CarakaSamhitā)
by Dalia Bandury

চরকসংহিতার দার্শনিক ভাবনা-সমীক্ষা
ডালিয়া বাঁদুড়ী

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ২০০৬

প্রকাশক :
অধ্যাপক রমাকান্ত চক্রবর্তী
সাধারণ সম্পাদক
দি এশিয়াটিক সোসাইটি
১, পার্ক স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০১৬

মুদ্রক :
গিরি প্রিন্ট সার্ভিস
৯১এ, বৈঠকখানা রোড
কলকাতা-৭০০০০৯

সূচীপত্র

প্রাক্‌কথন

বৌদ্ধ জাতক অনুসারে পুনর্বসু আত্রেয় মুখের কথায় ব্যাধির চিকিৎসাতত্ত্ব প্রচার করেছিলেন; তিনি ছিলেন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক, এবং তাঁর নিবাস ছিল তক্ষশীলা নগরীতে। তাঁর ছয় জন ছাত্র তাঁর বচনসমূহ কয়েকটি খণ্ডে সংকলিত করেছিলেন; কিন্তু তাদের মধ্যে 'ভেল সংহিতা' তাঁর 'অগ্নিবেশ সংহিতা' দাক্ষিণাত্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। যে ঐতিহ্য এই দুই সুপ্রাচীন বৌদ্ধ সংহিতায় দেখা যায়, 'চরকসংহিতা'য় তার প্রভাব বেশ স্পষ্ট। এমন ভাবা হয়েছে যে, খ্রিস্টিয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে মহাত্মা চরক পেশওয়ারে কণিষ্কের 'সভা-চিকিৎসক' ছিলেন। লেফ্‌টেন্যান্ট এ. বাওয়ার (A. Bower) ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে চিনা তুর্কিস্তানে চিকিৎসা বিষয়ক একটি পুথি আবিষ্কার করেছিলেন। এটির তারিখ খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতক; এখানে প্রাচীনতর চিকিৎসা-পদ্ধতির বিবরণ যেমন আছে, তেমনই আছে চরক-কথিত ঔষধাদির বিবরণ।

এর অর্থ এই যে, চরক নিজেই প্রাচীনতর কাল থেকে প্রচলিত দেহতত্ত্বের ভেষজসমূহের ও চিকিৎসা-পদ্ধতিসমূহের সংহিতা বা সংকলন করেছিলেন। এই সংহিতার তাত্ত্বিক ভিত্তি আন্বীক্ষিকী আত্মবিদ্যা। ফলত, আত্মার উপরে জোর এসে পড়ায় মস্তিষ্কের বিবিধ ব্যাধি সম্বন্ধে, বা অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে 'চরকসংহিতা'য় প্রায় কোনও তথ্য নেই। বিজ্ঞানের অন্যান্য ধারার সঙ্গেও চরকের তত্ত্বাবলীর সংযোগ স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান নয়। বিশ্বের বাইরের বিবিধ পদার্থের ও ঘটনার দ্বারা মানবদেহ প্রভাবিত হয়; যেমন কফ বুকে জমে যায় চন্দ্রের প্রভাবে।

কিছু পরিমাণে আন্বীক্ষিকী রহস্যবাদ থাকলেও মহামতি চরক এক বিশিষ্ট দার্শনিক রূপেও গীতকীর্তি। এই গ্রন্থে লেখিকা খুব পরিশ্রম করে, খুব যত্ন করে চরক-দর্শনের বিশদ অধ্যয়ন করেছেন। বিশেষজ্ঞদের তো বটেই, সাধারণ পাঠকদেরও এই গ্রন্থ পড়ে নিশ্চয় ভাল লাগবে।

রমাকান্ত চক্রবর্তী
সাধারণ সম্পাদক
দি এশিয়াটিক সোসাইটি

কলকাতা
০৬.০১.০৬

ভূমিকা

শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার সংযোগের নাম আয়ু এবং যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে এই আয়ুর জ্ঞান লাভ করা যায়, তাকেই আয়ুর্বেদশাস্ত্র বলা হয়। এই আয়ুর্বেদশাস্ত্র কেবলমাত্র চিকিৎসাশাস্ত্র নয়, এটা একটা সম্পূর্ণ জীবনবিজ্ঞান, যা তৎকালীন আধ্যাত্মিকতা ও দর্শনশাস্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এই জন্য এই দুটি তত্ত্বকে পুরোপুরি বর্জন করে, নিছক চিকিৎসাশাস্ত্র হিসাবে যদি আয়ুর্বেদকে নির্ধারণ করার প্রয়াস করা হয়, তাহলে গোটা আয়ুর্বেদশাস্ত্রটাই একটা প্রাণহীন নির্জীব দেহের মতই বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়ে থাকবে।

তথ্যানুসন্ধানী, বিশ্লেষণ করার দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে এটা চোখে পড়বে যে আয়ুর্বেদের একান্ত নিজস্ব একটা মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী আছে, যা তার নিজস্ব সর্বাত্মক জীবনদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত। তদনুসারে আয়ুর্বেদে রোগের নিদান, রোগ ও তার চিকিৎসার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে এটাই আমরা দেখতে পাই। গোটাটাই একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখা দিয়েছে, মানুষকে সেখানে আলাদা আলাদা খণ্ড খণ্ড করে বিশ্লেষণ করে দেখার অবকাশ নেই। সেখানে দেহ, মন ও আত্মা পরস্পরের পরিপূরক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে প্রতিভাসমান, তাকেই আমরা চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্বেদের একান্ত নিজস্ব দর্শন বলে মনে করি।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে চেতনার আশ্রয়ভূত পঞ্চমহাভূতের বিকার সমুদয়কে শরীর বলে স্বীকার করা হয়েছে। এই শরীরেই নানাপ্রকার রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং তারজন্য বিভিন্ন প্রকার দুঃখও অনুভব করতে হয়। এই ব্যাপক দুঃখের নিবৃত্তির প্রয়োজনে ভারতীয় দার্শনিকেরা দুঃখকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। (১) আধ্যাত্মিক (২) আধিভৌতিক (৩) আধিদৈবিক। অন্তরাত্মাকে আশ্রয় করে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তা হচ্ছে আধ্যাত্মিক ; স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহের উপাদানসমূহকে আশ্রয় করে যে দুঃখের সৃষ্টি হয়, তা হল আধিভৌতিক ; এবং দৈবী গ্রহসমূহকে আশ্রয় করে উৎপন্ন দুঃখকে আধিদৈবিক বলা হয়। সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রেও উপাসনাদি দ্বারা আধ্যাত্মিক দুঃখ এবং পরিমিত আহার ও ভৈষজ্যাদি দ্বারা ঐহিক দুঃখের নিবৃত্তি হয়, একথা বলা হয়েছে। এইরূপ পরম্পরাগত জ্ঞানের সুপরিকল্পিত ধারা বহু শতাব্দীর মধ্যে দিয়ে আয়ুর্বেদজ্ঞ ঋষিদের অধিগত হয়েছিল। এই কারণেই ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ তত্ত্বের সমন্বয় করা হয়েছে, চিকিৎসার প্রয়োজনে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে। দর্শনশাস্ত্রের দৃষ্টি অনুসারে শরীর বলতে স্থূল, সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম অবয়ববিশিষ্ট অতীব দুরবগাহ ঐশ্বরিক শিল্পময় একটি মহাযন্ত্র এবং এরই দৃশ্য ও অদৃশ্য বিকার বহুবিধ কারণে নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। তাই এর মধ্যে শুধুমাত্র শরীর নয়, শরীরে অধিষ্ঠিত আত্মাও এই তত্ত্বে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছেন। এই কারণেই শারীররোগ ও মানসরোগ পরস্পরের পরিপূরক। এই মনে রেখেই হয়তো বা চরকের উদ্ধৃতির সার্থক রূপায়ণ হয়েছিল— "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্ (চ.সূ. ১) অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটি তত্ত্ব লাভের মূল কারণ হচ্ছে আরোগ্য।

সুতরাং আয়ুর্বেদের ইতিহাস রোগনিরাময়ের জন্য কেবলমাত্র কতকগুলি ভেষজে সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের ঐহিক ও পারত্রিক শ্রেয়ঃ সাধনের উপযোগী করে সকল হিতকর তত্ত্বের

বৈজ্ঞানিকরূপ প্রদান কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষ, পরিবারবিশেষ বা সমাজবিশেষের জন্য কল্পনা করা হয়নি, মানবতার কল্যাণে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই তত্ত্বের সামগ্রিকরূপ বা শাশ্বত সমাবেশ আয়ুর্বেদে ঋষিরা করে গেছেন।

যে সব লোক বলে থাকেন যে আয়ুর্বেদের নিজস্ব কোন স্বতন্ত্র দর্শন নেই, এটি সর্বদা অন্য দর্শনের উপর আধারিত, তাঁদের সেই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, যেমন অন্য দর্শন দ্বারা দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব এই পদার্থগুলির দার্শনিকতত্ত্ব বিবেচনা করে এর যথাযথ জ্ঞান ও সিদ্ধির জন্য প্রমাণের সাহায্য নেওয়া হয়, ঠিক তেমনি ভাবেই আয়ুর্বেদশাস্ত্রেও ছয় পদার্থের পরিগণনা, স্বতন্ত্র বিবেচনা, জ্ঞানার্জন ও সিদ্ধির জন্য প্রমাণের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এবং এছাড়াও অন্য দর্শন থেকে সৃষ্টির মূলতত্ত্ব প্রকৃতি, পুরুষ, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চমহাভূতের বর্ণনা নেওয়া হয়েছে। এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্য শুধুমাত্র এই অংশটুকু বলা যেতে পারে যে পদার্থবিজ্ঞান এবং সৃষ্টি তত্ত্বের বর্ণনা প্রায় সমস্ত দর্শনে কিছু কিছু করা হয়েছে। তাছাড়াও কোন তত্ত্ব লোকমানসে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে সুনির্দিষ্ট প্রমাণের বলেই তা সম্ভবপর হত। এইজন্য প্রায় সর্বত্র সবকিছু চিন্তাভাবনার পশ্চাতে প্রমাণের সাহায্যে, তাকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা সকলকালে সর্বশাস্ত্রে খুঁজে পাওয়া যাবে। আয়ুর্বেদশাস্ত্র তার থেকে কোন ব্যতিক্রম নয়। আয়ুর্বেদের পক্ষে এটুকু বলা অনুচিত হবে না যে সবকিছুর বর্ণনাই কিছু ভিন্নরূপে এবং ভিন্ন উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। অতএব আয়ুর্বেদীয় দর্শনের বেশ কিছু অংশ অন্য দর্শন থেকে মূলতঃ ভিন্ন। অন্য দর্শনে পদার্থ বিজ্ঞানের আলোচনা করা হয়েছে সংসারের বিবিধ বিষয়ের জ্ঞানকে নিয়ে এবং তারই সূচনা দেখাতে গিয়ে সৃষ্টির মূলতত্ত্ব প্রকৃতি পুরুষের বর্ণনাও সংসারের উপযোগী করে প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু এর থেকে ভিন্ন এক পৃথক্ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আয়ুর্বেদদর্শনের উপযোগী করে রোগ, রোগী, ওষধি এবং চিকিৎসার সিদ্ধির জন্য সমস্ত তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই কারণেই আয়ুর্বেদদর্শন অন্য দর্শন অপেক্ষা সর্বতোভাবে মৌলিক, স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক।

আয়ুর্বেদের প্রাচীন গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে চরকসংহিতা। "সংহিতা" বলতে মূলতঃ এগুলো যে সংগ্রহগ্রন্থ, কোন এক ব্যক্তির নিছক একান্ত নিজস্ব মতামত নয়, একথা মনে করা অসমীচীন হবে না। চরকসংহিতার উদ্ধৃতি তুলে ধরলেই এর সমর্থন দেখা যায়—"যদিহাস্তি তদন্যত্র, যন্নেহাস্তি, ন তৎ ক্বচিৎ" (চ. সি. ১২.৫৪)। এর অর্থ দাঁড়ায় এই—যা এই চরকসংহিতায় বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলির সন্ধান অন্যান্য গ্রন্থেও মিলবে, কিন্তু যে বিষয়গুলি চরকসংহিতায় আলোচিত হয়নি, তা অন্য কোন শাস্ত্রে দেখা যায় না। অতএব এই উক্তি থেকে অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে যে, চরকসংহিতা তৎকালে প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিল, এইজন্য নানা মুনির নানা মত সংগৃহীত হয়েছে এই চরকসংহিতায়। এজন্য একে সংগ্রহ অর্থাৎ সংহিতাগ্রন্থরূপে বিবেচনা করলে এদের মূল্যায়ন করা সহজ হয়। তাছাড়াও চরকসংহিতার শেষের দিকের অংশগুলো দৃঢ়বলের সংযোজন, চরক নিজেও সংহিতাগ্রন্থের প্রতিসংস্কর্ত্তা মাত্র ("চরকপ্রতিসংস্কৃতে") এসব কথা মনে রাখলে এ ধারণা অমূলক নয় যে চরকসংহিতা গ্রন্থটি

পূর্ণরূপ লাভ করেছে এক ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে। কোন একজন চরকমুনি একসময়ে বসে এটা রচনা করে ফেলেছিলেন, কিম্বা একাধিক চরক দীর্ঘকাল ধরে এর সংকলন করেছিলেন কিনা, তিনি খৃষ্টপূর্বে জন্মেছেন কিম্বা খৃষ্টীয়যুগে, এ সকল প্রশ্নের আলোচনা এখানে অবান্তর। এক মতে তিনি প্রথম শতাব্দীতে কুষাণরাজ কণিষ্কের সভাপণ্ডিত ছিলেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদে (৩.৩.১) বহুবচনান্ত চরক শব্দটি পাওয়া যায়—'মদ্রেষু চরকাঃ পর্যব্রজানঃ'। মদ্ররাজ্যটি ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ভাগে, যেখানে কণিষ্কের রাজ্য ছিল। অতএব কণিষ্কের রাজ্যে তাঁর থাকা সম্ভব। অন্য মতে তিনি খৃ. পূ. দ্বিতীয় শতাব্দীতে পতঞ্জলি নামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এমন কি 'চরক' নামে এক ভ্রাম্যমান চিকিৎসকগোষ্ঠী ছিল বলেও মনে করা হয়। চরকে দার্শনিক চিন্তা ভাবনার সমাবেশ দেখে মনে হয় সম্ভবতঃ এই ধ্যান ধারণার পৃষ্ঠভূমি রচনা হয়েছিল খুব প্রাচীনকালে অর্থাৎ এককথায় আয়ুর্বেদের দার্শনিক চিন্তাভাবনার গোড়াপত্তন হয়েছিল ভারত ইতিহাসের সেই আদিমযুগে, যখন ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রগুলো সবেমাত্র দার্শনিক প্রস্থানরূপে পূর্ণরূপ নিতে শুরু করেছে। কেননা চরকসংহিতায় বর্ণিত দার্শনিক তত্ত্বগুলির অনেকটাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, সাংখ্যদর্শন, বৈশেষিকদর্শন এবং বিশেষ করে ন্যায়দর্শনের ভাণ্ডারে। বাদবিচারের অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে, মননের গভীরতায় যাচাই করে নেবার জন্য দার্শনিক তথ্যগুলোর খুঁটিনাটি পরীক্ষা করা হয়েছে, এদের যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে এবং পরিশেষে বাদ মর্য্যাদা রক্ষার সম্মান দেওয়া হয়েছে এই দার্শনিক পদার্থগুলিকে। চরকসংহিতায় আলোচিত দার্শনিক কাঠামোর বেশ কিছু অংশ পরিশীলিত তত্ত্বরূপে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হয়ে নবকলেবর ধারণ করেছে এই সমস্ত সুবিন্যস্ত চিন্তাসমৃদ্ধ দর্শনশাস্ত্রগুলিতে। চরকসংহিতায় পরিবেশিত দার্শনিকতত্ত্বের বেশকিছু অংশ হারিয়েও গিয়েছে বলে মনে হয় পরবর্তীকালে। কেননা তাদের আর কোন উল্লেখ দেখা যায় না অর্বাচীন দার্শনিক গ্রন্থগুলিতে। দার্শনিক চিন্তাভাবনার ক্রমবিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে এই সব তথ্যগুলি পূর্বাপর আলোচনা করলে এ ধারণা করা হয়ত অসমীচীন হবে না যে চরকসংহিতাটির শেষ অংশটি বাদ দিলে পূর্বের অংশটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, এমনকি এই অংশটিকে ন্যায় বৈশেষিক দর্শনের পূর্বসূরীও বলা যেতে পারে। কিন্তু চরকসংহিতার মত চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থে দর্শনের আলোচনার এই আধিক্য কেন? একথা বুঝতে গেলে ধরে নিতে হয় যে প্রাচীন ভারতবর্ষে বেদ-উপনিষদোত্তরযুগে যে দার্শনিক বাতাবরণ রচিত হয়েছিল, যে কোন শাস্ত্রেরই রচনা হোক না কেন, তা সে কাব্য সাহিত্য হোক, ধর্ম মীমাংসা হোক, আর বিজ্ঞান শাস্ত্রই হোক, সকলকেই এই দার্শনিক বাতাবরণের মধ্যে থেকেই শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হয়েছে। তখনকার দিনে প্রামাণিক শাস্ত্ররূপে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে গেলে, খ্যাতিলাভ করতে গেলে, আগম শাস্ত্রের দোহাই পাড়তেই হত (যেভ্যঃ প্রমেয়ং সর্ব্বেভ্য আগমেভ্যঃ প্রমীয়তে'—চ.শা. ১.৪৫)। তাই মনে হয় এই দার্শনিক কাঠামো বজায় রেখে, তার উপরেই চরকসংহিতার প্রণেতা ব্যবহারিক বিজ্ঞানশাস্ত্র আয়ুর্বেদের নিজস্ব দর্শন গড়ে তুলেছেন।

সুশ্রুতসংহিতায় আয়ুর্বেদকে অথর্ববেদের উপাঙ্গ বলা হয়েছে। বাগ্‌ভটও অষ্টাঙ্গহৃদয়গ্রন্থে আয়ুর্বেদকে অথর্ববেদের উপবেদ বলেছেন। চরকসংহিতার উক্তি থেকেও অথর্ববেদের সঙ্গে যে

আয়ুর্বেদের ঘনিষ্ঠতা ছিল, তার প্রমাণও মেলে—"তত্র ভিষজা পৃষ্টেনৈবং চতুর্ণাম্ ঋক্‌সাম-যজুরথর্ববেদানাম্ আত্মনোঽথর্ববেদে ভক্তিরাদেশ্যা, বেদো হ্যাথর্ব্বণঃ দানস্বস্ত্যয়নবলিমঙ্গল-হোমনিয়মপ্রায়শ্চিত্তোপবাসমন্ত্রাদিপরিগ্রহাচ্চিকিৎসাং প্রাহ" (চ. সূ. ৩০.২১)। চরকসংহিতাকার বলেছেন যতদিন থেকে প্রাণ, ততদিন থেকেই আয়ুর্বেদ এবং যতদিন থেকে দেহ ততদিন থেকেই দেহবিদ্যা। এই উক্তি থেকে এটা মনে করা অযৌক্তিক নয় যে সেকালে আয়ুর্বেদ দেহবিদ্যা নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। আয়ুর্বেদের সাহায্যে জীবন পাওয়া যায় এবং জীবনের উপরেই ইহলোক ও পরলোকের মঙ্গল নির্ভর করে বলে, চরকে আয়ুর্বেদকে স্বতন্ত্রবেদ ('অপরবেদ') নামেও অভিহিত করা হয়েছে। আয়ুর্বেদের প্রামাণ্য দ্বারাই যে অন্য সকল শাস্ত্রের প্রামাণ্য নির্ধারিত হত তা বৈশেষিকসূত্র (মন্ত্রায়ুর্বেদপ্রামাণ্যবত্ত্ব.........) ন্যায়সূত্র ও তার টীকাভাষ্য প্রভৃতিতে পরিস্ফুট। আয়ুর্বেদের প্রামাণ্য প্রসঙ্গে নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্টের উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে—"প্রত্যক্ষীকৃতদেশকালপুরুষদশাভেদানুসারিসমস্তব্যস্তপদার্থসার্থশক্তি নিশ্চয়াশ্চরকাদয়ঃ"। (ন্যা.ম.)

একেবারে গোড়ার যুগ থেকেই আয়ুর্বেদশাস্ত্র আটটি অঙ্গে বিভক্ত ছিল বলে মনে হয়। কেননা প্রথম থেকেই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের উদ্ভব। শল্য (Surgery), শালাক্য (Pertaining to diseases of supra clavicular region), কায়চিকিৎসা (Internal medicine), ভূতবিদ্যা (Pertaining to micro-organisms or spirits), কৌমারভৃত্য (Pediatrics including obstetrics and gynaecology), অগদতন্ত্র (Toxicology), রসায়ন (Promotive therapy) এবং বাজীকরণ (Pertaining to aphrodisiacs)। এই আটটি অঙ্গে বিভক্ত করে আয়ুর্বেদের চিকিৎসা পদ্ধতির নৈপুণ্য উপলব্ধ হয়েছিল।

চরকসংহিতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ভারতীয় দার্শনিকতত্ত্বের অনেক কিছুরই আলোচনা এই গ্রন্থে করা হয়েছে। যেমন বিভিন্ন দার্শনিক পদার্থ—প্রমাণ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, মন, দিক্, কাল, পুরুষ, পঞ্চমহাভূত, পুনর্জন্ম, মোক্ষ প্রভৃতি সকলেরই উপর কিছু না কিছু আলোকপাত করা হয়েছে এই চরকসংহিতায়। চিকিৎসাশাস্ত্রের যে অন্যতম বিষয় দোষ, ধাতু ও মলতত্ত্ব, তারও সুবিস্তৃত ও সুচিন্তিত আলোচনা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। আয়ুর্বেদের দোষ-ধাতু-মলতত্ত্ব বুঝতে গেলে, জানতে হবে ধাতু কাকে বলে, দোষ কাকে বলে আর মলই বা কি? শরীরকে সুস্থ রাখার মূল উপজীব্য বিষয় হচ্ছে আয়ুর্বেদের তিনটি বস্তু বায়ু, পিত্ত ও কফ। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৩৪ সূক্তে উল্লিখিত—"ত্রিধাতু শর্ম বহতঃ নঃ শুভস্পতি"—এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সায়নাচার্য্য বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটিকে ত্রিধাতু বলে উল্লেখ করেছেন। মহাভারতেও বায়ু, পিত্ত ও কফের উল্লেখ দেখা যায়। এই ত্রিদোষ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই আয়ুর্বেদের চিকিৎসা দর্শন মূলতঃ দাঁড়িয়ে আছে। দোষের প্রকৃতি বিকৃতি বিচার করে তাকে সমতায় নিয়ে আসার প্রচেষ্টা, এটাই হচ্ছে ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী। এই দোষ-ধাতু-মল-বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই তাই চরকসংহিতার দার্শনিক ভাবনা গড়ে উঠেছে।

চরকসংহিতায় যে চুয়াল্লিশটি পদ বা বাদমার্গ বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি পুরোপুরি পদার্থ হিসাবে ব্যবহার না হলেও এই পদগুলির পরিকল্পনায় ব্যবহারিক শাস্ত্র আয়ুর্বেদের

উপযোগী করে আলোচনা করা হয়েছে। এই পদগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে দেখা গেছে যে তার মধ্যে বীজরূপে নিহিত রয়েছে ন্যায় বৈশেষিক দর্শনের পদার্থগুলির কল্পনা। ন্যায়দর্শন স্বীকৃত ষোলটা পদার্থের অধিকাংশই স্বনামে অথবা অন্যনামে (অপেক্ষাকৃত প্রাচীন নামে) খুঁজে পাওয়া যায় চরকের পদ-পদার্থ-ভাবনার মধ্যে। তবে চরকসংহিতায় যা চিকিৎসকের জানা উচিত বলে, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, যুক্তি তর্কের মাধ্যমে যাচাই করে নেওয়ার দরকার হয়, বৈশেষিক আর ন্যায়দর্শনে এদের সকলের প্রয়োজন ততটা নয়। তাই এই পদগুলির কয়েকটিকে খুঁজে পাওয়া গেল বৈশেষিকদর্শনে। আরও বেশ কিছু কিছু পদকে খুঁজে পাওয়া গেল ন্যায়শাস্ত্রে, আর বাকীগুলো রয়ে গেল ইদানীং বিলুপ্ত প্রাচীনকালের চরকসংহিতার চিন্তাধারায় প্রতিভূরূপে।

এবার দার্শনিক বিষয়বস্তুগুলির খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করা যাক্। চরকসংহিতায় প্রমাণের আলোচনা তিনস্থানে তিনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রথমতঃ (চ. সূ. ১২) সর্ববিধ পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে নেবার জন্য আপ্তোপদেশ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও যুক্তি এই চারপ্রকার প্রমাণের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। আয়ুর্বেদশাস্ত্র জনমানসে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল প্রাচীনকালের দৃষ্ট ব্যবহারিক শাস্ত্র হিসাবে। মনে হয় সেই কারণেই আপ্তোপদেশের সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করা যেত তা প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করে নিতে হত পদে পদে। তাই আপ্তোপদেশ ছাড়াও চরক বিভিন্নস্থানে প্রত্যক্ষ, অনুমান, যুক্তি প্রভৃতি প্রমাণগুলির উল্লেখ করেছেন। যুক্তি প্রমাণ চরকের নিজস্ব সংযোজন বলে মনে হয়, এটা ন্যায়সূত্রে কোথাও নেই। কেননা অনেকগুলি অনুমানকে একত্র গ্রথিত করে একটি স্বতন্ত্র অনুমান সৃষ্টি করার নাম হচ্ছে যুক্তি। চরকসংহিতার এই মৌলিক সংযোজন বৌদ্ধ দার্শনিক শান্তরক্ষিত ও নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট স্বীকার করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ—(চ. বি. ৪) রোগ পরীক্ষার জন্য চরক আপ্তোপদেশ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই তিন প্রমাণের কথা বলেছেন। এগুলির সাহায্যে রোগীদের পরীক্ষা করা হয়।

তৃতীয়তঃ—(চ. বি. ৮) ভিষগ্‌বাদ মার্গবাদ বলতে গিয়ে চরকসংহিতায় প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য ও ঔপম্য এই চার প্রকার হেতুর উল্লেখ করা হয়েছে। 'হেতু' বলতে 'উপলব্ধিকারণম্' বলা হয়েছে, যা প্রমাণের পর্য্যায়ে পড়ে। এই চারপ্রকার হেতুর ন্যায়সূত্রে চারটি প্রমাণরূপে দর্শন মিলবে। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উল্লেখ সেখানে আছে, 'ঔপম্য' হচ্ছে উপমান, আর 'ঐতিহ্য' হচ্ছে ন্যায়শাস্ত্রের শব্দ। কারণ চরকসংহিতায় ঐতিহ্যকে আপ্তোপদেশ বলা হয়েছে। ন্যায়সূত্রে শব্দকে আপ্তোপদেশ বলা হয়েছে। অতএব প্রমাণের আলোচনায় ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ন্যায়সূত্রে ও চরকসংহিতায় প্রায়শই সমান। চরকে শব্দ প্রমাণের স্থলে আপ্তোপদেশ প্রমাণের প্রয়োগ করা হয়েছে, এবং ঐতিহ্যতে শব্দ প্রমাণের অর্থ উপন্যস্ত করা হয়েছে। এইটুকু মাত্র তফাৎ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। চরকসংহিতায় বর্ণসমাম্নায়কে শব্দ বলা হয়েছে। অর্থপ্রাপ্তি (অর্থাপত্তি) ও সম্ভবকে 'হেতু' অর্থাৎ প্রমাণের অন্তর্গত মানা হয়নি। চরকসংহিতায় এদের ভিষগ্‌বাদমার্গের মধ্যে পরিগণনা করা হয়েছে।

চরকসংহিতায় যা ছিল 'অহেতু', ন্যায়সূত্রে হেত্বাভাসরূপে তাই রূপ পরিগ্রহ করেছে।

শুধুমাত্র নাম ও প্রকারের পার্থক্য দেখা যায়। ন্যায়সূত্রে জাতিকে চব্বিশ প্রকার এবং নিগ্রহস্থানকে বাইশ প্রকার বলা হয়েছে। চরকে কিন্তু জাতিকে 'উত্তর' বলা হয়েছে এবং এর কোন ভেদই স্বীকার করা হয়নি। আর চরকে পনেরোটি নিগ্রহস্থানের উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া চরকে বাদের অবান্তর ভেদ করা হয়েছে জল্প ও বিতন্ডারূপে। ন্যায়সূত্রে কিন্তু জল্প ও বিতন্ডা বাদ-বিচার থেকে ভিন্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এইভাবে মোটামুটি দার্শনিক পদার্থগুলির কিছু কিছু ভিন্ন রূপ আলোচনা করা হল। পরে মূল গ্রন্থে এইসব বিষয়ের উপর বিশেষ ভাবে আলোকপাত করা হবে। শুধু চরকসংহিতা নয়, প্রাসঙ্গিক ভাবে এই আলোচনায় সুশ্রুতসংহিতা, অষ্টাঙ্গহৃদয়, অষ্টাঙ্গসংগ্রহ ইত্যাদি অন্যান্য প্রাচীন চিকিৎসাগ্রন্থগুলি থেকেও উদ্ধৃতি গ্রহণ করে আলোচনার একটি সম্পূর্ণ রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগে দর্শনশাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা করার সময়েই আমার শিক্ষাগুরু ডঃ ব্রহ্মানন্দ গুপ্তের সান্নিধ্যে এসে আমি প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে কৌতূহলী হই। সেই সময়ে আয়ুর্বেদ ও দর্শনের মধ্যে একটি সেতুবন্ধ রচনার প্রয়াস হয়, আমার গবেষণামূলক রচনা 'চরকসংহিতার দার্শনিক ভাবনা-সমীক্ষা'র মধ্যে দিয়ে। সেও অনেক দিন আগের কথা।

আয়ুর্বেদ সম্পর্কে ইদানীং সচেতনতা ও আগ্রহ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সেই গবেষণা গ্রন্থটি প্রকাশ করার উৎসাহ অনুভব করি।

তারপর সুদীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে এশিয়াটিক সোসাইটিতে 'স্যার উইলিয়াম জোন্স রিসার্চ ফেলো' রূপে গবেষণা করার সময় আমার এই পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ ঘটে। যার তত্ত্বাবধানে আমি এই কাজটি শুরু করি তিনি আমার প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ ব্রহ্মানন্দ গুপ্ত, যিনি এশিয়াটিক সোসাইটির 'হিস্ট্রি অফ মেডিসিন'-এ দায়িত্বে দীর্ঘদিন আছেন। এশিয়াটিক সোসাইটির গুণীজ্ঞানী প্রাক্তন ও বর্তমান সভাপতি, সম্পাদক, কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ এবং প্রকাশনা বিভাগের সম্পাদক ও কর্মীদের একান্ত সহযোগিতা না পেলে আমার এই গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হতো না, তাই সর্বাগ্রে তাদের ধন্যবাদ জানাতে হবে। এই গবেষণা কার্য প্রকাশ করে এশিয়াটিক সোসাইটি আয়ুর্বেদ গবেষকদের সামনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো। দিনের পর দিন এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে বসে আমি এই গ্রন্থ রচনার বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছি। এই দুরূহ কার্য্যে গ্রন্থাগারের সকলে নানাভাবে সাহায্য করে আমাকে ঋণী করেছেন। তাঁদের এই সহৃদয়তা ভোলার নয়, স্মৃতিতে তা চির-উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে এই গবেষণা গ্রন্থটি টাইপ ও বাঁধাই কার্য্যে যারা আমাকে সাহায্য করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন, তাঁদের আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

সর্বশেষে যাঁদের স্নেহদৃষ্টি, ঐকান্তিক আগ্রহ এবং নিঃস্বার্থ অবদান জীবনের এতটা পথ সংসারের নানা বাধা বিপদের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে সাহায্য করেছে, সেই গুরুজনদের আমার প্রণাম নিবেদন করছি। আর এই কার্য্যে নানাভাবে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন যাঁরা, তাঁদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার এই মুখবন্ধের উপসংহার টেনে দিচ্ছি। আশাকরি পাঠকসমাজ এই গ্রন্থের দ্বারা উপকৃত হবেন।

চরকসংহিতার দার্শনিক ভাবনা-সমীক্ষা

পদার্থ

চরকসংহিতায় পদ বা পদার্থের সঠিক কোন লক্ষণ দেখা যায় না। তবে চরকের সিদ্ধিস্থানে "অর্থঃ পদস্য" অর্থাৎ পদের অর্থ এইরূপ বলা হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে টীকাকার চক্রপাণি দত্ত বলেছেন যে, "পদস্য" একপদ, "পদয়োঃ" দু পদ অথবা "পদানাম্" বহু পদের অর্থই হল পদার্থ।[১]

---

১. পদার্থো নাম পদস্য পদয়োঃ পদানাম্ বাঽর্থঃ।

আ. দী., চ. সি., ১২, পৃ. ৩৮১৫, প. ২৭

সুশ্রুতসংহিতায় বলা হয়েছে যে, সূত্রে পদের যে অর্থ অভিহিত হয় তাই হচ্ছে পদার্থ। এছাড়া আরো বলা হয়েছে যে, এক পদের, দু পদের বা বহু পদের যে অর্থ তাকেই পদার্থ বলে। পদার্থগুলি হচ্ছে অপরিমেয়, অসংখ্য।

"যোঽর্থোঽভিহিতঃ সূত্রে পদে বা স পদার্থঃ, পদস্য পদয়োঃ পদানাং বাঽর্থঃ, পদার্থঃ অপরিমিতাশ্চ পদার্থাঃ।"

সু. উ., ৬৫.১০

বৈশেষিকদর্শনের গ্রন্থ সপ্তপদার্থীতে প্রমিতি অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়কে পদার্থ বলা হয়েছে।

"প্রমিতিবিষয়াঃ পদার্থাঃ।"

স. প., ১

তর্কসংগ্রহে পদের অর্থ পদার্থ, এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে অভিধেয়ত্বই পদার্থের সামান্য লক্ষণ বলা হয়েছে।

"পদস্যার্থঃ পদার্থ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা অভিধেয়ত্বং
পদার্থসামান্যলক্ষণমিতি লভ্যতে।"

ত. স. দী., ১

বৈশেষিকদর্শনে পদার্থগুলির দ্রব্যাদিক্রমে যে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই ক্রম (order) কিন্তু চরকসংহিতায় লক্ষ্য করা যায় না। এই ব্যতিক্রমের বিশেষ কি কোন তাৎপর্য্য আছে? এর সমাধান খুঁজতে গেলে বলা যেতে পারে যে চরকসংহিতায় মূল ছয়টি পদার্থের বিস্তৃত আলোচনা যেখানে করা হয়েছে, সেখানে প্রথমে সামান্য, বিশেষ, গুণ, দ্রব্য, কর্ম ও সমবায় এই ক্রমানুসারে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে।[১] চরকসংহিতার অন্যত্র কিন্তু আগে দ্রব্য তারপর গুণ ও তারপর কর্ম এইরূপ ক্রমও দেখা যায়।[২] এ থেকেই অনুমান করা যেতে পারে যে চরকসংহিতাকার পদার্থগুলির সন্নিবেশে দার্শনিকের দ্রব্যানুসারী ক্রমটিও জানতেন, কিন্তু আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্রের মূলসূত্র হিসাবে সামান্য বিশেষেরই প্রাথম্য বা প্রাধান্য দেখা যায় বলে পদার্থের ক্রমটি ব্যবহারিকশাস্ত্র আয়ুর্বেদের উপযোগী করেই চরকে উপস্থাপিত হয়েছে। এখানেই এই ব্যতিক্রমের তাৎপর্য্য।

---

১. সামান্যং চ বিশেষং চ গুণান্ দ্রব্যাণি কর্ম্ম চ।।
সমবায়ং চ তজ্জ্ঞাত্বা তন্ত্রোক্তং বিধিমাস্থিতাঃ।

চ. সূ., ১. ২৮-২৯

কিন্তু কণাদের বৈশেষিকসূত্রে পদার্থগুলির ক্রম হচ্ছে ভিন্ন। সেখানে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ছয়টির ক্রমানুসারে দেখা মেলে এবং সেখানে এই ছয়টিকে পদার্থ বলেই উল্লেখ করা হয়েছে।

"দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং...
তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্।"

বৈ. সূ., ১.১.৪

বৈশেষিকসূত্রের প্রশস্তপাদভাষ্যেও দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ছয়টিকে পদার্থ বলা হয়েছে।

"দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং ষণ্ণাং পদার্থানাং সাধর্ম্যবৈধর্ম্যতত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সহেতুঃ।"

প্র.পা.ভা., পৃ. ৬, প. ১৪-১৫

ন্যায়বৈশেষিক গ্রন্থ ভাষাপরিচ্ছেদে অভাবকে নিয়ে পদার্থের সংখ্যা সাতটি বলা হয়েছে। যেমন—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব ঃ—

"দ্রব্যং গুণস্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকম্।
সমবায়স্তথাऽভাবঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ।।

ভা. প., প্র. ২

২. দ্রব্যং গুণকর্ম্মাণি..............................।

চ. সূ., ২৬.৪২

দ্রব্যগুণকর্ম্মাণি বেদয়তি.........................।

চ. সূ., ৩০.২৩

দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়াঃ স্বলক্ষণৈঃ।

চ. বি., ৮.২৯

সামান্য পদার্থের আলোচনা

পূর্বেই বলা হয়েছে যে চরকসংহিতায় সামান্য ও বিশেষ এই দুটি পদার্থেরই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। চরকসংহিতায় সামান্যকে 'তুল্যতা' রূপে বোঝানো হয়েছে। মূলতঃ একপ্রকার অথচ বহু বিচিত্র বস্তুগুলির মধ্যে সমানত্বরূপ ধর্মটিকে তুলে ধরে দেখানোই সামান্য ভাবনা। এই সামান্যের পরিকল্পনায় সমানে সমানে যে বৃদ্ধি হয়, জলে যে জল বাড়ে এই ভাবনাই অনুশ্রুত হয়ে রয়েছে। তাই চরকসংহিতায় বলা হয়েছে যে সমতা বা সমান ধর্মবিশিষ্টতাই হচ্ছে বৃদ্ধির কারণ, 'সামান্যং সর্ব্ববৃদ্ধিকারণম্''। জলের সঙ্গে জলের পরিমাণের যে বৃদ্ধি ঘটে, তা এই সমতার ফলেই। চিকিৎসার ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। কফের সঙ্গে কফজাত দ্রব্যের সম্মিলন হলে উভয়ে একই গুণবিশিষ্ট হওয়ায় একই ধর্মের সংযোগের ফলে কফের বৃদ্ধি ঘটে থাকে।[১]

১। তুলনীয়—

তুল্যার্থতা হি সামান্যম্। সামান্যমেকত্বকরম্।
সর্ব্বদা সর্ব্বভাবানাং সামান্যং বৃদ্ধিকারণম্।।

চ. সূ., ১.৪৫,৪৪

সামান্যের এই লাক্ষণিক রূপটি কিন্তু পরবর্তীকালে আরো পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়ে দর্শনশাস্ত্রে আলোড়ন ঘটিয়েছে। বৈশেষিকসূত্রে কণাদ সামান্যকে 'অনুগত প্রতীতি' বলে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এটা যে একমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য একথা বলে সামান্যকে বৌদ্ধিক পদার্থরূপে চিহ্নিত করেছেন।

"সামান্যং বিশেষ ইতি বুদ্ধ্যপেক্ষম্।"

বৈ. সূ., ১. ২-৩

সপ্তপদার্থীতে সামান্য নিত্য, এক এবং অনেকের মধ্যে সমবেত হয়ে থাকে বলা হয়েছে।

সামান্যং নিত্যমেকমনেকসমবেতম্।।

স. প., ৬২

তর্কভাষাতে বলা হয়েছে যে, অনুগত প্রতীতি অর্থাৎ একাকার বুদ্ধির কারণের নাম সামান্য। এটা দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিন পদার্থের মধ্যে থাকে। এটা নিত্য, এক এবং অনেকবৃত্তি। "অনুবৃত্তিপ্রত্যয়হেতুঃ সামান্যম্। দ্রব্যাদিত্রয়বৃত্তি। নিত্যম্ একম্ অনেকানুগতং চ।"

ত. ভা., পৃ. ৩০১, প. ১-২

বৌদ্ধদর্শনের তাত্ত্বিকেরা সামান্য রূপ ব্যাবর্ত্তক ধর্মকে অর্থাৎ একটা শ্রেণী থেকে আর একটা শ্রেণীকে পৃথক্ করার যে ব্যাবর্ত্তক ধর্ম তাকে 'অপোহ' বলে উল্লেখ করেছেন।
"এতস্মাৎ স্বলক্ষণাৎ যদন্যৎ—স্বলক্ষণং যো ন ভবতি জ্ঞানবিষয়ঃ, তৎ সামান্যলক্ষণম্।"

ধ.টী., ন্যা.বি., ১.১৬

চিকিৎসার মূলসূত্র হিসাবে চরকসংহিতায় সামান্যের প্রাধান্য সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু দার্শনিক চিন্তাধারানুসারী সামান্যের অবান্তর ভেদ পর, অপর ও পরাপর প্রভৃতি চরকে স্থান পায়নি।[১] চরকের টীকাকার চক্রপাণিদত্ত অন্যভাবে এর বিভাগ করেছেন। তাঁর মতেও সামান্য তিন প্রকার। যেমন—দ্রব্যগোচর, গুণগোচর এবং কর্ম্মগোচর। সেখানে 'সর্বদা' ইত্যাদি বাক্যে দ্রব্য সামান্য বলা হয়েছে। 'সামান্যমেকত্বকরমিত্যনেন' হচ্ছে গুণসামান্য। যেমন—পয়স ও শুক্র উভয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির হলেও উভয়েরই মধুরতা ধর্ম বিদ্যমান থাকায় এই গুণের জন্য উভয়ের মধ্যে একতা অর্থাৎ একত্ব কল্পনা করা হয়েছে। এটাই হল গুণ সামান্য। 'তুল্যার্থতা' প্রভৃতিকে কর্ম সামান্য বলা হয়েছে। আস্যারূপ কর্ম অর্থাৎ একস্থানে স্থির থাকা রূপ কর্মের কফ সমান হয় না কিন্তু কফবর্দ্ধক পানীয় প্রভৃতি দ্রব্যের কফ সমান কর্ম করে। সেইরূপ স্থির বস্তুতেও কফ সমান হয়। স্বপ্ন প্রভৃতি কর্মের ক্ষেত্রেও এইরূপ জানতে পারা যায়।[২]

১। প্রশস্তপাদভাষ্যেও কিন্তু এই সামান্যকেই জাতির অভিব্যক্তিতে দেখা হয়েছে। পর, অপর এবং পরবর্তীকালে কেউ কেউ পরাপর এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন।

"সামান্যং দ্বিবিধ পরমপরং চানুবৃত্তিপ্রত্যয়কারণম্।"

প্র.পা.ভা., পৃ. ১১, প. ১২

সপ্তপদার্থীতে সামান্যকে পর, অপর এবং পরাপর এই তিন প্রকার বলা হয়েছে।

সামান্যং পরম্ অপরং পরাপরং চেতি ত্রিবিধম্।।"

স. প., ৬

তর্কভাষাতে পর ও অপর ভেদে সামান্য দু প্রকার এইরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। সত্তাজাতি হল পর এটা বহু বিষয়ক অর্থাৎ এর আশ্রয় বহু। দ্রব্যত্ব প্রভৃতি জাতি অপর এবং এটা অল্পবিষয়যুক্ত।

"তচ্চ দ্বিবিধং পরমপরং চ। পরং সত্তা বহুবিষয়ত্বাৎ। ....অপরং দ্রব্যত্বাদি অল্পবিষয়ত্বাৎ।

ত, ভা., পৃ. ৩০১, প. ২-৪

২. ত্রিবিধং সামান্যম্,...........যথা-দ্রব্যগোচরো গুণগোচরঃ কর্মগোচরশ্চ ; তত্র সর্ব্বদেত্যাদিনা দ্রব্যসামান্যমুচ্যতে, সামান্যমেকত্বকরমিত্যনেন গুণসামান্যং, যথা—পয়ঃশুক্রয়োর্ভিন্ন-জাতীয়য়োরপি মধুরত্বাদিগুণসামান্যং তত্রৈকতাং করোতি, ... তুল্যার্থতেত্যাদিনা তু কর্ম্মসামান্যং নিগদ্যতে, আস্যারূপং হি কর্ম্ম ন শ্লেষ্মণা সমানমপি তু পানীয়াদিকফসমানদ্রব্যার্থক্রিয়াকারিত্বাৎ কফবর্দ্ধকরূপতয়া আস্যাপি কফসমানেত্যুচ্যতে, এবং স্বপ্নাদাবপি কর্ম্মণি বোদ্ধব্যম্।

আ. দী., চ. সূ., ১, পৃ. ৪২, প. ২০-২৫

পর, অপর, পরাপর ছাড়া সামান্যের আর এক ধরণের বিভাগের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় আয়ুর্বেদশাস্ত্রে। চরকের টীকাকার—ভট্টারহরিচন্দ্রও সামান্য তিন প্রকার বলেছেন। তাঁর মতে এই তিন প্রকার হল অত্যন্তসামান্য, মধ্যসামান্য ও একদেশ সামান্য। সেখানে 'সর্বদা' ইত্যাদি বাক্যে অত্যন্ত সামান্য, "সামান্যমেকত্বকরম্" বাক্যে মধ্যসামান্য এবং "তুল্যার্থতা" প্রভৃতিকে একদেশ সামান্য বলে উল্লেখ করেছেন।[১]

এছাড়াও কারো কারো মতে সামান্য দুপ্রকার এটাও বলা হয়েছে। যেমন উভয়বৃত্তি ও একবৃত্তি। সেখানে মাংস মাংসের বৃদ্ধি করে এটা হল উভয়বৃত্তিসামান্য। এখানে মাংস পোষ্য এবং পোষক হওয়ায় উভয়বৃত্তি হয়েছে। যেখানে "ঘৃতমগ্নিকরম্" অর্থাৎ ঘৃত সেবন করলে অগ্নির বৃদ্ধি হয়, "ধাবনাদিকর্ম্ম বাতকরম্" অর্থাৎ ধাবন প্রভৃতি কর্মের ফলে বায়ুর বৃদ্ধি হয় এবং "আস্যাদি কফকরম্" অর্থাৎ চলা ফেরা না করে স্থির থাকার জন্য কফের বৃদ্ধি হয়। এই সকল বর্দ্ধনীয় পদার্থ সমান নয়, কিন্তু প্রভাব দ্বারাই বর্দ্ধক হয়ে থাকে অর্থাৎ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এবং প্রভাবের ফলেই ঘৃতত্ব, ধাবনত্ব প্রভৃতি হয়ে থাকে। এটাই হচ্ছে একদেশ সামান্য।[২] গোটা আলোচনার শেষে একথা বলা হয়ত অসঙ্গত হবে না যে চরকসংহিতার রচনাকালে সামান্যের বিভাগের সূত্রপাত হয় নি। কিন্তু চরকের পরবর্তীকালে টীকাকারদের ব্যাখ্যায় সামান্যের বিভাগের সূত্রপাত দেখা যায়। তার মধ্যে কেউ কেউ দু ভাগে ভাগ করেছেন সামান্যকে, কেউ বা তিন ভাগে ভাগ করেছেন। চরকসংহিতার সামান্যের লক্ষণকে অবলম্বন করেই এই বিভাগের সূত্রপাত।

বিশেষ

সামান্যের ঠিক বিপরীতধর্মী হল বিশেষ। সামান্য এটা যেমন এক করে, বৃদ্ধি ঘটায়, তেমন বিশেষ ঠিক এর বিপরীত অর্থাৎ এটা তফাৎ করে, হ্রাস করে। চরকসংহিতায় চিকিৎসকের অনুবীক্ষণে বিশেষ বিপরীত ধর্মী বিপরীত পদার্থরূপে চিহ্নিত হয়েছে সেই কারণে। এই বিশেষই অসুস্থকে সুস্থ রাখতে, রোগকে নিরাময় করতে সাহায্য করে। সামান্যের উদাহরণে যেমন জলে

১। তদেতৎ ভট্টারহরিচন্দ্রেণৈব দূষিতং..যৎ ত্রিবিধং সামান্যম্—অত্যন্তসামান্যং মধ্যসামান্যমেকদেশসামান্যং চ, তত্র 'সর্বদা' ইত্যাদিনা অত্যন্তসামান্যমুচ্যতে, সামান্যমেকত্বকরমিত্যনেন মধ্যসামান্যং তুল্যার্থতা হীত্যাদিনা একদেশসামান্যম্।

আ.দী., চ.সূ., ১, পৃ. ৪২, প. ২৫-২৯

২। কেচিৎ সামান্যং দ্বিবিধমিচ্ছন্তি, উভয়বৃত্তি তথৈকবৃত্তি চ। তত্র মাংসং মাংসবর্দ্ধকম্ উভয়বৃত্তিসামান্যাৎ, মাংসত্বং হি পোষ্যে পোষকে চ গতত্বাৎ উভয়বৃত্তি, একবৃত্তি তু যথা ঘৃতমগ্নিকরং, তথা ধাবনাদিকর্ম্ম বাতকরং, তথা৻৻স্যাদি কফকরম্ এতদ্ধি সর্ব্বং ন বর্দ্ধনীয়েন সমানং কিন্তু প্রভাবাদ্বর্দ্ধকং, প্রভাবশ্চ ঘৃতত্বধাবনত্বাদিরেব, স চৈকবৃত্তিসামান্যরূপঃ।

আ.দী., চ.সূ., ১, পৃ. ৪৩, প. ১৬-১৯

জল বাড়ে, বিশেষের ক্ষেত্রে ঠিক তার বিপরীত অর্থাৎ জলের বিরুদ্ধধর্ম সমন্বিত আগুন সেই গুণকেই শোষণ করে। চরকসংহিতায় বিশেষকে তাই দ্রব্যাদি হ্রাসের কারণরূপে দেখানো হয়েছে এবং এর সাহায্যে পৃথকত্ব বোধ জন্মায় বলে বিশেষ শব্দের পৃথকত্ব বলা হয়েছে।[১]

গঙ্গাধর তাঁর জল্পকল্পতরুটীকায় বলেছেন যে, দ্রব্য, গুণ ও কর্ম প্রভৃতি সকল ভাব পদার্থের হ্রাসের কারণ হচ্ছে বিশেষ।[২]

১। তুলনীয়—

...................................হ্রাসহেতুর্বিশেষশ্চ।
বিশেষস্তু পৃথকত্বকৃৎ, বিশেষস্তু বিপর্য্যয়ঃ।।

চ. সূ., ১.৪৪-৪৫

দার্শনিক চিন্তাধারার বিশ্লেষণেও বিশেষ হচ্ছে সামান্যের বিপরীত। সামান্য যেমন সমতা আনে, বিশেষ তেমনি তফাৎ করে, পার্থক্য জানিয়ে দেয়। বৈশেষিকের উন্নত চিন্তাধারায় বিশেষের আর এক রূপ। সেজন্য সাধারণ বিশেষের থেকে বৈশেষিকের বিশেষ আর এক ধাপ ভিন্ন জাতের। পরমাণুগত পারস্পরিক ভেদ স্বীকার করার জন্য বিশেষ মানা হয়েছে। তাই নিত্য যে পরমাণুগুলো, তাদের ভেদক ধর্মরূপে বৈশেষিকের বিশেষকে স্বীকার করা হয়েছে।

প্রশস্তপাদভাষ্যে বলা হয়েছে পরমাণু প্রভৃতি নিত্যদ্রব্যে যা বিদ্যমান থেকে ব্যাবর্তক হয়, তাকেই বিশেষ বলে।

"নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়োঽন্ত্যা বিশেষাঃ।"

প্র. পা. ভা., পৃ. ১৩, প. ২০

সপ্তপদার্থীতেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, যা নিত্য দ্রব্যে বর্তমান থাকে ও অনন্ত, তাই হচ্ছে বিশেষ। আরো বলা হয়েছে যা সামান্য অর্থাৎ জাতিরহিত এবং একব্যক্তিমাত্র, সমবেত, তাই বিশেষ।

"বিশেষাস্তু যাবন্নিত্যদ্রব্যবৃত্তিত্বাদনন্তা এব।"

স. প., ৭

"বিশেষস্তু সামান্যরহিত একব্যক্তিবৃত্তিঃ।।"

স. প., ৬৩

ভাষাপরিচ্ছেদগ্রন্থেও "অন্ত্যো নিত্যদ্রব্যবৃত্তিবিশেষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ" বলা হয়েছে।

ভা. প., প্র., ১০

তর্কভাষাতে বিশেষ পদার্থ নিত্য এবং নিত্যদ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। এটা অনুগত আকার প্রতীতির হেতু না হয়ে ভেদ প্রতীতির হেতু হয়। এরূপ বলা হয়েছে।

"বিশেষো নিত্যো নিত্যদ্রব্যবৃত্তিঃ, ব্যাবৃত্তিবুদ্ধিমাত্রহেতুঃ।"

ত. ভা., পৃ. ৩০৭, প. ৫

২. সর্ব্বেষাং ভাবানাং দ্রব্যগুণকর্ম্মণাং বিশেষো হ্রাসে হেতুঃ।

জ. ক., চ. সূ., ১, পৃ. ৩৫, প. ১৪-১৫

এছাড়া বিজ্ঞ ও অজ্ঞের এবং প্রকৃতি ও বিকৃতির অসামান্য দর্শন অর্থাৎ এদের সমান বলে না দেখার কারণও হচ্ছে বিশেষ।[১]

এইরূপ বৃদ্ধি ও হ্রাস উভয়ই হল সংযোগ সাপেক্ষ। অর্থাৎ এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে সমান ধর্মবিশিষ্ট দ্রব্যাদির যোগে দ্রব্যাদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে থাকে, এবং বিপরীত ধর্মী দ্রব্যাদির যোগে দ্রব্যাদি হ্রাস প্রাপ্ত হয়ে থাকে।[২]

চক্রপাণিদত্তের আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় বলা হয়েছে যে, সামান্য ও বিশেষ এই দুয়ের শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়ার পর অর্থাৎ একসঙ্গে সামান্য ধর্মবিশিষ্ট ও বিশেষ ধর্মবিশিষ্ট দ্রব্যের প্রয়োগ হওয়ার পর, এইরূপ প্রবৃত্তি যথাক্রমে বৃদ্ধি ও হ্রাসের কারণ হয়ে দেখা দেয় অর্থাৎ সমান দ্রব্যের দ্বারা সমান ধাতু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় দেখা যায় এবং বিশেষ কোন দ্রব্যের দ্বারা কোন বিশেষ ধাতু হ্রাস পেয়ে থাকে।[৩]

এছাড়া আরো বলা হয়েছে, গুরু, লঘু, শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ ও রুক্ষ দ্রব্যের সামান্য ও বিশেষ দ্বারা সেই সেই গুণ বিশিষ্ট দ্রব্যের বৃদ্ধি বা হ্রাস পেয়ে থাকে। এর তাৎপর্য্য দাঁড়ায় এই যে গুরু দ্রব্যের অভ্যাস দ্বারা গুরু দ্রব্যের বৃদ্ধি ও লঘু দ্রব্যের হ্রাস হয় এবং লঘু দ্রব্যের অভ্যাস দ্বারা লঘু দ্রব্যের বৃদ্ধি ও গুরু দ্রব্য হ্রাস পেয়ে থাকে।[৪]

গুণ—

চরকসংহিতায় সামান্য বিশেষের পরই গুণের উল্লেখ দেখা যায়।[৫]

---

১. জ্ঞাজ্ঞয়োঃ প্রকৃতিবিকারয়োঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যোশ্চ সামান্যদর্শনমবিশেষঃ।

চ. শা., ৫.১০

২. ....প্রবৃত্তিরুভয়স্য তু। চ. সূ., ১.৪৪

৩. উভয়স্য সামান্যস্য বিশেষস্য চ, প্রবৃত্তিঃ প্রবর্ত্তনং শরীরেণ অভিসম্বন্ধ ইতি যাবৎ, এবম্ভূতা প্রবৃত্তিঃ ধাতুসামান্যবিশেষয়োর্বৃদ্ধিহ্রাসে কারণমিত্যর্থঃ।

আ. দী., চ. সূ., ১, পৃ. ৪০, প. ২৭-২৮

৪. গুরুলঘুশীতোষ্ণস্নিগ্ধরুক্ষাদীনাং দ্রব্যাণাং সামান্যবিশেষাভ্যাং বৃদ্ধিহ্রাসৌ, যথোক্তম্। গুরুভিরভ্যস্যমানৈর্গুরূণামুপচয়ো ভবত্যপচয়ো লঘূনামেবমেবেতরেষামিতি।

চ. সূ., ৩০.২৭

৫. চরকসংহিতায় পদার্থগুলির নামোল্লেখের ক্রমের সঙ্গে বৈশেষিক বা নৈয়ায়িক দর্শনে উল্লিখিত ক্রমের তফাৎ দেখা যায়। এখানে সামান্য, বিশেষের পর দ্রব্যের কথা না বলে গুণের কথা বলা হয়েছে। অথচ গুণের লক্ষণ করতে গিয়ে গুণ যে দ্রব্যের আশ্রিত, এ কথায় জোর দেওয়া হয়েছে। তাহলে দাঁড়াল এই যে দ্রব্যরূপ আশ্রয়ের উল্লেখ না করেই আশ্রিত গুণের কথা বলা হল। আপাতদৃষ্টিতে এই ক্রমের কারণ কি খুঁজতে গেলে স্বীকার করতেই হয় যে দর্শনশাস্ত্রানুসারে দ্রব্যের কথা আগে বলাটাই ছিল যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু আয়ুর্বেদশাস্ত্রে দ্রব্যের থেকে তার গুণগুলি নিয়েই বিশেষ ব্যবহার বা প্রয়োগ করা হচ্ছে বলে গুণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, সেই কারণে এর কথা আগে বলা হয়েছে।

গুণের লক্ষণ—

গুণ কাকে বলে তা বলতে গিয়ে চরকসংহিতায় বলা হয়েছে—যা সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যে থাকে অথচ যা দ্রব্যের ক্রিয়া বা কর্ম নয় (নিশ্চেষ্ট) তাকেই গুণ বলা যেতে পারে।[১] চরকের টীকাকার চক্রপাণিদত্ত তাঁর আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় বলেছেন যে, নির্গত যে, চেষ্টা অর্থাৎ যা ক্রিয়ারূপ কর্ম ভিন্ন তা হল নিশ্চেষ্ট। কারণ এই কর্ম দ্রব্যে আশ্রিত হয়েথাকে গুণে নয়। অতএব গুণ নিশ্চেষ্ট (নিষ্ক্রিয়) অর্থাৎ কর্ম ভিন্ন এ কথা বোঝানো হয়েছে।[২] গুণগুলিকে গুণীর অর্থাৎ দ্রব্যাদির শরীরের চিহ্নরূপে বলা হয়েছে।[৩]

গুণ কত প্রকার ও কি কি—

চরকসংহিতায় ৪১ প্রকার গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও

---

১. সমবায়ী তু নিশ্চেষ্টঃ কারণং গুণঃ।

চ. সূ., ১.৫১

বৈশেষিকদর্শনে গুণের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, যা দ্রব্যের আশ্রিত, গুণরহিত কিন্তু সংযোগ ও বিভাগের কারণ নয় অর্থাৎ কর্ম নয় তাকে গুণ বলে।

"দ্রব্যাশ্রয়্যগুণবান্ সংযোগবিভাগেষ্বকারণমনপেক্ষ ইতি গুণলক্ষণম্।"

বৈ. সূ, ১.১.১৬

চরকসংহিতার লক্ষণটি দর্শন ঘেঁষা, তাই আয়ুর্বেদশাস্ত্রের উপযোগী না বলে, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত একথা বলা যেতে পারে।

ন্যায়বৈশেষিক গ্রন্থ তর্কসংগ্রহে, যা দ্রব্য ও কর্ম থেকে ভিন্ন, অথচ জাতিবিশিষ্ট অর্থাৎ গুণত্ব জাতিবিশিষ্ট তাকেই গুণ বলা হয়েছে।

"দ্রব্যকর্ম্মভিন্নত্বে সতি সামান্যবান্ গুণঃ গুণত্বজাতিমান্ বা"

ত. স. দী., ৩

সাংখ্যকৌমুদীতে গুণ শব্দের অর্থ পরার্থ অর্থাৎ পরের উপকারক বলা হয়েছে—"গুণা ইতি পরার্থাঃ।"

সা. ত. কৌ., সা. কা., ১২

২. নির্গতশ্চেষ্টায়াঃ নিশ্চেষ্টঃ, চেষ্টানির্গত্যা চেহ চেষ্টাশূন্যত্বং তথা চেষ্টাব্যতিরিক্তত্বঞ্চোচ্যতে।

আ. দী., চ. সূ., ১, পৃ. ১০১, প. ২৮

বৈশেষিকদর্শনে বলা হয়েছে, দ্রব্য থেকে অপর দ্রব্যের এবং গুণ থেকে অপর গুণের উৎপত্তি হয়।

"দ্রব্যাণি দ্রব্যান্তরমারভন্তে গুণাশ্চ গুণান্তরম্।"

বৈ. সূ, ১.১.১০

৩. "গুণাঃ শরীরে গুণিনাং নির্দিষ্টাশ্চিহ্নমেব চ।"

চ. শা., ১.৩১

গন্ধ এই পাঁচটি[১] গুরু প্রভৃতি কুড়িটি[২] বুদ্ধি, প্রযত্নাদি পাঁচটি[৩] অর্থাৎ প্রযত্ন, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ এবং পরাদি দশটি গুণ।[৪] এই ৪১টিকে গুণ বলা হয়েছে।[৫] এই গুণগুলি চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রয়োগশাস্ত্রে সাফল্য লাভের জন্য ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজন হতে পারে বিবেচনা করেই হয়ত চিকিৎসাশাস্ত্রে এরা স্থান করে নিয়েছে।[৬]

একথা চরকসংহিতায় স্বীকার করা হয়েছে চিকিৎসকের পক্ষে যে গুণগুলি চিকিৎসার উপযোগী সেইগুলি নানা তন্ত্র থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু দার্শনিকের ভাবনা মানসে গুণ হিসাবে যেগুলি চিহ্নিত হয়ে আছে তাদের সংখ্যা এতগুলি নয়। ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে মোট চব্বিশ প্রকার গুণের উল্লেখ আছে।[৭]

---

১. শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপং চ রসো গন্ধশ্চ তদ্‌গুণাঃ।

চ.শা., ১.২৭

এই গুণগুলির কথা পঞ্চমহাভূতে আলোচনা করা হয়েছে।

২. গুরু, লঘু, শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, মন্দ, তীক্ষ্ণ, স্থির, সর, মৃদু, কঠিন, বিশদ, পিচ্ছিল, শ্লক্ষ্ণ, খর, সূক্ষ্ম, স্থূল, সান্দ্র ও দ্রব এই কুড়িটি গুর্বাদি।

"বিংশতিগুণঃ গুরুলঘুশীতোষ্ণস্নিগ্ধরুক্ষমন্দতীক্ষ্ণস্থিরসর-
মৃদুকঠিনবিশদপিচ্ছিলশ্লক্ষ্ণখরসূক্ষ্মস্থূলসান্দ্রদ্রবানুগমাৎ।"

চ. সূ., ২৫.৩৬

৩. প্রযত্নান্তা ইতি—ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং প্রযত্নশ্চেতি পঞ্চ।

জ. ক., চ. সূ., ১, পৃ. ৬৩, প. ১

৪. পরত্ব, অপরত্ব, যুক্তি, সংখ্যা, সংযোগ, বিভাগ, পৃথকত্ব, পরিমাণ, সংস্কার ও অভ্যাস এই দশটিকে পরাদি গুণ বলা হয়েছে ঃ—

"পরাপরত্বে যুক্তিশ্চ সংখ্যা সংযোগ এব চ।
বিভাগশ্চ পৃথকত্বঞ্চ পরিমাণমথাপি চ।।
সংস্কারোঽভ্যাস ইত্যেতে গুণা জ্ঞেয়াঃ পরাদয়ঃ।

চ. সু, ২৬. ২৯-৩০

৫. সার্থা গুর্ব্বাদয়ো বুদ্ধিঃ প্রযত্নান্তাঃ পরাদয়ঃ, গুণাঃ প্রোক্তাঃ।

চ. সূ., ১.৪৯

৬. সিদ্ধ্যুপায়াশ্চিকিৎসায়া লক্ষণৈস্তান্ প্রচক্ষ্মহে। চ. সূ., ২৬.৩০

৭. ভাষাপরিচ্ছেদে চব্বিশ প্রকার গুণের কথা বলা হয়েছে। যথা—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, সংখ্যা, পরিণাম, পৃথকত্ব সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম ও সংস্কার ঃ—

"স্পর্শ সংখ্যা পরিমিতিঃ পৃথকত্বঞ্চ ততঃ পরম্।
সংযোগশ্চ বিভাগশ্চ পরত্বং চাপরত্বকম্।।
বুদ্ধিঃ সুখং দুঃখমিচ্ছা দ্বেষো যত্নো গুরুত্বকম্।
দ্রবত্বং স্নেহ সংস্কারাবদৃষ্টং শব্দ এব চ।। ভা-প., প্র., ৪-৫

তর্কসংগ্রহ ও প্রশস্তপাদভাষ্যেও এই চব্বিশ প্রকার গুণের কথাই বলা হয়েছে।

বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষের বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হলে আয়ুর্বেদশাস্ত্র মতে রোগের সূত্রপাত হয়। তাই রোগের হাত থেকে নিস্তার পেতে হলে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এদের কার কি গুণ তা একান্তভাবে জানা দরকার। চরকসংহিতার গুণের তালিকায় তাদেরও গণনা করা হয়েছে বলেই চব্বিশ প্রকার থেকে গুণের তালিকা বেড়ে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে একচল্লিশ। পরিশেষে এদের কার কি গুণ তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

এবার দেখা যাক্ চিকিৎসাশাস্ত্রের উপযোগী বায়ু, পিত্ত ও কফের গুণ কি কি বলা হয়েছে।

বায়ুর গুণ—

চরকসংহিতানুসারে বায়ুর গুণ হল রুক্ষ, শীত, লঘু, সূক্ষ্ম, চল, বিশদ এবং খর। রোগ নিরাময়ে বিপরীত গুণবিশিষ্ট দ্রব্যের সাহায্যে বায়ু প্রশমিত হয়ে থাকে।[১]

পিত্তের গুণ—

পিত্তের গুণ হল স্নেহ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, দ্রব, অম্ল, সর এবং কটু। এই স্নেহাদি গুণের বিপরীত গুণ বিশিষ্ট দ্রব্যের দ্বারা পিত্তের প্রকোপ আশু নিবারিত হয়।[২]

শ্লেষ্মার গুণ—

শ্লেষ্মার গুণ হল গুরু, শীতল, মৃদু, স্নিগ্ধ, মধুর, স্থির ও পিচ্ছিল। এদের বিপরীত গুণ সম্পন্ন দ্রব্যের সাহায্যে শ্লেষ্মা নিবারিত হয়।[৩]

দ্রব্য—

চরকসংহিতায় উল্লিখিত ক্রমানুসারে সামান্য, বিশেষ ও গুণের আলোচনার পর স্বভাবতই দ্রব্যের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। কেননা চরকসংহিতায় গুণের পরে দ্রব্যের উল্লেখ করা হয়েছে।

---

১. রুক্ষঃ শীতো লঘুঃ সূক্ষ্মশ্চলোঽথ বিশদঃ খরঃ।
বিপরীতগুণৈর্দ্রব্যৈর্মারুতঃ সম্প্রশাম্যতি।।
চ. সূ., ১.৫৯

২. সস্নেহমুষ্ণং তীক্ষ্ণঞ্চ দ্রবমম্লং সরং কটু।
বিপরীতগুণৈঃ পিত্তং দ্রব্যৈরাশু প্রশাম্যতি।।
চ. সূ., ১.৬০

৩. গুরুশীতমৃদুস্নিগ্ধমধুরস্থিরপিচ্ছিলাঃ।
শ্লেষ্মণঃ প্রশমং যান্তি বিপরীতগুণৈর্গুণাঃ।।
চ. সূ., ১.৬১

দ্রব্যের লক্ষণ—

চরকের মতে যা কার্য্যমাত্রের সমবায়িকারণ এবং যাতে গুণ ও কর্ম আশ্রিত হয়ে থাকে তাকে দ্রব্য বলে।[১]

চরকের টীকাকার চক্রপাণিদত্তের মতে, যেখানে কর্ম এবং গুণ সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত হয়, যা সমবায়িকারণ অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ ও কর্মের সমবায়িকারণ তাই দ্রব্য। সমবায়িকারণ হচ্ছে

---

১. যত্রাশ্রিতাঃ কর্ম্মগুণাঃ কারণং সমবায়ি যৎ, তদ্ দ্রব্যম্।

চ. সূ., ১.৫১

সুশ্রুতসংহিতাতে বলা হয়েছে যে, যা ক্রিয়াযুক্ত, গুণযুক্ত এবং সমবায়িকারণ তাকে দ্রব্য বলে।

"দ্রব্যলক্ষণং তু ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়িকারণম্।"

সু. সূ., ৪০.৩

চরক ও সুশ্রুতের এই লক্ষণটি তৎকালে প্রচলিত দার্শনিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। ঠিক এই রকমই লক্ষণ বৈশেষিকদর্শনেও দেখা যায়। অর্থাৎ সুসমৃদ্ধ বৈশেষিক মতেও কার্য্যের সমবায়িকারণ এবং গুণ ও কর্মের আশ্রয়ভূত পদার্থকে দ্রব্য লক্ষণাক্রান্ত বলে স্বীকার করা হয়েছে।

"ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়িকারণমিতি দ্রব্যলক্ষণম্।"

বৈ. সূ., ১.১.১৫

সপ্তপদার্থীতেও দ্রব্যত্বজাতিবিশিষ্ট গুণযুক্ত সমবায়িকারণকে দ্রব্য বলা হয়েছে। কারণ দ্রব্য ছাড়া কোন পদার্থ সমবায়িকারণ হয় না।

"দ্রব্যং তু দ্রব্যত্ব সামান্যযোগি গুণবৎ সমবায়িকারণং চেতি।"

স.প., ৫৯

পরবর্তীকালের দার্শনিক গ্রন্থগুলিতে যেমন তর্কসংগ্রহে কিন্তু দ্রব্যত্বজাতিবিশিষ্ট হওয়া অথবা গুণবিশিষ্ট হওয়াই দ্রব্যের সামান্য লক্ষণ বলা হয়েছে।

"দ্রব্যত্বং জাতিমত্ত্বং গুণবত্ত্বং বা দ্রব্যসামান্যলক্ষণম্।"

ত. স. দী., ২

মনে হতে পারে যে, ক্রিয়াশ্রয়তা সকল দ্রব্যের ব্যাপক না হওয়ার জন্যই পরবর্তী নৈয়ায়িকরা হয়ত দ্রব্যের লক্ষণ করার সময় এর গুণাশ্রয়তাকে স্বীকার করেছেন, কর্মাশ্রয়তাকে উপেক্ষা করেছেন।

"তত্র সমবায়িকারণং দ্রব্যম্, গুণাশ্রয়ো বা।"

ত. ভা., পৃ. ২১৮, প. ১

এরূপ যে নিজে কোন কার্য্যে সমবেত হয়ে সেই কার্য সম্পন্ন করে। গুণ ও কর্ম স্বসমবেত হয়ে যদি কার্য্য না করে, তাহলে সমবায়িকারণ হওয়া সম্ভব হয় না।[১]

দ্রব্য কয়টি ও কি কি—

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে দ্রব্যের সংখ্যা মোট নয়টি বলা হয়েছে। যথা—আকাশ প্রভৃতি পঞ্চমহাভূত[২] অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্, ক্ষিতি এবং আত্মা, মন, কাল (time) ও দিক (space)।[৩]

দ্রব্যের বিভাগ—

(ক) আয়ুর্বেদশাস্ত্রে প্রয়োজনীয় সকল পদার্থই হচ্ছে পাঞ্চভৌতিক। এই সকল পদার্থকে চেতন ও অচেতন ভেদে দ্বিবিধ বলা হয়েছে।[৪] দ্রব্য ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হলে তাকে সচেতন দ্রব্য এবং ইন্দ্রিয় বিহীন হলে তাকে অচেতন দ্রব্য বলে।[৫]

---

১. যত্রাশ্রিতা যত্র সমবেতাঃ, কর্ম্ম চ গুণাশ্চ কর্ম্মগুণাঃ। কারণং সমবায়ি যদিতি সমবায়ি কারণং যৎ দ্রব্যমেব হি দ্রব্যগুণকর্ম্মণাং সমবায়িকারণম্, সমবায়িকারণঞ্চ তৎ যৎ স্বসমবেতং কার্য্যং জনয়তি। গুণকর্ম্মণী তু ন স্বসমবেতং কার্য্যং জনয়তঃ, অতো ন তে সমবায়িকারণে।

আ. দী., চ. সূ., ১, পৃ. ৯৬, প. ২৭-২৮

পৃ. ৯৭, প. ২৮-২৯

বৈশেষিকদর্শনে বলা হয়েছে দ্রব্য, গুণ ও কর্মের সামান্য কারণ হচ্ছে দ্রব্য। এছাড়া আরো বলা হয়েছে যে একটি দ্রব্য হচ্ছে বহু সংযোগের কারণ।

"দ্রব্যগুণকর্ম্মণাং দ্রব্যং কারণং সামান্যম্।"

বৈ. সূ., ১.১.১৮

"সংযোগানাং দ্রব্যম্।"

বৈ. সূ., ১.১.২৭

২. খাদীনি চ "মহাভূতানি খং বায়ুরগ্নিরাপঃ ক্ষিতিস্তথা"।

আ. দী., চ. সূ., ১, পৃ. ৫৪, প. ২৮-২৯

৩. খাদীন্যাত্মা মনঃ কালো দিশশ্চ দ্রব্যসংগ্রহঃ।

চ. সূ., ১.৪৮

ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের গ্রন্থ ভাষাপরিচ্ছেদেও এই নয়টি দ্রব্যের উল্লেখ করা হয়েছে।

'ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোমকালা দিগ্দেহিনৌমনঃ দ্রব্যাণি।"

ভা. প., প্র., ৩

৪. সর্বং দ্রব্যং পাঞ্চভৌতিকমস্মিন্নর্থে তচ্চেতনাবদচেতনঞ্চ।

চ. সূ., ২৬.১০

৫. সেন্দ্রিয়ং চেতনং দ্রব্যং নিরিন্দ্রিয়মচেতনম্।।

চ. সূ., ১.৪৮

চরকের টীকাকার গঙ্গাধর বলছেন যে, এই চেতন দ্রব্য আবার দু-প্রকার, অন্তশ্চেতন ও বাহ্যাভ্যন্তর চেতন।[১] অন্তশ্চেতন হচ্ছে বৃক্ষ প্রভৃতি এবং বাহ্যাভ্যন্তর অচেতন হচ্ছে ঘট প্রভৃতি। এইরূপ জরায়ুজ মনুষ্য প্রভৃতি, অন্ডজ সর্প প্রভৃতি, স্বেদজ কৃমি এবং কীট প্রভৃতি, এবং উদ্ভিজ্জ ইন্দ্রগোপ প্রভৃতি এই চার প্রকার প্রাণীদের বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয়ই চেতন। উদ্ভিজ্জ বানস্পত্য প্রভৃতি অন্তশ্চেতন এবং বাহ্য অচেতন। ঘট প্রভৃতিকেও বাহ্যাভ্যন্তরাচেতন হিসাবেও মানতে হবে।[২]

উৎপত্তিস্থানগত ভেদ—

(খ) এছাড়া আর একভাবে দ্রব্যকে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—জাঙ্গম, উদ্ভিদ ও পার্থিব।[৩]

জাঙ্গম পদার্থ—

জাঙ্গম পদার্থ থেকে চিকিৎসার জন্য যে সকল দ্রব্য কাজে লাগে তারা হল মধু, গব্যদুগ্ধাদি, পিত্ত, বসা, মজ্জা, রক্ত, মাংস প্রভৃতি।[৪] চরকের টীকাকার গঙ্গাধর বলেছেন যে জাঙ্গম পদার্থ চার প্রকার। যথা—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ।[৫]

---

১. তস্মাচ্চেতনমপি দ্বিবিধমন্তশ্চেতনং বাহ্যাভ্যন্তরচেতনঞ্চ।

জ.ক., চ.সূ., ১, পৃ. ৫৬, প. ১৯

২. তদ্বত্ত্বাদচেতনমপি দ্বিবিধং বাহ্যাচেতনমন্তশ্চেতনং বৃক্ষাদি। বাহ্যাভ্যন্তরাচেতনং ঘটাদি। ইত্যঞ্চ জরায়ুজানাং মনুষ্যাদীনামন্ডজানাং সর্পাদীনাং স্বেদজানাং মহাকাদীনামুদ্ভিজ্জানাং মণ্ডূকডুন্ডুভাদীনাং চতুর্দ্ধা প্রাণিনামুভয়তশ্চৈতন্যম্, উদ্ভিজ্জানাং বানস্পত্যাদীনামন্তশ্চেতনত্বং বাহ্যাচেতনত্বঞ্চ। ঘটাদীনাং বাহ্যাভ্যন্তরাচেতনত্বমিতি বোধ্যম্।

জ. ক., চ. সূ., ১, পৃ. ৫৭, প. ১-৫

সুশ্রুতসংহিতাতে বলা হয়েছে, জঙ্গম চার প্রকার। যথা জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, এবং উদ্‌ভিজ্জ। পশু, মানুষ, ব্যাল অর্থাৎ হিংসক পশু প্রভৃতি জরায়ুজ। পক্ষী, সর্প, অজগর প্রভৃতি অণ্ডজ। কৃমি, কীট, পিপীলিকা প্রভৃতি স্বেদজ এবং ইন্দ্রগোপ মণ্ডূক প্রভৃতি হচ্ছে উদ্ভিজ্জ।

"জঙ্গমাঃ খল্বপি চতুর্বিধাঃ—জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জাঃ। তত্র পশুমনুষ্যব্যালাদয়ো জরায়ুজাঃ, খগসর্পসরীসৃপপ্রভৃতয়োঽণ্ডজাঃ, কৃমিকীটপিপীলিকাপ্রভৃতয়ঃ স্বেদজাঃ, ইন্দ্রগোপ-মণ্ডূকপ্রভৃতয় উদ্ভিজ্জাঃ।

সু. সূ., ১.৩০

৩. তৎ পুনস্ত্রিবিধং প্রোক্তং জঙ্গমৌদ্ভিদপার্থিবম্।

চ. সূ., ১.৬৮

৪. মধূনি গোরসাঃ পিত্তং বসা মজ্জাঽসৃগামিষম্।।

জঙ্গমেভ্যঃ প্রযুজ্যন্তে কেশা লোমানি রোচনাঃ।।

চ. সূ., ১.৬৮-৬৯

৫. তত্র জঙ্গমশ্চতুর্যোনির্জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জভেদাৎ।

জ. ক., চ. সূ., ১, পৃ. ১৯১. প. ১৬

উদ্ভিদ—

ভূমিজাত ঔষধকে উদ্ভিদ বলে। এটি চার প্রকারের। যথা—বনস্পতি, বানস্পত্য, ওষধি ও বীরুধ। যাদের পুষ্প না হয়ে একেবারে ফল জন্মায় তাদের বনস্পতি বলে, পুষ্প হওয়ার পর যাদের ফল জন্মায় তাদের বানস্পত্য বলে। ফল পাকলে যাদের বিনাশ হয় তাদের ওষধি বলে এবং যারা লতাগুল্মাদি প্রতানবিশিষ্ট তাদের বীরুধ বলে।[১]

পার্থিব পদার্থ—

পার্থিব পদার্থ থেকে চিকিৎসার জন্য যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করা হয়, তারা হল সুবর্ণ, পঞ্চলৌহ ও তাদের মল, (রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, সীসা ও লৌহ), সিকতা (বালুকা), সুধা (দারুমুষ), মনঃশিলা, আল (হরিতাল), মণি, লবণ, গৈরিক ও অঞ্জন।[২]

১. ভৌমমৌষধমুদ্দিষ্টমৌদ্ভিদন্তু চতুর্ব্বিধম্।
বনস্পতিস্তথা বীরুদ্বানস্পত্যস্তথৌষধিঃ।।
ফলৈর্ব্বনস্পতিঃ পুষ্পৈর্ব্বানস্পত্যঃ ফলৈরপি।
ওষধ্যঃ ফলপাকান্তাঃ প্রতানৈর্বীরুধঃ স্মৃতাঃ।।

চ. সূ., ১. ৭১-৭২

সুশ্রুতসংহিতাতে স্থাবর দ্রব্য চার প্রকার বলা হয়েছে। যেমন—বনস্পতি, বৃক্ষ, ওষধি ও বীরুধ। যাতে পুষ্প না হয়ে ফল জন্মায় তাকে বনস্পতি বলে। পুষ্প হওয়ার পর যাতে ফল জন্মায় তাকে বৃক্ষ বলে। ফল পাকলে যার বিনাশ হয় তা হচ্ছে ওষধি এবং যা প্রতানবিশিষ্ট অর্থাৎ গুল্মরূপ তা হল বীরুধ।

"তাসাং স্থাবরাশ্চতুর্ব্বিধাঃ বনস্পতয়ো বৃক্ষাঃ বীরুধঃ ওষধয় ইতি। তাসু অপুষ্পাঃ ফলবন্তো বনস্পতয়ঃ, পুষ্পফলবন্তো বৃক্ষাঃ, প্রতানবত্যঃ স্তম্বিন্যশ্চ বীরুধঃ, ফলপাকনিষ্ঠা ওষধয় ইতি।

সু. সূ., ১.২৯

প্রশস্তপাদভাষ্যে স্থাবর তিন প্রকার বলা হয়েছে। যেমন—ঔষধি, বৃক্ষলতা ও অবতান এবং বনস্পতি।

"স্থাবরাস্তৃণৌষধিবৃক্ষলতাবতানবনস্পতয় ইতি।"

প্র.পা.ভা., পৃ. ২৮, প. ১০-১১

২. সুবর্ণং সমলাঃ পঞ্চ লোহাঃ সসিকতাঃ সুধা।
মনঃশিলালে মণয়ো লবণং গৈরিকাঞ্জনে।।

চ. সূ., ১.৭০

সুশ্রুতসংহিতাতেও বলা হয়েছে যে, পার্থিব দ্রব্য হল—স্বর্ণ, রজত, মণি, মুক্তা, মনঃশিলা প্রভৃতি।

"পার্থিবাঃ সুবর্ণরজতমণিমুক্তামনঃশিলামৃত্কপালাদয়ঃ।"

সু. সূ., ১.৩২

পার্থিব দ্রব্য সকল গুরু, খর, কঠিন, মন্দ, স্থির, বিশদ, সান্দ্র, স্থূল ও গন্ধবহুল হয়। এই পার্থিব দ্রব্য সকল দেহের উপচয় কাঠিন্য, গুরুতা, স্থিরতা সম্পাদন করে।[১]

(গ) দ্রব্যের প্রভাব অনুসারেও দ্রব্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, একথাও চরকসংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন দ্রব্যের প্রভাব এইরূপ যে তারা দোষ ত্রয় অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফের সমতা করে, আবার কোন কোন দ্রব্যের প্রভাব এইরূপ যে তারা রক্তাদি ধাতুর দোষ সকল উৎপাদন করে। আবার প্রভাববশতঃ কোন কোন দ্রব্য সুস্থ শরীরের অনুকূল বলে প্রতীয়মান হয়।[২]

(খ) এতো গেল আয়ুর্বেদশাস্ত্রের উপযোগী পার্থিব দ্রব্যের প্রকার ভেদ নিয়ে আলোচনা। কিন্তু পার্থিব দ্রব্য ছাড়াও, জলীয় দ্রব্য, আগ্নেয় দ্রব্য, বায়বীয় দ্রব্য ও আকাশাত্মক দ্রব্য ভেদেও, দ্রব্যের পাঁচপ্রকার ভেদের পরিকল্পনা চরকসংহিতায় করা হয়েছে। এগুলোর ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, চরকসংহিতা দার্শনিক চিন্তা ভাবনা দ্বারা হয়ত বা প্রভাবিত হয়েছিল। পার্থিব দ্রব্যের গুণ নিয়ে আগে আলোচনা করা হয়েছে, তাই এরপর আসছে জলীয় দ্রব্যের কথা।

জলীয় দ্রব্য—

জলীয় দ্রব্যের গুণ হল—দ্রব, স্নিগ্ধ, শীত, মন্দ, মৃদু, পিচ্ছিল এবং রসবহুল। জলীয় দ্রব্যের কার্য্য হল দেহের উৎক্লেদ, স্নেহ, বন্ধ, অভিষ্যন্দিতা, এবং প্রহ্লাদকারিতা অর্থাৎ শরীরেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করা।[৩]

আগ্নেয় দ্রব্য—

আগ্নেয় দ্রব্যগুলি উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, লঘু, রুক্ষ, বিশদ এবং রূপগুণযুক্ত হয়। এদের কার্য্য হল—দাহ, পাক, প্রভা, প্রকাশ ও বর্ণকারিতা।[৪]

---

১. তত্র দ্রব্যাণি গুরুখরকঠিনমন্দস্থিরবিশদসান্দ্রস্থূলগন্ধগুণবহুলানি পার্থিবানি, তান্যুপচয়-সঙ্ঘাতগৌরবস্থৈর্যকরাণি।

চ. সূ., ২৬.১১

২. কিঞ্চিদ্দোষপ্রশমনং কিঞ্চিদ্ধাতুপ্রদূষণম্।
স্বস্থবৃত্তৌ মতং কিঞ্চিৎ ত্রিবিধং দ্রব্যমুচ্যতে।।

চ.সূ., ১.৬৭

৩. দ্রবস্নিগ্ধশীতমন্দমৃদুপিচ্ছিলরসগুণবহুলান্যাপ্যানি,
তান্যুপক্লেদস্নেহবন্ধবিষ্যন্দমার্দবপ্রহ্লাদকরাণি।

চ. সূ., ২৬.১১

৪. উষ্ণতীক্ষ্ণসূক্ষ্মলঘুরুক্ষবিশদরূপগুণবহুলানি আগ্নেয়ানি,
তানি দাহপাকপ্রভাপ্রকাশবর্ণকরাণি।

চ. সূ., ২৬.১১

বায়বীয় দ্রব্য—

বায়ব্য বা বায়ু প্রধান দ্রব্যের গুণ হল—লঘু, শীত, রুক্ষ, খর, বিশদ, সূক্ষ্ম ও স্পর্শগুণবহুলতা। বায়বীয় দ্রব্য দ্বারা দেহের রুক্ষতা, গ্লানি, বিচার অর্থাৎ গতি, বিশদতা এবং লঘুতা সম্পাদিত হয়।[১]

আকাশাত্মক দ্রব্য—

আকাশাত্মক দ্রব্যের গুণ হল—মৃদু, লঘু, সূক্ষ্ম, শ্লক্ষ্ণ এবং শব্দগুণবহুলতা। এই সকল দ্রব্যের দ্বারা মৃদুতা, ছিদ্রতা ও লঘুতা সম্পাদিত হয়।[২]

দ্রব্যের বৃদ্ধি ও হ্রাসের কারণ—

সর্বকালে সকল বস্তুর অর্থাৎ সকল দ্রব্য, গুণ ও কর্মের যে সমতা অর্থাৎ সমানগুণের বিশিষ্টতা তাকেই বৃদ্ধির কারণরূপে বলা হয়েছে। এবং দ্রব্য প্রভৃতির যে পারস্পরিক অসাম্য অর্থাৎ সমান গুণবিশিষ্ট না হওয়া, এটাই তাদের হ্রাসের কারণ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই বৃদ্ধি বা হ্রাস উভয়ই সংযোগ সাপেক্ষ। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে সমানধর্মী দ্রব্যাদির যোগ হলে দ্রব্যাদি বৃদ্ধি পায় এবং বিপরীতধর্মী দ্রব্যাদির যোগ হলে দ্রব্যাদি হ্রাস পায়।[৩] এইরূপ ভাব সকলও নিত্য এবং পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যের স্ব স্ব লক্ষণও নিত্য। কিন্তু এমন দ্রব্য ও গুণ আছে যারা নিত্য ও অনিত্য।[৪]

---

১. লঘুশীতরুক্ষখরবিশদসূক্ষ্মস্পর্শগুণবহুলানি বায়ব্যানি,
তানি রৌক্ষ্যগ্লানিবিচারবৈশদ্যলাঘবকরাণি।

চ.সূ., ২৬.১১

২. মৃদুলঘুসূক্ষ্মশ্লক্ষ্ণশব্দগুণবহুলান্যাকাশাত্মকানি,
তানি মার্দ্দবসৌষির্যলাঘবকরাণি।

চ. সূ., ২৬.১১

৩. সর্ব্বদা সর্ব্বভাবানাং সামান্যং বৃদ্ধিকারণম্।
হ্রাসহেতুর্বিশেষশ্চ, প্রবৃত্তিরুভয়স্য তু।।

চ. সূ., ১.৪৪

৪. এষ ভাবস্বভাবো নিত্যঃ, স্বলক্ষণশ্চ দ্রব্যাণাং
পৃথিব্যাদীনাং, সন্তি তু দ্রব্যাণি গুণাশ্চ নিত্যানিত্যাঃ।

চ. সূ., ৩০.২৭

কর্ম—

কর্ম কাকে বলে একথা বলতে গিয়ে চরকসংহিতায় দ্রব্যাশ্রিত ক্রিয়াকেই বলা হয়েছে। অর্থাৎ দ্রব্যেতে আশ্রিত ক্রিয়াকেই কর্ম বলা হয়।[১] চরকের টীকাকার চক্রপাণিদত্ত তাঁর টীকায় এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেছেন যে দ্রব্যাশ্রিত কর্ম বলার তাৎপর্য্য হচ্ছে এই যে বমন প্রভৃতি পঞ্চকর্মের অথবা নিদ্রা প্রভৃতিতেও এবং ধর্মাধর্মরূপ অদৃষ্টতেও কর্মের প্রসঙ্গ যাতে না এসে পরে এজন্য কর্মকে দ্রব্যাশ্রিত বলা হল।[২]

কর্মের এই যে লক্ষণটি দেওয়া হল চরকসংহিতায় তা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারী বলা যেতে পারে। কেননা দর্শনে ক্রিয়া বলতে বোঝায় পূর্বদেশ পরিত্যাগ করে অন্যদেশের সঙ্গে সংযোগ অর্থাৎ ক্রিয়া শুরু হলে, ক্রিয়ার ফলে হয় পূর্বদেশ থেকে বিচ্যুতি বা বিভাগ এবং তারপরে হয় উত্তরদেশের সঙ্গে সংযোগ।[৩] এই কথারই সমর্থন মেলে যখন দেখি পদগুলির আলোচনার গোড়াতে কর্মের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তাও কর্মের দার্শনিক পরিভাষার অনুরূপ।

সেখানে বলা হয়েছে, সংযোগ ও বিভাগের প্রতি যেটা কারণ ও যেটা দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে, তাই কর্মের লক্ষণাক্রান্ত।[৪] কর্মের এই লক্ষণটির উপর জোর দিতে গিয়ে চরসংহিতাকার

---

১. দ্রব্যাশ্রিতং চ কর্ম্ম, যদুচ্যতে ক্রিয়েতি। — চ.সূ., ৮.১৩

সুশ্রুতসংহিতায় যেটা করা হয় তাকে কর্ম বলা হয়েছে।

"যৎ কুর্ব্বন্তি তৎ কর্ম।" — সু. সূ., ৪১.৫

২. কর্ম্ম ইত্যুচ্যমানে বমনাদিষ্বপি তথাऽऽস্যাস্বপ্নাদিষ্বপি কর্ম্মশব্দবাচ্যেষু প্রসক্তিঃ স্যাৎ, অতস্তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থং দ্রব্যাশ্রিতপদং তথাপি ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ কর্ম্মশব্দবাচ্যয়োঃ প্রসক্তিঃ স্যাৎ ইত্যুক্তং যদুচ্যতে ক্রিয়েতি, কর্ম্মণঃ পৃথক্ কৃত্বাভিধানং পঞ্চকর্ম্মাদিষু কর্ম্মণোऽপ্রবিষ্টত্বাৎ।

আ. দী., চ. সূ., ৮, পৃ. ৪০৩, প. ২৫-২৮

৩. 'পূর্বদেশ পরিত্যাগপূর্বকোত্তরদেশসংযোগানুকুলব্যাপারঃ'।

মু. স., ভা.প., প্র., পৃ. ৪৪, প. ১১

৪. সংযোগে চ বিভাগে চ কারণং দ্রব্যমাশ্রিতম্।

চ. সূ., ১.৫২

বৈশেষিকদর্শনে, একদ্রব্যে আশ্রিত গুণরহিত এবং সংযোগ ও বিভাগের সময় যে কোন কিছুর অপেক্ষা করে না তাকে কর্ম বলা হয়।

"একদ্রব্যমগুণং সংযোগবিভাগেষ্বনপেক্ষকারণমিতি কর্মলক্ষণম্।" — বৈ. সূ., ১.১.১৭

সপ্তপদার্থীতে বলা হয়েছে, প্রথমে যা সংযোগ ও বিভাগের অসমবায়িকারণ এবং কর্মত্বজাতিবিশিষ্ট তাই কর্ম।

"কর্ম কর্মত্বজাতিযোগি আদ্যসংযোগবিভাগয়োরসমবায়িকারণং চেতি।" — স. প., ৬১

তর্কসংগ্রহে যা স্বয়ং সংযোগের স্বরূপ নয় অথচ সংযোগের অসমবায়িকারণ অথবা যা কর্মত্বজাতিবিশিষ্ট তাকেই কর্ম বলা হয়েছে—

"সংযোগভিন্নত্বেসতি সংযোগাসমবায়িকারণং কর্ম কর্মত্বজাতিমদ্ বা।" — ত. স. দী., ৪

একটু অদ্ভুত ধরনের ব্যাখ্যার সাহায্য নিয়েছেন। কর্মের এই লক্ষণটি করার সাথে সাথে তিনি এও বলেছেন করণীয় কর্ত্তব্যের (অর্থাৎ কার্য্যের) যে সম্পাদন (বা ক্রিয়া) তাকেও কর্ম বলে এবং কর্ম বলতে এখানে অন্য কিছুর অপেক্ষা রাখে না।[১] কর্মের লক্ষণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই যে দ্বিতীয় অংশটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে, তা সমর্থন করতে গিয়ে জল্পকল্পতরুর টীকাকার এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—যা সংযোগ ও বিভাগের প্রতি কারণ হয়ে অন্য কোন কর্ম অর্থাৎ নিজ ভিন্ন অন্য কোন কর্মের অপেক্ষা রাখে না, দ্রব্যের আশ্রিত সেই কর্ম কর্ত্তব্যের অর্থাৎ কার্য্যের সমবায়িকারণ, তাকে কর্ম বলা হয়।[২] চরকের অপর টীকাকার চক্রপাণিদত্তও এই শেষ অংশটির সমর্থন করতে গিয়ে বলেছেন—দ্রব্য ভিন্ন আর সব কিছুর ব্যাবৃত্তি বোঝাতে বলা হয়েছে "কর্ম্মনান্যদপেক্ষতে।" এর অর্থ হচ্ছে এই যে কর্মের আশ্রয় দ্রব্যের কর্ম দ্বারা উৎপন্ন যে পূর্বদেশের থেকে বিভাগ এবং উত্তর দেশের সঙ্গে সংযোগ এই কার্য করতে হলে পশ্চাৎকালভাবী অন্য কোন কারণের অপেক্ষা থাকে না। যদিও দ্রব্য সংযোগ ও বিভাগের প্রতি যুগপৎ কারণ হচ্ছে, তাহলেও উৎপন্ন হয়েও, যখন কর্মের সঙ্গে যুক্ত হয় তখনই তা সংযোগ বিভাগের কারণ হয়ে থাকে। কর্ম কিন্তু উৎপন্ন হয়ে, কিছু করে অর্থাৎ সংযোগ বিভাগই করে থাকে। কিন্তু এটি পশ্চাৎভাবী অন্য কোন কারণের অপেক্ষা করে না। সংযোগ ও বিভাগের আশ্রয় জ্ঞানের কিন্তু অপেক্ষা আছেই। সেই জ্ঞান তো পূর্বেই সিদ্ধ হয়ে গেছে। এজন্য চরমভাবী অন্যকোন কারণের অপেক্ষা থাকছে না কর্মে। যদি মনে করা যায় যে এস্থলে কর্ম শব্দের দ্বারা বমন প্রভৃতি পঞ্চকর্মের বা অদৃষ্টের বা অন্যকোন ক্রিয়ার কথা বলা হচ্ছে, তাহলে কোন কর্মকে উদ্দেশ্য করে এই লক্ষণটি করা হয়েছে? এইজন্যই বলা হল "কর্ত্তব্যস্য ক্রিয়া কর্ম" প্রভৃতি। এর দ্বারাই বোঝান হল যে ক্রিয়ারূপ কর্মেরই এই লক্ষণটি, কিন্তু অদৃষ্ট প্রভৃতির লক্ষণ নয়।[৩]

---

১. কর্ত্তব্যস্য ক্রিয়া কর্ম্ম কর্ম্মনান্যদপেক্ষতে।। চ. সূ., ১.৫২

২. সংযোগে চ বিভাগে চ যত কারণমন্যৎ কর্ম্ম স্বভিন্নং কর্ম্মান্তরং নাপেক্ষতে তদ্দ্রব্যমাশ্রিতং কর্ম্ম কর্ত্তব্যস্য তস্য কার্য্যস্য কর্ম্মণঃ সমবায়িকারণং কর্ম্মোচ্যতে।

জ. ক., চ. সু., ১, পৃ. ১১১, প. ২৬
পৃ. ১১২, প. ১-২

৩. দ্রব্যব্যাবৃত্তিস্তু "কর্ম্মনান্যদপেক্ষতে" ইত্যনেন সিদ্ধা, অস্যায়মর্থো যৎ-কর্ম্মোৎপন্নং স্বাশ্রয়স্য দ্রব্যস্য পূর্বদেশবিভাগে চোত্তরদেশসংযোগে চ কর্ত্তব্যে নান্যৎ কারণং পশ্চাৎকালভাবি অপেক্ষতে, দ্রব্যন্তু যদ্যপি সংযোগবিভাগকারণং যুগপত্তবতি তথাপি তদুৎপন্নং সৎ যদা কর্ম্মযুক্তং ভবতি তদৈব সংযোগবিভাগকারণং স্যাৎ ; কর্ম্মতূৎপন্নং করোত্যেব পরং সংযোগবিভাগৌ ন তু কারণান্তরং পশ্চাদ্ভাব্যপেক্ষতে, সংযোগবিভাগাশ্রয়ং প্রত্যাসত্তিস্তু অপেক্ষত এব, সা চ পূর্ব্বসিদ্ধৈব, ন চ চরমভাবিকারণান্তরাপেক্ষতা কর্ম্মণঃ। অথ কর্ম্মশব্দেন বমনাদীনাং তথাऽদৃষ্টস্য তথা ক্রিয়ায়াশ্চাভিধীয়মানত্বাৎ। কস্য কর্ম্মণঃ ইদং লক্ষণম্ ইত্যত আহ-কর্ত্তব্যস্য ক্রিয়া কর্ম্মেতি। এতেন ক্রিয়ারূপস্য কর্ম্মণ ইদং লক্ষণং নাদৃষ্টাদেরিতি।

আ.দী., চ.সূ, ১, পৃ ১১২, প. ২৭-২৮, পৃ. ১১৩ প. ২৮-২৯
পৃ. ১১৪ প. ২৯-৩০, পৃ. ১১৫ প. ২৮-৩০

কর্ম নিয়ে আলোচনার উপসংহারে একথা বলা যেতে পারে যে চরকসংহিতার কর্ম লক্ষণের শেষ অংশটুকু অর্থাৎ "কর্ত্তব্যস্য ক্রিয়া কর্ম, কর্ম নান্যদপেক্ষতে" এই অংশের ব্যাখ্যা একটু গোলমেলে বলে মনে হচ্ছে। দর্শনচিন্তার দ্বারা কর্মলক্ষণটি প্রভাবিত হলেও শেষ অংশটি প্রথম অংশের অর্থাৎ "সংযোগে চ বিভাগে চ কারণং দ্রব্যমাশ্রিতম্" এই অংশের আদৌ পরিপূরক নয়। তাই দ্বিতীয় অংশটির সমর্থনে টীকাকার চক্রপাণি ও গঙ্গাধরকেও যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে। ঘোরালো ব্যাখ্যার সাহায্য নিয়ে দ্বিতীয় পংক্তির সমর্থনে তাই সন্দেহ থেকে যায় দ্বিতীয় পংক্তিটি কি পরে সংযোজন করা হয়েছে অথবা ঐ অংশটুকু কি প্রক্ষিপ্ত?

প্রযত্ন প্রভৃতি যে চেষ্টা তাকেও চরকসংহিতায় কর্ম বলা হয়েছে।[১] আরো পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, বাক্য, মন ও শরীরের প্রবৃত্তি বা চেষ্টার নাম কর্ম।[২]

কার্যনিষ্পাদনের জন্য যে চেষ্টা তাকে প্রবৃত্তি বলে। এই প্রবৃত্তিকেই ক্রিয়া, কর্ম, যত্ন ও কার্যসমারম্ভ বলা হয়েছে।[৩]

---

১. প্রযত্নাদি কর্ম্ম চেষ্টিতমুচ্যতে।

চ. সূ., ১.৪৯

এখানে 'প্রযত্ন' শব্দের দ্বারা 'যত্ন' করা ক্রিয়াকে বোঝাবে কিন্তু 'প্রযত্ন' নামকগুণকে বোঝাবে না, চরকসংহিতার টীকাকার চক্রপাণি ও গঙ্গাধর এই কথাই বলেছেন। "প্রযতনং প্রযত্নঃ।"

আ. দী., চ. সূ., ১, পৃ. ৬৫, প. ২৭

"যত্ন ইতি যতনং ন প্রযত্নঃ।"

জ. ক., চ. বি., ৮, পৃ. ১৬৭৫, প. ৪-৫

২. কর্ম্ম বাঙ্মনঃশরীরপ্রবৃত্তিঃ।

চ. সূ., ১১.৩৯

৩. প্রবৃত্তিস্তু খলু চেষ্টা কার্যার্থাঃ সৈব ক্রিয়া, কর্ম্ম যত্নঃ কার্যসমারম্ভশ্চ।

চ. বি. ৮.৭৭

চরকসংহিতার অপর একস্থানে বলা হয়েছে, প্রতিকর্মের অর্থাৎ ব্যাধি প্রতিকারের সমারম্ভকে প্রবৃত্তি বলে। সেই প্রবৃত্তির লক্ষণ হলো ভিষগ্, ঔষধ, আতুর ও পরিচারকের ক্রিয়ার সংযোগ। "প্রবৃত্তিস্তু প্রতিকর্ম্মসমারম্ভঃ। তস্য লক্ষণং ভিষগৌষধাতুরপরিচারকাণাং ক্রিয়াসমাযোগঃ।"

চ. বি., ৮.১২৯

ন্যায়সূত্রে বাক্, মন ও শরীরের আরম্ভ বা ক্রিয়াকে প্রবৃত্তি বলা হয়েছে।

"প্রবৃত্তির্বাগবুদ্ধিশরীরারম্ভঃ।"

ন্যা.সূ., ১.১.১৭

প্রাগুক্ত কর্মের আলোচনাগুলি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে হয়। কিন্তু এই লক্ষণটি আয়ুর্বেদশাস্ত্রে উল্লিখিত চিকিৎসা কর্মের আদৌ অনুসারী কি না এ ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিতে পারে। তাই মনে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের উপযোগী কর্মের স্বরূপ কথন, চরকসংহিতায় ভদ্রকাপ্যীয় অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে যে—যথাসময়ে ও যথাস্থলে দ্রব্যের প্রভাব, গুণের প্রভাব এবং দ্রব্য ও গুণের পরস্পরের প্রভাব আবশ্যক মত প্রযুক্ত হলে দ্রব্যসমূহ, যে কার্য সম্পন্ন করে তাকেই কর্ম বলা হয়।[১] এবং একথাও পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে বমনাদি পঞ্চ প্রকারকে কর্ম বলা হবে।[২]

কর্মের প্রকার ভেদ—

এজন্য আয়ুর্বেদশাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে চিকিৎসাশাস্ত্রের উপযোগী কর্মকে 'পঞ্চকর্ম' নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন—বমন, বিরেচন, আস্থাপন, অনুবাসন ও শিরোবিরেচন।[৩]

আবার সাধারণভাবে শারীরিক, মানসিক ও বাচিকভেদেও কর্মের তিন প্রকার বিভাগের উল্লেখ দেখা যায় চরকসংহিতায়।[৪]

এছাড়া শুভ ও অশুভ এইভাবেও কর্মকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে।[৫] এই শুভ ও অশুভ কর্মের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির হেতু হল মন, মনের বিষয়, বুদ্ধি ও আত্মা। এদের অধ্যাত্ম দ্রব্য গুণ সংগ্রহের মধ্যে ধরা হয়েছে।[৬]

এছাড়া চরকসংহিতার অন্যত্রও অন্যভাবে ধর্মশাস্ত্রসম্মত পূর্বজন্মের কর্ম এবং ইহ জন্মের কর্ম এই নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বজন্মে যে সকল আত্মাকৃত কর্ম করা হয়

---

১. দ্রব্যাণি হি দ্রব্যপ্রভাবাদ্ গুণপ্রভাবাদ্ দ্রব্যগুণপ্রভাবাচ্চ তস্মিংস্তস্মিন্ কালে তত্তদধিকরণমাসাদ্য তাং তাঞ্চ যুক্তিমর্থঞ্চ তং তমভিপ্রেত্য যৎ কুর্ব্বন্তি তৎ কর্ম্ম।

চ. সূ., ২৬.১৩

২. কর্ম পঞ্চবিধমুক্তং বমনাদি।

চ. সূ., ২৬.১০

৩. বমনবিরেচনাস্থাপনানুবাসনশিরোবিরেচনানি।

চ. বি., ৮.৮০

৪. ত্রিবিধমেব কর্ম।

চ. সূ., ১১.৪১

৫. কর্ম শুভাশুভম্

চ. শা., ১.৩৯

৬. মনো মনোর্থো বুদ্ধিরাত্মা চেত্যধ্যাত্মদ্রব্যগুণসংগ্রহঃ শুভাশুভপ্রবৃত্তিনিবৃত্তিহেতুশ্চ।

চ. সূ., ৮.১৩

তাকে দৈব এবং ইহজন্মে যে সকল কর্ম করা হয় তাকে পুরুষকার বলে।[১] দৈব ও পুরুষ এই উভয় প্রকার কর্মকে আবার বলাবলের পার্থক্য অনুসারে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—হীনকর্ম, মধ্যমকর্ম ও উত্তমকর্ম। এদের মধ্যে উত্তম দৈবের সঙ্গে উত্তম পুরুষকারের যোগ হয়। এই যোগ সুখান্বিত ও নিয়ত দীর্ঘ আয়ুর কারণ। হীন দৈবের সঙ্গে হীন পুরুষকারের সংযোগ হলে সেই সংযোগ দুঃখান্বিত ও অনিয়ত হওয়ায় তা অল্প আয়ুর কারণ হয়। আবার মধ্যম আয়ুর কারণ হচ্ছে, মধ্যম দৈব ও মধ্যম পুরুষকারের সঙ্গে যোগ। তাছাড়া চরকসংহিতায় আরো বলা হয়েছে যে, পুরুষকার প্রবল হলে এটি দুর্বল দৈবকে বিনষ্ট করে, আবার প্রবল দৈবের সাহায্যে দুর্বল পুরুষকারেরও বিনষ্ট হয়। এই দেখে কেহ কেহ বলেছেন, আয়ুর পরিমাণ নিয়ত। কিন্তু উপদেশ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও যুক্তিজ্ঞান দ্বারাও এটা প্রতীত হয়ে থাকে। কেননা কালপরিণামে কোন মহৎ কর্ম নিয়ত, আবার কোন মহৎ কর্ম অনিয়তও হয়।[২]

চরকসংহিতার এই দৈবকেও কোন কোন ক্ষেত্রে রোগ উৎপত্তির কারণরূপে স্বীকার করা হয়েছে।[৩] পূর্বজন্ম ও ইহজন্ম এই উভয় জন্মের কৃত কর্ম (অর্থাৎ দৈব ও পুরুষকার) যদি বিষম অর্থাৎ অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগযুক্ত হয়, তাহলে তা রোগ উৎপত্তি করে। আর দৈব ও পুরুষকার এরা যদি সমযোগ যুক্ত হয়, তাহলে রোগের নিবৃত্তি হয়ে থাকে।[৪]

---

১. দৈবমাত্মকৃতং বিদ্যাৎ কর্ম্ম যৎ পৌর্ব্বদৈহিকম্।
স্মৃতঃ পুরুষকারস্তু ক্রিয়তে যদিহাপরম্।।
চ. বি., ৩.৩০

নির্দিষ্টং দৈবশব্দেন কর্ম্ম যৎ পৌর্ব্বদেহিকম্।
চ. শা., ১.১১৬

দৈবং পুরা যৎ কৃতমুচ্যতে তৎ তৎ পৌরুষং যত্ত্বিহ কর্ম্ম দৃষ্টম্।
চ. শা., ২.৪৪

২. বলাবলবিশেষোঽস্তি তয়োরপি চ কর্ম্মণোঃ।
দৃষ্টং হি ত্রিবিধং কর্ম্ম হীনং মধ্যমমুত্তমম্।।
তয়োরুদারয়োর্যুক্তির্দীর্ঘস্য চ সুখস্য চ।
নিয়তস্যায়ুষো হেতুর্বিপরীতস্য চেতরা।।
মধ্যমা মধ্যমস্যেষ্টা কারণং শৃণু চাপরম্।
দৈবং পুরুষকারেণ দুর্ব্বলং হ্যুপহন্যতে।।
দৈবেন চেতরৎ কর্ম্ম বিশিষ্টেনোপহন্যতে।
দৃষ্ট্বা যদেকে মন্যন্তে নিয়তং মানমায়ুষঃ।।
কর্ম্ম কিঞ্চিৎ ক্বচিৎ কালে বিপাকে নিয়তং মহৎ।
কিঞ্চিত্ত্বকালনিয়তং প্রত্যয়ৈঃ প্রতিবোধ্যতে।।
চ. বি, ৩. ৩১-৩৫

৩. হেতুস্তদপি কালেন রোগাণামুপলভ্যতে।। চ. শা., ১.১১৬

৪. তুলনীয়—
প্রবৃত্তিহেতুর্বিষমঃ স দৃষ্টো নিবৃত্তিহেতুর্হি সমঃ স এব।। চ. শা., ২.৪৪

সমবায়—

চরকসংহিতায় সমবায় সম্বন্ধে যে চিন্তা ভাবনা করা হয়েছে, তা মূলতঃ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নেওয়া। দ্রব্যের সঙ্গে গুণের অপৃথগ্‌ভাবরূপ (অর্থাৎ পরস্পরকে ছেড়ে না থাকার) যে সম্বন্ধ তাকেই সমবায় সম্বন্ধ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন মৃত্তিকার সঙ্গে তার গুণ ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। এইজন্য মৃত্তিকার সঙ্গে তার গুণের যে সম্বন্ধ, তাকে সমবায় সম্বন্ধ বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাছাড়া এই সমবায়কে নিত্য বলেও কল্পনা করা হয়েছে। কেননা যা বরাবরই একভাবে থেকে যায়, যার কোন ক্ষয় বৃদ্ধি হয়না তাকেই তো নিত্য বলে।[১]

চরকের টীকাকার চক্রপাণির মতে, অপৃথগ্‌ভাব শব্দের অর্থ হল অযুতসিদ্ধি, একই সঙ্গে অবস্থান করা অর্থাৎ অযুতসিদ্ধ বলতে বোঝায় যে দুটি পদার্থের একটি অবিনশ্যদ্ অবস্থায় অপরটির মধ্যে আশ্রিত হয়ে থাকা। যেমন অবয়ব ও অবয়বী, গুণ ও গুণী, ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান্। সামান্য ও সামান্যবান্ এর মধ্যে। কেননা অবয়বী প্রভৃতিদের বাদ দিয়ে অবয়বদের উপলব্ধি ঠিকঠিক হয় না।[২]

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে সমবায়কে একটি পৃথক্ পদার্থরূপে স্বীকার করা হয়েছে। আয়ুর্বেদ চিকিৎসার জন্য যে বনস্পতিজাত, খনিজ বা অন্য দ্রব্যজাত ওষধির প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। তাতে অবস্থিত গুণগুলি লক্ষ্য করেই বৈদ্য অর্থাৎ ভিষক্ এটা নির্ণয় করতে সমর্থ হন কোন্ দ্রব্য অর্থাৎ কোন্ ওষধি কোন্ রোগে প্রয়োগের উপযুক্ত। দ্রব্যের মধ্যে গুণগুলি কোন সম্বন্ধে আধারে থাকে এ বিষয়ে সম্যক্ বিবেচনা চক্রপাণি তার টীকায় করেছেন। এ উদ্দেশ্যেই তিনি চরকোক্ত "ভূম্যাদীনাং গুণৈঃ"কে তিনি আরো স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেছেন।

"ভূম্যাদীনাং গুণৈঃ" এই উদ্ধৃতির দ্বারা ভূমি এবং তার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত গুণের অপৃথগ্‌ভাবের বিশেষতাকে বুঝিয়েছেন। 'ভূম্যাদীনাং' এর অর্থ 'ভূমি প্রভৃতি'র অন্য দ্রব্য প্রভৃতি, ভূমি অনেক আধেয় পদার্থের আধার, অতএব আধারত্বের উদাহরণ এইভাবে দেওয়া হয়েছে। যেমন ভূমি সকল রূপ রস প্রভৃতি অর্থ, গুরু প্রভৃতি কুড়িটি ও পরত্বাদি দশটি গুণ, অবয়বী সামান্য কর্মের আধারভূত এবং এইগুলি আধেয়। অন্য কোন দ্রব্যের এতো আধেয় নেই। ভূম্যাদীনাং এর অভিপ্রায় এই যে ভূমি প্রভৃতি সমস্ত আধারের গুণ অপ্রধান

---

১. সমবায়োঽপৃথগ্‌ভাবো ভূম্যাদীনাং গুণৈর্ম্মতঃ।
স নিত্যো যত্র হি দ্রব্যং ন তত্রানিয়তো গুণঃ।।

চ. সূ., ১.৫০

২. অপৃথগ্‌ভাবোঽযুতসিদ্ধিঃ সহৈবাবস্থানমিতি যাবৎ, যথা—অবয়বাবয়বিনোঃ গুণগুণিনোঃ কর্ম্মকর্ম্মবতোঃ সামান্যসামান্যবতোঃ, নহ্যবয়বাদীন্ বিরহয্যাবয়ব্যাদয় উপলভ্যন্তে।

আ.দী., চ.সূ., ১, পৃ. ৭২, প. ২৭-২৮

আধেয়। আধার অপেক্ষা আধেয় সর্ব্বত্র অপ্রধান। অপ্রধান দ্বারা গুণ শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন—"গুণীভূতোঽয়ম্" অর্থাৎ এই গুণীভূত হল অপ্রধান। এর অভিপ্রায় হল এইরূপ আধার ও আধেয়ের মধ্যে যে অপৃথগ্ভাবরূপ সম্বন্ধ, তাই সমবায় সম্বন্ধ। পৃথিবীত্ব এবং গন্ধবত্ত্ব যদি অপৃথগ্সিদ্ধ হয় তা হলে আধার ও আধেয় ভাবের অভাব দেখা দেওয়ায় সমবায় মানা সম্ভব হয় না।[1]

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রেও সমবায় বলতে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের কথা বলা হয়েছে। যা পরস্পর পরস্পরকে কোন সময়ই ছেড়ে থাকে না। তার গুণগুলো (Characteristics) আর তার কর্ম (actions)। এছাড়াও অবয়বের সঙ্গে অবয়বীর (whole and part) যে সম্বন্ধ তাওতো অচ্ছেদ্যবন্ধনে বাঁধা পড়ে থাকে। এই সব স্থলেই তাই সমবায় সম্বন্ধের কল্পনা করা হয়েছে।[2]

---

১. অপৃথগ্ভাবমেব বিশেষয়ন্নাহ, ভূম্যাদীনাং গুণৈর্মত ইতি। ভূম্যাদীনাং ভূমিপ্রকারাণাং ভূমিশ্চ ভূয়সামাধেয়ানামাধারা, তেনাধারত্বোদাহরণার্থমুক্তা ; যতো ভূমেরর্থাঃ সর্ব্বে গুর্ব্বাদিপরাদ্যাশ্চ গুণাস্তথা চাবয়বিসামান্যকর্ম্মাণ্যপ্যাধেয়ানি ; নেতরদ্রব্যে যথোক্তসর্ব্বাধেয়সম্পত্তিঃ। এতেন ভূম্যাদীনামিত্যাধারাণাং, গুণৈরিত্যপ্রধানৈরাধেয়ৈঃ, আধেয়ো হ্যাধারাপেক্ষয়াঽপ্রধানম্, অপ্রধানে চ গুণশব্দো যথা—"গুণীভূতোঽয়ম্" ইত্যপ্রধানমিত্যর্থঃ, তেনাধারাণামাধেয়ৈর্যোঽপৃথগ্ভাবঃ স সমবায়ঃ সম্বন্ধ ইহেতি, তেন পৃথিবীত্বগন্ধবত্ত্বয়োরপৃথকসিদ্ধয়োরপ্যাধারাধেয়ভাবাভাবাৎ ন সমবায় ইত্যুক্তং ভবতি।

আ.দী., চ.সূ., ১, পৃ. ৭৩-৭৫, প-. ২৮-২৯

২. বৈশেষিকসূত্রে কার্য ও কারণের মধ্যে এ স্থলে এটা বিদ্যমান এইরূপ প্রত্যয় যা থেকে জন্মায় তাকে সমবায় বলে। "ইহেদমিতি যতঃ কার্যকারণয়োঃ স সমবায়ঃ।"

বৈ. সূ. ৭.২.২৬

বৈশেষিকদর্শনের গ্রন্থ প্রশস্তপাদভাষ্যে অযুতসিদ্ধ পদার্থগুলি যারা আধার ও আধেয়ভাবে রয়েছে, তাদের পরস্পরের যে সম্বন্ধ তাকেই সমবায় বলা হয়েছে।

"অযুতসিদ্ধানামাধার্য্যাধারভূতানাং যঃ সম্বন্ধ ইহপ্রত্যয়হেতুঃ স সমবায়ঃ।"

প্র. পা. ভা., পৃ. ১৪, প. ৭-৮

পরবর্তীকালে ন্যায়বৈশেষিক গ্রন্থ ভাষাপরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, ঘটাদির সঙ্গে কপাল কপালিকার যে সম্বন্ধ, দ্রব্যেতে গুণ ও কর্মের এবং দ্রব্য, গুণ ও কর্মে জাতির যে সম্বন্ধ তাকে সমবায় সম্বন্ধ বলে।

"ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রব্যেষু গুণকর্ম্মণোঃ।
তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।।"

ভা. প., প্র., ১১

অবয়ব ও অবয়বী, জাতি ও ব্যক্তি, গুণ ও গুণী, ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান্ এবং নিত্যদ্রব্য ও বিশেষের যে সম্বন্ধ তাও সমবায়।

"অবয়বাবয়বিনোর্জাতিব্যক্ত্যোর্গুণগুণিনোঃ ক্রিয়াক্রিয়াবতো র্নিত্যদ্রব্যবিশেষয়োশ্চ যঃ সম্বন্ধঃ স সমবায়ঃ।"

সি. মু. টী., ভা. প., প্র., ১১

চরকের টীকাকার চক্রপাণিদত্ত আরো বলেছেন যে, সমবায় পদার্থ নিত্য ও অবিনাশী। সমবায়ি দ্রব্যের বিনাশ হলেও সমবায়ের বিনাশ হয় না। যেখানে আকাশ প্রভৃতি দ্রব্য নিত্য সেখানে তার মধ্যে কোন গুণ অনিত্য হয় না। কারো কারো মতে আকাশের মধ্যে অবস্থিত পরিমাণও নিত্য। যেমন আকাশগত দ্রব্যত্বও নিত্য তেমন আকাশগত নিত্যগুণ সমবায় লক্ষণ সম্বন্ধেও নিত্য হয়। এই প্রকার অন্যস্থানেও সমবায়ের নিত্যতা স্বীকার করতে গেলে সেখানেও সমবায়ের নিত্যতা সিদ্ধি একরূপ দেখা যায়। সমবায়ের আশ্রয় দ্রব্যের বিনাশ হলেও সমবায়ের বিনাশ এই প্রকার হয় না। যেমন—গো ব্যক্তির বিনাশ হলেও গোত্ব সামান্যের বিনাশ হয় না। পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্য নিত্য সমবায় দ্বারা অভিব্যঞ্জক হয়, যে প্রকার ব্যক্তির নিত্যসামান্যের অভিব্যঞ্জক হয়। এইভাবে নিত্য ও অনিত্য ভেদে দু প্রকার সমবায়ের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[১]

অভাব—

চরকসংহিতায় অভাবকে পৃথক্ পদার্থরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি সত্য, কিন্তু জাগতিক সকল বস্তুকে সৎ ও অসৎ এই দুপ্রকারে ভাগ করে অসতের প্রামাণ্যকে সৎ বস্তুর সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।[২] চরকের টীকাকার চক্রপাণিদত্ত বলেছেন সকলেই জানে যে, যা কিছু প্রমাণ

১. স নিত্য ইতি সমবায়োঽবিনাশী, সত্যপি সমবায়িনাং দ্রব্যাণাং নাশে সমবায়ো ন বিনশ্যতি,................। যত্র দ্রব্যং নিয়তং নিত্যং, যথা—আকাশং, ন তত্র নিত্য আকাশেঽনিয়তো বিনাশী গুণঃ কশ্চিদিতি শেষঃ। এবং মন্যতে-নিত্যে ব্যোম্নি পরিমাণমপি তাবন্নিত্যং, যথা—দ্রব্যত্বমপ্যাকাশগতং নিত্যং তথা নিত্যয়োরাকাশতদ্‌গুণয়োঃ সমবায়লক্ষণঃ সম্বন্ধোঽপি নিত্য এব এবং তত্র সমবায়স্য নিত্যত্বে সিদ্ধে একরূপত্বাৎ সমবায়স্যান্যত্রাপি নিত্যত্বমেব, ন চাশ্রয়দ্রব্যনাশে সমবায়বিনাশঃ, যথা—গোব্যক্তিবিনাশে গোত্বস্য সামান্যস্য ন বিনাশঃ। নিত্যস্যৈব সমবায়স্য তে তে পার্থিবদ্রব্যাদয়স্তত্র তত্র ব্যঞ্জকা ভবন্তি সামান্যস্যেব ব্যক্তয়ঃ। অন্যৈস্তু নিত্যানিত্যভেদেন দ্বিবিধঃ সমবায়ো ব্যাখ্যাতঃ।

আ.দী., চ.সূ., ১, পৃ. ৭৬ প. ২৯,
পৃ. ৭৭ প. ২৮-২৯, পৃ. ৭৮ প. ২৮-২৯, পৃ. ৭৯ প. ২৮-২৯, পৃ. ৮০ প. ২৭

২. দ্বিবিধমেব খলু সর্ব্বং সচ্চাসচ্চ।

চ. সূ., ১১.১৭

চরকসংহিতার অভিব্যক্তির অনুরণন শুনতে পাওয়া যায় ন্যায়ভাষ্যেও। ন্যায়ভাষ্যে বস্তুর তত্ত্ব কি এই আলোচনা করতে গিয়ে সৎ ও অসৎ ভেদে জাগতিক সকল বস্তুকেই দুভাগে ভাগ করে, সৎ বস্তুর সৎরূপে বিদ্যমানতাই যেমন তার তত্ত্ব তেমনি অসৎবস্তুর অসৎরূপে প্রতীয়মানত্বকেও তার তত্ত্ব বলে স্বীকার করা হয়েছে।

"কিং পুনস্তত্ত্বং নাম সতশ্চ সদ্‌ভাবোঽসতশ্চাসদ্ ভাবঃ।"

উ. বা. ভা., ন্যা.সূ., ১.১.১

সপ্তপদার্থীতে বলা হয়েছে, যে বিষয়ের জ্ঞান প্রতিযোগী অর্থাৎ এর বিরোধী জ্ঞানের অধীন তাকে অভাব বলে।

"প্রতিযোগিজ্ঞানাধীনজ্ঞানোঽভাবঃ।।" স.প., ৬৫

দেখতে পাওয়া যায়, তা দু প্রকার। সেই দু প্রকার হল সৎ ও অসৎ। সদ্ বলতে বিধি বিষয় প্রমাণস্বরূপ ভাব পদার্থকে বোঝায় এবং অসদ্ বলতে নিষেধ বিষয় প্রমাণস্বরূপ অভাব পদার্থকে বোঝায়।[১] চরকসংহিতার অন্যত্রও অভাব কথাটির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। তাই মনে হয় অভাবকে পৃথক্ পদার্থ হিসাবে স্থান না দিলেও অভাব চিন্তনের সূত্রপাত হয়েছিল সেকালে।[২]

পূর্বে আলোচিত সামান্যাদি ছ'টিকে নিয়ে চরকসংহিতার বিমানস্থানে সর্বসাকুল্যে চুয়াল্লিশটি পদের উল্লেখ দেখা যায়। সেখানে কিন্তু এদের পদার্থ বলা হয়নি, এগুলিকে পদার্থ না বলে পদ কিংবা বাদমার্গের বিষয়রূপে বলা হয়েছে। সেকালে চিকিৎসকদের জ্ঞানানুশীলনের জন্য বাদবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করতে হত। সেইজন্যই মনে হয় এই চুয়াল্লিশটি পদ বা পদার্থগুলি চিকিৎসকের জানা উচিত বলে চরকসংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে। চিকিৎসকের পক্ষে এই জ্ঞাতব্য বস্তুগুলি হচ্ছে—বাদ, দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, প্রতিজ্ঞা, স্থাপনা, প্রতিষ্ঠাপনা, হেতু, দৃষ্টান্ত, উপনয়, নিগমন, উত্তর, সিদ্ধান্ত, শব্দ, প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য, ঔপম্য, সংশয়, প্রয়োজন, সব্যভিচার, জিজ্ঞাসা, ব্যবসায়, অর্থপ্রাপ্তি, সম্ভব, অনুযোজ্য, অননুযোজ্য, অনুযোগ, প্রত্যনুযোগ, বাক্যদোষ, বাক্যপ্রশংসা, ছল, অহেতু, অতীতকাল, উপালম্ভ, পরিহার, প্রতিজ্ঞাহানি, অভ্যনুজ্ঞা, হেত্বন্তর, অর্থান্তর ও নিগ্রহস্থান।[৩]

চিকিৎসকেরা যে এই সকল বিষয় প্রত্যেকেই জানতেন তা নয়। কেননা এরমধ্যে কতকগুলি চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বলে মনে হতে পারে আবার কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হতে পারে। কিন্তু একথা ঠিক যে এই চুয়াল্লিশটি পদের মধ্যেই সকল আলোচনার বিষয়বস্তু নিহিত আছে।

মনে হয় পরবর্তীকালে দর্শনশাস্ত্রেও এই পদগুলি পদার্থরূপে ভিন্নরূপ ধারণ করেছে। কণাদের বৈশেষিক সূত্রে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ছয়টির দেখা মেলে

---

১. সর্ব্বমিতি যৎকিঞ্চিৎ প্রমাণপ্রতীয়মানং, তদ্ দ্বিবিধম্। তদ্দ্বৈবিধ্যমাহসচ্চাসচ্চ। সদিতি বিধিবিষয়-প্রমাণগম্যং ভাবরূপম্, অসদিতি নিষেধ-বিষয়-প্রমাণগম্যম্ অভাবরূপম্।

আ. দী., চ. সূ., ১১, পৃ. ৪৯০ প. ২৭-২৯

২. ভাবপদার্থগুলি অভাবে পরিণত হয় (ক্ষেত্রবিশেষে)।
"ভাবানাঞ্চাভাবকরণম্"।

চ.সূ., ১২.৮

৩. ইমানি তু খলু পদানি ভিষগ্ভির্বাদমার্গজ্ঞানার্থমধিগম্যানি ভবন্তি। তদ্যথা—বাদঃ দ্রব্যং গুণাঃ কর্ম্ম সামান্যং বিশেষঃ সমবায়ঃ প্রতিজ্ঞা স্থাপনা প্রতিষ্ঠাপনা হেতুঃ দৃষ্টান্তঃ উপনয়ঃ নিগমনম্ উত্তরং সিদ্ধান্তঃ শব্দঃ প্রত্যক্ষম্ অনুমানম্ ঐতিহ্যম্ ঔপম্যং সংশয়ঃ প্রয়োজনং সব্যভিচারং জিজ্ঞাসা ব্যবসায়ঃ অর্থপ্রাপ্তিঃ সম্ভবঃ অনুযোজ্যম্ অননুযোজ্যম্ অনুযোগঃ প্রত্যনুযোগঃ বাক্যদোষঃ বাক্যপ্রশংসা ছলম্ অহেতুঃ অতীতকালম্ উপালম্ভঃ পরিহারঃ প্রতিজ্ঞাহানিঃ অভ্যনুজ্ঞা হেত্বন্তরম্ অর্থান্তরং নিগ্রহস্থানমিতি।

চ. বি., ৮.২৭

এবং সেখানে এই ছয়টিকে পদার্থ বলা হয়েছে।[১] ন্যায়দর্শনস্বীকৃত যে ষোলটি পদার্থ আছে সেগুলি প্রায় সবই চরকের অনুরণন বলে মনে হয়। তবে চরকে যে পদগুলির ব্যাখ্যা বা বর্ণনা ছিল সহজ সরল চিন্তাধারার উপর প্রতিষ্ঠিত, ন্যায়দর্শনে তা ভাবগম্ভীর এবং উন্নততর দার্শনিক ভাবধারার বিশ্লেষণে মহিমান্বিত। পদার্থের এই তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে মনে হতে পারে যে চরকসংহিতার চিন্তাভাবনা বৈশেষিকসূত্র ও ন্যায়সূত্রের পূর্বসূরী।[২]

বাদ—

চরকসংহিতায় চুয়াল্লিশটি পদের মধ্যে প্রথমেই বাদের আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করতে হলে বাদী ও প্রতিবাদী যে আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় তাকে বাদবিচার বলে। চরকসংহিতায় বাদকে তাই সর্বপ্রথম উপস্থাপিত করা হয়েছে। বাদ হচ্ছে দু প্রকারের, জল্প ও বিতণ্ডা।[৩]

---

১. দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্য বিশেষ সমবায়ানাং পদার্থানাং
......................................তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্।।

বৈ. সূ., ১.১.৪

২. প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাসচ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।

ন্যা.সূ., ১.১.১

৩. তত্র বাদো নাম, স যৎ পরেণ সহ শাস্ত্রপূর্ব্বকং বিগৃহ্য কথয়তি। স চ দ্বিবিধঃ সংগ্রহেণ জল্পো বিতণ্ডা চ।

চ.বি., ৮.২৮

ন্যায়সূত্রে যে ষোলটি পদার্থের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে বাদও অন্তর্ভুক্ত। সেখানে বলা হয়েছে, যাতে প্রমাণ ও তর্কের স্বপক্ষস্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডন করা হয় এবং যা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ নয় এবং যা প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চ অবয়বযুক্ত এমন যে বাদী ও প্রতিবাদীর বাক্যসমূহ তাই বাদ।

"প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ভঃ সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহো বাদঃ।"

ন্যা. সূ., ১.২.১

তর্কভাষাতে বলা হয়েছে, তত্ত্ব বিষয়ক অর্থাৎ যে বিষয়ে বিচারচর্চা করে যে সকল কথা বলা হয় তাই হচ্ছে বাদ।

তত্ত্ববুভুৎসা কথা বাদঃ।

ত. ভা., পৃ. ৩৪৪, প. ২

জৈনদর্শনের প্রমাণমীমাংসা গ্রন্থেও তত্ত্বসংরক্ষণের জন্য প্রমাণ ও তর্কের সাহায্যে স্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষখণ্ডনকে বাদ বলা হয়েছে।

"তত্ত্বসংরক্ষণার্থং প্রাশ্নিকাদিসমক্ষং সাধনদূষণবদনং বাদঃ।

প্র. মী., ২.১.৩০

চক্রপাণিদত্ত তাঁর টীকায় বলেছেন যে, এখানে বাদ শব্দের সাহায্যে পক্ষ ও প্রতিপক্ষের বচনকে বুঝতে হবে।[১]

বাদবিচার বিষয়ে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি নিয়ম ছিল বলে মনে হয়। যেমন—বাদী এই কথা বলতে পারবে, এই কথা বলতে পারবে না, এবং এই কথা বললে পরাজিত হবে ইত্যাদি। এই সব নিয়ম রক্ষা করাকে বাদমর্যাদা বলে এবং এজন্য দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও বিশেষ ইত্যাদির দরকার হয়, চিকিৎসকের চিকিৎসাবিষয়ে সর্ব বিষয় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে ব্যুৎপন্ন হতে হলে বাদ বিচারে জ্ঞান অবশ্যই দরকার।[২]

চিকিৎসকগণ কেবলমাত্র আয়ুর্বেদ সম্বন্ধেই বাদ বিচার করতে পারবেন অন্য শাস্ত্রের সম্বন্ধে তাঁরা বাদ বিচার করতে পারবেন না। কারণ আয়ুর্বেদশাস্ত্রে যে সকল বাক্য ও প্রতিবাক্য বিস্তৃতভাবে বলা আছে এবং সেইসকল বিষয়ে যে সকল যুক্তি দেখানো হয়েছে, সেইসকল বিষয় ভালভাবে বিবেচনা করে তবেই কথা বলবেন, কোন অপ্রাকৃতিক, অশাস্ত্রীয়, অপরীক্ষিত, অসাধক, আকুল এবং অজানা বাক্য বলতে পারবেন না। সকল বাক্যই হেতু যুক্ত হলে তবেই বলতে হবে। কারণ হেতু যুক্ত নির্দোষ বাদবিগ্রহসমূহই হচ্ছে সুষ্ঠু চিকিৎসা বিষয়ের কারণস্বরূপ। কেননা এর দ্বারা বুদ্ধি বাড়তে থাকে এবং এই নির্মল বুদ্ধির সাহায্যে সকল কার্যের সিদ্ধি হয়।[৩]

বাদ বিচারের দ্বারা উভয়পক্ষের আলোচনায় যথার্থ জ্ঞান জন্মে—

কোন একটি পক্ষ অবলম্বন করে তর্ক বিতর্ক করলেও যথার্থতত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় না। যাঁরা একপক্ষকে আশ্রয় করে বাদ প্রতিবাদ করেন, তাঁরা কখনও কোনো তত্ত্বাবধারণ করতে পারে না।[৪]

---

১. বাদশব্দেন চেহ বিগৃহ্য পক্ষপ্রতিপক্ষবচনমাত্রমুচ্যতে।

আ.দী., চ.বি., ৮, পৃ. ১৫৬৫, প. ২৬-২৭

২. তত্রেদং বাদমর্য্যাদালক্ষণং ভবতি। ইদং বাচ্যমিদমবাচ্যমেবং পরাজিতো ভবতীতি।

ইমানি তু খলু পদানি ভিষগ্বাদমার্গজ্ঞানার্থমধিগম্যানি ভবন্তি। তদ্‌যথা—বাদঃ দ্রব্যং, গুণাঃ কর্ম্ম, সামান্যং বিশেষঃ সমবায়ঃ প্রতিজ্ঞা...........নিগ্রহস্থানমিতি।

চ.বি., ৮. ২৬-২৭

৩. বাদস্তু খলু ভিষজাং প্রবর্তমানো প্রবর্তেতায়ুর্ব্বেদ এব নান্যত্র। তত্র হি বাক্যপ্রতিবাক্য-বিস্তারাঃ কেবলাশ্চোপপত্তয়ঃ সর্ব্বাধিকরণেষু তাঃ সর্ব্বাঃ সমবেক্ষ্যাবেক্ষ্য সর্ব্বং বাক্যং ব্রুয়াৎ। নাপ্রকৃতকমশাস্ত্রমপরীক্ষিতমসাধকমাকুলমব্যাপকং বা। সর্ব্বঞ্চহেতুমদ্ ব্রূয়াৎ। হেতুমন্তো হ্যকলুষাঃ সর্ব্ব এব বাদবিগ্রহাশ্চিকিৎসিতে কারণভূতাঃ, প্রশস্তবুদ্ধিবর্দ্ধকত্বাৎ সর্ব্বারম্ভসিদ্ধিং হ্যাবহত্যনুপহতা বুদ্ধিঃ। চ. বি., ৮.৬৭

৪. মৈবং বোচত তত্ত্বং হি দুষ্প্রাপং পক্ষসংশ্রয়াৎ।।
বাদান্ সপ্রতিবাদান্ হি বদন্তো নিশ্চিতানিব।

চ. সূ., ২৫. ২৬-২৭

জল্প—

বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই যখন এক একটি পক্ষকে অবলম্বন করে বাদ-বিচার ও প্রতিবাদ করে, তখন তার নাম জল্প। যেমন—পুনর্জন্ম আছে, কি পুনর্জন্ম নেই। এই উভয় মতবাদের মধ্যে, উভয়েই নিজ নিজ মতবাদ দ্বারা নিজ নিজ পক্ষকে স্থাপন করতে এবং পরপক্ষকে নিরস্ত করতে চায়, এর নাম হচ্ছে জল্প।[১]

---

১. তত্র পক্ষাশ্রিতয়োর্বচনং জল্পঃ। ....যথৈকস্য পক্ষঃ পুনর্ভবোঽস্তীতি নাস্তীত্যপরস্য। তৌ চ স্বস্বপক্ষহেতুভিঃ স্বস্বপক্ষং স্থাপয়তঃ পরপক্ষমুদ্ভাবয়তঃ এষ জল্পঃ।

চ. বি., ৮.২৮

ন্যায়সূত্রে জল্পকে পৃথক্ পদার্থ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। বাদের লক্ষণে যে বিশেষণগুলি বলা হয়েছে সেইসব বিশেষণবিশিষ্ট হয়ে ছল, জাতি ও সমস্ত নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন বা উপালম্ভ করাকে জল্প বলা হয়।

"যথোক্তোপপন্নশ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানসাধনোপালম্ভো জল্পঃ।"

ন্যা. সূ., ১.২.২

বাৎস্যায়ন তার ভাষ্যে এটা আরো পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি 'যথোক্তোপপন্ন' এই পদটির অর্থ করেছেন—'প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ভ', 'সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ' 'পঞ্চাবয়বোপপন্ন' 'পক্ষ-প্রতিপক্ষপরিগ্রহ' বাদ সূত্রে উল্লিখিত এই সকল বিশেষণবিশিষ্ট। ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানসাধনোপালম্ভ—এই পদের অর্থ হল—'ছল', জাতি ও সমগ্র নিগ্রহস্থানের দ্বারা এতে সাধন ও উপালম্ভ করা হয়। এরূপ বিশেষণবিশিষ্ট হচ্ছে জল্প।

"যথোক্তোপপন্ন ইতি' প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ভ' "সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ", "পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ", "পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহঃ"। 'ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্ভ' ইতি ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানৈঃ সাধনমুপালম্ভশ্চাস্মিন্ ক্রিয়ত ইতি, এবং বিশেষণো জল্পঃ।"

বা.ভা., ন্যা.সূ., ১.২.২

তর্কভাষাতে বলা হয়েছে যে, পক্ষ ও প্রতিপক্ষ উভয় পক্ষের সাধন কার্য বিজয় কামনার জন্য যে কথা তাই হল জল্প।

"উভয়সাধনবতী বিজিগীষুকথা জল্পঃ।"

ত.ভা., পৃ. ৩৪৫, প. ১

বিতন্ডা—

জল্পের বিপরীত অবস্থাকে বিতন্ডা বলা হয় অর্থাৎ জল্পের বিপর্যয়কে বিতন্ডা বলে। নিজপক্ষ স্থাপন না করে বাক্যে কেবল পরপক্ষের দোষ প্রদর্শনকেই বিতন্ডা বলা হয়।[১]

প্রতিজ্ঞা—

সাধ্য নির্দেশ অর্থাৎ যে বিষয়টিকে স্থাপন করতে হবে সেই সাধ্যবিষয়টিকে নির্দেশ করার নামই হচ্ছে প্রতিজ্ঞা। যেমন—'পুরুষ নিত্য' এই বাক্যটি হল প্রতিজ্ঞা, এখানে পুরুষ যে নিত্য, এটাই সাধন করতে হবে।[২]

---

১. জল্প বিপর্য্যয়ো বিতন্ডা। বিতন্ডা নাম পরপক্ষে দোষবচনমাত্রমেব।

চ. বি., ৮.২৮

ন্যায়সূত্রে জল্পের মতো বিতন্ডাকেও পৃথক্ পদার্থ বলে স্বীকার করা হয়েছে। যেখানে প্রতিবাদী নিজপক্ষ স্থাপন না করে, কেবল পরপক্ষ খন্ডনই করেন, সেখানে সেই আলোচনার নাম বিতন্ডা।

"স প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনো বিতন্ডা।" ন্যা. সূ., ১.২.৩

তর্কভাষাতেও এইরূপ বলা হয়েছে, যে কথা দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপনা না করে কেবল পরপক্ষকে খণ্ডন করা হয়, সেই কথার নাম বিতন্ডা।

"স এব স্বপক্ষস্থাপনাহীনো বিতন্ডা।" ত.ভা., পৃ. ৩৪৫, প. ৩

২. প্রতিজ্ঞা নাম সাধ্যবচনং, যথা—নিত্যঃ পুরুষ ইতি। চ. বি., ৮.৩০

ন্যায়সূত্রে প্রতিজ্ঞাকে পৃথক পদার্থরূপে স্বীকার না করে পঞ্চ অবয়বের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে—যা সাধন করতে হবে, এরূপ ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর বোধক যে বাক্য তাই হল প্রতিজ্ঞা।

"সাধ্যনির্দেশঃ প্রতিজ্ঞা।" ন্যা.সূ., ১.১.৩৩

বাৎস্যায়নভাষ্যে এটা আরো স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে বাদী বা প্রতিবাদীর নিজের মত অনুসারে প্রতিপাদনীয় ধর্মের দ্বারা বিশিষ্ট ধর্ম্মীর পরিগ্রহবচন বা বোধক বাক্য প্রতিজ্ঞা সাধ্যনির্দেশ। যেমন—'অনিত্যঃ শব্দঃ'।

"প্রজ্ঞাপনীয়েন ধর্ম্মেণ ধর্ম্মিণো বিশিষ্টস্য পরিগ্রহবচনং প্রতিজ্ঞা সাধ্যনির্দেশঃ।" অনিত্যঃ শব্দ ইতি। বা. ভা., ন্যা. সূ., ১.১.৩৩

তর্কভাষাতে বলা হয়েছে, পক্ষের সঙ্গে সাধ্যের সম্বন্ধ প্রতিপাদন করে যে বাক্য তাকে প্রতিজ্ঞা বলে। যেমন "এই পর্বতটি বহ্নিমান।"

"তত্র সাধ্যধর্মবিশিষ্টপক্ষপ্রতিপাদকং বচনং প্রতিজ্ঞা।" যথা—'পর্বতোঽয়ং বহ্নিমান্' ইতি।"

ত. ভা., পৃ. ৩৪০, প. ৩-৪

জৈনদর্শনগ্রন্থ প্রমাণমীমাংসাতেও বলা হয়েছে, "সাধ্যনির্দেশঃ প্রতিজ্ঞা।"

প্র. মী., ২.১.১১

স্থাপনা—

হেতু, দৃষ্টান্ত, উপনয় ও নিগমন এর সাহায্যে প্রতিজ্ঞা বাক্যটিকে যে স্থাপন করা হয়, তাকেই স্থাপনা বলা হয়। প্রথমে প্রতিজ্ঞাটি নির্দেশ করে তবেই স্থাপনা করা হয়ে থাকে। কারণ প্রতিজ্ঞা ছাড়া কোন বস্তুর স্থাপনা করা সম্ভব হয় না।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে—

"পুরুষ নিত্য"—এই বাক্যটি হচ্ছে প্রতিজ্ঞা।

"অকৃতকত্ত্বাৎ"—এই বাক্যটি হচ্ছে হেতু।

যথা—"আকাশ অকৃতক"—এই বাক্যটি হচ্ছে দৃষ্টান্ত।

"আকাশ যেমন (কারুর দ্বারা) কৃত নয় সেইরূপ পুরুষ ও অকৃতক"—এই বাক্যটি হচ্ছে উপনয়।

"অতএব পুরুষ নিত্য"—এই বাক্যটি হচ্ছে নিগমন।[১]

প্রতিষ্ঠাপনা—

প্রতিজ্ঞার বিপরীত যে অর্থ, সেই অর্থ স্থাপনার নাম হচ্ছে প্রতিষ্ঠাপনা। স্থাপনার মতো এরও প্রতিজ্ঞা, হেতু, দৃষ্টান্ত, উপনয় ও নিগমন এই পাঁচটি অবয়ব আছে। যেমন—উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—

---

১. স্থাপনা নাম তস্যা এব প্রতিজ্ঞায়া হেতুদৃষ্টান্তোপনয়নিগমনৈঃ স্থাপনা। পূর্ব্বং হি প্রতিজ্ঞা, পশ্চাৎ স্থাপনা, কিং হ্যপ্রতিজ্ঞাতং স্থাপয়িষ্যতি। যথা—নিত্যঃ পুরুষ ইতি প্রতিজ্ঞা, হেতুরকৃতকত্বাদিতি, দৃষ্টান্তো যথা২২কাশমিতি, উপনয়ো যথা চাকৃতকমাকাশং, তচ্চ নিত্যং, তথা—পুরুষ ইতি, নিগমনং তস্মান্নিত্য ইতি।

চ. বি., ৮.৩১

ন্যায়সূত্রে কিন্তু এই স্থাপনাকে অবয়ব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানেও প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই পাঁচটি বাক্যকে অবয়ব বলা হয়েছে।

"প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়নিগমনান্যবয়বাঃ।"

ন্যা. সূ., ১.১.৩২

তর্কভাষাতে বলা হয়েছে অনুমান বাক্যের যে একদেশ তাই হচ্ছে অবয়ব। এই অবয়ব হচ্ছে প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটি।

"অনুমানবাক্যস্যৈকদেশা অবয়বাঃ। তে চ প্রতিজ্ঞাদয়ঃ পঞ্চ।

ত. ভা., পৃ. ৩৪০, প. ১

প্রমাণমীমাংসায় বলা হয়েছে যে, বোধ্য ও অনুবোধ থেকে প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই পাঁচটি অবয়ব বাক্য গঠিত হয়।

"বোধ্যানুবোধাত্প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়নিগমনানি পঞ্চাপি।"

প্র.মী., ২.১.১০

"পুরুষ অনিত্য"—এই বাক্যটি প্রতিজ্ঞা।

"ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ"—এই বাক্যটি হেতু।

যথা—"ঘট"—এই বাক্যটি দৃষ্টান্ত।

যেমন—'ঘট' ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুতরাং অনিত্য, পুরুষও সেইরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সেইজন্য অনিত্য'। এই বাক্যটি উপনয়।

"অতএব পুরুষ অনিত্য"—এই বাক্যটি নিগমন।[১]

হেতু—

যার সাহায্যে জ্ঞান অর্থাৎ উপলব্ধি হয়ে থাকে তাকে হেতু বলে। প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য ও উপমান ভেদে এই হেতু হচ্ছে চার প্রকার। এই হেতুর সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ হয় সেই জ্ঞানকে তত্ত্ব বলা হয়।[২]

১. অথ প্রতিষ্ঠাপনা। প্রতিষ্ঠাপনা নাম যা তস্যা এব পরপ্রতিজ্ঞায়া বিপরীতার্থস্থাপনা। যথা- অনিত্যঃ পুরুষ ইতি প্রতিজ্ঞা, হেতুরৈন্দ্রিয়কত্বাদিতি, দৃষ্টান্তো-যথা ঘট ইতি, উপনয়ো-যথা ঘট ঐন্দ্রিয়কঃ স চানিত্যস্তথা চায়মিতি, নিগমনং-তস্মাদনিত্য ইতি।

চ. বি., ৮.৩২

২. হেতুর্নামোপলব্ধিকারণং, তৎ প্রত্যক্ষমনুমানম্ ঐতিহ্যমৌপম্যমিত্যেভির্হেতুভির্যদুপলভ্যতে তৎ তত্ত্বম্।। চ. বি., ৮.৩৩

ন্যায়সূত্রে একে পৃথক্ পদার্থ না বলে দ্বিতীয় অবয়ব হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে যার সাহায্যে সাধ্যের সাধন হয়ে থাকে তাকে হেতু বলা হয়। কিন্তু সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের ভেদ অনুসারে হেতুর সংজ্ঞা দুরকম দেওয়া হয়েছে।

প্রথমতঃ—কেবল দৃষ্টান্ত পদার্থের সঙ্গে সাধ্যধর্মীর যা কেবল সমানধর্ম্ম তৎপ্রযুক্ত সাধ্যের সাধনকে হেতু বলে।

"উদাহরণসাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনং হেতুঃ।" ন্যা. সূ., ১.১.৩৪

দ্বিতীয়তঃ—সেইরূপ সাধ্যধর্ম্মের সাধনত্ববোধক বাক্য বিশেষকে হেতু বলে। "তথা বৈধর্ম্ম্যাৎ।" ন্যা. সূ., ১.১.৩৫

তর্কভাষাতে বলা হয়েছে তৃতীয়ান্ত বা পঞ্চম্যন্ত লিঙ্গ প্রতিপাদন বচনকে হেতু বলে।

"তৃতীয়ান্তং পঞ্চম্যন্তং বা লিঙ্গপ্রতিপাদকং বচনং হেতুঃ। যথা ধূমবত্ত্বেন ধূমবত্ত্বাদিতি বা।"

ত. ভা., পৃ. ৩৪০. প. ৫-৬

প্রমাণমীমাংসাতেও বলা হয়েছে, সাধনত্ব অভিব্যঞ্জক বিভক্ত্যন্ত সাধন বচনকে হেতু বলা হয়।

"সাধনত্বাভিব্যঞ্জকবিভক্ত্যন্তং সাধনবচনং হেতুঃ।"

প্র. মী., ২.১.১২

দৃষ্টান্ত—

দৃষ্টান্ত সম্পর্কে চরকসংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে—মূর্খ ও পণ্ডিত ব্যক্তি উভয়েরই যে বিষয় সম্পর্কে বুদ্ধির সাম্য দেখা যায় অর্থাৎ মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই যা সমানভাবে বুঝতে পারে এবং যে তুলনা দ্বারা বর্ণনীয় বিষয়টি তুলে ধরা হয় তাকেই বলে দৃষ্টান্ত। যেমন—"অগ্নি উষ্ণ, জল দ্রব, পৃথিবী হচ্ছে স্থিতিশীল ও সূর্য হচ্ছে প্রকাশক' এই কথা বললে সূর্য যেমন প্রকাশক তেমনি সাংখ্যজ্ঞানও প্রকাশক।" এইরূপ তুলনা দৃষ্টান্তস্বরূপ।[১]

টীকাকার চক্রপাণিদত্ত তাঁর টীকায় বলেছেন, যে বিষয় লৌকিক অর্থাৎ সাধারণজন এবং পণ্ডিত ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে কোন বিবাদ না করেই সিদ্ধ হয়ে আছে, তাকে দৃষ্টান্ত বলা হয়। কিন্তু যা কেবল পণ্ডিতেরা বোঝেন সাধারণ লোক বোঝেন না তাকে দৃষ্টান্ত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে না।[২]

১. দৃষ্টান্তো নাম যত্র মূর্খবিদুষাং বুদ্ধিসাম্যং, যো বর্ণ্যং বর্ণয়তি। যথাগ্নিরুষ্ণো, দ্রবমুদকং, স্থিরা পৃথিবী, আদিত্যঃ প্রকাশক ইতি, যথা—আদিত্যঃ প্রকাশকস্তথা সাঙ্খ্যজ্ঞানং প্রকাশকমিতি।

চ. বি., ৮.৩৪

ন্যায়সূত্রে চরকের কথার অনুরূপ প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। সেখানে গৌতম, লৌকিক ও পরীক্ষক উভয় ধরণের লোকের যে পদার্থে বুদ্ধির সাম্য হয়, তাকেই দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

"লৌকিকপরীক্ষকাণাং যস্মিন্নর্থে বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্তঃ।"

ন্যা. সূ., ১.১.২৫

লৌকিক ও পরীক্ষক বলতে কাদের বোঝায় এই কথাটি স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের ব্যাখ্যায়। ন্যায়সূত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেছেন যারা স্বাভাবিক ও শাস্ত্র অনুশীলন করে বুদ্ধি প্রকর্ষ লাভ করে নি, তাঁরা হচ্ছেন "লৌকিক" এবং যারা এমন লৌকিক ব্যক্তিকে তত্ত্ব বোঝাতে সমর্থ তাঁরা হচ্ছেন "পরীক্ষক"।

"লোকসামান্যমনতীতা লৌকিকাঃ, নৈসর্গিকং বৈনয়িকং বুদ্ধ্যতিশয়মপ্রাপ্তাঃ। তদ্বিপরীতাঃ পরীক্ষকাস্তর্কেন প্রমাণৈরর্থং পরীক্ষিতুমর্হন্তীতি।"

বা. ভা., ন্যা. সূ. ১.১.২৫

কেশব মিশ্র তর্কভাষাতে বলেছেন, সব্যাপ্তিকং অর্থাৎ যে হেতু দ্বারা সাধ্যের ব্যাপ্তি এই রূপ দৃষ্টান্তবচনকে উদাহরণ বলে। যেমন যা যা ধূমবান্ তা অগ্নিমান্, যথা মহানস।

"সব্যাপ্তিকং দৃষ্টান্তবচনম্ উদাহরণম। যথা 'যো যো ধূমবান্ সোঽগ্নিমান্ যথা মহানসম্' ইতি।" ত. ভা., পৃ. ৩৪১, প. ১-২

প্রমাণমীমাংসাতেও দৃষ্টান্ত বচনকে উদাহরণ বলা হয়েছে। "দৃষ্টান্তবচনমুদাহরণম্।"

প্র. মী., ২.১.১৩

২. লৌকিকানাং পণ্ডিতানাঞ্চ যোঽর্থোঽবিবাদসিদ্ধঃ, স দৃষ্টান্তো ভবতি ন পণ্ডিতমাত্রসিদ্ধঃ।

আ. দী., চ. বি., ৮, পৃ. ১৫৮০, প. ২৭-২৮

উপনয়—

স্থাপনার পাঁচটি অবয়বের মধ্যে উপনয়ের স্থান হচ্ছে চতুর্থ। চরকসংহিতায় এর উল্লেখমাত্রই দেখা যায়, কিন্তু এর কোন সংজ্ঞা দেওয়া হয় নি। তবে উদাহরণের সাহায্যে তা কাকে বলে এটা তুলে ধরা হয়েছে। যেমন স্থাপনায় বলা হয়েছে 'আকাশ অকৃতক' অর্থাৎ আকাশ কারুর দ্বারা কৃত নয়। 'সেইরূপ পুরুষও হচ্ছে অকৃতক'। এবং প্রতিষ্ঠাপনার মধ্যেও বলা হয়েছে, ''ঘট ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, সেইজন্য ঘট, অনিত্য', সেইরূপ পুরুষও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ফলে এটিও অনিত্য'।[১]

নিগমন—

নিগমন হচ্ছে পঞ্চম অবয়ব। চরকসংহিতায় উপনয়ের মতো নিগমনেরও কোন সংজ্ঞা না দিয়ে উদাহরণের মাধ্যমে তা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন—স্থাপনার ক্ষেত্রে উদাহরণরূপে

১. উপনয়ো—তথা চাকৃতকমাকাশং, তচ্চ নিত্যং তথা পুরুষঃ ইতি।

উপনয়ো—যথা ঘট ঐন্দ্রিয়কঃ, স চানিত্যস্তথা চায়মিতি।

চ. বি., ৮.৩১-৩২

ন্যায়সূত্রেও উপনয় চতুর্থ অবয়ব হিসাবে স্বীকৃত। সেখানে বলা হয়েছে, সাধ্যধর্মীতে উদাহরণের বাক্যানুসারী 'তথা' এইরূপ অথবা 'ন তথা' এইরূপ যে বাক্য বিশেষ ব্যবহার করা হয় তাকে উপনয় বলে।

''উদাহরণাপেক্ষস্তথেত্যুপসংহারো, ন তথেতি বা সাধ্যস্যোপনয়ঃ।''

ন্যা. সূ., ১.১.৩৮

তর্কভাষাতে বলা হয়েছে যে, পক্ষে লিঙ্গের উপসংহার বচনকে উপনয় বলে। যেমন 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবাংশ্চায়ম্' ইতি 'তথাচায়ম্'।

''পক্ষে লিঙ্গোপসংহারবচনম্ উপনয়ঃ। যথা বহ্নিব্যাপ্যধূমবাংশ্চায়ম্' ইতি 'তথা চায়ম্' ইতিবা।

ত. ভা. পৃ-৩৪১, প. ৩-৪

প্রমাণমীমাংসাতেও উপনয়ের উল্লেখ দেখা যায়, সেখানে বলা হয়েছে, ধর্মিণির সাধনধর্মের উপসংহারকে উপনয় বলে।

''ধর্মিণি সাধনস্যোপসংহার উপনয়ঃ।''

প্র. মী., ২.১.১৪

বলা হয়েছে, "পুরুষ নিত্য" অনুরূপভাবে প্রতিষ্ঠাপনার ক্ষেত্রে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, "পুরুষ অনিত্য।"[১]

উত্তর—

সাধর্ম্যের দ্বারা হেতু প্রদর্শিত হলে তার বিপরীত বৈধর্ম্য প্রদর্শন করাকে অথবা বৈধর্ম্যের দ্বারা হেতু প্রদর্শিত হলে তার বিপরীত সার্ধম্য প্রদর্শন করাকে 'উত্তর' বলা হয়েছে। যেমন একপক্ষ যদি এরূপ কথা বলে বিকারগুলি হেতুর সমানধর্মী, কারণ শীতজনিত ব্যাধিশীতল হেতুর সমান ধর্মবিশিষ্ট, সেইজন্য, হিম, শিশির ও বাতসংস্পর্শ শীতজনিত ব্যাধির বৃদ্ধির কারণ হবে।" এর প্রত্যুত্তরে অপরপক্ষ বলবেন যে বিকারসমূহ হেতুর বিপরীতধর্মী, কেননা শরীরের অবয়বসমূহের দাহ, উষ্ণতা, কোথ ও পচন বিষয়ে, হেতু'র বিপরীতধর্মী যে হিম, শিশির ও বাতসংস্পর্শ, তাদের দ্বারা ঐ সকল ব্যাধির উপশম হয়ে থাকে। এই ধরণের জবাবকে সবিপর্যয় উত্তর বলা হয়।[২]

১. নিগমনং—তস্মান্নিত্য ইতি।
নিগমনং—তস্মাদনিত্য ইতি। চ. বি., ৮.৩১-৩২

ন্যায়সূত্রেও নিগমনকে পঞ্চম অবয়ব হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। সেখানে নিগমনের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, প্রতিজ্ঞা বাক্যের পরে যে হেতুবাক্য কথিত হয় তার উল্লেখ করে, সেই প্রতিজ্ঞা বাক্যের যে পুনর্বচন তাকে নিগমন বলে।

"হেতুপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ব্বচনং নিগমনম্।" ন্যা.সূ., ১.১.৩৯

তর্কভাষাতে উল্লেখ করা হয়েছে, পক্ষে সাধ্যের যে উপসংহার বচন তাকে নিগমন বলে। যেমন—"তস্মাদগ্নিমান্" ইতি 'তস্মাদ্ তথা' এইরূপ।

"পক্ষে সাধ্যোপসংহারবচনং নিগমনম্। তথা 'তস্মাদগ্নিমান্' ইতি 'তস্মাদ্ তথা' ইতি বা।"
ত. ভা., পৃ. ৩৪১, প. ৫-৬

প্রমাণমীমাংসাতে এইরূপ বলা হয়েছে, "সাধ্যস্য নিগমনম্"। প্র. মী., ২.১.১৫

২. অথ উত্তরম্—উত্তরং নাম সাধর্ম্ম্যোপদিষ্টে হেতৌ বৈধর্ম্ম্যবচনং, বৈধর্ম্ম্যোপদিষ্টে বা হেতৌ সাধর্ম্ম্যবচনং যথা—"হেতুসধর্মাণো বিকারাঃ। শীতকস্য হি ব্যাধের্হেতুভিঃ সাধর্ম্ম্যং হিমশিশিরবাতসংস্পর্শাঃ," ইতি ব্রুবতঃ পরো ব্রূয়াৎ হেতুবিধর্মানো বিকারাঃ, যথা শরীরাবয়বানাং দাহৌষ্ণ্যকোথপ্রপচনে হেতুবৈধর্ম্ম্যং হিমশিশিরবাতসংস্পর্শা ইতি। এতৎ সবিপর্যয়মুত্তরম্।
চ. বি., ৮.৩৬

চক্রপাণিদত্ত আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় এই উত্তরকেই যে ন্যায়সূত্রে জাতি নামে অভিহিত করা হয়েছে তার উল্লেখ করেছেন। ন্যায়ে বলা হয়েছে—সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের দ্বারা অর্থাৎ কেবল কোন সাধর্ম্ম্য অথবা কোন বৈধর্ম্ম্য গ্রহণ করে তার দ্বারা যে প্রতিষেধ করা হয়, তাই হল জাতি।

'উত্তরশব্দেনেহ জাত্যুত্তরমুত্তরাভাসমীপ্সিতম্।
................উক্তঞ্চ ন্যায়ে—'সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানাং জাতিঃ' (ন্যা. সূ. ১.২.১৮)।
আ. দী., চ. বি., ৮, পৃ. ১৫৮৫, প. ২৪-২৬

তর্কভাষাতে অসদ্ উত্তরকে জাতি বলা হয়েছে। "অসদুত্তরং জাতিঃ।"
ত.ভা., পৃ. ৩৬১, প. ১

সিদ্ধান্ত—

পরীক্ষকগণ নানা ধরণের পরীক্ষা করে এবং হেতুর দ্বারা সাধন করে যে নির্ণয়ের স্থাপনা করেন, তাকেই সিদ্ধান্ত বলা যেতে পারে।[১] চরকের এই উক্তি থেকে স্বচ্ছন্দে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, চরকসংহিতায় নির্ণয়কেই সিদ্ধান্ত বলে স্বীকৃতি দেওয়ায় আর অতিরিক্ত নির্ণয় নামক পদার্থের আলোচনা করা হয় নি।[২] অর্থাৎ এককথায় বলা যেতে পারে চরকসংহিতা রচনাকালে সিদ্ধান্ত ও নির্ণয় সমপর্য্যায় ভুক্ত ছিল বলে নির্ণয়কে সিদ্ধান্তের অতিরিক্ত আর একটি পৃথক্ পদার্থরূপে কল্পনা করা যুক্তিসঙ্গত ছিল না। বৌদ্ধদার্শনিক নাগার্জুনের উপায়হৃদয় গ্রন্থেও ঠিক এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যাবে। সেখানেও হেতুসমূহের দ্বারা বিস্তৃতভাবে সাধ্যের

১. সিদ্ধান্তো নাম স যঃ পরীক্ষকৈর্বহুবিধং পরীক্ষ্য হেতুভিশ্চ সাধয়িত্বা স্থাপ্যতে নির্ণয়ঃ।

চ.বি., ৮.৩৭

ন্যায়সূত্রে গৌতম বলেছেন, যে সকল পদার্থ কোন শাস্ত্র বোধিত, সেই সকল পদার্থের স্বীকার রূপ যে নিশ্চয় তাকেই সিদ্ধান্ত বলে।

"তন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমসংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ।"

ন্যা. সূ., ১.১.২৬

বাৎস্যায়নভাষ্যে এটা আরো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে 'ইদং' এবং 'ইত্থম্ভূতং' অর্থাৎ 'এটা' এবং 'এই প্রকার এইরূপে স্বীক্রিয়মাণ যে সমস্ত পদার্থ, তারা হচ্ছে সিদ্ধ সেই সিদ্ধের যে সংস্থিতি, তাকে বলে সিদ্ধান্ত।

"ইদমিত্থম্ভূতঞ্চেত্যভ্যনুজ্ঞায়মানমর্থজাতং সিদ্ধং, সিদ্ধস্য সংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ।"

বা. ভা., ন্যা. সূ., ১.১.২৬

তর্কভাষাতে বলা হয়েছে, যে অর্থ প্রামাণিক বলে স্বীকৃত, তাকে সিদ্ধান্ত বলা হয়।

"প্রামাণিকত্বেনাভ্যুপগতোऽর্থঃ সিদ্ধান্তঃ।"

ত.ভা., পৃ. ৩৩৯, প. ১

২. সিদ্ধান্তের আলোচনা করতে গিয়ে গঙ্গাধর রায় তাঁর জল্পকল্পতরুটীকায় বলেছেন, গৌতম যাকে নির্ণয় বলেছেন তা হচ্ছে চরকসংহিতায় সিদ্ধান্ত।

"নির্ণয়শ্চোক্তো গৌতমেন। বিমৃশ্য পক্ষপ্রতিপক্ষভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ (ন্যা. সূ. ১.১.৪১) ইতি।"

জ. ক., চ. বি., ৮, পৃ. ১৫৮৬, প. ১৬

কিন্তু চরকসংহিতার অপর আর একটি স্থানে গঙ্গাধর গৌতম ন্যায়সূত্রে নির্ণয়কে ব্যবসায়ের অন্তর্গত করেছেন একথাও বলেছেন।

"ব্যবসায়স্য নির্ণয়শব্দেন গৌতমেনোপাদানং কৃতম্।"

জ.ক., চ. বি., ৮, পৃ. ১৫৬৬, প. ২৩

স্থাপনাকে নির্ণয় বলা হয়েছে। এবং তাই হচ্ছে সিদ্ধান্তের লক্ষণ।[১] কিন্তু ন্যায়সূত্রে এদের গ্রন্থিবন্ধন ছিন্ন করে এবং পৃথক্ উপযোগিতা প্রতিপাদন করে উভয়কেই ভিন্নভাবে নিজ নিজ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তের বিভাগ—

এই সিদ্ধান্ত হচ্ছে চার প্রকারের—সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত, প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত, অধিকরণসিদ্ধান্ত ও অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত।[২]

সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত—

যে তত্ত্ব সকল শাস্ত্রে সমানভাবে প্রসিদ্ধ বা স্বীকৃত তাকে সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত বলে। যেমন—রোগসমূহের কোন না কোন কারণ আছে, রোগ আছে তাই সাধ্য রোগসমূহের সারাবার উপায়ও আছে। একথা সকল শাস্ত্র মানে অর্থাৎ এটা সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত।[৩]

১. সাধ্যস্য হেতুভির্বিস্তরেণ স্থাপনং নির্ণয়শ্চ। এতৎ সিদ্ধান্তলক্ষণম্।

উ. হৃ., প্র. প্র., পৃ. ৬

২. স চতুর্বিধঃ সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তোঽধিকরণসিদ্ধান্তোঽভ্যুপগমসিদ্ধান্তশ্চেতি।

চ.বি., ৮.৩৭

ন্যায়সূত্রেও অনুরূপ চার প্রকার সিদ্ধান্তের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত, প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত, অধিকরণসিদ্ধান্ত ও অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত। "স চতুর্বিধঃ সর্বতন্ত্রপ্রতিতন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমসংস্থিত্যর্থান্তরভাবাৎ।"

ন্যা. সূ., ১.১.২৭

৩. তত্র সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্তো নাম—তস্মিংস্তস্মিন্ সর্ব্বস্মিংস্তন্ত্রে তত্তৎ প্রসিদ্ধম্। যথা—সন্তি নিদানানি, সন্তি ব্যাধয়ঃ, সন্তি সিদ্ধ্যুপায়াঃ সাধ্যানামিতি।

চ.বি., ৮.৩৭

ন্যায়সূত্রে বলা হয়েছে, যা সকল শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ এবং যা সকল শাস্ত্রে বলা হয়েছে, তাকে সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত বলে।

"সর্ব্বতন্ত্রাবিরুদ্ধস্তন্ত্রেঽধিকৃতোঽর্থঃ সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ।"

ন্যা. সূ., ১.১.২৮

উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, ঘ্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অর্থ, পৃথিবী প্রভৃতি ভূত, পদার্থের প্রমাণের দ্বারা যথার্থ জ্ঞান হয়।

"যথা ঘ্রাণাদীনীন্দ্রিয়াণি, গন্ধাদয় ইন্দ্রিয়ার্থাঃ, পৃথিব্যাদীনি ভূতানি, প্রমাণৈরর্থস্য গ্রহণমিতি।"

বা. ভা., ন্যা. সূ., ১.১.২৮

প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত—

যে বিষয় পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে এক একটি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ কিন্তু সকল শাস্ত্রে সমানভাবে স্বীকৃত নয়, তাকে প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত বলে। যেমন—অন্যান্য শাস্ত্রে রস আটপ্রকার বলা হলেও, এই শাস্ত্রে কিন্তু ছয়প্রকার রসের কথা বলা হয়েছে। অথবা অন্যশাস্ত্রে ইন্দ্রিয় ছয়প্রকার বলা হয়েছে কিন্তু এই শাস্ত্রে অর্থাৎ চরকসংহিতায় ইন্দ্রিয় পাঁচপ্রকার বলা আছে। সকল প্রকার রোগ বাত, পিত্ত, কফ অর্থাৎ বাতাদির জন্য হয় এইটুকু মাত্রই অন্য শাস্ত্রে বলা হয়েছে কিন্তু এই শাস্ত্রে রোগগুলি শুধুমাত্র বাত প্রভৃতির দ্বারা সৃষ্ট একথা বলা ছাড়াও ভূত প্রভৃতির দ্বারাও কোন কোন ক্ষেত্রে হতে পারে বলা হয়েছে।[১]

অধিকরণসিদ্ধান্ত—

যে অধিকরণটি উপস্থাপিত হলে অন্যান্য কিছু বিষয় বা অধিকরণ স্বভাবতই সিদ্ধ হয়ে যায় তাকে অধিকরণ সিদ্ধান্ত বলা হয়। যেমন—'জীবন্মুক্ত পুরুষ সবকিছুতে নিঃস্পৃহ হওয়ার জন্য আনুবন্ধিক কর্ম করে না," এই অধিকরণ সিদ্ধান্তটি যদি উপস্থাপিত হয় তাহলে এর দ্বারা কর্মফল, মোক্ষ, পুরুষ এবং প্রেত্যভাবের অস্তিত্বও সিদ্ধ হয়ে যায়।[২]

১. প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তো নাম—তস্মিংস্তস্মিন্নৈকৈকস্মিংস্তন্ত্রে তত্তৎ প্রসিদ্ধম্, যথা—অন্যত্রাষ্টৌ রসাঃ ষড়ত্র, পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যত্র অন্যত্র ষড়িন্দ্রিয়াণি তন্ত্রে। বাতাদিকৃতাঃ সর্বে বিকারা যথাऽন্যত্র, অত্র বাতাদিকৃতা ভূতকৃতাশ্চ প্রসিদ্ধাঃ। চ. বি., ৮.৩৭

ন্যায়সূত্রে যা নিজের শাস্ত্রে সিদ্ধ কিন্তু অপরশাস্ত্রে অসিদ্ধ তাকেই প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত বলা হয়েছে।

"সমানতন্ত্রসিদ্ধঃ পরতন্ত্রাসিদ্ধঃ প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ।"

ন্যা. সূ., ১.১.২৯

যেমন অসৎ-এর উৎপত্তি হয় না এবং সৎ-এর বিনাশ হয় না।

"যথা—নাসত আত্মলাভঃ, ন সত আত্মহানম্।"

বা. ভা., ন্যা. সূ., ১.১.২৯

২. অধিকরণসিদ্ধান্তো নাম স, যস্মিন্নধিকরণে প্রস্তূয়মানে সিদ্ধান্যন্যান্যপি অধিকরণানি ভবন্তি, যথা—ন মুক্তঃ কর্মানুবন্ধিকং কুরুতে, নিস্পৃহত্বাদিতি প্রস্তুতে সিদ্ধাঃ কর্মফলমোক্ষপুরুষপ্রেত্যভাবা ভবন্তি। চ. বি., ৮.৩৭

ন্যায়সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, যে পদার্থের সিদ্ধি হলে অন্য প্রকৃত পদার্থের অর্থাৎ সাধ্য পদার্থের সিদ্ধি হয় তাকে অধিকরণ সিদ্ধান্ত বলে।

"যৎসিদ্ধাবন্যপ্রকরণসিদ্ধিঃ সোऽধিকরণসিদ্ধান্তঃ।" ন্যা. সূ., ১.১.৩০

উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, আত্মা ইন্দ্রিয় থেকে ভিন্ন, যেহেতু চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা এক পদার্থের জ্ঞান হয়। অর্থাৎ প্রথমে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই পদার্থকে প্রত্যক্ষ করে পরে আবার ত্বগেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সেই পদার্থকে প্রত্যক্ষ করলে আত্মার একই রকম জ্ঞান হয়।

"যথেন্দ্রিয়ব্যতিরিক্তো জ্ঞাতা 'দর্শনস্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণা'দিতি।"

বা.ভা., ন্যা.সূ., ১.১.৩০

অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত—

চিকিৎসকগণ পরস্পর আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে যে সকল বিষয়গুলি তাদের মত সিদ্ধ নয়, পরীক্ষিত নয়, তাঁরা উপদেশ করেন নি কিংবা অহেতুক বলে প্রতিপন্ন করেছেন যখন সেই সকল বিষয়ই তারা নিজের থেকে বলতে প্রবৃত্ত হন, তখন তাকে স্বীকৃত মত বা অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত বলে বুঝতে হবে। উদাহরণ হিসাবে বলা হয়েছে, তিনি যখন বলেন যে এখন আমরা দ্রব্যকে প্রধান করে ব্যাখ্যা করব, গুণকে প্রধান করে ব্যাখ্যা করব অথবা কর্মকে প্রধান করে ব্যাখ্যা করব—তখন তাকে অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত বলে।[১]

শব্দ—

চরকসংহিতায় শব্দের লক্ষণ করা হয়েছে এরূপভাবে যে, শব্দ হচ্ছে বর্ণের সমাম্নায় অর্থাৎ

১. অভ্যুপগমসিদ্ধান্তো নাম স যমর্থমসিদ্ধমপরীক্ষিতমনুপদিষ্টমহেতুকং বা বাদকালেঽভ্যুপগচ্ছন্তি ভিষজঃ, তদ্যথা দ্রব্যং প্রধানমিতি কৃত্বা বক্ষ্যামঃ, গুণাঃ প্রধানমিতি কৃত্বা বক্ষ্যামঃ, কর্মপ্রধানমিতি কৃত্বা বক্ষ্যামঃ।

চ.বি., ৮.৩৭

ন্যায়সূত্রে বলা হয়েছে, যেস্থলে প্রতিবাদী কোন পদার্থে তাঁর অপরীক্ষিত ধর্ম অর্থাৎ অসম্মত অপর বিশেষ ধর্মের পরীক্ষা করেন, সেইস্থলে প্রতিবাদীর স্বীকৃত সেই অপর সিদ্ধান্তকে অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত বলে।

"অপরীক্ষিতাভ্যুপগমাৎ তদ্বিশেষপরীক্ষণমভ্যুপগমসিদ্ধান্তঃ।"

ন্যা.সূ., ১.১.৩১

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোন বাদী শব্দকে নিত্য ও দ্রব্য পদার্থ বললে তখন প্রতিবাদী তার দ্রব্যত্ব স্বীকার করে, এটা নিত্য কি অনিত্য বিচার করেন। তারপর এস্থলে সিদ্ধান্ত স্বীকারই অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত।

অস্তু দ্রব্যং শব্দঃ, স তু নিত্যোঽথানিত্য ইতি দ্রব্যস্য সতো নিত্যতাঽনিত্যতা বা তদ্বিশেষঃ পরীক্ষ্যতে, সোঽভ্যুপগমসিদ্ধান্তঃ।"

বা.ভা., ন্যা.সূ., ১.১.৩১

সঙ্গতি।[১] টীকাকার চক্রপাণিদত্ত আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় 'বর্ণসমাম্নায়' শব্দের অর্থ করেছেন 'বর্ণমেলক' অর্থাৎ বর্ণের সঙ্গে যা মিলে থাকে।[২]

শব্দের বিভাগ—

শব্দ চার প্রকার। যথা দৃষ্টার্থ, অদৃষ্টার্থ, সত্য ও অনৃত।[৩]

দৃষ্টার্থ—

দৃষ্টার্থ শব্দকে উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো হয়েছে যে, বায়ু প্রভৃতি দোষগুলি তিন প্রকার হেতুর সাহায্যে প্রকুপিত হয় এবং তারা ছয়প্রকার চিকিৎসা দ্বারা প্রশমিত হয়। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দাদি বিষয়ের গ্রহণ করা হয়।[৪] গঙ্গাধর জল্পকল্পতরুটীকায় বলেছেন, অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ, প্রজ্ঞাপরাধ ও কালবিপর্যয় এই তিন হেতুর দ্বারা বাতাদি দোষগুলি প্রকুপিত

১. অথ শব্দঃ, শব্দো নাম বর্ণসমাম্নায়ঃ।

চ.বি., ৮.৩৮

ন্যায়সূত্রে কিন্তু এই শব্দকে পৃথক্ পদার্থ হিসাবে স্বীকার করা হয় নি। সেখানে একে চতুর্থ প্রমাণ বলে স্বীকার করা হয়েছে। ন্যায়সূত্রে আপ্তব্যক্তির উপদেশকে শব্দ বলা হয়েছে।

"আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ।" ন্যা. সূ., ১.১.৭

কিন্তু চরকসংহিতায় আবার এই আপ্তোপদেশকে ঐতিহ্য বলা হয়েছে। "ঐতিহ্যং নাম আপ্তোপদেশঃ"। চ.বি., ৮.৪১

ন্যায়সূত্রে যা শব্দ প্রমাণ চরকসংহিতায় তাই ঐতিহ্য প্রমাণ। ফলে এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে পরবর্তীকালে ন্যায়সূত্রে চরকসংহিতার ঐতিহ্য প্রমাণকে শব্দপ্রমাণ বলে স্বীকার করা হয়েছে।

তর্কভাষাতেও এরূপ আপ্তবাক্যকে শব্দ বলা হয়েছে। "আপ্তবাক্যং শব্দঃ।"

ত.ভা., পৃ. ১৩৭, প. ১

কিন্তু বৈশেষিকসূত্রে বলা হয়েছে, যে জাতিমৎ বস্তুকে শ্রোত্র দ্বারা গ্রহণ করা হয় তাই হচ্ছে শব্দ।

"শ্রোত্রগ্রহণো যোঽর্থঃ স শব্দঃ।" বৈ. সূ., ২.২.২১

২. বর্ণসমাম্নায় ইতি বর্ণমেলক ইত্যর্থঃ।

আ.দী., চ.বি., ৮, পৃ. ১৫৯২, প. ২৯

৩. স চতুর্ব্বিধো দৃষ্টার্থশ্চাদৃষ্টার্থশ্চসত্যশ্চানৃতশ্চেতি। চ.বি., ৮.৩৮

ন্যায়সূত্রে দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ ভেদে শব্দ দু প্রকার বলা হয়েছে। "স দ্বিবিধো দৃষ্টাদৃষ্টার্থত্বাৎ।"

ন্যা.সূ., ১.১.৮

৪. তত্র দৃষ্টার্থো নাম ত্রিভির্হেতুভির্দোষাঃ প্রকুপ্যন্তি ষড়্ভিরুপক্রমৈশ্চ প্রশাম্যন্তি, সতি শ্রোত্রাদিসদ্ভাবে শব্দাদিগ্রহণমিতি। চ.বি., ৮.৩৮

ন্যায়ভাষ্যে বাৎস্যায়ন দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থের ব্যাখ্যা করেছেন। ইহলোকে যার অর্থ প্রতিপাদ্য অর্থাৎ দৃষ্ট হয় তাকে দৃষ্টার্থ বলেছেন।

"যস্যেহ দৃশ্যতেঽর্থঃ স দৃষ্টার্থঃ।" বা.ভা., ন্যা.সূ., ১.১.৮

হয়। লঙ্ঘন, বৃংহণ, রুক্ষণ, স্নেহন, স্বেদন ও স্তম্ভন এই ছয়প্রকার উপক্রম দ্বারা সকল কুপিত দোষ প্রশমিত হয়।[১]

অদৃষ্টার্থ—

চরকসংহিতায় এটাও উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো হয়েছে। যেমন পুনর্জন্ম আছে এবং মোক্ষ আছে।[২]

সত্য—

বস্তুর যথার্থ কথনকে সত্য বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আয়ুর্বেদে উপদেশ আছে, সাধ্য রোগসমূহের সিদ্ধির উপায় আছে এবং আরব্ধ কার্যের ফলও আছে, এই কথা বললে বস্তুগুলোর যথার্থস্বরূপ বলা হচ্ছে। এজন্য এরা সত্য বাক্য।[৩]

অনৃত—

সত্যের বিপরীতকেই অনৃত বা অসত্য বলা হয়। অর্থাৎ বস্তুর যথাযথ স্বরূপ না বলে যদি এর বিপরীত অর্থ প্রতিপাদন করা হয়, তাকে অসত্য কথন বলে।[৪]

চুয়াল্লিশটি পদের (বা পদার্থের) অন্তর্গত প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য ও ঔপম্য এই চারটির বিস্তারিত আলোচনা প্রমাণের অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। সেই কারণে পুনরুক্তির ভয়ে এখানে আর তার আলোচনা করা হল না।

সংশয়—

চরকসংহিতায় সংশয়কে পদ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সন্দেহযুক্ত বিষয়ের (নির্ণয়ের)

১. অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগাদিভিস্ত্রিভির্হেতুভিঃ সর্ব্বে বাতাদয়ো দোষাঃ প্রকুপ্যন্তীতি দৃশ্যতে। ....ষড়্ভিরুপক্রমৈরুপশাম্যন্তি। লঙ্ঘনবৃংহণীয়াদিভিঃ সর্ব্বে কুপিতা দোষাঃ প্রশাম্যন্তীতি দৃশ্যতে।

জ. ক., চ. বি., ৮, পৃ. ১৬০০, প. ৫-৮

২. অদৃষ্টার্থঃ পুনরস্তি প্রেত্যভাবোঽস্তি মোক্ষ ইতি।

চ. বি., ৮. ৩৮

ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মতে পরলোকে যার অর্থ প্রতীত হয় অর্থাৎ যে বাক্যের প্রতিপাদ্য ইহলোকে দৃষ্ট হয় না, তাই হচ্ছে অদৃষ্টার্থ।

"যস্যামুত্র প্রতীয়তে সোঽদৃষ্টার্থঃ।"

বা.ভা., ন্যা.সূ., ১.১.৮

৩. সত্যো নাম যথার্থভূতঃ, সন্ত্যায়ুর্ব্বেদোপদেশাঃ সন্তি সিদ্ধ্যুপায়াঃ সাধ্যানাং ব্যাধীনাং সত্যারম্ভফলানীতি।

চ. বি., ৮.৩৮

৪. সত্যবিপর্য্যয়শ্চানৃতঃ।

চ. বি., ৮.৩৮

যে অনিশ্চয়তা দেখা যায় তাকেই সংশয় বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১] সংশয়ের উদাহরণ হিসাবে বলা হয়েছে যে অকালমৃত্যু আছে কি নেই এইরূপ চিন্তা হচ্ছে সংশয়। যেমন কোন ব্যক্তির দীর্ঘদিন বাঁচার সমস্ত লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও এবং যথাযথভাবে চিকিৎসা করা সত্ত্বেও দেখা

সংশয়ো নাম সন্দেহলক্ষণানুসন্দিগ্ধেষর্থেষ্বনিশ্চয়ঃ।

চ. বি., ৮.৪৩

সুশ্রুতসংহিতায় উভয় প্রকার হেতুর দর্শনকে সংশয় বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে তলহৃদয় অর্থাৎ মর্মের উপর আঘাত লাগলে প্রাণের হানি হতে পারে কিন্তু হাত ও পায়ে আঘাত করে ছেদন করলেও প্রাণের বিনাশ দেখা যায় না। "উভয়হেতুদর্শনং সংশয়ঃ। যথা—তলহৃদয়াভিঘাতঃ প্রাণহরঃ, পাণিপাদচ্ছেদনমপ্রাণহরমিতি।"

সু. উ., ৬৫.৩২

ন্যায়সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাধারণ ধর্ম বিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞানজন্য, অসাধারণধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞানজন্য, বিপ্রতিপত্তিজন্য অর্থাৎ কোন একটি পদার্থে নানাবিরুদ্ধ পদার্থের যে জ্ঞান, উপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য বিশেষাপেক্ষ যে বিমর্শ তাকে সংশয় বলে।

"সমানানেকধর্মোপপত্তের্বিপ্রতিপত্তেরুপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যব্যবস্থাতশ্চ বিশেষাপেক্ষো বিমর্শঃ সংশয়ঃ।

ন্যা. সূ., ১.১.২৩

তর্কভাষাতে একধর্মীতে পরস্পর বিরুদ্ধ অনেক ধর্মের অবমর্শ অর্থাৎ বোধকে সংশয় বলা হয়েছে। "একস্মিন্ ধর্মিণি বিরুদ্ধনানার্থাবমর্শঃ সংশয়ঃ।

ত. ভা., পৃ. ৩৩৪, প. ১

বৈশেষিকসূত্রে সংশয়ের উল্লেখ দেখা যায়, সেখানে সমান ধর্মের প্রত্যক্ষ হলে, বিশেষ ধর্মের অপ্রত্যক্ষ হলে এবং উভয়েরই ব্যাবর্ত্তক ধর্মের স্মরণ হওয়ার পর যে জ্ঞান হয়, তাকে সংশয় বলা হয়েছে।

"সামান্যপ্রত্যক্ষাদ্বিশেষাপ্রত্যক্ষাদ্বিশেষস্মৃতেশ্চ সংশয়ঃ।"

বৈ. সূ. ২.২.১৭

বৈশেষিকসূত্রের ব্যাখ্যা দেখে মনে হয় যে সংশয়ের উদ্ভব কিভাবে হয় সেটাই ছিল বক্তব্য বিষয়।

প্রশস্তপাদভাষ্যে বলা হয়েছে, যে বস্তু দুটির সাধারণ ধর্ম প্রথম থেকে জ্ঞাত, সেই বস্তু দুটির সাদৃশ্য দর্শনমাত্র, অসাধারণ ধর্মের স্মরণ এবং অধর্ম, এই তিনটি হেতু থেকে যে বিরুদ্ধ বিষয়ের জ্ঞান হয় তাকে সংশয় বলা হয়।

"সংশয়স্তাবৎ প্রসিদ্ধানেকবিশেষয়োঃ সাদৃশ্যমাত্রদর্শনাদুভয়বিশেষানুস্মরণাদধর্মাচ্চ কিং স্বিদিত্যুভয়াবলম্বী বিমর্শঃ সংশয়ঃ।

প্র. পা. ভা., পৃ. ১৭৪, প. ২০-২২

জৈনদর্শনের প্রমাণনয়তত্ত্বালোকালঙ্কার গ্রন্থে বাদিদেবসূরি বলেছেন যে সাধক এবং বাধক প্রমাণের অভাব থেকে অনবস্থিত অনেককোটিকে স্পর্শ করে উৎপন্ন হয় যে জ্ঞান তাকে সংশয় বলা হয়।

যায় যে তিনি দীর্ঘদিন বাঁচেন না। আবার কোন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখা যায়, দীর্ঘজীবনের লক্ষণগুলি না দেখা গেলেও এবং যথোপযুক্ত চিকিৎসা না করা হলেও, দীর্ঘদিন ধরে বেঁচে থাকেন। এইরূপ উভয়প্রকার কারণ দেখতে পাওয়া যায় বলে সহজেই সংশয়ের উদ্ভব হয়।[১]

চরকসংহিতার টীকাকার চক্রপাণিদত্ত তাঁর আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় বিশেষ বিশেষ আকাঙ্খাপূর্বক উভয়প্রকার বিষয়ের নির্ধারিত জ্ঞানকে সংশয় বলে অভিহিত করেছেন। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে কোন লোক মাতা পিতাকে জন্মের কারণ মনে করেন, আবার অন্য লোক স্বভাব, পরনির্মাণ ও যদৃচ্ছাকেও মনে করেন, এরূপ উভয় প্রকার বলার ফলে সংশয় দেখা যায়।[২]

এছাড়া কর্মফল, মোক্ষ, আত্মা ও পুনর্জন্ম ইত্যাদি আছে কি নেই এরূপ নানা সন্দেহও সংশয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।[৩]

প্রয়োজন—

চরকসংহিতায় সংশয়ের মতো প্রয়োজনও পৃথক্ পদরূপে স্বীকৃত।

যে ফল লাভ করার জন্য কোন কাজ আরম্ভ করা হয়, তাকেই সেই কাজের প্রয়োজন বলা হয়।[৪] যেমন উদাহরণস্বরূপে যদি বলা হয়, অকালমৃত্যু হয়, তাহলে আয়ুর হিতকর সকল দ্রব্য

"সাধকবাধকপ্রমাণাভাবাদনবস্থিতানেককোটিসংস্পর্শিজ্ঞানং সংশয় ইতি।"

প্র. ন. ত., ১.১২

হেমচন্দ্র তাঁর প্রমাণমীমাংসাগ্রন্থে যে বস্তুতে উভয়কোটিক ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য নেই সেই বস্তুতে উভয়কোটিকে স্পর্শ করে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাকে সংশয় বলে উল্লেখ করেছেন।

'অনুভয়ত্রোভয়কোটিস্পর্শী প্রত্যয়ঃ সংশয়ঃ।

প্র. মী., ১.১.৫

১. তুলনীয়—

যথা দৃষ্টা হ্যায়ুষ্মল্লক্ষণৈরুপেতাশ্চানুপেতাশ্চ তথা সক্রিয়াশ্চাऽক্রিয়াশ্চ পুরুষাঃ শীঘ্রভঙ্গাশ্চিরজীবিনশ্চ, এতদুভয়দৃষ্টত্বাৎ সংশয়ঃ। কিমস্তি স্বল্পকালমৃত্যুরুত নাস্তীতি।

চ.বি., ৮.৪৩

২. সংশয়ো নাম—বিশেষাকাংক্ষানির্ধারিতোভয়বিষয়জ্ঞানং, যথা—'মাতরং পিতরং চৈকে মন্যন্তে জন্মকারণম্। স্বভাবং পরনির্মাণং যদৃচ্ছাং চাপরে জনাঃ।"

আ.দী., চ.সি., ১২, পৃ. ৩৮২০, প. ২৬-২৭

৩. কর্ম্মফলমোক্ষপুরুষপ্রেত্যভাবাদয়ঃ সন্তি বা নেতি সংশয়ঃ।

৪. প্রয়োজনং নাম যদর্থমারভ্যন্ত আরম্ভাঃ। চ. শা., ৫.১০

চ. বি., ৮.৪৪

ন্যায়সূত্রে গৌতম উল্লেখ করেছেন, যে পদার্থকে গ্রাহ্য বা ত্যাজ্যরূপে নিশ্চয় করে জীব তাতে প্রবৃত্ত হয় তাকেই প্রয়োজন বলা হয়।

"যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে তৎ প্রয়োজনম্।"

ন্যা. সূ., ১.১.২৪

সেবন করলে এবং আয়ুর অহিতকর সকল বিষয়কে পরিত্যাগ করলে আর অকালমৃত্যু হবে না। এখানে সেই অকালমৃত্যুর নিবারণকেই প্রয়োজনরূপে পরিগণনা করা হয়।[১]

টীকাকার চক্রপাণিদত্ত তাঁর আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় বলেছেন, যে বিষয়ের অভিলাষ রক্ষার জন্য কর্তা প্রবৃত্ত হন, তাকে প্রয়োজন বলে। যেমন উদাহরণ হিসাবে বলা যায়। এই তন্ত্রের অর্থাৎ গ্রন্থের প্রয়োজন ধাতু সাম্যের জন্য চিকিৎসা করা।[২]

সব্যভিচার—

সব্যভিচার সম্বন্ধে চরকসংহিতায় বলা হয়েছে যে, ব্যভিচারী অর্থাৎ যা কোথাও সিদ্ধ হয় এবং কোথাও সিদ্ধ হয় না তাকেই সব্যভিচার বলা হয়ে থাকে। যেমন—উদাহরণরূপে বলা যেতে পারে যে, এই ঔষধ এই রোগে উপযুক্ত হবে অথবা উপযুক্ত হবে না।[৩]

ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মতে, যে পদার্থকে প্রাপ্য বা ত্যাজ্য বলে নিশ্চয় করে জীব তার প্রাপ্তি বা ত্যাগে প্রবৃত্ত হয় তাই হচ্ছে প্রয়োজন। প্রবৃত্তির কারণস্বরূপ এই বস্তুর প্রাপ্তি হবে অথবা এই বস্তুকে ত্যাগ করতে হবে এইরূপ নিশ্চয়ই রয়েছে প্রবৃত্তি মূলে।

"যমর্থমাপ্তব্যং হাতব্যং বা ব্যবসায় তদাপ্তিহানোপায়মনুতিষ্ঠতি, প্রয়োজনং তদ্বেদিতব্যম্। প্রবৃত্তিহেতুত্বাদিমমর্থমাস্যামি হাস্যামি বেতি ব্যবসায়োऽর্থস্যাধিকারঃ। এবং ব্যবসীয়-মানোऽর্থোऽধিক্রিয়ত ইতি।

বা.ভা., ন্যা.সূ., ১.১.২৪

তর্কভাষাতে বলা হয়েছে, যার দ্বারা প্রেরিত হয়ে মানুষ বিভিন্ন কাজ করতে প্রবৃত্ত হয় তাকে প্রয়োজন বলে।

"যেন প্রযুক্তঃ পুরুষঃ প্রবর্ত্ততে তৎ প্রয়োজনম্।"

ত. ভা. পৃ. ৩৩৮, প. ১

১. তুলনীয়—

যথা—যদ্যকালমৃত্যুরস্তি ততোऽহমাত্মানমায়ুষ্যৈরুপচরিষ্যাম্যনায়ুষ্যাণি চ পরিহরিষ্যামি, কথং মামকালমৃত্যুঃ প্রসহেতেতি।

চ. বি., ৮.৪৪

২. প্রয়োজনং নাম—যদর্থং কাময়মানঃ প্রবর্ততে। যথা—ধাতুসাম্যক্রিয়া চোক্তা তন্ত্রস্যাস্য প্রয়োজনম্।

আ. দী., চ. সি., ১২, পৃ. ৩৮১৭, প. ২১

৩. সব্যভিচারং নাম যদ্ব্যভিচরণং, যথা—ভবেদিদমৌষধমস্মিন্ ব্যাধৌ যৌগিকমথবা নেতি।

চ.বি., ৮.৪৫

ন্যায়সূত্রে সব্যভিচারকে হেত্বাভাসের অঙ্গরূপে স্বীকার করা হয়েছে কিন্তু চরকসংহিতায় একে একটা পৃথক্ পদ হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ন্যায়সূত্রে বলা হয়েছে যে, যা অনৈকান্তিক অর্থাৎ যে পদার্থ প্রকৃত সাধ্যধর্মের সম্বন্ধে ঐকান্তিক (একতর পক্ষে নিয়ত) নহে, কিন্তু হেতুরূপে গৃহীত তাকেই সব্যভিচার বলে।

"অনৈকান্তিকঃ সব্যভিচারঃ।" ন্যা. সূ., ১.২.৫

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে পরীক্ষা করে দেখার আগ্রহকে জিজ্ঞাসা বলা হয়েছে। জিজ্ঞাসা শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনকিছু জানার ইচ্ছা, প্রমাণ প্রভৃতির সাহায্যে পরীক্ষা করে জানার ইচ্ছাকে তৃপ্ত করতে হয়। সেইকারণে পরীক্ষাকেই জিজ্ঞাসা বলা হয়েছে। যেমন চরকসংহিতায় বলা হয়েছে ভেষজ পরীক্ষা করে দেখা। এটা পরে বলা হবে।[১]

ব্যবসায়—

নিশ্চয়কেই ব্যবসায় বলা হয়ে থাকে। চরকসংহিতায় রোগ দৃষ্টান্তের সাহায্যে একে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। যেমন বায়ুঘটিত এই রোগ, এবং এটাই এখানে ঔষধ। এরূপ নিশ্চয়কে ব্যবসায় বলে।[২] জল্পকল্পতরুটীকায় গঙ্গাধর বলেছেন যে এই ব্যবসায়কে ন্যায়সূত্রকার নির্ণয় বলে উল্লেখ করেছেন।[৩]

অর্থপ্রাপ্তি—

চরকসংহিতায় অর্থপ্রাপ্তিকে পৃথক্ পদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে এক বিষয়ের উক্তির সাহায্যে অপর অনুক্ত বিষয়ের সিদ্ধি হয়, তাকে অর্থপ্রাপ্তি বলে। যেমন—যদি বলা হয় "এই রোগ সন্তর্পণসাধ্য নয়", এই উক্তির দ্বারা যে অর্থের প্রাপ্তি হবে, তা হল এই যে—"এই ব্যাধি অপতর্পণের দ্বারা সাধ্য"। অনুরূপভাবে যদি বলা হয়, এই ব্যক্তির দিনের বেলায় ভোজন কর্ত্তব্য নয়, তাহলে এর দ্বারা এই অর্থপ্রাপ্তি হয় যে "এর রাত্রিভোজন কর্ত্তব্য"।[৪]

ন্যায়ভাষ্যে বাৎস্যায়ন এটা আরো স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন, তার মতে 'ব্যভিচার' বলতে বোঝায় একতর পক্ষে অব্যবস্থা অর্থাৎ নিয়মের অভাব। "ব্যভিচারেণ সহ বর্ত্ততে" এরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে সব্যভিচার' অর্থাৎ যা ব্যভিচারসহিত বা ব্যভিচারবিশিষ্ট তাই হচ্ছে সব্যভিচার।

"ব্যভিচার একত্রাব্যবস্থিতিঃ। সহ ব্যভিচারেণ বর্ত্তত ইতি সব্যভিচারঃ।"

বা. ভা., ন্যা. সূ., ১.২.৫

১. অথ জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসা নাম পরীক্ষা। যথা—ভেষজপরীক্ষোত্তরকালমুপদেক্ষ্যতে।

চ. বি., ৮.৪৬

২. অথ ব্যবসায়ঃ ব্যবসায়ো নাম নিশ্চয়ঃ। যথা—বাতিক এবায়ং ব্যাধিরিদমেবাস্য ভেষজঞ্চ।

চ. বি., ৮.৪৭

৩. ব্যবসায়স্য নির্ণয়শব্দেন গৌতমেনোপাদানং কৃতম্।

জ. ক., চ. বি., ৮, পৃ. ১৫৬৬, প. ২৩

৪. অথার্থপ্রাপ্তিঃ। অর্থপ্রাপ্তির্নাম যত্রৈকেনার্থেনোক্তেনাপরস্যার্থস্যানুক্তস্যাপি সিদ্ধিঃ। যথা—ন্যায়ং সন্তর্পণসাধ্যো ব্যাধিরিত্যুক্তে ভবত্যর্থপ্রাপ্তিরপতর্পণসাধ্যোঽয়মিতি, নানেন দিবা ভোক্তব্যমিত্যুক্তে ভবত্যর্থপ্রাপ্তিঃ নিশি ভোক্তব্যমিতি।

চ. বি., ৮.৪৮

চরকের টীকাকার চক্রপাণিদত্ত আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় উল্লেখ করেছেন, যার দ্বারা অকথিত বিষয়ের গ্রহণ হয়ে থাকে তাকে অর্থাপত্তি বলা হয়, যেমন—রাত্রিতে দধি খাওয়ার নিষেধ করলে, তার থেকে বোঝায় যে দধি দিনে খাওয়া যেতে পারে।[১]

সম্ভব—

সম্ভব সম্বন্ধে চরকসংহিতায় বলা হয়েছে যে, যে বস্তু যার থেকে সম্ভূত অর্থাৎ উদ্ভূত তাকে সম্ভব বলা হয়। উদাহরণের সাহায্যে চরকসংহিতায় এটা স্পষ্ট বোঝানো হয়েছে। যেমন ষড়ধাতুর সম্মূর্চ্ছন থেকে গর্ভের সম্ভাবনা অনুরূপ অহিত আহার বিহার থেকে তেমনি ব্যাধির এবং হিত আহার বিহার দ্বারা আরোগ্যের সম্ভাবনাও দেখা যায়।[২] সম্ভব থেকেও যে প্রামাণ্যের

সুশ্রুতসংহিতাতে এক বিষয়ের প্রতিপাদন করতে গিয়ে অন্য অপ্রতিপাদিত বিষয়ের স্বতঃ সিদ্ধ হয়ে যাওয়া অর্থাৎ জ্ঞান হয়ে যাওয়াকে অর্থাপত্তি বলা হয়েছে। যেমন—"ওদন অর্থাৎ ভাত খেতে চাই" এরূপ বললে অর্থাপত্তিতে এর অর্থপ্রতীতি হবে যে, "এই যবাগূ পানের ইচ্ছা নেই।" "যদকীর্ত্তিতমর্থাদাপদ্যতে সার্থাপত্তিঃ। যথা—ওদনং ভোক্ষ্যে ইত্যুক্তেঽর্থাদাপন্নং ভবতি—নায়ং পিপাসুর্যবাগূমিতি। সু. উ., ৬৫.২০

চরকে যেটা ছিল অর্থপ্রাপ্তি মীমাংসাদর্শনে সেটাই রূপ নিল অর্থাপত্তিতে। তবে চরকসংহিতার রচনাকালে মনে হয় 'অর্থপ্রাপ্তি' থেকে 'অর্থাপত্তিতে' সংক্রমণ হয় নি। কারণ চরক একাধিক উদাহরণ দিয়ে 'অর্থপ্রাপ্তিকে' বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। এ থেকেই বোঝা যায় সংজ্ঞাটির লক্ষণটা তখনও হয়ত বা পরিষ্কার হয়ে ওঠে নি। কিন্তু চরকসংহিতায় যেটা অন্যতম উদাহরণ হিসাবে দেখানো হয়েছে দেখা যাচ্ছে পরবর্তীকালে সেটাই মীমাংসাদর্শনে একমাত্র উদাহরণস্বরূপে আদৃত হয়েছে। চরকসংহিতার অর্থপ্রাপ্তির উদাহরণ হিসাবে দেখানো হয়েছে দিবা ভোজন নিষিদ্ধ বলাতে রাত্রের ভোজন যে বোঝাচ্ছে, এটা ছিল স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু মীমাংসা সম্মত অর্থাপত্তিতে এই উদাহরণই কাজ করছে আদর্শ হিসাবে। সেখানে বলা হয়েছে হৃষ্টপুষ্ট দেবদত্ত দিনে খায় না বলে, রাতে যে সে খায় এটা অবিসংবাদিত সত্য।

'পীনো দেবদত্তঃ দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে।'

মীমাংসাদর্শন, পৃ. ৩৮, প. ১৩

তর্কভাষাতেও বলা হয়েছে, অনুপপদ্যমান অর্থের দর্শনকে অর্থাপত্তি প্রমাণ বলে এবং ঐ অর্থের ঔপপাদকের কল্পনাকে অর্থাপত্তি প্রমা বলা হয়।

"অনুপপদ্যমানার্থ দর্শনাৎ তদুপপাদকীভূতার্থান্তরকল্পনম্ অর্থাপত্তিঃ।

ত. ভা., পৃ. ১৫৭, প. ৩-৪

১. অর্থাপত্তির্নাম যদকীর্ত্তিতমর্থাদাপদ্যতে সার্থাপত্তিঃ। যথা—নক্তং দধিভোজননিষেধো অর্থাদ্ দিবা ভুঞ্জীতেত্যাপাদ্যতে।

আ. দী., চ. সি., ১২, পৃ. ৩৮১৭, প. ২৬-২৭

২. অথ সম্ভবঃ—সম্ভবো নাম যো যতঃ সংভবতি, স তস্য সম্ভবঃ। যথা—ষড়্‌ধাতবো গর্ভস্য, ব্যাধেরহিতং হিতমারোগ্যস্যেতি।

চ. বি., ৮.৪৯

নিশ্চয় হতে পারে এ তথ্য পরিবেশন করতে গিয়ে গঙ্গাধর জল্পকল্পতরুটীকায় বলেছেন, কেবল প্রত্যক্ষ প্রভৃতির দ্বারাই বিষয়ের নিশ্চয় হয় না, সম্ভবের দ্বারাও নিশ্চয় হয়ে থাকে। সেই কারণেই সম্ভবের অবতারণ করা হয়েছে।[১] চক্রপাণিদত্ত আয়ুর্বেদদীপিকাটীকাতে বলেছেন, যে যার দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাকেই তার সম্ভব বলা হয়। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যেমন মুখে পিপ্লু, ব্যংগ, নালিকা প্রভৃতি ব্যাধির উৎপত্তি সম্ভব হয়ে থাকে।[২]

অনুযোজ্য—

যে বাক্য হচ্ছে বাক্যদোষযুক্ত, তাকেই অনুযোজ্য অর্থাৎ অনুযোগের যোগ্য একথা বলা হয়ে থাকে। অথবা অনুযোজ্যের আর একটি সংজ্ঞাও দেখা যায়। কোন বিষয় সাধারণভাবে বলে, তাতে বিশেষ অর্থ গ্রহণের জন্য যদি অন্য বাক্য বলা হয় তাকেও অনুযোজ্য বলে। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, এই ব্যাধিটি সংশোধনসাধ্য, এরূপ কথা বলার পর আবার যদি আপত্তি ওঠে, এটা কি বমনসাধ্য? তাহলে তখন সেই বাক্যকে অনুযোজ্য বলে। অর্থাৎ বমন বিরেচনাদি পঞ্চকর্মসাধ্য, সংশোধন প্রক্রিয়ার দ্বারা সাধ্য এই রোগ একথা বললে সেখানে যদি অনুযোগ করা হয় যে তাহলে এই রোগটি কি কেবলমাত্র বমনসাধ্য অথবা কেবলমাত্র বিরেচনসাধ্য এইরূপ স্থলকে অনুযোজ্য বলা যেতে পারে।[৩]

অননুযোজ্য—

অনুযোজ্য বাক্যের বিপরীত বাক্যকেই অননুযোজ্য বলা হয়েছে। যেমন—উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, এই ব্যাধি অসাধ্য।[৪] এখানে অন্য ধরণের অনুযোগের কোন সম্ভাবনাই রইল না।

১. ন খলু প্রত্যক্ষাদিভিরেব কেবলৈঃ নিশ্চয়ঃ স্যাৎ সম্ভবেনাপি নিশ্চয়ো ভবতীত্যত আহ— অর্থ সম্ভব ইতি।

জ. ক., চ. বি., ৮, পৃ. ১৬৩০, প. ৭-৮

২. সম্ভবো নাম যদ্ যস্মিন্নুপপদ্যতে স তস্য সম্ভবঃ, যথা—মুখে পিপ্লুব্যংগনীলিকাদয়ঃ সম্ভবন্তীতি।

আ. দী., চ. সি., ১২, পৃ. ৩৮২২, প. ২৪

৩. অথানুযোজ্যম্—অনুযোজ্যং নাম যদ্বাক্যং বাক্যদোষযুক্তং তদনুযোজ্যমিত্যুচ্যতে। সামান্য-ব্যাহৃতেষ্বর্থেষু বা বিশেষগ্রহণার্থং তদ্বাক্যমনুযোজ্যম্। যথা—সংশোধনসাধ্যোऽয়ং ব্যাধিরিত্যুক্তে কিং বমনসাধ্যোऽয়ং কিং বিরেচনসাধ্য ইত্যনুযুজ্যতে।

চ. বি., ৮.৫০

৪. অথাননুযোজ্যম্—অননুযোজ্যং নাম অতো বিপর্যয়েণ। যথা—অয়মসাধ্যঃ।।

চ. বি., ৮.৫১

অনুযোগ—

শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতগণ অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের সঙ্গে পরস্পর জ্ঞান, বিজ্ঞান, বচন, প্রতিবচন ও পরীক্ষা করার জন্য তন্ত্রে বা তন্ত্রের একদেশের অর্থাৎ কোন একটি অংশে যে প্রশ্ন বা প্রশ্নের অংশ উত্থাপন করেন, তাকেই অনুযোগ বলে। অথবা যেমন এক ব্যক্তি প্রতিজ্ঞাবাক্য করলেন "পুরুষ নিত্য" তখন অপর এক ব্যক্তি যদি এরূপ প্রতি প্রশ্ন করেন "কি হেতু পুরুষ নিত্য" তাহলে তাকে অনুযোগ বলা চলে।[১]

প্রত্যনুযোগ—

অনুযোগের উত্তরে অনুযোগ করাকে প্রত্যনুযোগ বলা হয়ে থাকে। যেমন উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, যদি এরূপ অনুযোগ করা হয় "কি হেতু পুরুষ নিত্য"। এরপর ঘুরিয়ে প্রশ্ন কর্তাকে প্রশ্ন করা হলে, "তোমার এই অনুযোগের হেতু কি' ? তাহলে এটাই হচ্ছে প্রত্যনুযোগ।[২]

বাক্যদোষ—

এই বাক্যটি এ ব্যাপারে ন্যূন, অধিক, অনর্থক, অপার্থক এবং বিরুদ্ধ এরূপ প্রমাণিত হলে, তাকে বাক্যদোষ বলা হয়ে থাকে। এই সকল বাক্যদোষ না থাকলে প্রকৃত অর্থ নষ্ট হয় না।[৩]

ন্যূন—

বাক্যে প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এদের যে কোন একটির ন্যূনতা ঘটলে বাক্যটি ন্যূন বলে গণ্য হয়। অথবা এরূপ দেখা যায়, বহু হেতুর দ্বারা উপদিষ্ট যে বাক্য, যদি সেই বাক্য কেবলমাত্র একটি হেতুর দ্বারা প্রতিপাদন করা হয়, তাহলেও ন্যূন দোষ দেখা দিতে পারে।[৪]

১. অথানুযোগঃ—অনুযোগো নাম স যত্তদ্বিদ্যানাং তদ্বিদ্যৈরেব সার্ধং তন্ত্রে তন্ত্রৈকদেশে বা প্রশ্নঃ প্রশ্নৈকদেশো বা জ্ঞানবিজ্ঞানবচনপ্রতিবচনপরীক্ষার্থমাদিশ্যতে। যথা—নিত্যঃ পুরুষঃ ইতি প্রতিজ্ঞাতে, যৎ পরঃ কো হেতুরিত্যাহ সোঽনুযোগঃ।

চ. বি., ৮.৫২

২. অথ প্রত্যনুযোগঃ—প্রত্যনুযোগো নাম অনুযোগস্যানুযোগঃ। যথা—অস্যানুযোগস্য পুনঃ কো হেতুরিতি।

চ. বি., ৮.৫৩

৩. অথ বাক্যদোষঃ—বাক্যদোষো নাম যথা খল্বস্মিন্নর্থে ন্যূনমধিকমনর্থকমপার্থকং বিরুদ্ধং চেতি। এতানি হ্যন্তরেণ ন প্রকৃতোঽর্থঃ প্রণশ্যেৎ।

চ. বি., ৮.৫৪

৪. তত্র ন্যূনং প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়নিগমনানামন্যতমেনাপি ন্যূনং ন্যূনং ভবতি, যদ্বা বহূপদিষ্টহেতুকমেকেন হেতুনা সাধ্যতে তচ্চ ন্যূনম্।

চ. বি., ৮.৫৪

অধিক—

ন্যূন বাক্যের বিপরীত বাক্যকে অধিক বাক্য বলে। অথবা আয়ুর্বেদ বলতে গিয়ে যদি কেউ বার্হস্পত্য ঔশনস বা অপর কারুর অপ্রাসঙ্গিক বাক্যের উত্থাপন করে তাকে অধিক বলে। অথবা কোন প্রাসঙ্গিক বাক্যও যদি দুবার বলা হয় তাহলে সেই পুনরায় উক্ত বাক্যকে অধিক বলে। পুনরুক্ত বাক্য হচ্ছে দু প্রকারের, যেমন—অর্থের পুনরুক্তি ও শব্দের পুনরুক্তি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যেমন—ভেষজ, ঔষধ, সাধন ইত্যাদির পুনরুক্তি করলে তাকে বলা হবে অর্থের পুনরুক্তি আর ভেষজ ভেষজ ইত্যাদি বললে হবে শব্দের পুনরুক্তি দোষ।[১]

চরকের অনুরূপ ন্যায়সূত্রেও গৌতম একথা বলছেন। অন্যতম অবয়ব অর্থাৎ অবয়বগুলির মধ্যে যে কোন একটি অবয়ব কর্তৃক বাক্য হীন হলে তাকে ন্যূন বলা হয়।

"হীনমন্যতমেনাপ্যবয়বেন ন্যূনম্।"

ন্যা. সূ., ৫.২.১২

ন্যায়সূত্রে যে বাইশটি নিগ্রহস্থানের উল্লেখ দেখা যায়, তাদের মধ্যে ন্যূন দোষ হচ্ছে একটি। এছাড়াও আরো কয়েকটির আলোচনা চরকসংহিতায় দেখা যায়।

এই বাইশটি নিগ্রহস্থান হচ্ছে, যেমন—প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞাবিরোধ, প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস, হেত্বন্তর, অর্থান্তর, নিরর্থক, অবিজ্ঞাতার্থ, অপার্থক, অপ্রাপ্তকাল, ন্যূন, অধিক, পুনরুক্ত, অননুভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিক্ষেপ, মতানুজ্ঞা, পর্য্যানুযোজ্যোপেক্ষণ, নিরনুযোজ্যানুযোগ, অপসিদ্ধান্ত ও হেত্বাভাস।

ন্যা. সূ., ৫.২.১

তর্কভাষাগ্রন্থে বিবক্ষিত অর্থ সম্পূর্ণ না করে কিছু কম করলে তাকে ন্যূন বলা হয়েছে।

"যদ্বিবক্ষিতার্থে কিঞ্চিদূনং তন্ন্যূনম্।"

ত. ভা., পৃ. ৩৬৪, প. ১

অথাধিকম্। অধিকং নাম যন্ন্যূনবিপরীতং, যদ্বাऽऽयুর্ব্বেদে ভাষ্যমাণে বার্হস্পত্য-মৌশনসমন্যদ্বা যৎ কিঞ্চিদপ্রতিসম্বদ্ধার্থমুচ্যতে, যদ্বা সম্বদ্ধার্থমপি দ্বিরভিধীয়তে, তৎ পুনরুক্তদোষত্বাদধিকং, তচ্চ পুনরুক্তং দ্বিবিধম্ অর্থপুনরুক্তং শব্দপুনরুক্তঞ্চ। তত্রার্থপুনরুক্তং যথা—ভেষজমৌষধং সাধনমিতি, শব্দপুনরুক্তং, পুনর্ভেষজং ভেষজমিতি।

চ. বি., ৮.৫৪

ন্যায়সূত্রে বলা হয়েছে, যে বাক্যে হেতু অথবা উদাহরণ অধিকবার অর্থাৎ একের অধিকবার বলা হয়, তাহলে সেই বাক্যটিকে অধিক বলা চলে।

"হেতূদাহরণাধিকমধিকম্।"

ন্যা. সূ., ৫.২.১৩

তর্কভাষাতে বিবক্ষিত অর্থের কিছু অধিক অংশকে অধিক বলা হয়েছে। "বিবক্ষিতাৎ কিঞ্চিদধিকম্ অধিকম্।"

ত. ভা., পৃ. ৩৬৪, প. ১

অনর্থক—

যে বাক্য কেবলমাত্র কবর্গ, চবর্গ প্রভৃতি পঞ্চবর্গের মতো বর্ণের গ্রাহক অক্ষরের সমষ্টি মাত্র কিন্তু কোন অর্থের গ্রাহক নয়, তাকে অনর্থক বাক্য বলা হয়।[১]

অপার্থক—

যখন কোন বাক্য অর্থবিশিষ্ট হলেও পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধযুক্ত নয়, তখন তাকে বলা হয় অপার্থক। যেমন—উদাহরণরূপ বলা যেতে পারে, তক্রচক্র, বংশ, বজ্র, নিশাকর প্রভৃতি।[২]

বিরুদ্ধ—

যে বাক্য দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত ও সময়ের অর্থাৎ শাস্ত্র নিয়মের বিরোধী তাকে বিরুদ্ধ বলে। দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্তের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। আয়ুর্বৈদিক শাস্ত্রসম্মত, যাজ্ঞিক শাস্ত্রসম্মত ও মোক্ষ শাস্ত্রসম্মত এইভাবে সময় অর্থাৎ শাস্ত্র নিয়মকে তিন প্রকারের বলা হয়েছে। আয়ুর্বৈদিক নিয়ম হচ্ছে যেমন—ভেষজ চতুষ্পাদ অর্থাৎ আতুর, ভিষক্, পরিচারক ও দ্রব্য এই চারপ্রকার। যাজ্ঞিক নিয়ম হল যজ্ঞে পশুহনন করা কর্ত্তব্য। মোক্ষশাস্ত্রীয় নিয়ম হল যেমন সকল জীবে অহিংসা কর্তব্য। এই সময়ের অর্থাৎ শাস্ত্রীয় রীতির বিপরীত কথা বললে তা হবে শাস্ত্রবিরুদ্ধ।[৩]

---

১. অথানর্থকম্-অনর্থকং নাম যদ্বচনমক্ষরগ্রামমাত্রমেব স্যাৎ, পঞ্চবর্গবন্ন চার্থতো গৃহ্যতে।
চ. বি., ৮.৫৪

অনর্থক না বলে ন্যায়সূত্রে একে নিরর্থক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্ণসমূহের ক্রমিক নির্দ্দেশের তুল্য বচনকে নিরর্থক বলে। "বর্ণক্রমনির্দ্দেশবন্নিরর্থকম্।"

ন্যা. সূ., ৫.২.৮

২. অথাপার্থকম্-অপার্থকং নাম যদর্থবচ্চ পরস্পরেণ অসংযুজ্যমানার্থকম্। যথা তক্রচক্রবংশ-বজ্রনিশাকরা ইতি।
চ. বি., ৮.৫৪

ন্যায়সূত্রে অপার্থক সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, বাক্যে পূর্ব্বাপর ভাবে অর্থাৎ বিশেষ্য বিশেষণভাবে অন্বয় সম্বন্ধের অভাব দেখা দিলে অসম্বদ্ধ অর্থবিশিষ্ট বাক্যটি অপার্থক হয়।
"পৌর্ব্বাপর্য্যাযোগাদপ্রতিসম্বদ্ধার্থমপার্থকম্।" ন্যা. সূ., ৫.২.১০

৩. বিরুদ্ধং নাম যদ্দৃষ্টান্তসিদ্ধান্তসময়ৈর্বিরুদ্ধম্। তত্র পূর্ব্বং দৃষ্টান্তসিদ্ধান্তাবুক্তৌ। সময়ঃ পুনস্ত্রিধা ভবত্যায়ুর্বৈদিকসময়ো যাজ্ঞিকসময়ো, মোক্ষশাস্ত্রিকসময়শ্চেতি। তত্রায়ুর্বৈদিকসময়ঃ—চতুষ্পাদং ভেষজমিতি, যাজ্ঞিকসময়ঃ—আলভ্যা যজমানৈঃ পশব ইতি। মোক্ষশাস্ত্রিকসময়ঃ সর্বভূতেষ্বহিংসেতি তত্র স্বসময়বিপরীতমুচ্যমানং বিরুদ্ধং ভবতি। ইতি বাক্যদোষাঃ।
চ. বি., ৮.৫৪

চরকসংহিতায় বিরুদ্ধকে বাক্যদোষের অংশ হিসাবে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ন্যায়সূত্রে সব্যভিচারের মতো বিরুদ্ধকেও হেত্বাভাসের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে। ন্যায়সূত্রে বিরুদ্ধের লক্ষণ করা হয়েছে, যে সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে তার বিরোধী পদার্থকে হেতুরূপে গ্রহণ করলে তাকে 'বিরুদ্ধ' নামক হেত্বাভাস বলে।

"সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্য তদ্বিরোধী বিরুদ্ধঃ।"

ন্যা. সূ., ১.২.৬

বাক্যপ্রশংসা—

বক্তব্যবিষয়ে ন্যূন নয়, অধিকও নয়, অর্থবিশিষ্ট এবং অপার্থক নয়, অবিরুদ্ধ ও অধিগত পদার্থ-বিশিষ্ট এরূপ বাক্যকে বাক্যপ্রশংসা বলা হয়। এই বাক্য প্রশস্ত বাক্য বলে এটি অনুযোজ্য নয়।[১]

ছল—

ছলকে চরকসংহিতায় পৃথক্ পদরূপে গণ্য করা হয়েছে।

ছলের লক্ষণ—

চাতুরীপূর্ণভাবে অর্থের বিকৃতি দেখিয়ে বাক্যের প্রতিপাদিত বস্তুটি অর্থহীন এটা প্রতিপাদন করাকে ছল বলা হয়েছে।[২]

ছলের বিভাগ—

ছলকে বাক্‌ছল ও সামান্যছল ভেদে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে।[৩]

তর্কভাষাতে সাধ্যবিপর্যয় অর্থাৎ সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য হেতুকে বিরুদ্ধ হেত্বাভাস বলা হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা হয়েছে শব্দো নিত্যঃ, কৃতকত্বাদ্ ইত্যাদি।

"সাধ্যবিপর্যয়ব্যাপ্তো হেতুঃ বিরুদ্ধঃ। যথা "শব্দো নিত্যঃ কৃতকত্বাদ্ ইতি।"

ত. ভা., পৃ. ৩৫৫, প. ১-২

১. অথ বাক্যপ্রশংসা। বাক্যপ্রশংসা নাম যথা খল্বস্মিন্নর্থে ত্বন্যূনমনধিকমর্থবদনপার্থকমবিরুদ্ধ-মধিগতপদার্থং চেতি যৎ তদ্বাক্যমননুযোজ্যমিতি প্রশস্যতে। চ. বি., ৮.৫৫

২. ছলং নাম পরিশঠমর্থাভাসমনর্থকং বাগ্বস্তুমাত্রমেব। চ. বি., ৮.৫৬

ন্যায়সূত্রে ছলের লক্ষণ করা হয়েছে যে, বাদীর অভিমত শব্দার্থ ও বাক্যার্থ থেকে ভিন্ন অর্থের কল্পনা করে বাদীর বচন-বিঘাতক যে বাক্য তার নাম হল ছল।

"বচনবিঘাতোঽর্থবিকল্পোপপত্ত্যা ছলম্।"

ন্যা. সূ., ১.২.১০

তর্কভাষাতে বলা হয়েছে অন্য কোন অর্থ অভিপ্রেত নয় এরূপভাবে প্রযুক্ত শব্দে অন্য অর্থের কল্পনা করে দোষ দেখালে, তাকে ছল বলা হয়।

"অভিপ্রায়ান্তরেণ প্রযুক্তস্য শব্দস্যাঽর্থান্তরং পরিকল্প্যদূষণাভিধানং ছলম্।"

ত.ভা., পৃ. ৩৬০, প. ১

৩. তদ্ দ্বিবিধং বাক্‌ছলং সামান্যচ্ছলঞ্চ। চ.বি., ৮.৫৬

ন্যায়সূত্রে কিন্তু ছলকে দুপ্রকার না বলে, তিনপ্রকার বলা হয়েছে। যেমন—বাক্‌ছল, সামান্যছল ও উপচারছল।

"তৎ ত্রিবিধং—বাক্‌চ্ছলং সামান্যচ্ছলমুপচারচ্ছলঞ্চ।"

ন্যা. সূ., ১.২.১১

বাক্ছল—

চরকসংহিতায় বাক্ছলের কোন সংজ্ঞা না দিয়ে কেবলমাত্র তা উদাহরণের সাহায্যে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। "এই ভিষক নবতন্ত্রী"—বাদী এরূপ কথা বললে, প্রত্যুত্তরে প্রতিবাদী উত্তর দিলেন—"আমি নবতন্ত্রী নই" অর্থাৎ নয়খানি তন্ত্র অধ্যয়ন করিনি, কেবল একটি তন্ত্র অধ্যয়ন করেছি। তখন পুনরায় বাদী বললেন—"আমি একথা বলিনি যে তুমি নবতন্ত্র অধ্যয়ন করেছ", আমার কথার অভিপ্রায় হচ্ছে "তোমার তন্ত্র নবাভ্যস্ত"। এতে পুনরায় প্রতিবাদী উত্তর দিলেন—"আমি অনেকবার তন্ত্র অভ্যাস করেছি সেই কারণে আমার তন্ত্র নবাভ্যস্ত নয়।" এরূপ কথাকে বাক্ছল বলা হয়।[১]

কিন্তু পরবর্তীসূত্রে উপচারছলকে বাক্ছলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেহেতু তার অর্থান্তরকল্পনা থেকে কোন তফাৎ নেই। আবার সিদ্ধান্ত সূত্রে বলা হয়েছে উপচারছল সম্ভব নয়। কারণ প্রতিপাদ্য অর্থ বিদ্যমান থাকলে অন্য কোন অর্থ করা চলে না।

"বাক্চ্ছলমেবোপচারচ্ছলং তদ্‌বিশেষাৎ।

ন্যা. সূ. ১.২.১৫

"ন তদর্থান্তরভাবাৎ।"

ন্যা. সূ. ১.২.১৬

পরবর্তীকালে কিন্তু চরকটীকাকার গঙ্গাধরও তাঁর জল্পকল্পতরুটীকায় বলেছেন—এতে বক্তার অভিপ্রেত অর্থের দ্যোতনা করা হচ্ছে, সেইজন্য উপচারছলকে বাক্ছলেরই অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

"বাক্ছলমেব ভবতীত্যুপচারচ্ছলং বাক্ছলমেব।"

জ. ক., চ. বি., ৮, পৃ. ১৬৩৮, প. ১৮

১. তত্র বাক্ছলং নাম যথা কশ্চিদ্ ব্রূয়াৎ নবতন্ত্রোঽয়ং ভিষগিতি, অথ ভিষগ্ ব্রূয়াৎ-নাহং নবতন্ত্র একতন্ত্রোঽহমিতি, পরো ব্রূয়াৎ নাহং ব্রবীমি নব তন্ত্রাণি তবেতি, অপি তু নবাভ্যস্তং তে তন্ত্রমিতি, ভিষক্ ব্রূয়াৎ-ন ময়া নবাভ্যস্তং তন্ত্রম্, অনেকধাঽভ্যস্তং ময়া তন্ত্রমিতি এতদ্ বাক্ছলম্।

চ. বি., ৮.৫৬

ন্যায়সূত্রে বাক্ছলকে সূত্রের দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, যেখানে শব্দের অর্থ বিশেষভাবে অভিহিত হয়নি অর্থাৎ অনেক অর্থের বোধক কোন সামান্য শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে সেস্থলে অর্থবিষয়ে বক্তার অনভিপ্রেত অর্থের কল্পনার দ্বারা যে প্রতিষেধ করা হয় তা হচ্ছে বাক্ছল।

"অবিশেষাভিহিতেঽর্থে বক্তুরভিপ্রায়াদর্থান্তরকল্পনা বাক্চ্ছলম্।"

ন্যা. সূ., ১.২.১২

সামান্যছল—

বাক্‌ছলের মতো সামান্যছলকেও সংজ্ঞা না দিয়ে উদাহরণের মাধ্যমে চরকসংহিতায় বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন—"ঔষধ রোগকে শান্ত করে," একথা কেউ বললে, প্রত্যুত্তরে যদি প্রতিবাদী জিজ্ঞাসা করেন", একটি সৎ বস্তু অপর সৎ বস্তুকে প্রশমিত করে, তুমি কি করে একথা বললে? রোগ হচ্ছে সৎ বস্তু এবং ঔষধও সৎ বস্তু। যদি সৎ বস্তু সৎ বস্তুকে প্রশমিত করতে পারে, তাহলে কাসরোগও সৎ এবং ক্ষয়রোগও সৎ বলে উভয়ের সামান্যতাবশতঃ কাস ও ক্ষয়রোগের প্রশমন করতে পারে।" এই ধরণের বাক্যের উদ্‌ভাবনকেই সামান্যছল বলে।[১]

অহেতু—

যে হেতুর দ্বারা উপস্থাপ্য বিষয়ের সাধন করা যায় না এমন হেতুকে অহেতু বলে, অর্থাৎ বস্তুতঃ যা হেতু নয়, তাই হচ্ছে অহেতু। এই অহেতু হল তিন প্রকার যেমন—প্রকরণসম, সংশয়সম ও বর্ণ্যসম।[২] টীকাকার চক্রপাণিদত্তও বলেছেন অসাধক হেতুকে অহেতু বলে। "অহেতুরসাধকহেতুরিত্যর্থঃ।"

---

১. সামান্যচ্ছলং নাম যথা—ব্যাধিপ্রশমনায়ৌষধমিত্যুক্তে, পরো ব্রূয়াৎ সৎ সৎপ্রশমনায়েতি কিং নু ভবান্নাহ? সদ্রোগঃ সদৌষধং যদি চ সৎ সৎপ্রশমনায় ভবতি তত্র সৎ কাসঃ সৎ ক্ষয়ঃ সৎসামান্যাৎ কাসঃ তে ক্ষয়প্রশমনায় ভবিষ্যতীতি। এতৎ সামান্যচ্ছলম্। চ. বি., ৮.৫৬

ন্যায়সূত্রে বাক্‌ছলের মতো সামান্যচ্ছলের ও পৃথক্ সূত্র করা হয়েছে। সেখানে গৌতম বলেছেন যে, সম্ভাব্যমান পদার্থে "অতি সামান্য ধর্মের যোগ" দেখিয়ে বক্তার অনভিপ্রেত কোন অসম্ভব অর্থের কল্পনার দ্বারা যে প্রতিষেধ করা হয় তাকে বলে সামান্যচ্ছল।

"সম্ভবতোঽর্থস্যাতিসামান্যযোগাদসম্ভূতার্থকল্পনা সামান্যচ্ছলম্।"

ন্যা. সূ., ১.২.১৩

২. অথ অহেতুঃ—অহেতুর্নাম প্রকরণসমঃ সংশয়সমঃ বর্ণ্যসমশ্চেতি।

চ. বি., ৮.৫৭

উপালম্ভ নিয়ে আলোচনার স্থলে দেখা যায় যে, চরক কিন্তু এই অহেতুকেই হেত্বাভাস বলে উল্লেখ করেছেন "পূর্বমহেতবো হেত্বাভাসাঃ।" চ. বি., ৮.৫৯

ন্যায়দর্শনের বাৎস্যায়নভাষ্যেও এই অহেতুকেই হেত্বাভাস বলা হয়েছে। অনুমানস্থলে যা প্রকৃতহেতু নয় কিন্তু হেতুর ন্যায় প্রতীত হয়, তাকেই হেত্বাভাস বলে। এই হেত্বাভাস হচ্ছে পাঁচ প্রকার। যেমন—সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, প্রকরণসম, সাধ্যসম ও কালাতীত।

"হেতুলক্ষণাভাবাদহেতবো হেতুসামান্যাৎ হেতুবদাভাসমানাঃ।"

বা. ভা., ন্যা. সূ., ১.২.৪

"সব্যভিচার-বিরুদ্ধ-প্রকরণসম-সাধ্যসম-কালাতীতা হেত্বাভাসাঃ।"

ন্যা. সূ., ১.২.৪

প্রকরণসম—

চরকসংহিতায় প্রকরণসম নামক অহেতুর কোন লক্ষণ না দিয়ে উদাহরণের মাধ্যমে তা বোঝানো হয়েছে। কিন্তু চক্রপাণিদত্ত তাঁর টীকায় বলেছেন যে, যে প্রক্রিয়ায় সাধ্য অধিকরণে থাকে। এই ধরণের ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'প্রকরণে'র অর্থ দাঁড়ায় 'পক্ষ'। তার সঙ্গে সমান বলে যা প্রতিভাত হয় তাকে প্রকরণসম বলা হয়ে থাকে।[১] যেমন বাদী বললেন—আত্মা শরীর থেকে ভিন্ন এবং নিত্য। এর উত্তরে প্রতিবাদী বললেন—যেহেতু শরীর থেকে আত্মা ভিন্ন, সেই কারণে নিত্য। কারণ শরীর হচ্ছে অনিত্য পদার্থ। এইজন্য আত্মা এ থেকে ভিন্ন বলে বিরুদ্ধধর্মী। কিন্তু এটা অহেতু। কারণ যা পক্ষ, তা হেতু হতে পারে না।[২]

তর্কভাষাতে বলা হয়েছে পক্ষধর্মবিশিষ্ট ইত্যাদি রূপের মধ্যে কোনও একটি রূপ থেকে বিচ্যুত হলে সেই হেতুকে অহেতু বলে। তাতে হেতুর কতিপয়রূপ যুক্ত থাকায় হেতুর সমান বলে আভাসিত প্রতীত হওয়ায় একে হেত্বাভাস বলে। এখানেও হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার বলা হলেও তাদের নাম সবগুলি কিন্তু এক নয়। যেমন—অসিদ্ধ, বিরুদ্ধ, অনৈকান্তিক, প্রকরণসম ও কালাত্যয়াপদিষ্ট।

"উক্তানাং পক্ষধর্মত্বাদিরূপাণাং মধ্যে যেন কেনাপি রূপেণ হীনা অহেতবঃ। তেঽপি কতিপয়হেতুরূপযোগাদ্ধেতুবদাভাসমানা হেত্বাভাসাঃ। তে অসিদ্ধ-বিরুদ্ধ-অনৈকান্তিক-প্রকরণসম-কালাত্যয়াপদিষ্টভেদাৎ পঞ্চৈব।"

ত. ভা., পৃ. ৩৪৬, প. ১-৩

বৈশেষিকদর্শনে কণাদ-অপ্রসিদ্ধ, অসৎ ও সন্দিগ্ধ, এই তিন প্রকার হেত্বাভাসের উল্লেখ করেছেন।

"অপ্রসিদ্ধোঽনপদেশোঽসন্‌সন্দিগ্ধশ্চানপদেশঃ।"

বৈ. সূ., ৩.১.১৫

প্রমাণমীমাংসাতেও অসিদ্ধ, বিরুদ্ধ ও অনৈকান্তিক ভেদে তিন প্রকার হেত্বাভাসের উল্লেখ দেখা যায়।

"অসিদ্ধবিরুদ্ধানৈকান্তিকাস্ত্রয়ো হেত্বাভাসাঃ।

প্র. মী., ২.১.১৬

১. প্রক্রিয়তে সাধ্যত্বেনাধিক্রিয়ত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা প্রকরণং পক্ষঃ, তেন সমঃ প্রকরণসমঃ।

আ. দী., চ. বি., ৮, পৃ. ১৬৪০, প. ২৮

২. তত্রপ্রকরণসমঃ নামাহেতুর্যথান্যঃ শরীরাদাত্মা নিত্য ইতি। পরো ব্রূয়াৎ যস্মাদন্যঃ শরীরাদাত্মা, তস্মান্নিত্যঃ। শরীরং হ্যনিত্যমতো বিধর্ম্মিণা চাত্মনা ভবিতব্যমিত্যেষ চাহেতুঃ। ন হি য এব পক্ষঃ স এব হেতুঃ। চ. বি., ৮.৫৭

ন্যায়সূত্রে বলা হয়েছে যে, কোন পক্ষেরই নির্ণয় না হওয়ায় সংশয়বিষয়ীভূত পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপে প্রকরণ বিষয়ে যে জিজ্ঞাসা জন্মায়, তা নির্ণয়ের জন্য 'অপদিষ্ট' অর্থাৎ হেতুরূপে প্রযুক্ত হলে প্রকরণসম নামক হেত্বাভাস হয়।

সংশয়সম—

যা সংশয়ের হেতু তাকে যদি সংশয়বিনাশের হেতুরূপে দেখানো হয় তাহলে তাকে সংশয়সম হেতু বলে। যেমন কোন ব্যক্তি আয়ুর্বেদশাস্ত্র থেকে একটি অংশ বলে গেলেন। এখন আয়ুর্বেদশাস্ত্র থেকে একটি অংশ বলাতে তিনি চিকিৎসক কিনা এই বিষয়ে সংশয় দেখা দিলে, অপর ব্যক্তি মনে করতে পারেন যে, যে ব্যক্তি আয়ুর্বেদের মাত্র এক অংশ বিশেষ বলতে পারেন তিনি কি সত্যই চিকিৎসক। এখানে যে হেতু সংশয়ের কারণ হচ্ছে, সেই হেতু অন্যের ক্ষেত্রে সংশয় বিনাশের হেতুও হতে পারে। এজন্য এটাও অহেতু বলে ধরে নিতে হবে। কারণ যা সংশয়ের হেতু তা আবার সংশয়চ্ছেদের হেতু হতে পারে না।[১]

"যস্মাৎ প্রকরণচিন্তা স নির্ণয়ার্থমপদিষ্টঃ প্রকরণসমঃ।"

ন্যা. সূ., ১.২.৭

তর্কভাষাতে বলা হয়েছে, যে হেতুর প্রতিপক্ষভূত অন্য হেতু হয়, তাকে প্রকরণসম বলা হয়। যেমন 'শব্দোঽনিত্য'ঃ নিত্য ধর্মের অনুপলব্ধি হয় বলে, আবার শব্দো নিত্য'ঃ অনিত্যধর্মের অনুপলব্ধি হয়।

"যস্য প্রতিপক্ষভূতং হেত্বন্তরং বিদ্যতে স প্রকরণসমঃ। তদ্যথা—"শব্দোঽনিত্যো নিত্যধর্মানুপলব্ধেঃ", "শব্দো নিত্যোঽনিত্যধর্মানুপলব্ধেঃ" ইতি।

ত. ভা., পৃ. ৩৫৭, প. ১-৩

১. সংশয়সমো নামাহেতুর্য এব সংশয়হেতঃ স এব সংশয়চ্ছেদহেতুঃ। যথা—অয়মায়ুর্ব্বেদৈকদেশমাহ, কিংন্বয়ং চিকিৎসকঃ স্যান্ন বেতি সংশয়ে পরো ব্রূয়াৎ যস্মাদয়মায়ু-র্ব্বেদৈকদেশমাহ-তস্মাচ্চিকিৎসকোঽয়মিতি। ন চ সংশয়চ্ছেদহেতুং বিশেষয়তি এষ চাহেতুঃ, ন হি য এব সংশয়হেতুঃ, স এব সংশয়চ্ছেদহেতুর্ভবতি।

চ. বি., ৮.৫৭

গঙ্গাধর জল্পকল্পতরুটীকায় বলেছেন যে, এখানে সংশয়সমের কথা বলা হয়নি, গৌতম বলেছেন তার জন্য বিরোধের আশঙ্কা নেই, প্রতিষেধহেতু যে চব্বিশপ্রকার জাতির কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে সংশয়সম ও বর্ণ্যসমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া বাৎস্যায়নও প্রকরণসম ব্যাখ্যা করার সময় সব্যভিচারকে সংশয়সম হেত্বাভাস বলেছেন। যে স্থলে সংশয়ের প্রয়োজক সমান ধর্ম হেতুত্বরূপে গৃহীত হয় তা সংশয়সম হেত্বাভাস, এটাই সব্যভিচার। "ইহোক্তঃ সংশয়সমস্তু ন গৌতমেনোক্ত ইতি বিরোধো নাশঙ্কাঃ প্রতিষেধহেতুষু জাতিসংজ্ঞেষু চতুর্ব্বিংশতৌ সংশয়সমবর্ণ্যসমযোর্গৌতমেনাপ্যুক্তত্বাৎ। বাৎস্যায়নস্তু প্রকরণসমব্যাখ্যানে প্রোবাচ। যত্র সমানো ধর্ম্মঃ সংশয়কারণং হেতুত্বেনোপাদীয়তে স সংশয়সমঃ সব্যভিচার এবেতি ততো ন বিরোধঃ (বা. ভা., ন্যা. সূ., ১.২.৭)।

জ. ক., চ. বি., ৮, পৃ. ১৬৪০, প. ২০-২৪

বর্ণ্যসম—

যে হেতুর বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে কোন বিশেষত্ব নেই, তাকে বর্ণ্যসম বলে। যেমন কেহ বললেন—অস্পর্শের জন্য বুদ্ধি অনিত্য, এছাড়া শব্দ স্পর্শ করা যায় না বলে শব্দ অনিত্য। এ থেকে বোঝা যায় শব্দ ও বুদ্ধি উভয়েই অনিত্য। অতএব উভয় বিষয়ের মধ্যে কোন বিশেষত্ব নেই বলে বর্ণ্যসম অহেতু হল।[১]

অতীতকাল—

যা পূর্বে বলা উচিত ছিল কিন্তু বলা হয় নি, যদি তা পরে বলা হয় তাহলে তাকে অতীতকাল বলে। কাল অতীত হয়ে গেলে এই বাক্য গ্রাহ্য হয় না। অথবা বাদী ও প্রতিবাদী যদি কেহ নিগ্রহপ্রাপ্ত হয়, তাহলে তখন তাকে যদি নিগ্রহ না করে অন্য পক্ষ অবলম্বন করে

ন্যায়সূত্রে বলা হয়েছে, সামান্য ও দৃষ্টান্তের ঐন্দ্রিয়কত্ব সমান ধর্ম হওয়ায় অর্থাৎ 'শব্দোऽনিত্যঃ' ইত্যাদি প্রয়োগস্থলে দৃষ্টান্ত ঘট অনিত্য এবং সেই ঘটস্থ সামান্য অর্থাৎ ঘটত্ব জাতি হচ্ছে নিত্য, কিন্তু এরা উভয়েই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ফলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব ঐ ঘটত্বসামান্যও ঘট দৃষ্টান্তের সমান ধর্ম নিত্য ও অনিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্য প্রযুক্ত অর্থাৎ সংশয় দ্বারা প্রত্যাবস্থানকে সংশয়সম বলা হয়।

"সামান্যদৃষ্টান্তয়োরৈন্দ্রিয়কত্বে সমানে নিত্যানিত্যসাধর্ম্ম্যাৎ সংশয়সমঃ।"

ন্যা. সূ., ৫.১.১৪

১. বর্ণ্যসমো নামাহেতুর্যো হেতুর্বর্ণ্যাবিশিষ্টঃ যথা—কশ্চিদ্ ব্রূয়াদস্পর্শত্বাদ্ বুদ্ধিরনিত্যা শব্দবদিতি, তত্র বর্ণ্যঃ শব্দো বুদ্ধিরপি বর্ণ্যা, তদুভয়বর্ণ্যাবিশিষ্টত্বাদ্বর্ণ্যসমোऽপ্যহেতুঃ।

চ. বি., ৮.৫৭

ন্যায়সূত্রে বর্ণ্যসম হেত্বাভাসের উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু জল্পকল্পতরুটীকায় বর্ণ্যসমকে সাধ্যসম বলা হয়েছে। "বর্ণ্যসমস্তু, সাধ্যসম এব।"

জ. ক., চ. বি., ৮, পৃ. ১৬৪০, প. ২০

এছাড়া টীকাতে আরো বলা হয়েছে যে, সাধ্য ও দৃষ্টান্ত দ্বারা সাধর্ম্য অর্থাৎ সমান হলে বর্ণ্যসম হয়। এবং একে সাধ্যসমও বলা হয়। হেতু প্রভৃতি অবয়বের সামর্থ্যযুক্ত ধর্মসাধ্য, দৃষ্টান্ত পদার্থে সেই সাধ্যকে প্রসঞ্জনকারীর সাধ্যসম হয় এটা জাতিতে বলা হয়েছে। এবং হেত্বাভাসে বলা হয়েছে, সাধ্যত্ব প্রযুক্ত যে পদার্থ সাধ্যধর্মের তুল্য তা সাধ্যসম হেত্বাভাস।

"সাধ্যদৃষ্টান্তয়োঃ সাধর্ম্ম্যাদ্ বর্ণ্যসম ইতি। সাধ্যসমশ্চোক্তঃ। হেত্বাদ্যবয়বসামর্থ্যযোগী ধর্ম্মঃ সাধ্যঃ। তং দৃষ্টান্তে প্রসজতঃ সাধ্যসমঃ ইতি জাতিষু, হেত্বাভাসেষু চ সাধ্যাবিশিষ্টঃ সাধ্যত্বাৎ সাধ্যসমঃ। (না. সূ. ১.২.৮)।

জ. ক., চ. বি., ৮, পৃ. ১৬৪৩, প. ১১-১৪

পরে নিগ্রহ করা হয় তাহলেও কাল অতীত হওয়ার জন্য সেই নিগ্রহবচনও নিগ্রহবিষয়ে অসমর্থ হয়ে যায়।[১]

---

১. অতীতকালং নাম যৎ পূৰ্ব্বং বাচ্যং, তৎ পশ্চাদুচ্যতে, তৎ কালাতীতত্বাদগ্রাহ্যং ভবতীতি, পরং বা নিগ্রহপ্রাপ্তমনিগৃহ্য পরিগৃহ্য পক্ষান্তরিতং পশ্চান্নিগৃহীতে তৎ তস্যাতীতকালত্বান্নিগ্রহবচনম-সমর্থং ভবতীতি।।

চ. বি., ৮.৫৮

ন্যায়সূত্রে একে কালাতীতনামক হেত্বাভাস ও অপ্রাপ্তকাল নামক নিগ্রহস্থানরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

যে হেতু অনুমানের কালাত্যয়ে অপদিষ্ট অর্থাৎ প্রযুক্ত হয় তাকেই কালাতীতনামক হেত্বাভাস বলা হয়।

"কালাত্যয়াপদিষ্টঃ কালাতীতঃ"। ন্যা. সূ. ১.২.৯

বাৎস্যায়ন ন্যায়ভাষ্যে বলেছেন যে, অনুমানের হেতুরূপে প্রযুজ্যমান যে পদার্থের কোন বিশেষণ কালাত্যয়বিশিষ্ট 'কালাত্যয়াপদিষ্ট', সেই হেতুকে কালাতীত নামক হেত্বাভাস বলে। "কালাত্যয়েন যুক্তো যস্যার্থৈকদেশোঽপদিশ্যমানস্য স কালাত্যয়াপদিষ্টঃ কালাতীত উচ্যতে।

বা. ভা., ন্যা. সূ., ১.২.১

ন্যায়দর্শনের বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ন্যায়সূত্রবৃত্তিতে পূর্বোক্ত 'হেত্বাভাসবিভাগসূত্রে' অতীতকাল এই পাঠ গ্রহণ করে 'কালাতীত' শব্দকে এর সমান অর্থ বলেছেন। কিন্তু মহর্ষি এই লক্ষণসূত্রেও 'কালাতীত' এই পদের দ্বারা লক্ষ্য নির্দেশ করায় পূর্বোক্ত বিভাগসূত্রেও 'কালাতীত' এই পাঠই প্রকৃত ও সংগত বুঝা যায়।

ফ. ত. টি., ন্যা. দ., পৃ. ৪২৯, প. ৮-১২

এছাড়া নিগ্রহস্থানে বলা হয়েছে যে, প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি অবয়ব প্রয়োগ করার সময় যে যুক্তিসিদ্ধ ক্রম আছে, তা লঙ্ঘন করে বিপরীতভাবে অবয়বের কথনকে অপ্রাপ্তকাল বলা হয়।

"অবয়ব বিপর্য্যাসবচনমপ্রাপ্তকালম্।"

ন্যা. সূ. ৫.২.১১

বাৎস্যায়নভাষ্যে এটা আরো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি অবয়বের লক্ষণ অনুসারে অর্থবশতঃ একটা ক্রম আছে। সেখানে অবয়বের বিপরীতভাবে বচন অসম্বদ্ধার্থ হওয়ায় "অপ্রাপ্তকাল" নামক নিগ্রহস্থান হয়ে থাকে।

"প্রতিজ্ঞাদীনামবয়বানাং যথালক্ষণমর্থবশাৎ ক্রমঃ। তত্রাবয়ববিপর্য্যাসেন বচনমপ্রাপ্তকালম-সম্বদ্ধার্থং নিগ্রহস্থানমিতি।"

বা. ভা., ন্যা. সূ., ৫.২.১১

উপালম্ভ—

হেতুর দোষ প্রদর্শন করাকে উপালম্ভ বলা হয়। যেমন—অহেতুগুলিকে হেত্বাভাসরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[১]

পরিহার—

পূর্বে কথিত দোষ প্রদর্শনের পরিহরণকে পরিহার বলা হয়েছে। এটা উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো হয়েছে। যেমন—শরীরের মধ্যে আত্মা থাকলে জীবের লক্ষণসমূহ যে নিত্য, তার উপলব্ধি হয়ে থাকে। এবং আত্মা শরীর থেকে চলে গেলে সেই লক্ষণগুলির উপলব্ধি হবে না। অতএব এ থেকেই বোঝা যায় যে, আত্মা শরীর থেকে ভিন্ন ও নিত্য পদার্থ।[২]

প্রতিজ্ঞাহানি—

প্রতিজ্ঞাস্থাপন করতে না পেরে, যদি পূর্বের পরিগৃহীত প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করা হয় তাহলে তাকে প্রতিজ্ঞাহানি বলা হয়। উদাহরণের সাহায্যে বলা হয়েছে, যেমন—প্রতিজ্ঞা বাক্য হচ্ছে "পুরুষ নিত্য।" কিন্তু এর নিত্যত্ব স্থাপন করতে না পেরে বলা হল, "পুরুষ অনিত্য", এখানে পূর্বের প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করা হল, সেজন্য এস্থলে 'প্রতিজ্ঞাহানি' হল।[৩]

---

১. উপালম্ভো নাম হেতোর্দোষবচনম্। যথা পূর্ব্বমহেতবো হেত্বাভাসা ব্যাখ্যাতাঃ।

চ. বি., ৮.৫৯

বাৎস্যায়ন ন্যায়ভাষ্যে জাতি বলতে গিয়ে বলেছেন যে, সেই প্রসঙ্গ কিন্তু সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্যের দ্বারা প্রত্যবস্থান উপালম্ভ প্রতিষেধ হয়।

"স চ প্রসঙ্গঃ সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যাবস্থানমুপালম্ভঃ প্রতিষেধ ইতি।"

বা.ভা., ন্যা.সূ., ১.২.১৮

২. অথ পরিহারঃ। পরিহারো নাম তস্যৈব দোষবচনস্য পরিহরণম্। যথা—নিত্যমাত্মনি শরীরস্থে জীবলিঙ্গান্যুপলভ্যন্তে, তস্যাপগমান্নোপলভ্যন্তে তস্মাদন্যঃ শরীরাদাত্মা নিত্যশ্চ।

চ.বি., ৮.৬০

গঙ্গাধর জল্পকল্পতরুটীকায় উপালম্ভ ও পরিহারকে 'জাতি' বলে উল্লেখ করেছেন।

"ইত্যুপালম্ভপরিহারৌ জাতিশব্দেন গৌতমেনোক্তৌ"।

জ.ক., চ.বি., ৮, পৃ. ১৬৪৫, প. ১১

৩. অথ প্রতিজ্ঞাহানিঃ। প্রতিজ্ঞাহানির্নাম সা পূর্ব্বপরিগৃহীতাং প্রতিজ্ঞাং পর্য্যনুযুক্তো যৎ পরিত্যজতি। যথা প্রাক্ প্রতিজ্ঞাং কৃত্বা নিত্যঃ পুরুষ ইতি, পর্য্যনুযুক্তস্ত্বাহানিত্য ইতি।

চ. বি., ৮.৬১

ন্যায়সূত্রে প্রতিজ্ঞাহানিকে নিগ্রহস্থানের অন্তর্গত বলা হয়েছে। পৃথক্ পদার্থ বলে উল্লেখ করা হয় নি। সেখানে বলা হয়েছে যে, বাদী নিজ দৃষ্টান্তে প্রতিদৃষ্টান্তের যে ধর্ম স্বীকার করেন, তাকেই প্রতিজ্ঞাহানি বলে।

"প্রতিদৃষ্টান্তধর্ম্মাভ্যনুজ্ঞা স্বদৃষ্টান্তে প্রতিজ্ঞাহানিঃ।"

ন্যা. সূ. ৫.২.২

অভ্যনুজ্ঞা—

স্বপক্ষের সিদ্ধান্ত ইষ্ট হলেও, অপর ব্যক্তির সাহায্যে দোষ প্রদর্শিত হলে ইষ্টকে অনিষ্টরূপ যে জ্ঞান করা হয়, তাকে অভ্যনুজ্ঞা বলে।[১]

হেত্বন্তর—

যেখানে প্রকৃত হেতু বলার প্রয়োজন, সেখানে যদি বিকৃত হেতু প্রদর্শন করা হয়, তাহলে তাকে হেত্বন্তর বলে।[২]

অর্থান্তর—

এক বিষয় বলতে গিয়ে যদি অন্য বিষয় বলা হয় তাহলে তাকে অর্থান্তর বলা হয়।

---

১. অথাভ্যনুজ্ঞা। অভ্যনুজ্ঞা নাম সা য ইষ্টানিষ্টাভ্যুপগমঃ।

চ. বি., ৮.৬২

গঙ্গাধর জল্পকল্পতরুটীকায় বলেছেন যে, অভ্যনুজ্ঞাকে গৌতম মতানুজ্ঞা বলে উল্লেখ করেছেন।

"অভ্যনুজ্ঞায়া মতানুজ্ঞাশব্দেন গৌতমেন সংগ্রহঃ কৃতঃ।

জ.ক., চ.বি., ৮, পৃ. ১৫৬৭, প. ১০-১১

ন্যায়সূত্রে নিজপক্ষে দোষ স্বীকার করে, পরপক্ষে দোষের প্রসঞ্জনকে মতানুজ্ঞা বলা হয়েছে।

"স্বপক্ষে দোষাভ্যুপগমাৎ পরপক্ষে দোষপ্রসঙ্গো মতানুজ্ঞা।।"

ন্যা.সূ., ৫.২.২০

তর্কভাষাতেও অভ্যনুজ্ঞাকে মতানুজ্ঞা বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ন্যায়সূত্রের মতো নিগ্রহস্থানের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে। সেখানে অপরের অভিমত এবং নিজ অনভিমতের অর্থকে নিজে স্বীকার করে নেওয়ার নাম মতানুজ্ঞা বলা হয়েছে।

"পরাভিমতস্যার্থস্য স্বয়মেবাভ্যনুজ্ঞানং স্বীকারো মতানুজ্ঞা।"

ত. ভা., পৃ. ৩৬৪, প. ৩-৪

২. অথ হেত্বন্তরম্। হেত্বন্তরং নাম প্রকৃতিহেতৌ বাচ্যে যদ্ বিকৃতিহেতুমাহ।

চ.বি., ৮.৬৩

ন্যায়সূত্রে বলা হয়েছে যে, অবিশেষে উক্ত হেতু প্রতিষিদ্ধ হলে বিশেষ ইচ্ছাকারীর হেত্বন্তর হয়।

"অবিশেষোক্তে হেতৌ প্রতিষিদ্ধে বিশেষমিচ্ছতো হেত্বন্তরম্।"

ন্যা.সূ., ৫.২.৬

উদাহরণ হিসাবে বলা হয়েছে যে—যেমন জ্বরের লক্ষণ বলতে গিয়ে প্রমেহের লক্ষণ বলা হলে তাকে অর্থান্তর বলা হয়।[১]

নিগ্রহস্থান—

চরকসংহিতায় পরাজয় প্রাপ্তিকে নিগ্রহস্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২] চরকের টীকাকার

---

১. অথার্থান্তরম্। অর্থান্তরং নাম একস্মিন্ বক্তব্যেऽপরং যদাহ। যথা—জ্বরলক্ষণে বাচ্যে প্রমেহলক্ষণমাহ।

চ. বি., ৮.৬৪

ন্যায়সূত্রে অর্থান্তর সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, প্রকৃত অর্থকে অপেক্ষা করে অপ্রতিসম্বদ্ধার্থ অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য অর্থের বোধক বচনকে অর্থান্তর বলা হয়।

"প্রকৃতাদর্থাদপ্রতিসম্বদ্ধার্থমর্থান্তরম্।"

ন্যা. সূ., ৫.২.৭

তর্কভাষাতে বলা হয়েছে, বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে অসম্বদ্ধ অর্থ বলা হলে তাকে অর্থান্তর বলে।

"প্রকৃতেনানভিসম্বদ্ধার্থবচনম্ অর্থান্তরম্।"

ত.ভা., পৃ. ৩৬৪, প. ২-৩

২. নিগ্রহস্থানং নাম পরাজয়প্রাপ্তিঃ। চ.বি., ৮.৬৫

ন্যায়সূত্রে বলা হয়েছে যে, যার দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদীর বিপরীত জ্ঞান এবং অজ্ঞতা (অপ্রতিপত্তি) বোঝা যায় তাকেও নিগ্রহস্থান বলা হয়।

"বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থানম্।" ন্যা. সূ., ১.২.১৯

ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন কিন্তু বলেছেন যে, বিপরীত জ্ঞান এবং কুৎসিত জ্ঞান হচ্ছে বিপ্রতিপত্তি শব্দের অর্থ। বিপ্রতিপত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি পরাজয় প্রাপ্ত হন। এই পরাজয়প্রাপ্তিই অর্থাৎ যার দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদীর পরাজয় হয় তাকে নিগ্রহস্থান বলে।

"বিপরীতা বা কুৎসিতা বা প্রতিপত্তির্বিপ্রতিপত্তিঃ। বিপ্রতিপদ্যমানঃ পরাজয়ং প্রাপ্নোতি। নিগ্রহস্থানং খলু পরাজয়প্রাপ্তিঃ।"

বা.ভা., ন্যা. সূ., ১.২.১৯

তর্কভাষাতে পরাজয়ের হেতুকে নিগ্রহস্থান বলা হয়েছে।

"পরাজয়হেতুঃ নিগ্রহস্থানম্।"

ত.ভা., পৃ. ৩৬৩, প. ১

চক্রপাণিদত্ত বলেছেন যে, নিগ্রহ বলতে পরাজয়কে বোঝানো হয়েছে। এই পরাজয়ের তুল্য যে স্থান, তাই হচ্ছে কারণ। এই কারণকেই নিগ্রহস্থান বলা চলে।[১]

নিগ্রহস্থান কয় প্রকার তা চরকসংহিতায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নি। তবে চরকসংহিতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিগ্রহস্থানের বিভাগ দেখা যায়। সেখানে বলা হয়েছে যে, জ্ঞানার্জনের জন্য আহূত বিদ্বৎসভায় কোন বাক্য যদি তিনবার বলার পরও না বোঝা যায় অথবা অননুযোজ্য (অনুযোগ করার যোগ্য নয়) বিষয়ে অনুযোগ করা হয়, কিংবা অনুযোজ্য বিষয়ে অনুযোগ করা না হয়, এই সকল বিষয়কেও নিগ্রহস্থান বলে। এগুলি ছাড়াও অতিরিক্ত বারোটি নিগ্রহস্থানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন—প্রতিজ্ঞাহানি, অভ্যনুজ্ঞা, কালাতীতবচন, অহেতু, ন্যূন, অধিক, ব্যর্থ, অনর্থক, পুনরুক্ত, বিরুদ্ধ, হেত্বন্তর ও অর্থান্তর।[২] অতএব দেখা যাচ্ছে যে চরকসংহিতায় সুস্পষ্টভাবে নিগ্রহস্থানের বিভাগের সুস্পষ্ট উল্লেখ না করা হলেও, চরকের মতে নিগ্রহস্থান দাঁড়াচ্ছে পনেরটি।

নাগার্জ্জুন নিগ্রহস্থানের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উপায়হৃদয়গ্রন্থে "শব্দো নিত্যোঽমূর্তত্বাদাকাশবৎ" এই উদাহরণটি গ্রহণ করেছেন। যদি এখানে দোষ প্রদর্শন করে বলা হয় যে যদিও শব্দ অমূর্ত তথাপি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সপ্রতিঘ ঘটের মত কৃতক অর্থাৎ যাকে নির্মাণ করা হয়েছে কিন্তু আকাশ অকৃতক অর্থাৎ আকাশের কোন নির্মাণ কর্তা নেই। তাহলে কিরূপে আকাশে সেই ঘটের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যায়? একেই নিগ্রহস্থান বলা হয়।

"ননু কানি নিগ্রহস্থানানি। (অত্রোচ্যতে) যথা শব্দো নিত্যোঽমূর্তত্বাদাকাশবৎ।

অত্রদূষণম্। যদ্যপি শব্দোঽমূর্তঃ। তথাপ্যৈন্দ্রিয়কঃ, সপ্রতিঘঃ, ঘটবৎকৃতকঃ। অপি ত্বাকাশে ঽকৃতকে কথং তদ্দৃষ্টান্তলাভঃ। এতন্নিগ্রহস্থানমিত্যুচ্যতে।"

উ. হৃ., ২য় প্র., পৃ. ১৮

জৈন দার্শনিক হেমচন্দ্র প্রমাণমীমাংসাগ্রন্থে বাদী বা প্রতিবাদীর পরাজয়প্রাপ্তিকে নিগ্রহস্থান বলেছেন।

"স নিগ্রহো বাদিপ্রতিবাদিনোঃ।"

প্র. মী. ২.১.৩৩

১. নিগ্রহস্যপরাজয়স্য স্থানমিব স্থানং কারণমিতি নিগ্রহস্থানম্।

আ.দী., চ.বি., ৮, পৃ. ১৬৬০, প. ২৭

২. তচ্চ ত্রিরুক্তস্য বাক্যস্যাবিজ্ঞানং পরিষদি বিজ্ঞানবত্যাম্। যদ্বা অননুযোজ্যস্যানুযোগোঽনুযোজ্যস্য চাননুযোগঃ। প্রতিজ্ঞাহানিরভ্যনুজ্ঞা কালাতীতবচনমহেতুঃ ন্যূনমধিকং ব্যর্থম্ অনর্থকং পুনরুক্তং বিরুদ্ধং হেত্বন্তরমর্থান্তরং চ নিগ্রহস্থানম্।

চ.বি., ৮.৬৫

উপসংহারে বক্তব্য হচ্ছে এই যে চরকসংহিতার বিমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে যে চুয়াল্লিশটি পদের বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলি পদার্থ হিসাবে পুরোপুরি ব্যবহার দেখা না গেলেও, এই পদগুলির পরিকল্পনা ব্যবহারিক শাস্ত্র আয়ুর্বেদের উপযোগী করে উদাহরণ ও ব্যাখ্যাসহ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই চুয়াল্লিশটি পদার্থকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করলে দেখা যাবে তার মধ্যে বীজরূপে নিহিত রয়েছে ন্যায় বৈশেষিক দর্শনের পদার্থগুলির কল্পনা। ন্যায়দর্শনে স্বীকৃত ষোলটা পদার্থের অধিকাংশই স্বনামে অথবা অন্যনামে (অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর কোন নামে) খুঁজে পাওয়া যাবে চরকের এই পদ পদার্থ ভাবনার মধ্যে। তবে চরকসংহিতায় যেগুলি চিকিৎসকের জানা উচিত বলে, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, যুক্তি তর্কের মাধ্যমে যাচাই করে নিতে হবে বলে মনে করেছেন, বৈশেষিক আর ন্যায়ের দার্শনিক পদার্থ চিন্তায় এদের সকলের

ন্যায়সূত্রে নিগ্রহস্থানের যে বাইশটি বিভাগ দেখানো হয়েছে তা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

উপায়হৃদয়গ্রন্থে নিগ্রহস্থান সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, অনুযোজ্য বিষয়ে অননুযোগ, বক্তব্য বিষয় যদি বলা না হয়, তিনবার বাক্য বলা হলেও প্রতিবাদী যদি অবিজ্ঞাত থাকে এবং বাক্য তিনবার বলা হলেও নিজের যদি বিজ্ঞানের অভাব থাকে, তাহলে সেগুলি হবে নিগ্রহস্থান।

"অপরঞ্চ। অনুযোজ্যাননুযোগঃ। প্রতিবক্তব্যেঽপ্রতিব্যক্তব্যতা। ত্রিরভিহিতস্য পরৈরবিজ্ঞাতম্। ত্রিরভিহিতস্য স্বয়মবিজ্ঞানম্। এতানি নিগ্রহস্থানানি।

উ. হৃ., ২য় প্র., পৃ. ১৯

এছাড়া যদি কোন ব্যক্তি কোন একটি বিষয় নিয়ে তর্ক করলে সেই বিষয়ে তর্কটাই যে কার্যকরী নয় তা সে বুঝতে পারে না, তখন অপরে তাকে বুঝিয়ে বলে—'এই বিষয়টাই যে মিথ্যা তা কি তুমি বুঝতে পারছ না?' এটিও একপ্রকার নিগ্রহস্থান। পরের সম্যগ্ বিষয়ে অর্থাৎ যা প্রকৃতপক্ষে নিগ্রহস্থান নয়, তাতে যদি দোষ আরোপ করা হয় তবে তা নিগ্রহস্থান। বাদী কোন বাক্য বললে সকলের জানা সত্ত্বেও প্রতিবাদী যদি বুঝতে না পারে তবে তা নিগ্রহ স্থান, যদি অতি দ্রুত বলা হয় কিন্তু তা শ্রোতার বোধগম্য না হয় তবে সেটাও হবে নিগ্রহস্থান। এগুলি ছাড়াও আরো কতকগুলি নিগ্রহস্থান আছে। যেমন—ন্যূন, অধিক, নিরর্থক, অপ্রাপ্তকাল, পুনরুক্ত, প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস ইত্যাদি।

"পরেণ বিবদমানস্তদ্বিকলতাং নাবগচ্ছতি। অন্যস্তু বদতি। এষোঽর্থঃ মিথ্যৈব, কিং ভবান্নোপলভতে। তদা নিগ্রহস্থানম্। অন্যচ্চ। পরস্য সমগর্থে দোষসমারোপেঽপি নিগ্রহস্থানম্। বাদিনোক্তং সর্বৈর্বিজ্ঞাতমপ্যসাবেব (প্রতিবাদী) চেত্তদপি নিগ্রহস্থানম্। যত্যতিদ্রুতং বদেচ্ছ্রোতারশ্চ নাবগচ্ছেয়ুস্তদপি নিগ্রহস্থানম্। অথৈতাবন্মাত্রমপরাণি বা সন্তি। অত্রোচ্যতে। সন্ত্যেব যথা ন্যূনম্ অধিকং, নিরর্থকম্, অপ্রাপ্তকালং, পুনরুক্তং, প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস ইত্যাদীনি নিগ্রহস্থানানীত্যুচ্যন্তে।"

উ. হৃ., ২য় প্র., পৃ. ১৯-২০

প্রয়োজন ততটা নয়। তাই চুয়াল্লিশটি পদার্থের মধ্যে কয়েকটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে বৈশেষিক দর্শনে। আর ন্যায়ের যুক্তি তর্কের উপযোগী করে অধিকাংশকে খুঁজে পাওয়া যাবে ন্যায়শাস্ত্রে, এছাড়া বাকী কটা রয়ে গেল চরকসংহিতার প্রাচীন চিন্তাধারার প্রতিভূরূপে। তবে চরকের এই চুয়াল্লিশটি পদ পদার্থের পরিকল্পনা প্রাচীনকালের মানবপ্রকৃতির ধ্যানধারণার প্রতিচ্ছবি হিসাবে গৃহীত হয়ে রইল কালের কপোলতলে।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে পূর্বে কথিত চুয়াল্লিশ প্রকার বাদমার্গের বিষয় ছাড়াও কেবলমাত্র ভিষক্‌গণের শাস্ত্রে জ্ঞান লাভের জন্য আরো দশ প্রকার প্রকরণের উল্লেখ করা হয়েছে চরকসংহিতায়। সম্যগ্ জ্ঞানপূর্বক চিকিৎসা কার্য্য শুরু করাকে শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তিমাত্রেই প্রশংসা করে এসেছেন। এই দশ প্রকার প্রকরণ হচ্ছে কারণ, করণ, কার্যযোনি, কার্য, কার্যফল, অনুবন্ধ, দেশ, কাল, প্রবৃত্তি ও উপায়। এই সকল বিষয় যথাযথভাবে জেনে চিকিৎসা কার্য সম্পাদন করতে প্রবৃত্ত হলে, কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তি অনায়াসেই কার্য সম্পাদন করতে পারবেন।[১]

কারণ—

যে করে সেই হচ্ছে কারণ, তাকে হেতু ও কর্তাও বলা হয়েছে।[২] চরকের টীকাকার গঙ্গাধর জল্পকল্পতরুটীকায় বলেছেন, যে করে তাকেই কারণ বলা হয়।[৩]

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে চিকিৎসাকার্য ব্যাপারে ভিষককে কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪] যে ব্যক্তি ঔষধ প্রয়োগ করে রোগ নিবারণ করতে পারেন, চিকিৎসাসূত্রে বর্ণিত অর্থের প্রয়োগে কুশল

---

১. ইমানি খলু তাবদিহ কানিচিৎ প্রকরণানি ভিষজাং জ্ঞানার্থমুপদেক্ষ্যামঃ। জ্ঞানপূর্ব্বকং হি কর্ম্মণাং সমারম্ভং প্রশংসন্তি কুশলাঃ। জ্ঞাত্বা হি কারণকরণকার্য্যযোনিকার্য্যকার্য্যফলানুবন্ধদেশকালপ্রবৃত্ত্যুপায়ান্ সম্যগভিনির্ব্বর্ত্তমানঃ কার্য্যাভিনির্বৃত্তাবিষ্টফলানুবন্ধং কার্য্যমভিনির্ব্বর্ত্তয়ত্যনতিমহতা যত্নেন কর্ত্তা।

চ.বি. ৮.৬৮

২. তত্র কারণং নাম তদ্ যদ্ করোতি, স এব হেতুঃ স কর্ত্তা।

চ.বি. ৮.৬৯

এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে চরকের কালে কারণ বা কর্ত্তা একই পর্য্যায়ভুক্ত ছিল। তাদের মধ্যে কোন তফাৎ ছিল না। পরবর্ত্তীকালে কিন্তু কারণকে আরো সুনির্দিষ্টরূপে দেখতে পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে হেতু ও কর্ত্তারূপেও বৈলক্ষণ্য পরে লক্ষ্য করা যায়।

৩. কারয়ন্তি যৎ তৎ কারণম্।

জ.ক., চ.সূ., ১, পৃ. ৯৭, প. ৫

৪. ইহ কার্যপ্রাপ্তৌ কারণং ভিষক্।

চ.বি., ৮.৮৪

এবং আয়ুর বিষয় সর্বতোভাবে জানেন তাকেই ভিষক্ বলা হয়েছে।[১] চরকসংহিতায় কারণের কোন সুস্পষ্ট বিভাগ দেখা না গেলেও সমবায়িকারণের পরিচয় কিন্তু পাওয়া যায়।[২]

করণ—

যত্নশীল কর্তার কার্য সম্পাদনের জন্য যা উপকরণরূপে কল্পনা করা হয় তাকে করণ বলে।[৩] টীকাকার চক্রপাণিদত্ত আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় বলেছেন কর্তার অধীন যে ব্যাপারগুলি, তার মধ্যে যেটি সাধকতম তাকে বলা হয় করণ।[৪] এখানে লক্ষ্য করা যায় যে উপকরণ আর সাধকতমের মধ্যে তফাৎ স্পষ্ট করেছেন-চক্রপাণিদত্ত। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে চিকিৎসারক্ষেত্রে ভেষজই হচ্ছে করণ।[৫] কেননা রোগীর ধাতুসাম্য আনয়নে প্রযত্নবান ভিষগের যেটি উপকরণরূপে ধরে নেওয়া হয়ে থাকে এবং যা অন্যান্য উপায় থেকে বিশেষভাবে সমাপ্তিতে কারণ, তা হচ্ছে ভেষজ।[৬]

কার্যযোনি-

যা বিকার বা পরিণামপ্রাপ্ত হয়ে কার্যরূপে পরিণত হয়, তাকে কার্যযোনি বলে।[৭] টীকাকার চক্রপাণিদত্ত বলেছেন, সমবায়িকারণকেই কার্যযোনি বলা যেতে পারে।[৮] অপরপক্ষে ধাতুর

---

১. ভিষঙ্নাম স যো ভেষতি যঃ সূত্রার্থপ্রয়োগকুশলো যস্য চায়ুঃ সর্বথা বিদিতম্।

চ.বি., ৮.৮৬

২. যত্রাশ্রিতাঃ কর্ম্মগুণাঃ কারণং সমবায়ি যৎ।
তদ্দ্রব্যং সমবায়ী তু নিশ্চেষ্টঃ কারণং গুণঃ।

চ.সূ., ১.৫১

৩. করণং পুনস্তদ্ যদুপকরণায়োপকল্পতে কর্ত্তুঃ কার্য্যাভিনির্বৃত্তৌ প্রযতমানস্য।

চ.বি., ৮.৭০

৪. যৎ তু কর্ত্রধীনব্যাপারং সাধকতমম্, তৎ করণম্।

আ.দী., চ.বি. ৮, পৃ. ১৬৬৬, প. ২৫-২৬

৫. করণং পুনর্ভেষজম্। চ.বি., ৮.৮৪, ৮৭

৬. ভেষজং নাম তদ্ যদুপকরণায়োপকল্প্যতে ভিষজো ধাতুসাম্যাভিনির্বৃত্তৌ প্রযতমানস্য বিশেষতশ্চোপায়ান্তেভ্যঃ। চ.বি., ৮.৮৭

৭. কার্যযোনিস্তু সা, যা বিক্রিয়মাণা কার্য্যত্বমাপদ্যতে।

চ.বি., ৮.৭১

৮. কার্যস্য যোনিঃ সমবায়িকারণং কার্য্যযোনিঃ। আ.দী., চ.বি., ৮, পৃ. ১৬৬৬, প. ২৮

বৈষম্যকেও কার্যযোনি বলা হয়ে থাকে।[১] এই ধাতুবৈষম্যের লক্ষণ প্রকাশ পায় বিকারের আগমনে।[২]

কার্য—

কর্তা যার উৎপত্তিকে লক্ষ্য করে কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় তাকে কার্য বলে।[৩] চিকিৎসাশাস্ত্রে ধাতুসাম্যকে কার্য বলা হয়েছে।[৪] এই ধাতুসাম্যের লক্ষণ প্রকাশ পায় বিকারের প্রশমনে।[৫]

কার্যফল—

(কোন একটি) কার্য সম্পাদন করার জন্য যা প্রয়োজনীয় লক্ষ্য হয়ে থাকে তাকে কার্যফল বলে।[৬] এস্থলে সুখের প্রাপ্তিকে কার্যফল বলা হয়েছে।[৭] মন বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীরের পরিতুষ্টিই হচ্ছে সুখপ্রাপ্তির লক্ষণ বলা যেতে পারে।[৮]

---

১. কার্য্যযোনির্ধাতুবৈষম্যম্।

চ.বি., ৮.৮৪, ৮৮

২. তস্য লক্ষণং বিকারাগমঃ।

চ.বি., ৮.৮৮

৩. কার্য্যন্তু তদ্ যস্যাভিনির্ব্বৃত্তিমভিসন্ধায় কর্ত্তা প্রবর্ত্ততে।

চ.বি., ৮.৭২

৪. কার্য্যং ধাতুসাম্যম্।

চ.বি., ৮.৮৪, ৮৯

৫. তস্য লক্ষণং বিকারোপশমঃ।

চ.বি., ৮.৮৯

৬. কার্য্যফলং পুনস্তদ্ যৎপ্রয়োজনা কার্য্যাভিনির্ব্বৃত্তিরিষ্যতে।

চ.বি., ৮.৭৩

কিন্তু গঙ্গাধর এই পাঠটী অন্যভাবে দেখিয়েছেন, যেমন—"যৎপ্রয়োজনকার্য্যাভিনির্ব্বৃত্তিরিষ্যতে।"

জ.ক., চ.বি., ৮, পৃ. ১৬৬৮, প. ৪

৭. কার্যফলং সুখাবাপ্তিঃ।

চ.বি., ৮.৮৪, ৯০

৮. তস্য লক্ষণং মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়শরীরতুষ্টিঃ। চ.বি. ৮.৯০

অনুবন্ধ—

কোন কার্য সম্পাদনের পর সেই কার্যের নিমিত্ত স্বরূপ যে শুভ বা অশুভ বিষয় কর্তাকে অবশ্যই আশ্রয় করে থাকে তাকে অনুবন্ধ বলা হয়।[১] চিকিৎসাশাস্ত্রে কিন্তু আয়ুকে অনুবন্ধ বলা হয়ে থাকে।[২] প্রাণের সঙ্গে শরীরের সংযোগকে সেই আয়ুর লক্ষণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩]

দেশ—

কার্য্যের আশ্রয়স্থলকে দেশ বলা হয়।[৪] চক্রপাণিদত্ত তাঁর টীকায় বলেছেন যে তা কার্য্যের অনুগুণই হ'ক অথবা অননুগুণই হ'ক অধিষ্ঠানকে দেশ বলে। আর আধাররূপে প্রতীয়মান হচ্ছে দেশ।[৫] ভূমি ও রোগী উভয়েই দেশ বলে পরিগণিত।[৬] বিমানস্থানের অন্য এক জায়গায় দেশ শব্দের অর্থ করা হয়েছে স্থান। দ্রব্যের উৎপত্তি, প্রচার ও দেশসাত্ম্য এই কয়েকটি বিষয় একমাত্র স্থানের সাহায্যে জানা যায়।[৭]

কালের কথা কাল বিষয়ে বর্ণিত অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

---

১. অনুবন্ধঃ খলু স যঃ কর্ত্তারমবশ্যমনুবধ্নাতি কার্য্যাদুত্তরকালং কার্য্যনিমিত্তঃ শুভো বাপ্যশুভো বা ভাবঃ।

চ.বি., ৮.৭৪

২. অনুবন্ধস্তু খল্বায়ুঃ।

চ.বি., ৮.৮৪, ৯১

৩. তস্য লক্ষণং প্রাণৈঃ সহ সংযোগঃ।

চ.বি., ৮.৯১

৪. দেশস্ত্বধিষ্ঠানম্।

চ.বি., ৮.৭৫

৫. দেশস্ত্বধিষ্ঠানমিতি কার্য্যানুগুণোऽননুগুণো বা আধাররূপো দেশঃ।

আ.দী., চ.বি., ৮, পৃ. ১৬৭৪, প. ২৬

৬. দেশো ভূমিরাতুরশ্চ।

চ.বি., ৮.৮৪, ৯২

৭. দেশঃ পুনঃ স্থানং, দ্রব্যাণামুৎপত্তিপ্রচারৌ দেশসাত্ম্যঞ্চাচষ্টে।

চ.বি., ১.২২

প্রবৃত্তি—

কোন কার্য নিষ্পত্তির জন্য যে চেষ্টা করা হয়, তাকে প্রবৃত্তি বলে। এই প্রবৃত্তি ক্রিয়া, কর্ম, যত্ন ও কার্যসমারম্ভ নামে পরিচিত।[১] প্রতিকর্ম্মের অর্থাৎ ব্যাধি প্রতিকারের সমারম্ভকে প্রবৃত্তি বলা হয়।[২] চিকিৎসক, ঔষধ, আতুর ও পরিচারকের কার্য্যের নিমিত্ত সংযোগকেই প্রবৃত্তির লক্ষণ বলা হয়েছে।[৩]

উপায়—

কারণ, করণ ও কার্যযোনি এই তিনটির উৎকর্ষ এবং কার্য, কার্যফল ও অনুবন্ধ ছাড়া অপর সকলের সম্যক্ অভিসন্ধানের নাম হচ্ছে উপায়, এদের দ্বারা কার্য সম্পাদিত হয় বলে এদের উপায় বলা হয়। যে কার্য করা হয় তা আর সেই কার্যের উপায় হয় না। কার্য করার পর ফল উৎপন্ন হয় এবং ফল উৎপত্তির পর অনুবন্ধ হয়। সুতরাং এদের উভয়েরই উপায় নেই। অর্থাৎ এরা কার্য্যের উপায়ের মধ্যে পরিগণিত হয় না।[৪] এছাড়া ভিষক্ প্রভৃতির উৎকর্ষ ও সম্যক্ সংযোগকেও উপায় বলা হয়েছে।[৫] ভিষক্ প্রভৃতির যথাযথ গুণসম্পদ দ্বারা দেশ, কাল, প্রমাণ, সাত্ম্য ও ক্রিয়া প্রভৃতি সিদ্ধিকারণদ্বারা সম্যগ্‌রূপে উপকল্পিত ঔষধের অবচারণকে উপায়ের লক্ষণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৬] এছাড়া চরকসংহিতার অন্যত্রও যে প্রকারে কর্ম সমাধা হয়, তার নামও উপায় বলা হয়েছে।[৭]

---

১. প্রবৃত্তিস্তু খলু চেষ্টা কার্য্যার্থা, সৈব ক্রিয়া, কর্ম্ম, যত্নঃ কার্য্যসমারম্ভশ্চ।

চ.বি., ৮.৭৭

ন্যায়দর্শনে বাচিক, মানসিক এবং শারীরিক শুভ ও অশুভ কর্মকে প্রবৃত্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

"প্রবৃত্তির্ব্বাগবুদ্ধিশরীরারম্ভঃ।" ন্যা.সূ., ১.১.১৮

২. প্রবৃত্তিঃ প্রতিকর্মসমারম্ভঃ। চ.বি., ৮.৮৪

প্রবৃত্তিস্তু প্রতিকর্মসমারম্ভঃ। চ.বি., ৮.১২৯

৩. তস্য লক্ষণং ভিষগৌষধাতুরপরিচারকাণাং ক্রিয়াসমাযোগঃ। চ.বি., ৮.১২৯

৪. উপায়ঃ পুনস্ত্রয়াণাং কারণাদীনাং সৌষ্ঠবমভিসন্ধানঞ্চ সম্যক্ কার্য্যকার্য্যফলানুবন্ধোপায়বর্জ্জ্যানাং তেষাং, তদ্ধি কার্য্যাণামভিনির্ব্বর্ত্তকমিত্যতস্তূপায়ঃ। কৃতে নোপায়ার্থোঽস্তি ন চ বিদ্যতে তদাত্বে, কৃতাচ্চোত্তরকালং ফলং, ফলাচ্চানুবন্ধ ইতি। চ.বি., ৮.৭৮

৫. উপায়স্তু ভিষগাদীনাং সৌষ্ঠবমভিসন্ধানঞ্চ সম্যক্। চ.বি., ৮.৮৪, ১৩০

৬. তস্য লক্ষণং ভিষগাদীনাং যথোক্তগুণসম্পত্তির্দেশকালপ্রমাণসাত্ম্যক্রিয়াদিভিশ্চ সিদ্ধিকারণৈঃ সম্যগুপপাদিতস্যৌষধস্যাবচারণমিতি। চ.বি., ৮.১৩০

৭. যথা কুর্ব্বন্তি স উপায়ঃ। চ. সূ., ২৬.১৩

প্রমাণ

প্রমাণের সংজ্ঞা—

চরকসংহিতাগ্রন্থে প্রমাণ শব্দটির বারবার উল্লেখ করা হলেও প্রমাণের লক্ষণ বা প্রমাণের সংজ্ঞা কি তা আলোচনা করা হয়নি। প্রাচীনকালের ধারা অনুসরণ করে হয়ত বা চরকসংহিতায় প্রমাণের সাধারণ লক্ষণ নিয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা না করে প্রমাণ কত প্রকার আগে তার উল্লেখ করে পরে সেই সেই প্রমাণগুলির লক্ষণ আলোচনা করা হয়েছে।[১] তবে চরকসংহিতার আলোচনা দেখে মনে হয় যে চরকসংহিতাগ্রন্থ রচনাকালে প্রমাণকে ক্ষেত্রবিশেষে নানা শব্দের দ্বারা অভিহিত করার রেওয়াজ ছিল। যেমন আমরা দেখতে পাই প্রমাণকে বোঝাতে গিয়ে চরকসংহিতায় 'বিজ্ঞান'[২] 'পরীক্ষা'[৩] ও 'হেতু'[৪] এই তিনটি পদ ব্যবহার করা হয়েছে। একাদশ শতাব্দীতে টীকাকার চক্রপাণিদত্ত প্রমাণ শব্দটির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কথা প্রসঙ্গে প্রমাণ কাকে বলে তা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন যে,—"যার দ্বারা জানা যায় তাকেই প্রমাণ বলে।"[৫] আর প্রমাণের সমপর্য্যায়ভুক্ত 'বিজ্ঞান' শব্দটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গঙ্গাধর জল্পকল্পতরুটীকায় চরকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে—"বিশেষরূপে জানা যায় যার সাহায্যে, তাকে বিজ্ঞান বলে, তাই প্রমাণ।"[৬]

কোন কোন জায়গায় আবার প্রমাণকে যে 'পরীক্ষা' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে, তার কিছু তাৎপর্য আছে কি? চিকিৎসাশাস্ত্রে এই প্রমাণগুলির সাহায্যে নানারূপ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানা যেত বলেই এদের 'পরীক্ষা' নাম দেওয়া হয়েছে, একথা টীকায় বলা আছে।[৭]

---

১. অক্ষপাদের রচিত ১.১.৩ ন্যায়সূত্রেও অনুরূপভাবে প্রমাণের সাধারণ লক্ষণ না বলে প্রমাণের বিভাগ করে দেখান হয়েছে এবং প্রতিটি প্রমাণের আলাদা লক্ষণ করে আলোচনা করা হয়েছে।

২. চ. বি. ৪.৩

৩. চ. বি. ৪.৫, ৮.৮৩

৪. চ. বি., ৮.৩৩

৫. জ্ঞায়তেঽনেন ইতি জ্ঞানং প্রমাণম্। আ. দী., চ. বি., ৪, পৃ. ১৪৮০, প. ২৮

৬. বিশেষেণ জ্ঞায়ন্তে প্রমীয়ন্তেঽনেন তদ্বিজ্ঞানং প্রমাণম্।

জ. ক., চ. বি., ৪, পৃ-১৪৭৫, প. ১২

৭. পরীক্ষ্যতে ব্যবস্থাপ্যতে বস্তুস্বরূপমনয়েতি পরীক্ষা প্রমাণানি।

আ. দী., চ. সূ., ১১, পৃ-৪৯০, প. ২৯

আবার প্রমাণকে যে 'হেতু' বলে অভিহিত করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চরকসংহিতায় বলা হয়েছে যে—'যা উপলব্ধির কারণস্বরূপ অর্থাৎ যে চিহ্নের সাহায্যে উপলব্ধি বা জ্ঞান লাভ হয় তাকেই 'হেতু' বলে।"[১] চক্রপাণিদত্তের ব্যাখ্যাতেও এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়।[২]

---

১. হেতুর্নামোপলব্ধিকারণম্।

চ.বি. ৮.৩৩

২. হেতুশ্চাবিনাভাবলিঙ্গবচনং যদ্যপি তথাऽপীহ লিঙ্গগ্রাহকাণি প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণান্যেব যথোক্তহেতুমূলত্বেন 'হেতু' শব্দেনাহেতি বোদ্ধব্যম্।

আ.দী., চ.বি. ৮, পৃ-১৫৭৯, প. ২৮-২৯

ন্যায়ভাষ্যে বলা হয়েছে প্রমাণের সাহায্যে অর্থের বা বিষয়ের জ্ঞান হলে অর্থাৎ গ্রাহ্যবস্তুকে গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য বস্তুকে ত্যাজ্য বলে জানলে বিষয়ে প্রমাণের প্রবৃত্তির সাফল্য হয়। প্রমাণ এই সফল প্রবৃত্তির জ্ঞান দেয় বলে প্রমাণ হল 'অর্থবৎ'—

"প্রমাণতোऽর্থপ্রতিপত্তৌ প্রবৃত্তিসামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণম্।"

উ.বা.ভা., ন্যা.সূ. ১.১.১

ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও অন্যত্র বলেছেন, প্রমাতা যার সাহায্যে যথার্থরূপে পদার্থকে জানতে পারে, তাকে প্রমাণ বলে—

"স যেনার্থং প্রমিণোতি, তৎ প্রমাণম্।"

উ.বা.ভা., ন্যা.সূ. ১.১.১

ন্যায়বার্তিকে উপলব্ধির হেতুকে প্রমাণ বলা হয়েছে।

"উপলব্ধিহেতুঃ প্রমাণম্।"

ন্যা.বা., ন্যা.সূ. ১.১.১

তর্কভাষায় কেশবমিশ্র প্রমার করণকে প্রমাণ এবং যথার্থ অনুভবকে প্রমা বলেছেন।

"প্রমাকরণং প্রমাণম্। ত.ভা, পৃ. ২৭, প. ১২

যথার্থানুভবঃ প্রমা।" ত.ভা, পৃ. ২৮, প. ৩

সংখ্যাদর্শনে যে বিষয়ে সন্দেহ নাই, যা পূর্বে জানা যায় নি, এরূপ বিষয়াকারে পরিণত চিত্তবৃত্তিকে প্রমাণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে—

"তচ্চ অসন্দিগ্ধাবিপরীতানধিগত-বিষয়া-চিত্তবৃত্তিঃ,

বোধশ্চ পৌরুষেয়ফলং প্রমা, তৎ সাধনং প্রমাণমিতি।"

সা.কা. ৪

প্রমাণের বিভাগ—

চরকসংহিতাগ্রন্থে প্রচলিত প্রমাণগুলির মধ্যে চরকসম্মত প্রমাণ কয়টি এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে স্থলবিশেষে নানা মতবৈষম্য দেখা যায়। যদিও এখানে প্রমাণকে কোথাও দু প্রকার, কোথাও তিন প্রকার এবং কোথাও বা চার প্রকার বলা হয়েছে কিন্তু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নানা মুনির নানা মতগুলিকে একত্র করলে প্রমাণের সংখ্যা চারও ছাড়িয়ে যেতে পারে। তবে কি চরকসংহিতাকার তৎকালীন প্রচলিত মতগুলিকে ধরে রাখার জন্যই এদের নামোল্লেখ করেছেন অথবা সব মতেরই প্রতিফলন সংহিতাগ্রন্থে ধরে রাখা হয়েছে,[১] এটা দেখাতে গিয়ে কেউ অন্য মতগুলিকে পরবর্তীকালে সংহিতাগ্রন্থে ঢুকিয়ে দিয়েছেন।[২]

বিমানস্থানের চতুর্থ অধ্যায়ে সংহিতাকার দু প্রকার প্রমাণের কথা বলেছেন। যেমন প্রত্যক্ষ ও অনুমান। অষ্টম অধ্যায়েও এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।[৩] কিন্তু এই দুটির সঙ্গে

---

১. তুলনীয়—যদিহাস্তি তদন্যত্র, যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ।

চ.সি., ১২.৫৪

২. প্রমাণের সংখ্যা নিয়ে দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা মতভেদ বিদ্যমান ছিল। এই মতবাদগুলির বিবর্ত্তন দেখাতে গিয়ে মানসোল্লাসগ্রন্থে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়গুলির স্বীকৃত প্রমাণের সংখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন—চার্বাকরা কেবল একটি মাত্র প্রমাণ প্রত্যক্ষ, বৈশেষিক ও বৌদ্ধরা দুটি প্রমাণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান, সাংখ্য ও যোগ তিনটি প্রমাণ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ, ন্যায় চারটি প্রমাণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ ও উপমান, প্রভাকর মীমাংসক পাঁচটি প্রমাণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান ও অর্থাপত্তি, ভাট্ট মীমাংসক ও বৈদান্তিক ছয়টি প্রমাণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি এবং অভাব, পৌরাণিকগণ এর সঙ্গে আরো দুটি মোট আটটি প্রমাণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব এবং ঐতিহ্যকে প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করেছেন—

প্রত্যক্ষমেকং চার্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ।
অনুমানং চ তচ্চাপি সাংখ্যাশ্শব্দং চ তে অপি।।
ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবমুপমানং চ কেচন।
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্যাহ প্রভাকরঃ।।
অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিনস্তথা।
সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি তানি পৌরাণিকাঃ জগুঃ।।

মানসোল্লাস, ২.১৭-১৯

৩. তস্মাদ্ দ্বিবিধা পরীক্ষা জ্ঞানবতাং প্রত্যক্ষম্ অনুমানং চ। চ.বি., ৪.৫

দ্বিবিধা তু খলু পরীক্ষা জ্ঞানবতাং প্রত্যক্ষম্ অনুমানং চ। চ.বি., ৮.৮৩

উপদেশ অর্থাৎ আপ্তবাক্যকে যোগ করলে প্রমাণের সংখ্যা দাঁড়ায় তিন প্রকার।[১] এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রোগবিশেষবিজ্ঞানীয় অধ্যায়েও কিন্তু প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্ত এই তিনটিকেই প্রমাণ স্বীকার করে নিয়ে প্রমাণ শব্দের সমার্থক 'বিজ্ঞান' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২] এই অধ্যায়ের অন্যত্রও পুনরায় এই তিন প্রকার প্রমাণের কথাই বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য্য হচ্ছে এই যে, বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ রোগ নির্ণয় করতে গিয়ে আপ্তোপদেশ অর্থাৎ আপ্তবাক্য, প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে রোগের ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারেন।[৩] সূত্রস্থানের দ্বাদশ অধ্যায়েও কুপিত ও অকুপিত বায়ুর কর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে প্রত্যক্ষ অনুমান ও উপদেশ এই তিন প্রকার প্রমাণেরই উল্লেখ করা হয়েছে।[৪]

এই সংসারে যে সব বিষয়কে জানি তারমধ্যে অল্প বিষয়ই আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি, বাকী অধিকাংশ অপ্রত্যক্ষ থেকে যায়। কোন বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ এবং কোন বিষয়গুলি অপ্রত্যক্ষ এই আলোচনা করতে গিয়ে অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে শাস্ত্র ও অনুমান ছাড়াও আর একটি অতিরিক্ত প্রমাণ, যথা—যুক্তি প্রমাণের উপযোগিতা স্বীকার করেছেন চরকসংহিতাকার।[৫] এই যুক্তি প্রমাণটি

---

১. ত্রিবিধা বা সহোপদেশেন। চ. বি., ৪.৫, ৮.৮৩

২. ত্রিবিধং খলু রোগবিশেষবিজ্ঞানং ভবতি, তদ্ যথা—
আপ্তোপদেশঃ, প্রত্যক্ষম্, অনুমানং চেতি।
চ. বি., ৪.৩

৩. আপ্ততশ্চোপদেশেন প্রত্যক্ষকরণেন চ।
অনুমানেন চ ব্যাধীন্ সম্যগ্বিদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।।
চ. বি., ৪.৯

সর্ব্বরোগবিশেষাণাং ত্রিবিধং জ্ঞানসংগ্রহম্।
যথা চোপদিশন্ত্যাপ্তাঃ প্রত্যক্ষং গৃহ্যতে যথা।।
যে যথা চানুমানেন জ্ঞেয়াস্তাংশ্চাপ্যুদারধীঃ।
চ. বি., ৪.১৩-১৪

৪. শরীরেষু চরতঃ কর্মাণি বহিঃশরীরেভ্যো বা ভবন্তি, তেষামবয়বান্ প্রত্যক্ষানুমানোপদেশৈঃ সাধয়িত্বা নমস্কৃত্য বায়বে যথাশক্তি প্রবক্ষ্যামঃ। চ. সূ., ১২.৮

ইন্দ্রিয়স্থানের প্রথম অধ্যায়েও এই তিন প্রকার প্রমাণের সাহায্যে আতুরকে পরীক্ষা করতে বলা হয়েছে—

"পরীক্ষ্যাণি প্রত্যক্ষানুমানোপদেশৈঃ আয়ুষঃ প্রমাণবিশেষম্।।" চ. ই., ১.৩

৫. প্রত্যক্ষং হ্যল্পম্ অনল্পমপ্রত্যক্ষমস্তি, যদাগমানুমানযুক্তিভিরুপলভ্যতে।
চ. সূ., ১১.৭

একান্ত চরকসংহিতাকারের উদ্ভাবিত নিজস্ব প্রমাণ। কেননা সুশ্রুতসংহিতাকার প্রভৃতি আর কেউই যুক্তিকে প্রমাণ বলে মেনে নেন নি। এবিষয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। এখন দেখা যাক্ প্রাগুক্ত তিনটি প্রমাণের সঙ্গে যুক্তিকে আরো একটি প্রমাণ বলে স্বীকার করে নিলে প্রমাণের সংখ্যা দাঁড়ায় চারটি। এই কথাটাই পরিষ্কারভাবে সূত্রস্থানের অন্যত্রও বলা হয়েছে। আপ্তোপদেশ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও যুক্তিকে 'পরীক্ষা' (অর্থাৎ প্রমাণের পর্য্যায়ভুক্ত) বলে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন চরকসংহিতাকার।[১]

এই অতিরিক্ত প্রমাণটি স্বীকার করার যৌক্তিকতা কোথায় এটা আলোচনা করতে গেলে দেখা যাবে যে রোগ পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে আপ্তোপদেশ অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সাধারণভাবে বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা যায়, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যে রোগীর ক্ষেত্রে সেটা কতটা প্রযোজ্য তা জানা যায় এবং মূলতঃ যুক্তির মাধ্যমে এটা সুনিশ্চিতভাবে অবধারণ করা যায় বলে চরকসংহিতায় রোগী পরীক্ষার ক্ষেত্রে যুক্তিসহ এই চারটি প্রমাণের প্রাধান্য স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল বলে মনে হয়।

আবার অন্যত্র 'অধিকন্তু ন দোষায়' এই চিন্তাধারা অন্বেষণ করেই হয়ত বা 'হেতু' কয়প্রকার অর্থাৎ পদার্থের উপলব্ধি কোন্ কোন্ 'হেতুর' প্রমাণের সাহায্যে হয়ে থাকে তা বলতে গিয়ে চরকসংহিতার বিমানস্থানে প্রাগুক্ত প্রত্যক্ষ ও অনুমান ছাড়াও আরো দুটিকে যথা ঐতিহ্য ও ঔপম্য[২] (অর্থাৎ উপমান) কে জ্ঞানের হেতুরূপে স্বীকার করে নিয়েছেন।[৩] এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, ঐতিহ্য বলতে বেদ প্রভৃতি আপ্তোপদেশকেই চরকসংহিতায় স্বীকার করে

১. চতুর্বিধা পরীক্ষা—আপ্তোপদেশঃ, প্রত্যক্ষম্, অনুমানং যুক্তিশ্চেতি।

চ. সূ., ১১.১৭

২. চরকসংহিতায় যাকে ঔপম্য নামে অভিহিত করা হয়েছে, ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ন্যায়দর্শনে তাকেই উপমান প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে—

"প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি।" ন্যা. সূ., ১.১.৩

এবং ন্যায়দর্শনেও চারটিকেই প্রমাণ বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

৩. তৎ প্রত্যক্ষম্, অনুমানম্, ঐতিহ্যম্, ঔপম্যমিতি এভির্হেতুভির্যদুপলভ্যতে তৎ তত্ত্বম্।

চ. বি., ৮.৩৩

সুশ্রুতসংহিতাতেও আগম, প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং উপমান এই চার প্রকার প্রমাণের উল্লেখ রয়েছে—

"তস্যাঙ্গবরমাদ্যং প্রত্যক্ষাগমানুমানোপমানৈরবিরুদ্ধমুচ্যমানমুপধারয়।।"

সু. সূ., ১.১৬

নেওয়া হয়েছে।[১] তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই টীকাকার চক্রপাণিদত্ত একমাত্র অলৌকিক আপ্তোপদেশকেই ঐতিহ্য পদের দ্বারা গ্রহণ করেছেন।[২] ফলে দাঁড়ায় এই যে ঐতিহ্যের স্বরূপ পর্য্যালোচনা করলে আগে যাকে বলা হয়েছে আপ্তোপদেশ, উপদেশ বা শাস্ত্রপ্রমাণ বেদ প্রভৃতি তাকেই চরকসংহিতায় ঐতিহ্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।[৩]

প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ উপায়হৃদয়েও চার প্রকার প্রমাণের কথা বলা হয়েছে। যেমন—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও আগম।[৪]

পূর্বে উল্লিখিত আপ্তোপদেশ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও যুক্তি এই চারটি প্রমাণের সঙ্গে ঐতিহ্য ও ঔপম্যকে অতিরিক্ত প্রমাণ বলে স্বীকার করে নিলে চরকসংহিতায় উল্লিখিত প্রমাণের সংখ্যা দাঁড়ায় ছয়টি। হয়ত বা এইজন্যেই প্রমাণের সংখ্যা চার এটা বজায় রাখতে গিয়ে আপ্তোপদেশ ও যুক্তি এই দুটি প্রমাণকে তালিকা থেকে বাদ পড়তে হল।

চরকের টীকাকার গঙ্গাধরও তাঁর টীকায় প্রমাণের সংখ্যা চার বজায় রাখতে গিয়ে বলেছেন যে উপমান, সম্ভব, অর্থাপত্তি ও অভাব এই প্রমাণগুলি অনুমানের এবং ঐতিহ্য আপ্তোপদেশের অন্তর্গত।[৫]

ঐতিহ্যকে যদি আপ্তোপদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং উপমানকে যদি সেকালে সর্বজন

১. "ঐতিহ্যং নাম আপ্তোপদেশো বেদাদিঃ।"

চ. বি. ৮.৪১

২. অলৌকিকাপ্তোপদেশ 'ঐতিহ্য' পদেনোচ্যত ইত্যাহ—বেদাদিরিতি।

আ. দী., চ. বি., ৮, পৃ-১৬১৭, প. ২৭-২৮

৩. পরবর্তীকালে পৌরাণিকমতে কিন্তু আপ্তোপদেশ ছাড়াও ঐতিহ্যকে একটি পৃথক্ প্রমাণের মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে—

"সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ।"

ঐতিহ্যের উদাহরণ হিসাবে পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাই যে, লোক পরিচিতিকেই ঐতিহ্যের স্থলাভিষিক্ত হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছে। যেমন ন্যায়মঞ্জরীগ্রন্থে আমরা দেখতে পাই এই গাছে একটি যক্ষ বাস করিতেছে—ইহ বটে যক্ষঃ প্রতিবসতীতি।"

ন্যা. ম., পৃ-৯৯, প.-২১

৪. চতুর্বিধং প্রমাণম্। প্রত্যক্ষানুমানমুপমানমাগমশ্চেতি।

উ. হৃ., প্র. প্র, পৃ-১৩

৫. উপমানসম্ভবার্থাপত্ত্যভাবানামএানুমানেঽন্তর্ভাবান্নাসমগ্রবচনস্যৈতিহ্যস্যাপ্তোপদেশেঽন্তর্ভাবাচ্চ।

জ. ক., চ. বি., ৪, পৃ. ১৪৮০, প. ১৫-১৬

সমর্থিত প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করা না হয়ে থাকে[১] কিম্বা একদেশী মত হিসাবে উপমান স্বীকৃতি পেয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু মোটামুটিভাবে প্রত্যক্ষ, অনুমান, আপ্তোপদেশ ও যুক্তি এই চার প্রকার প্রমাণের সাহায্যেই সৎ ও অসৎ সকল বস্তুরই প্রমাণসম্মত পরীক্ষা হতে পারে অর্থাৎ প্রমাণ নিরূপিত বস্তুতত্ত্ব নিরূপণ করা যেতে পারে।[২] শুধু তাই নয় এই চার প্রকার প্রমাণের সাহায্যে এমনকি পুনর্জন্মের অস্তিত্বেও বিশ্বাস জন্মে বলে মনে করেন চরকসংহিতাকার।[৩]

এটা তো গেল প্রমাণের সংখ্যা নিয়ে আলোচনা। কিন্তু প্রমাণের স্বরূপ নিয়ে যে সমস্যা ছিল, তার তো কোন সদুত্তর মিলছে না। জ্ঞানের উপলব্ধির ক্ষেত্রে যেটাকে বলা হল 'হেতু' রোগের বিশেষ জানার জন্য যেটাকে 'বিজ্ঞান' আর রোগের স্বরূপ জানার জন্য যেটাকে 'পরীক্ষা' বলে বলা হয়েছে, এই তিনটি শব্দ, আর প্রমাণ এরা কি ছিল সমার্থক শব্দ? নাকি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ঔপচারিক ভেদবশতঃ প্রমাণ শব্দটির ব্যবহার নানা নামে প্রচলিত ছিল? গোড়ার দিকে এই ধরনের সংমিশ্রণ হওয়াই ছিল স্বাভাবিক।

এবার এক একটি প্রমাণ ধরে ধরে আলোচনা করা যাক্। প্রথমে আপ্তোপদেশ দিয়ে শুরু করা যাক্। কেননা প্রমাণের মধ্যে প্রথম আপ্তোপদেশের কথা বলা হয়েছে।

আপ্তোপদেশ—

এর প্রাধান্যের কারণ হল এই যে প্রথমে আমরা আপ্তোপদেশ থেকে কোন কিছু সম্বন্ধে প্রাথমিকভাবে জ্ঞান লাভ করি, তারপর তা প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। বিষয়টি যদি পূর্বে উপদেশ করা না হয়ে থাকে তাহলে প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা পরীক্ষাকারী ব্যক্তি সেই বিষয়ে কিছুই বুঝতে পারবে না, এজন্য আপ্তোপদেশের কথা সর্বাগ্রে।[৪]

---

১. তুলনীয়—

উপমানন্তু ক্বচিৎ কর্মণি সোপযোগম্।

ন্যা. ম., পৃ-১৬, প. ৫

২. এষা পরীক্ষা নাস্ত্যন্যা যয়া সর্বং পরীক্ষ্যতে।
পরীক্ষ্যং সদসচ্চৈবং তয়া চাস্তি পুনর্ভবঃ।।

চ. সূ., ১১.২৬

৩. এবং প্রমাণৈশ্চতুর্ভিরুপদিষ্টে পুনর্ভবে।

চ. সূ., ১১.৩৩

৪. ত্রিবিধে ত্বস্মিন্ জ্ঞানসমুদয়ে পূর্বমাপ্তোপদেশাজ্জ্ঞানং, ততঃ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং পরীক্ষ্যোপপদ্যতে, কিং হ্যনুপদিষ্টং পূর্ব্বং যত্তৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং পরীক্ষমাণো বিদ্যাৎ।

চ. বি., ৪.৫

আপ্তোপদেশের লক্ষণ করতে গিয়ে চরকসংহিতায় বলা হয়েছে, যাঁদের জ্ঞান তপশ্চর্য্যার দ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণ থেকে বিমুক্ত, যাঁরা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত্ এই তিনকালের বিষয়েই বিশদভাবে জানতে পারেন, সবসময়ে সকল বিষয়ে যাঁদের জ্ঞান ব্যাহত হয় না সেই তপোযোগসিদ্ধ ব্যক্তিরা শিষ্ট, বিরুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী, তাঁদেরকেই আপ্তব্যক্তি বলে। তাই এঁদের বাক্যে সংশয়ের কোন অবকাশ দেখা দেয় না। তাঁরা রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত না হওয়ায় একমাত্র সত্য ছাড়া কখনো মিথ্যা বলেন না। এই সকল আপ্ত পুরুষের বাক্যকে শাস্ত্রে আপ্তোপদেশ বলা হয়েছে।[১] এই জন্যই আপ্তোপদেশের প্রামাণ্যে জোর দেওয়া হয়েছে।[২]

চরক এই কথাটাই অন্যত্র আরো সহজভাবে বলেছেন—আপ্তব্যক্তিগণের বাক্যকেই আপ্তোপদেশ বলে।[৩] কিন্তু প্রাচীনশাস্ত্রে আপ্তোপদেশ বা আপ্তাগম বলতে সাধারণতঃ ঋষিপ্রোক্ত

---

১. রজস্তমোভ্যাং নির্ম্মুক্তাস্তপোজ্ঞানবলেন যে।
যেষাং ত্রৈকালমমলং জ্ঞানমব্যাহতং সদা।।
আপ্তাঃ শিষ্টা বিবুদ্ধাস্তে তেষাং বাক্যমসংশয়ম্।
সত্যং বক্ষ্যন্তি তে, কস্মাদসত্যং নীরজস্তমাঃ

চ.সূ. ১১. ১৮-১৯

২. চরকসংহিতার বিমানস্থানেও আপ্তের লক্ষণ দেওয়া হয়েছে—"আপ্তা হ্যবিতর্কস্মৃতিবিভাগবিদো নিষ্প্রীত্যুপতাপদর্শিনঃ।

চ. বি. ৪.৪

ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেছেন যে, যিনি ধর্ম অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য পদার্থকে সুদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা অবধারণ করেছেন, যে পদার্থকে যেরূপে দেখাই হল তার যথার্থরূপ, অর্থের সাক্ষাৎকার অর্থাৎ সুদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা অবধারণ 'আপ্তি'। সেই আপ্তিবশতঃ যে কর্ম করতে প্রবৃত্ত হয়, তাকেই আপ্ত বলা হয়—"আপ্তঃ খলু সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা যথাদৃষ্টস্যার্থস্য চিখ্যাপয়িষয়া প্রযুক্ত উপদেষ্টা। সাক্ষাৎকরণর্থস্যাপ্তিঃ তয়া প্রবর্ত্তত ইত্যাপ্তঃ।"

বা.ভা., ন্যা.সূ., ১.১.৭

তর্কভাষায় যথার্থভূত অর্থ ও বিষয়বস্তুর উপদেষ্টাকে আপ্ত বলা হয়েছে। "আপ্তস্তু যথাভূতস্যার্থস্যোপদেষ্টা পুরুষঃ।"

ত.ভা., পৃ-৪৭, প. ১১

৩. তত্রাপ্তোপদেশো নামাপ্তবচনম্।

চ.বি., ৪.৪

সাংখ্যকারিকায় সত্যবাক্যকে আপ্তবচন বলা হয়েছে—

"আপ্ত-শ্রুতি-রাপ্তবচনন্তু।" সা. কা., ৫

বেদবাক্যগুলিকে আপ্ত বলে ধরা হত। বেদাদিশাস্ত্রে এই কথাই বলা হয়েছে এবং সুশ্রুত সংহিতাকারও এই কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন।[১] দান, তপস্যা, যজ্ঞ, সত্য, অহিংসা এবং ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি ধর্মকার্য যা থেকে জীবের অভ্যুদয় ও মুক্তিলাভ হয়, একথা জানা যায় তো বেদাদি আপ্ত বাক্য থেকে।[২] এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে মনের দোষরূপে পরিগণিত রজঃ ও তমোগুণের নিবৃত্তি যদি না হয় অর্থাৎ সত্ত্বগুণের প্রকাশ যদি না ঘটে, তাহলে ঐ দান প্রভৃতি ধর্মকার্য দ্বারাও পুনর্জন্ম নির্ধারিত হয় না।[৩] এই ধ্যান ধারণার ভিত্তিতে বেদাদিশাস্ত্র ছাড়া আর সব কিছুতো আপ্তের গণ্ডী থেকে বাদ পড়ে যেতে পারে। এরই একটা সামঞ্জস্য করার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় চরকসংহিতায়, যখন নিছক গোঁড়ামি বাদ দিয়েও আপ্তের পরিধিটাকে আর একটু সরলীকরণ করে তত্ত্বজ্ঞ শাস্ত্রকারদেরও আপ্ত বলে মেনে নেওয়া হল। ফলে বেদ ছাড়াও অন্যান্য শাস্ত্রবাক্য যা বেদের অনুগামী অর্থাৎ বিরোধী নয়, যে সকল শাস্ত্র তত্ত্ববিদ পরীক্ষক দ্বারা রচিত, শিষ্টজনসম্মত এবং সকল লোকের হিতকামনার জন্য প্রবর্তিত হয়েছে তাদেরকেও আপ্তাগম বলে ধরে নেওয়া হল।[৪]

চরকের বক্তব্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য কি ছিল, সেটা বহুবছর পরে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরলেন চরকের টীকাকার চক্রপাণিদত্ত। তিনি আপ্তোপদেশ বলতে দুই ধরণের আপ্তের কথা

---

১. আপ্তাগমস্তাবদ্বেদঃ।

চ. সূ., ১১.২৭

সুশ্রুতসংহিতার টীকায় আগম বলতে বেদকেই বলা হয়েছে—"আগমো বেদঃ, আপ্তানাং শাস্ত্রং বা।

তথাহি— সিদ্ধং সিদ্ধৈঃ প্রমাণৈস্তু হিতং চাত্র পরত্র চ।
আগমঃ শাস্ত্রমাপ্তানামাপ্তাস্তত্ত্বার্থবেদিনঃ।।"

নি. স., সু. সূ., ১.১৬

২. আপ্তাগমাদুপলভ্যতেদানতপোযজ্ঞসত্যাহিংসা-
ব্রহ্মচর্যাণ্যভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সকরাণীতি।

চ. সূ., ১১.২৭

৩. ন চানতিবৃত্তসত্ত্বদোষাণামদোষৈরপুনর্ভবো ধর্মদ্বারেষূপদিশ্যতে।

চ. সূ., ১১.২৮

৪. যশ্চান্যোঽপি কশ্চিদ্বেদার্থাদবিপরীতঃ পরীক্ষকৈঃ প্রণীতঃ শিষ্টানুমতো লোকানুগ্রহপ্রবৃত্তঃ শাস্ত্রবাদঃ, স চাপ্তাগমঃ।

চ. সূ., ১১.২৭

বলেছেন পরমাপ্ত ও লৌকিকাপ্ত। পরমাপ্তব্রহ্মাদি প্রণীত ও লৌকিকাপ্তলোক প্রণীত শব্দের একদেশরূপ। ঐতিহ্য শব্দের দ্বারা পরমাপ্ত প্রণীতকে এবং শব্দের একদেশরূপ সত্যপ্রকার দ্বারা লৌকিকাপ্ত প্রণীতকে বুঝিয়েছেন।[১]

ন্যায়সূত্রেও আপ্তোপদেশকে শব্দপ্রমাণরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।[২] আপ্তবাক্যের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রথমস্তরে আপ্তোপদেশ বলতে অভ্রান্তভাবে বেদাদিবাক্যকেই বোঝাত। ক্রমশঃ দেখা গেল যারা বেদের অনুগামী অথবা বেদের বিরোধী নয় তাদেরকেও আপ্তবাক্যের এই গণ্ডীর মধ্যে ধরে নেওয়া হল। এই স্তরটিকে আমরা ধরে নিতে পারি দ্বিতীয় স্তর। চরকের প্রবণতাটা এই দ্বিতীয় স্তরের দিকে বলে অনুমান করা যেতে পারে। ব্যাপারটা যখন আর এক ধাপে এসে কিঞ্চিৎ সরলীকরণ হল তখন আপ্তবাক্যের পর্য্যায়টা বহুজনসমাজের মধ্যে নেমে এল এবং তার ফলে শুধু ঋষিরাই আপ্ত এইটুকু মাত্র মেনে না নিয়ে যে কোন প্রমাণিক ব্যক্তির, তা তিনি ঋষিই হন বা ম্লেচ্ছই হন, সকল ব্যক্তিকেই সমান ধরে নিয়ে তাদের বাক্যকে আপ্তবাক্য বলে স্বীকার করা হল।[৩]

প্রত্যক্ষ—

চরকসংহিতায় সর্বত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণের অবিসংবাদিত প্রামাণ্যের কথা বারবার উল্লেখ করা

---

১. আপ্তোপদেশশব্দস্তু দ্বিবিধঃ—পরমাপ্তব্রহ্মাদিপ্রণীতস্তথা লৌকিকাপ্তপ্রণীতশ্চ। 'ঐতিহ্য' শব্দেন পরমাপ্তপ্রণীতোঽবরুদ্ধঃ, লৌকিকাপ্তপ্রণীতশ্চ শব্দৈকদেশরূপঃ সত্যপ্রকারবিহিতো জ্ঞেয়ঃ।

আ.দী., চ.বি., ৮, পৃ-১৫৯১, প. ২৮-২৯, পৃ-১৫৯২, প. ২৯

ন্যায়সূত্রে শব্দ প্রমাণ দু প্রকার বলা হয়েছে। যথা—দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক। "স দ্বিবিধো দৃষ্টাদৃষ্টার্থত্বাৎ।"

ন্যা. সূ., ১.১.৮

ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ শব্দ দুটির পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, ইহলোকে যার অর্থ দৃষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হয়, তাকে দৃষ্টার্থ এবং পরলোকে যার অর্থ প্রতীত হয় অর্থাৎ যে বাক্যের প্রতিপাদ্য ইহলোকে দৃষ্ট হয় না তাকে অদৃষ্টার্থ বলে। "যস্যেহ দৃশ্যেতেঽর্থঃ স দৃষ্টার্থো যস্যামুত্র প্রতীয়তে সোঽদৃষ্টার্থঃ।"

বা. ভা., ন্যা. সূ., ১.১.৮

২. আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ।

ন্যা. সূ. ১.১.৭

৩. ঋষ্যার্য্যম্লেচ্ছানাং সমানং লক্ষণম্।

বা. ভা., ন্যা. সূ., ১.১.৭

হয়েছে। চরকসংহিতার তিনটি স্থানে প্রত্যক্ষের লক্ষণ আলোচিত হয়েছে-কোথাও সংক্ষিপ্তাকারে, কোথাও বা বিস্তারিতভাবে।

আত্মা, মন, ইন্দ্রিয় ও বিষয় (রূপরসাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়) সকলের পরস্পরের সন্নিকর্ষের ফলে যে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মায়, তাকে প্রত্যক্ষ বলে।[১]

আর এক জায়গায় বলা হয়েছে যে আত্মার মনের মাধ্যমে এবং ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে যে উপলব্ধি হয়, তাকেই প্রত্যক্ষ বলে।[২]

অথবা আত্মা নিজের দ্বারা বা ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা যে উপলব্ধি করেন, সেই সাক্ষাৎ উপলব্ধি বা জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ বলা হয়। বিষয়ভেদে প্রত্যক্ষকে দুভাবে দেখা যেতে পারে। কেবলমাত্র আত্মার দ্বারা সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি যে প্রত্যক্ষগুলি হয় তাকে আত্মজন্য প্রত্যক্ষ এবং ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি যে প্রত্যক্ষগুলি হয় তাকে ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ বলে ধরা হয়।[৩] ফলে দেখা যাচ্ছে চরকসংহিতায় প্রত্যক্ষকে দুভাগে ভাগ করে কিছু আত্মার প্রত্যক্ষ এবং কিছু ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। মনের সাহায্য ছাড়া কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। কিন্তু এক্ষেত্রে মানস প্রত্যক্ষ বলে আর কোন অতিরিক্ত বিভাগকে ধরে

---

১. আত্মেন্দ্রিয়মনোঽর্থানাং সন্নিকর্ষাৎ প্রবর্ততে।
ব্যক্তা তদাত্বে যা বুদ্ধিঃ প্রত্যক্ষং সা নিরুচ্যতে। চ. সূ., ১১.২০

ন্যায়সূত্রে প্রত্যক্ষের লক্ষণ দেওয়া হয়েছে—(ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হয়, তার ফলে শাব্দজ্ঞান ভিন্ন, ভ্রম রহিত, নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মায় তাকে প্রত্যক্ষ বলে।

"ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্।"

ন্যা. সূ., ১.১.৪

২. প্রত্যক্ষং তু খলু তদ্যৎ স্বয়মিন্দ্রিয়ৈর্মনসা চোপলভ্যতে। চ. বি., ৪.৪

৩. প্রত্যক্ষং নাম তদ্ যদাত্মনা চেন্দ্রিয়ৈশ্চ স্বয়মুপলভ্যতে তত্রাত্মপ্রত্যক্ষাঃ সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষাদয়ঃ, শব্দাদয়স্ত্বিন্দ্রিয়প্রত্যক্ষাঃ। চ.বি., ৮.৩৯

বৈশেষিকসূত্রে বলা হয়েছে—আত্মা ও মন এই উভয়ের সংযোগ আত্মায় জন্মিলে আত্মসাক্ষাৎকার জন্মায় এবং এই সংযোগ বিশেষ দ্রব্যান্তরেও হয়। এজন্য দ্রব্যান্তরেও প্রত্যক্ষ ঘটে। আত্মাই যে কেবল প্রত্যক্ষ তা নয়, ইন্দ্রিয়াতীত অন্যান্য পদার্থও প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। "আত্মন্যাত্মমনসোঃ সংযোগবিশেষাদাত্মপ্রত্যক্ষম্। তথা দ্রব্যান্তরেষু প্রত্যক্ষম্।"
বৈ. সূ., ৯.১.১১-১২

সুশ্রুতসংহিতার টীকায় কোন বিষয়ের সাক্ষাৎকারি জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ বলা হয়েছে, "প্রত্যক্ষমিতি যৎকিঞ্চিদেবার্থস্য সাক্ষাৎকারিজ্ঞানং তদেব প্রত্যক্ষম্।"

নি. স., সু. সূ., ১.১৬

তর্কভাষায় সাক্ষাৎকারি প্রমাকরণকে প্রত্যক্ষ বলা হয়েছে "সাক্ষাৎকারি প্রমাকরণং প্রত্যক্ষম্।" ত. ভা., পৃ. ৩২, প. ১৬

নেওয়ার অবকাশ থাকছে না। কিন্তু টীকাকার চক্রপাণিদত্ত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বাহ্যপ্রত্যক্ষ ও মানসপ্রত্যক্ষ এই দুটির উল্লেখ করেছেন। আত্মা অর্থাৎ মনের দ্বারা সুখ প্রভৃতি মানস প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য প্রত্যক্ষ হয় একথা সুস্পষ্টভাবে তিনি তুলে ধরেছেন।[১]

চরকসংহিতার বক্তব্য আলোচনা করলে এটা ধরে নেওয়া যায় যে ইন্দ্রিয়গুলি থেকে মনকে পৃথকরূপে নির্দেশ করায় চরকসংহিতাকার সর্বত্র মনকে ইন্দ্রিয়ের ভিতরে পরিগণনা করেন নি। এই মতবাদের সমর্থন মিলবে চরকসংহিতার আর একটি স্থলের উদ্ধৃতি দেখলে।[২]

কিন্তু অনেকক্ষেত্রে সকল বিষয়কেই যে প্রত্যক্ষ করা যাবে, এমন নহে। কারণ এর ব্যতিক্রমও আছে। কোন পদার্থ যদি ইন্দ্রিয়ের অত্যন্ত কাছে বা অত্যন্ত দূরে থাকে, তাহলে তাকে যথাযথভাবে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় না। যেমন নিজের চক্ষুকে কেউ নিজে দেখতে পায় না, বা দূর আকাশের দূরবর্তী নক্ষত্রকে ঠিকভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না। আবার আবরণের আড়ালে রয়েছে যে বস্তুগুলো তাদেরও প্রত্যক্ষ করা যায় না। এছাড়া যদি ইন্দ্রিয় দুর্বল থাকে, তাহলেও প্রত্যক্ষ বিষয়ক পদার্থের উপলব্ধি হয় না। যেমন—চক্ষু দুর্বল থাকলে রূপ প্রভৃতি দেখা যায় না এবং অন্যমনস্ক থাকলেও প্রত্যক্ষ বিষয়ক পদার্থের সময়ে সময়ে প্রত্যক্ষ করা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সমানতার জন্য এবং কোন জ্যোতিষ্মান পদার্থের দ্বারা অভিভূত হলেও প্রত্যক্ষের যোগ্য বিষয়ীভূত পদার্থগুলিকেও অনেক সময় প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় না। এছাড়াও অত্যন্ত সূক্ষ্ম বস্তুকেও দেখা যায় না। অতএব আমরা যে বস্তুগুলিকে প্রত্যক্ষ করছি কেবলমাত্র তারাই আছে এবং কোন কারণবশতঃ যাদের প্রত্যক্ষ করা গেল না, তারা যে একেবারে নেই একথা বলা যুক্তিসঙ্গত নয়।[৩]

---

১. আত্মনেতি মনসা, তেন, অনেন মানসপ্রত্যক্ষসুখাদ্যমবরুধ্যতে, ইন্দ্রিয়ৈশ্চেত্যনেন বাহ্যং প্রত্যক্ষং গৃহ্যতে।"

আ. দী, চ. বি., ৮, পৃ. ১৬১৫, প. ২১

২. অতীন্দ্রিয়ং পুনর্মনঃ।

চ. সূ., ৮.৪

৩. সতাং চ রূপাণামতিসন্নিকর্ষাদতিবিপ্রকর্ষাদাবরণাৎ করণদৌর্বল্যান্মনোনবস্থানাৎ সমানাভি-হারাদভিভবাদতিসৌক্ষ্ম্যাচ্চ প্রত্যক্ষানুপলব্ধিঃ তস্মাদপরীক্ষিতমেতদুচ্যতে প্রত্যক্ষমেবাস্তি, নান্যদস্তীতি।

চ. সূ., ১১.৮

অনুমান—

চরকসংহিতায় বস্তুতঃ অনুমান কি তা বোঝাতে গিয়ে দুটি স্থানে যুক্তি দ্বারা উপস্থাপিত তর্ককেই অনুমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১] এইটি যদি অনুমানের লক্ষণ হিসাবে ধরা যায় তাহলে দেখা যাবে যুক্তি হচ্ছে অনুমান প্রমাণের সহকারী। কিন্তু স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে একে চেনা যাবে না। অথচ অন্যত্র চরকসংহিতায় যুক্তিকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণের মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে। কি করে তা সম্ভব হল পরে যুক্তির আলোচনায় সে কথা উপস্থাপিত করা হবে।

বিমানস্থানের চতুর্থ ও অষ্টম অধ্যায়ে অনুমানের লক্ষণের আলোচনায় না গিয়ে কতকগুলি উদাহরণের সাহায্যে অনুমানের ধরণটি কি অর্থাৎ অনুমান ব্যাখ্যা করে দেখানো হয়েছে। যেমন—পরিপাক শক্তি দেখে জঠরাগ্নির অনুমান করা হয়ে থাকে, ব্যায়াম করার ক্ষমতা দেখে শারীরিক বলের অনুমান করা যেতে পারে, শব্দ প্রভৃতি বিষয় গ্রহণের মাধ্যমে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের অনুমান হয়, ইন্দ্রিয়ার্থ জ্ঞানের অব্যভিচার থেকে মনের অনুমান হতে পারে, কার্য প্রবর্তনের প্রেরণা থেকে বিজ্ঞানের অনুমান হতে পারে, আসক্তি দেখে রজোগুণের অনুমান হয়ে থাকে, অবিজ্ঞানের দ্বারা মোহের অনুমান হয়, জিঘাংসা দেখে ক্রোধের অনুমান হয়, মলিনভাব বা দীনতা দেখে শোকের অনুমান করা যেতে পারে, আনন্দের ফলে হর্ষের অনুমান হতে পারে, সন্তুষ্টির দ্বারা প্রীতির অনুমান হয়, বিষাদের জন্য ভয়ের অনুমান হয়ে থাকে, অবিষাদের ফলে ধৈর্যের অনুমান করা যেতে পারে। উৎসাহের মাধ্যমে বীর্যের অনুমান করা হয়। অবিভ্রমের ফলে অবস্থানের অনুমান করা সম্ভব হয়, অভিপ্রায়ের জন্যই শ্রদ্ধার অনুমান করা হয়, ধারণা করার শক্তি দেখে মেধার অনুমান করা যেতে পারে, নামগ্রহণের জন্য সংজ্ঞার অনুমান হয়ে থাকে, স্মরণ করার ক্ষমতা দেখে স্মৃতির অনুমান করা হয়, লজ্জাজনক ব্যাপারের মাধ্যমে লজ্জার অনুমান হতে পারে, অনুশীলনের জন্য শীলতার অনুমান করা যায়, নিষেধ করার জন্য দ্বেষের অনুমান হয়, অনুবন্ধ অর্থাৎ উত্তরকালানুবর্তনের মাধ্যমে উপাধি অর্থাৎ সংকেতের অনুমান করা হয়, অচাঞ্চল্যভাব দেখে ধৃতি বা বুদ্ধির স্থিরতার অনুমান হয়ে থাকে, আজ্ঞাপালন

সাংখ্যকারিকাতে বলা হয়েছে, বস্তু থাকলেও অতিদূরত্ব, অতিসামীপ্য, ইন্দ্রিয়নাশ, মনের অনবধান, সূক্ষ্মতা, ব্যবধান, বলবদ্‌দ্রব্য দ্বারা অভিভব ও তুল্যরূপ বস্তুর সংমিশ্রণ এই সমস্ত কারণে প্রত্যক্ষ হয় না—

"অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাদ্‌, ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ।।

সা. কা., ৭

কিন্তু কোন পদার্থ প্রত্যক্ষ না হলেও যে সে পদার্থ আদৌ নাই, এরূপ বলা যায় না।

১. অনুমানং খলু তর্কো যুক্ত্যপেক্ষঃ।

চ. বি., ৪.৪, ৮.৪০

করা দেখে বশ্যতার অনুমান করা যায়, কাল দেশ উপশয় ও বেদনাবিশেষের মাধ্যমে বয়স ভক্তি সাত্ম্য ও ব্যাধিসমুত্থান এর অনুমান করা হয়, উপশয় ও অনুশয়ের সাহায্যে গূঢ়লিঙ্গ ব্যাধির অনুমান হয়, অপচারবিশেষের সাহায্যে বাতাদিদোষের পরিমাণের অনুমান করা হয়ে থাকে, অরিষ্টলক্ষণ দেখে আয়ু যে ক্ষয় হচ্ছে তার অনুমান করা হয়, কল্যাণাভিবেশের সাহায্যে উপস্থিত মঙ্গলের এবং অবিকারের ফলে মনের নির্মলতার অনুমান করা হয়ে থাকে, এছাড়া গ্রহণীয় মৃদুতা ও দারুণত্ব, স্বপ্নদর্শন এবং দ্বিষ্ট ও অভীষ্ট বিষয়ের সুখ ও অসুখ বিষয় সম্বন্ধে রোগীকে জিজ্ঞাসা করে অনুমান করা হয়।[১]

এতো গেল যুক্তির মাধ্যমে অনুমানকে বোঝার প্রচেষ্টা কিন্তু যুক্তির সাক্ষাৎ সহায়তা ছাড়াও আর একভাবে অনুমানকে দেখা হয়েছে।

পূর্ববর্তীকালে যে বিষয়টির প্রত্যক্ষ হয়েছে, তার উপর ভিত্তি করে যে জ্ঞান পরবর্তীকালে হয়, তাকেই অনুমান বলে দার্শনিকেরা স্বীকৃতি দিয়েছেন, সেজন্য অনুমানের লক্ষণ করতে গিয়ে বলা হয়েছে "প্রত্যক্ষপূর্বম্" অর্থাৎ পূর্বে যে বিষয়টির প্রত্যক্ষ করা হয়েছে, পরবর্তীকালে একমাত্র সেই বিষয়টিরই অনুমান করা যায়।[২]

---

১. তদ্‌যথা—অগ্নিং জরণশক্ত্যা পরীক্ষেত, বলং ব্যায়ামশক্ত্যা, শ্রোত্রাদীনি চ শব্দাদ্যর্থগ্রহণেন, মনোঽর্থাব্যভিচারেণ, বিজ্ঞানং ব্যবসায়েন, রজঃ সঙ্গেন, মোহমবিজ্ঞানেন, ক্রোধমভিদ্রোহেণ, শোকং দৈন্যেন, হর্ষমামোদেন, প্রীতিং তোষেণ, ভয়ং বিষাদেন, ধৈর্যমবিষাদেন, বীর্য্যমুৎসাহেন, অবস্থানমবিভ্রমেণ, শ্রদ্ধামভিপ্রায়েণ, মেধাং গ্রহণেন, সংজ্ঞাং নামগ্রহণেন, স্মৃতিং স্মরণেন হ্রিয়মপত্রপণেন, শীলমনুশীলনেন, দ্বেষং প্রতিষেধেন, উপাধিমনুবন্ধেন, ধৃতিমলৌল্যেন, বশ্যতাং বিধেয়তয়া, বয়োভক্তিসাত্ম্যব্যাধিসমুত্থানানি কালদেশোপশয়বেদনাবিশেষেণ গূঢ়লিঙ্গং ব্যাধিমুপশয়ানুপশয়াভ্যাং দোষপ্রমাণবিশেষমপচারবিশেষেণ, আয়ুষঃ ক্ষয়মরিষ্টৈঃ, উপস্থিতশ্রেয়স্ত্বং, কল্যাণাভিনিবেশেন, অমলং সত্ত্বমবিকারেণ, গ্রহণ্যাস্তু মৃদুদারুণত্বং স্বপ্নদর্শনমভিপ্রায়ং দ্বিষ্টেষ্টেষ্বসুখাসুখানি চাতুরপরিপ্রশ্নেনৈব বিদ্যাদিতি।

চ. বি., ৪.৮, ৮.৪০

২. প্রত্যক্ষপূর্বং ত্রিবিধং ত্রিকালং চানুমীয়তে।

চ. সু., ১১.২১

সুশ্রুতসংহিতার টীকায় অনুমানের লক্ষণ করা হয়েছে—অনু (অর্থাৎ) পশ্চাৎ অব্যভিচারী লিঙ্গলিঙ্গী মীয়তে (অর্থাৎ জ্ঞান হয়) যার দ্বারা তাকে অনুমান বলে।

"অনু পশ্চাদব্যভিচারিলিঙ্গালিঙ্গী মীয়তে জ্ঞায়তে যেন তদনুমানম্।"

নি. স., সু. সূ., ১.১৬

সাংখ্যকারিকায় অনুমান ব্যাপ্তি জ্ঞানপূর্বক পরামর্শ জ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয় তা বলা হয়েছে, এবং তিন প্রকার অনুমানের কথা সেখানে উল্লেখ আছে।

এবার দেখা যাক্ "ত্রিবিধং" কথার তাৎপর্য কি? উপায়হৃদয়গ্রন্থে অনুমানকে তিনপ্রকার অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট বলা হয়েছে, যেমন—ছয়টি আঙ্গুল এবং মাথার উপর আবযুক্ত একটি বালককে দেখে পরে বৃদ্ধ বয়সে উপনীত, খ্যাতিমান দেবদত্তকে দেখে, সেই ছয় আঙ্গুল বিশিষ্ট বালকের কথা স্মরণ করে এই সেই ব্যক্তি এইরূপ অনুমান করাকে পূর্ব্ববৎ অনুমান বলে। 'শেষবৎ' পর্য্যায়ের অনুমানের উদাহরণ হচ্ছে—সাগরের জল পান করে, জলের রস লবণাক্ত বলে অনুভব করে যদি ধরে নেওয়া হয় যে জলের শেষবিন্দুও অনুরূপ লবণাক্ত, এইরূপ অনুমানকে শেষবৎ অনুমান বলে। সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের উদাহরণ হচ্ছে, যেমন—কোন এক ব্যক্তি গমন করে অন্যদেশে পৌছায়, অনুরূপভাবে আকাশে সূর্য এবং চন্দ্রকে পূর্বদিকে উদিত হতে দেখা যায় এবং পশ্চিমদিকে অস্ত যেতে দেখা যায়। এইজন্যই সূর্য ও চন্দ্রের ক্ষেত্রে তারাও গমন করছে প্রত্যক্ষভাবে দেখা না গেলেও অনুমানের সাহায্যে তাদেরও যে গতি আছে একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে। এটাই হচ্ছে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের উদাহরণ।[১]

অনুমানকে আবার তিন প্রকার বলা হয়েছে। অনুমানের বিষয়টি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই তিনকালেই সংপৃক্ত হতে পারে বলে, অনুমানকে ত্রৈকালিক বলা হয়েছে। কালের এই ভেদ অনুসারে অনুমানেরও কিঞ্চিৎ ভেদ লক্ষ্য করা যায়। এজন্যই অনুমানকে কালভেদে

"ত্রিবিধমনুমানম্ আখ্যাতং ; তল্লিঙ্গলিঙ্গিপূর্বকম্।"

সা. কা., ৫

তর্কভাষাতেও অনুমানের সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়েছে। লিঙ্গ পরামর্শকে অনুমান বলে, যার দ্বারা অনুমিতি জন্মায় তাকে অনুমান বলে। লিঙ্গ পরামর্শের সাহায্যে অনুমিতি জন্মায়, অতএব লিঙ্গ পরামর্শই হলো অনুমান।

'লিঙ্গপরামর্শোঽনুমানম্। যেন হ্যনুমীয়তে তদনুমানম্।
লিঙ্গপরামর্শেন চানুমীয়তেঽতো লিঙ্গপরামর্শোঽনুমানম্।।"

ত. ভা., পৃ. ৩৬; প. ১৩

১. অনুমানং ত্রিবিধং পূর্ববৎ, শেষবৎ সামান্যতো [দৃষ্টং] যথা ষড়ঙ্গুলিং সপিড়কমূর্ধানং বালং দৃষ্ট্বা, পশ্চাদ্ বৃদ্ধং বহুশ্রুতং দেবদত্তং দৃষ্ট্বা, ষড়ঙ্গুলিস্মরণাৎ সোঽয়মিতি পূর্ববৎ।

শেষবৎ যথা, সাগরসলিলং পীত্বা তল্লবণরসমনুভূয় শেষমপি সলিলং তুল্যমেব লবণমিতি। এতচ্ছেষবদনুমানম্।।

সামান্যতো দৃষ্টং যথা—কশ্চিদগাচ্ছংস্তং দেশং প্রাপ্নোতি। গগনেঽপি সূর্যাচন্দ্রমসৌ পূর্বস্যাং দিশ্যুদিতৌ পশ্চিমায়াং চ অস্তং গতৌ। তচ্চেষ্টায়ামদৃষ্টায়ামপি তদ্গামনমনুমীয়তে। এতৎ সামান্যতোদৃষ্টম্।

উ. হৃ., প্র. প্র., পৃ. ১৩

তিনপ্রকার কল্পনা করা হয়েছে।[১] ঊনবিংশ শতকে গঙ্গাধর চরকের জল্পকল্পতরুটীকায় ন্যায়ভাষ্যসম্মত কারণ, কার্য এবং সামান্যতোদৃষ্ট এই তিনপ্রকার অনুমানের কথাও বলেছেন এবং চরকানুসারী কালভেদে অর্থাৎ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত্ ভেদে অনুমানের ত্রৈবিধ্য ও উল্লেখ করেছেন।[২] উভয় মতেরই একটা সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করেছেন গঙ্গাধর।

লক্ষ্য করা যেতে পারে যে অনুমানের যথাযথ লক্ষণ না দিয়ে বা আলোচনা না করে নানা উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে স্পষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে চরকসংহিতায়। যেমন—ধূমকে দেখে বহ্নি আছে এই অনুমান করা যায়। ধূম চোখের সামনে বর্তমান থাকলে তা দেখে বহ্নি যে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বর্তমান আছে তা অনুমান করা হয়, এটা হল বর্তমানকালীন অনুমান। অনুরূপভাবে গর্ভের সঞ্চার দেখে অতীতকালীন মৈথুনের অনুমান করা যায় এবং সুপুষ্ট বীজ দেখে তাহলে ভবিষ্যতে কি ধরণের ফল হবে তার অনুমান করা যেতে পারে।[৩]

জল্পকল্পতরুটীকায় গঙ্গাধরও অনুরূপভাবে অনুমানের কোন লক্ষণ দেবার চেষ্টা না করে কেবলমাত্র উদাহরণের সাহায্যে অনুমানগুলিকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। অতীত কার্যের দ্বারা কারণের অনুমান, যেমন ধূমের দ্বারা নিগূঢ় বহ্নির অনুমান করা হয়। কার্যের দ্বারা অতীতকারণানু-

---

১. ত্রিবিধং ত্রিকালং চানুমীয়তে। চ. সূ., ১১.২১

চরকের এই অনুমান কল্পনার প্রতিধ্বনি অক্ষপাদের ন্যায়সূত্রেও শোনা যায়। ন্যায়সূত্রেও অনুমানের লক্ষণ কি তা স্পষ্ট করে না বলে, ন্যায়সূত্রাকার এককথায় "প্রত্যক্ষপূর্বকমনুমানম্"—অনুমানের এই পরিচয় দিতে গিয়েই 'তৎপূর্বকম্' কথাটি ব্যবহার করেছেন। কাজেই চরকে যেটা ছিল সোজা কথায় "প্রত্যক্ষপূর্বং" ন্যায়দর্শনে সেটাই হল "তৎপূর্বক"। ন্যায়সূত্রে অনুমান তিনপ্রকার বলা হয়েছে, যেমন—পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট।

"অথ তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ব্ববচ্ছেষবৎ সামান্যতোদৃষ্টঞ্চ।

ন্যা. সূ., ১.১.৫

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ন্যায়সূত্রে 'ত্রিবিধং' শব্দের তাৎপর্য বুঝিয়ে বলতে গিয়ে সূত্রকারের পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট শব্দের দু প্রকার ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। এতে বোঝা যায় ন্যায়ভাষ্যকারের সময়েও 'ত্রিবিধং' পদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল।

২. ত্রিবিধং কারণং কার্য্যং সামান্যতোদৃষ্টম্। ত্রিকালং ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যচ্চ।

জ. ক., চ. সূ., ১১, পৃ. ৫১৪, প. ২৩-২৪

৩. বহ্নির্নিগূঢ়ো ধূমেন মৈথুনং গর্ভদর্শনাৎ।।
এবং ব্যবস্যন্ত্যতীতং বীজাৎ ফলমনাগতম্।
দৃষ্ট্বা বীজাৎ ফলং জাতমিহৈব সদৃশং বুধাঃ।।

চ. সূ., ১১, ২১-২২

মানের উদাহরণ, যেমন গর্ভকে দেখে অতীতকালীন মৈথুনের অনুমান এবং কারণের দ্বারা ভবিষ্যৎ কার্য্যের অনুমানের উদাহরণ, যেমন বীজ থেকে ভাবী ফসলের উৎপত্তির অনুমান।[১]

চরকসংহিতার আয়ুর্বেদদীপিকাটীকাতেও চক্রপাণিদত্ত অনুমান তিনপ্রকার বলে উদাহরণের মাধ্যমে এই তিনপ্রকারকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি কার্য থেকে কারণানুমানের উদাহরণ দিয়েছেন, যেমন-গর্ভকে দেখে অতীতকালীন মৈথুনের অনুমান করা হয়। কারণ থেকে কার্য্যের অনুমান, যেমন-সহকারি অন্যান্য কারণযুক্ত বীজ থেকে ভবিষ্যৎ কালের অনুমান এবং যেখানে কার্যকারণের সম্বন্ধ নেই সেখানে বর্ত্তমানকালীন সামান্যতো দর্শন থেকে যে অনুমান, যেমন-বর্ত্তমান ধূমকে দেখে বর্ত্তমান বহ্নির যে অনুমান।[২]

---

১. অতীতং কার্য্যেণ কারণমেবং ব্যবস্যন্তি, যথা নিগূঢ়ো বহ্নির্ধূমেনানুমীয়তে। অতীতস্য কারণস্য কার্য্যেণানুমানমুদাহরতিমৈথুনং গর্ভদর্শনাদিত্যাদি। কারণেন ভবিষ্যতঃ কার্য্যাস্যানুমানমুদাহরতি ....বীজাৎ ফলমনাগতমিতি।

জ. ক., চ. সূ., ১১, পৃ. ৫১৫, প. ১৮-১৯

পৃ. ৫১৬ প. ২০-২১, পৃ. ৫১৭, প. ১৪-১৫

২. ত্রিবিধমিত্যনেনানুমানত্রৈবিধ্যং দর্শয়তি, তেন, কার্য্যাৎ কারণানুমানং, যথা—গর্ভদর্শনান্মৈথুনানুমানং, তথা—কারণাৎ কার্যানুমানং, যথা—বীজাৎ সহকারিকারণান্তরযুক্তাৎ ফলানুমানং, তথাঽকার্যকারণভূতানাং চ সামান্যতো দর্শনাদনুমানং, যথা—ধূমাদ্বর্তমানক্ষণসংবন্ধাদগ্ন্যনুমানম্। এতৎ ত্রিবিধমনুমানং গৃহীতং ভবতি।

আ. দী., চ. সূ., ১১, পৃ. ৫১৪, প. ২৭-২৮, পৃ. ৫১৫, প. ২৬-২৭

কেবলমাত্র বীজ থাকলেই ফল যে অবশ্যম্ভাবী ফলবেই এটা তো নিশ্চয় করে বলা চলে না, কেননা সহকারি অন্যান্য কারণগুলিও থাকলে তবেই বীজ অবশ্যম্ভাবী ফলপ্রদান করতে পারে। এজন্য বীজ থেকে এই কথার অর্থ এখানে সহকারি অন্য কারণগুলি সমন্বিত বীজ বুঝতে হবে। চক্রপাণিদত্ত টীকা করতে গিয়ে এই কথারই উল্লেখ করেছেন—

"বীজাদিতি সহকারিকারণান্তরজলকর্ষণাদিযুক্তাদিতি বোদ্ধব্যম্। ....যতঃ নাবশ্যং বীজসদ্ভাবে ফলং ভবতি, তথাঽপি সহকারিকারণান্তরযুক্তং বীজং ফলং ন ব্যভিচরতি ইত্যভিপ্রায়ো বোদ্ধব্যঃ।"

আ. দী., চ. সূ., ১১, পৃ. ৫১৬, প. ২৮-২৯, পৃ. ৫১৭, প. ২৮-২৯

ন্যায়ভাষ্যে বাৎস্যায়ন ত্রিবিধ শব্দের ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, যেখানে কারণ দেখে কার্য্যের অনুমান হয় তাকে পূর্ব্ববৎ বলে। যেমন-মেঘের উন্নতি দেখে বৃষ্টি হবে এইরূপ অনুমান করা হয়। যেখানে কার্য্য দেখে কারণের অনুমান করা হয়, তাকে শেষবৎ অনুমান বলে। যেমন-নদীর পূর্বে অবস্থিত জলের বিপরীত জলের পূর্ণতা এবং স্রোতের প্রখরতা দেখে

কিন্তু এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে গঙ্গাধর ও চক্রপাণিদত্তের টীকায় উদাহরণের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখা যাচ্ছে কেবলমাত্র কার্য থেকে কারণানুমানের ক্ষেত্রে। কিন্তু অপর দুটি উদাহরণকে দুজনে দুভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন চক্রপাণির দৃষ্টিতে ধূম দেখে বহ্নির অনুমান সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের পর্য্যায়ভুক্ত হয়েছে, কিন্তু গঙ্গাধর তাকেই দেখিয়েছেন কার্যের দ্বারা কারণের অনুমান বলে। গঙ্গাধর তাঁর টীকায় বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালের সঙ্গে কার্যকারণভাবের ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু চক্রপাণিদত্ত কালের ব্যাখ্যায় না গিয়ে উদাহরণগুলিকে কার্যকারণ সম্পর্কে সাজিয়ে বিচার করে দেখিয়েছেন। সেই কারণেই মনে হয় উভয়ের উদাহরণের মধ্যে আপাত সামঞ্জস্য প্রতীতি হচ্ছে না।

প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত অনুমান স্বীকারের যৌক্তিকতা দেখাতে গিয়ে চরকসংহিতায় বলা হয়েছে যে, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলের যথাযথ জ্ঞানও অনুমানের সাহায্যেই লাভ করা যায়। —ইন্দ্রিয়গুলির জ্ঞান সেই সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হওয়া সম্ভব নয় বলে ইন্দ্রিয় বিষয়ক জ্ঞানকে অতীন্দ্রিয় বলা হয়েছে।[১]

চরকসংহিতায় অনুমানের উপযোগিতাকে চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রয়োগ দেখাতে গিয়ে বলা হয়েছে, যে আতুর শরীরগত রস ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের বিষয় হলেও এটিকে অনুমানের সাহায্যেই জানা যায়। কারণ রসের পরীক্ষা প্রত্যক্ষের সাহায্যে করা সম্ভব নয়। এটা রোগীকে জিজ্ঞাসা করে তার মুখের কথা থেকেই অনুমান করে নিতে হয়।[২]

বৃষ্টি হয়েছে অনুমান করা যায়। অন্যত্র দৃষ্ট দ্রব্যের অন্যত্র দর্শন সেই দ্রব্যের গতিক্রিয়া প্রযুক্ত, একেই সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান বলে। যেমন—প্রাতঃকালে সূর্যকে একস্থানে দেখে কিছুক্ষণ পরে আবার অন্য জায়গায় দেখা যায়। অতএব অপ্রত্যক্ষ হলেও সূর্যের যে গতি আছে, এটা অনুমানের সাহায্যে বোঝা যায়। এই সব কথাই ন্যায়ভাষ্যে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে—

"পূর্ব্ববদিতি'—যত্র কারণেন কার্য্যমনুমীয়তে, যথা-মেঘোন্নত্যা ভবিষ্যতি বৃষ্টিরিতি। 'শেষবৎ' তৎ যত্র কার্য্যেণ কারণমনুমীয়তে, পূর্ব্বোদকবিপরীতমুদকং পূর্ণত্বং শীঘ্রত্বঞ্চ দৃষ্ট্বা স্রোতসোঽনুমীয়তে ভূতা বৃষ্টিরিতি। "সামান্যতোদৃষ্টং"—ব্রজ্যাপূর্ব্বকমন্যত্র দৃষ্টস্যান্যত্র দর্শনমিতি তথাচাদিত্যস্য তস্মাদস্ত্য প্রত্যক্ষাপ্যাদিত্যস্য ব্রজ্যেতি।"

বা. ভা., ন্যা. সূ., ১.১.৫

১. অনুমানাৎ পরীক্ষেত দর্শনাদীনি তত্ত্বতঃ।
অদ্ধা হি বিতথং জ্ঞানমিন্দ্রিয়াণামতীন্দ্রিয়ম্। চ. ই., ৪.৪

২. রসং তু খল্বাতুরশরীরগতমিন্দ্রিয়বৈষয়িকমপ্যনুমানাদবগচ্ছেৎ, ন হ্যস্য প্রত্যক্ষেণ গ্রহণমুপপদ্যতে। তস্মাদাতুরপরিপ্রশ্নেনৈবাতুরমুখরসং বিদ্যাৎ।।

চ. বি., ৪.৭

যুক্তি—

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্ত বা শাস্ত্রবাক্য ছাড়াও যুক্তিকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলে চরকসংহিতায় মেনে নেওয়া হয়েছে। দেশ, কাল, বয়ঃ, পরিমাণ, পাক, বীর্য ও রস প্রভৃতির পরত্ব ও অপরত্ব অবধারণকে যোজনা বা যুক্তি বলা হয়।[১] চরকসংহিতায় যুক্তির সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, বহুপ্রকার কারণ থেকে বহুপ্রকার ফল লাভ করার জন্য যে বুদ্ধি সমর্থ হয়, সেই বুদ্ধির নাম যুক্তি। যুক্তির সাহায্যে ভূত, ভবিষ্যত্ ও বর্তমান এই তিনকালের আলোচনা করা হয়। সেইজন্য এদের ত্রৈকালিক বলা হয়। তাছাড়া এর সাহায্যে ত্রিবর্গেরও সাধন করা হয়।[২] চরকের টীকাকার চক্রপাণিদত্ত তার টীকায় যুক্তি কাকে বলে তা দেখাতে গিয়ে বলেছেন, যে কল্পনা যৌগিক তাকে যুক্তি বলে এবং যে কল্পনা অযৌগিক তা যুক্তি নয়।[৩]

মাত্রা ও কালকে অবলম্বন করেই যুক্তির প্রবর্তন করা হয় এবং যুক্তির উপর নির্ভর করেই চিকিৎসাক্ষেত্রে চিকিৎসকের সকল সিদ্ধি নির্ভর করে। সেইজন্যে দ্রব্যজ্ঞ ভিষকের অপেক্ষা যুক্তিজ্ঞ ভিষক্‌কে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।[৪]

বৌদ্ধ দার্শনিকগ্রন্থ তত্ত্বসংগ্রহের লেখক শান্তরক্ষিত পূর্বপক্ষে চরকমুনির মত উপস্থাপন করতে গিয়ে যুক্তি প্রমাণকে যে একটি পৃথক্ প্রমাণরূপে একমাত্র চরকমুনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন তা উল্লেখ করেছেন। যুক্তি কাকে বলে তা বোঝাতে গিয়ে সেখানে বলা আছে, "এটা থাকলে, ওটা থাকে, এটা না থাকলে, ওটা থাকে না, অতএব এটা থেকেই ওটার উদ্ভব"—এই বিচারকেই যুক্তি বলা হয়েছে। এই যুক্তিকে অনুমানের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না,

---

১. দেশকালবয়োমানপাকবীর্য্যরসাদিষু।
পরাপরত্বে, যুক্তিশ্চ যোজনা যা তু যুজ্যতে।।
চ. সু., ২৬.৩১

২. বুদ্ধিঃ পশ্যতি যা ভাবান্ বহুকারণযোগজান্
যুক্তিস্ত্রিকালা সা জ্ঞেয়া ত্রিবর্গঃ সাধ্যতে যয়া।।
চ. সু., ১১.২৫

৩. যা কল্পনা যৌগিকী স্যাৎ, সা তু যুক্তিরুচ্যতে,
অযৌগিকী তু কল্পনাপি সতী যুক্তির্নোচ্যতে।
আ. দী., চ. সু., ২৬, পৃ. ৯৩৬, প. ২২-২৩

৪. মাত্রাকালাশ্রয়া যুক্তিঃ সিদ্ধির্যুক্তৌ প্রতিষ্ঠিতা।
তিষ্ঠত্যুপরি যুক্তিজ্ঞো দ্রব্যজ্ঞানবতাং সদা।।
চ. সু., ২.১৬

কেননা এর কোন যথাযথ দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না।[১] হয়ত বা এই কারণের জন্যই একবার যুক্তিকে অনুমানের সহকারীরূপে দেখিয়েও, যুক্তির যে একটা স্বাতন্ত্র্য বা মর্য্যাদা আছে, তার স্বীকৃতি দিতে চরকসংহিতাকার যুক্তিকে একটি স্বতন্ত্র বা পৃথক্ প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করলেন।

তত্ত্বসংগ্রহের টীকাকার কমলশীল তার টীকায় যুক্তি প্রমাণ সম্বন্ধে বলেছেন—"এটা থাকলে, ওটা থাকবে' এই সম্বন্ধ থেকে, ওটা যে এটার কার্য এই প্রতীতি জন্মায়, তাকেই যুক্তি বলে। এর বিকল্প আছে বলে একে প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না এবং দৃষ্টান্তের অভাব আছে বলে একে অনুমানও বলা চলে না।[২] তাই যুক্তি হচ্ছে একটি পৃথক্ প্রমাণ।

চরকসংহিতায় কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে যুক্তির প্রয়োগ দেখান হয়েছে। যেমন-জল, কর্ষণ[৩] বীজ এবং ঋতু এই কয়টির সংযোগ হলে তবেই শস্য উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। এই সম্ভাবনা যুক্তি থেকেই আসে। আর একটি উদাহরণ হল, যেমন-ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পাঁচটি মহাভূত এবং আত্মা-এই ষড়ধাতুর সংযোগ হলেই তবে গর্ভের উৎপত্তি হতে পারে।[৪] অথবা মন্থনের কাঠ, মন্থন ক্রিয়া ও মন্থন কর্তা এই তিনটির সংযোগ হলে তবেই অগ্নির উদ্ভব

---

১. অস্মিন্ সতি ভবত্যেব ন ভবত্যসতীতি চ।
তস্মাদতো ভবত্যেব যুক্তিরেষাঽভিধীয়তে।।
প্রমাণান্তরমেবেয়মিত্যাহ চরকো মুনিঃ।
নানুমানমিয়ং যস্মাদ্ দৃষ্টান্তোঽত্র ন লভ্যতে।।

ত. স. কা., ১৬৯১-৯২

২. তদ্ভাবভাবিত্বেন যৎকার্যতাপ্রতিপত্তিরিয়ং যুক্তিঃ। ইয়ং চ সবিকল্পকত্বান্ন প্রত্যক্ষং, নাপ্যনুমানং দৃষ্টান্তাভাবাৎ।

ক.শী.টী., ত.স.কা., ১৬৯১-৯২

৩. কর্ষণ শব্দের দ্বারা এখানে সংস্কৃত ভূমি বুঝতে হবে।
"কর্ষণশব্দেন কর্ষণসংস্কৃতা ভূমিঃ গৃহ্যতে।"

আ. দী., চ. সূ., ১১, পৃ. ৫১৮, প. ২৬

৪. জলকর্ষণবীজর্তুসংযোগাৎ সস্যসম্ভবঃ।
যুক্তিঃ ষড়্ধাতুসংযোগাদ্ গর্ভানাং সম্ভবস্তথা।।

চ. সূ., ১১.২৩

বিমান স্থানের অষ্টম অধ্যায়ে ষড়ধাতুর সংযোগে যে গর্ভের উৎপত্তি হয়, একে সম্ভবের উদাহরণ হিসাবে ধরা হয়েছে—"অথ সম্ভবঃ যো যতঃ সম্ভবতি স তস্য সম্ভবঃ। যথা ষড়্-ধাতবো গর্ভস্য।"

চ. বি. ৮.৪৯

হয়। অথবা ভিষক, ঔষধ, পরিচারিকা ও রোগী, চিকিৎসার এই পাদচতুষ্টয় যদি গুণসম্পন্ন হয় তবেই ব্যাধির উপশমের সম্ভাবনা থাকে।[১] এইসব উদাহরণগুলিই যুক্তির উপর নির্ভরশীল।

আরো কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে চরকসংহিতায় যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে। ষড়ধাতুর সংযোগ হলে যে গর্ভের উৎপত্তি হয় একথা বলা হয়েছে। এছাড়াও কর্তা ও করণের সংযোগ হলে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, কৃতকর্মের ফল আছে, অকৃতকর্মের ফল নাই, বীজ না থাকলে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না, যেরূপ কর্ম করা হয় সেইরূপই ফল দেখা যায়, অন্য জাতীয় বীজ থেকে তদ্‌ভিন্ন অন্য জাতীয় শস্যই উৎপন্ন হয় না ইত্যাদি।[২]

ঔপম্য—

চরকসংহিতায় এই কয়টি প্রমাণের মধ্যে যুক্তির অঙ্গ হিসাবে 'সম্ভব' এর কথা বলা হয়েছে এবং আপ্তোপদেশের মধ্যে 'ঐতিহ্যকে' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেইজন্য সম্ভব ও ঐতিহ্যকে পৃথক্ প্রমাণ হিসাবে আলোচনা না করে আপ্তোপদেশ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও যুক্তি এই চারটি প্রমাণকে চরকসংহিতাকার বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি উপমান প্রমাণ বা ঔপম্যকে একবার মাত্র বর্ণনা করেছেন। যদিও পরবর্তীকালে টীকাকার গঙ্গাধর উপমান প্রমাণ অনুমান প্রমাণের অন্তর্গত বলে তাঁর টীকায় উল্লেখ করেছেন।

অন্যের সাদৃশ্যদ্বারা অন্য বিষয়ের জ্ঞান লাভকে ঔপম্য বলে। যেমন-দণ্ডের সাদৃশ্য দেখে

বৈশেষিকসূত্রের প্রশস্তপাদভাষ্যে সম্ভবকে অনুমান প্রমাণের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে—

"সম্ভবোঽবিনাভাবিত্বাদনুমানমেব।"

প্র. পা. ভা., পৃ. ২২৫, প. ১০

চরকের টীকাকার গঙ্গাধরও সম্ভব অনুমানের অন্তর্গত এটা তাঁর টীকায় বলেছেন—

"নৈবম্ ঐতিহ্যস্যাপ্তোপদেশেঽর্থাপত্তিসম্ভবাভাবানামনুমানেঽন্তর্ভাবাৎ।"

জ. ক., চ. সূ., ১১, পৃ. ৪৯২, প. ১০-১১

১. মথ্যমন্থনমন্থানসংযোগাদগ্নিসম্ভবঃ।

যুক্তিযুক্তা চতুষ্পাদসম্পদ্ ব্যাধিনিবর্হণী।

চ. সূ., ১১.২৪

২. যুক্তিশ্চৈষা—ষড়্‌ধাতুসমুদয়াদ্ গর্ভজন্ম। কর্ত্তৃকরণসংযোগাৎ ক্রিয়া। কৃতস্য কর্ম্মণঃ ফলং নাকৃতস্য, নাঙ্কুরোৎপত্তির বীজাৎ। কর্ম্মসদৃশং ফলং, নান্যস্মাদ্‌বীজাদন্যস্যোৎপত্তিরিতি যুক্তিঃ।

চ. সূ., ১১.৩২

দণ্ডকের জ্ঞান, ধনুর সাদৃশ্য দেখে ধনুস্তম্ভের জ্ঞান এবং বাণক্ষেপীর সাদৃশ্যবশতঃ চিকিৎসকের জ্ঞান।[১]

উপায়হৃদয়ে উপমান সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, সকল ধর্ম শূন্য, শান্ত, মায়ার মতো, নির্মাণের মতো, সংজ্ঞাসমূহ দন্তহীন অশ্বের মতো, সংস্কারসমূহ কদলীর মতো এবং কামলক্ষণ পিড়কের মতো ও বিষের মতো, একেই উপমান বলে।[২]

ঔপম্যের এই স্বীকৃতি অথচ স্বল্প উদ্ধৃতি দেখে মনে হয়—বোধ হয় উপমান প্রমাণ তখনো সর্বজনসম্মত প্রমাণের স্বীকৃতি লাভ করে ধন্য হয়নি।[৩] তাই তার কার্যকারিতা স্বীকার করলেও চরকসংহিতাকার তাকে প্রমাণ হিসাবে তুলে ধরেন নি।

---

১. ঔপম্যং নাম তদ্ যদন্যেনান্যস্য সাদৃশ্যমধিকৃত্য প্রকাশনং যথা—দণ্ডেন দণ্ডকস্য ধনুষা ধনুঃস্তম্ভস্য, ইষ্বাসিনারোগ্যদস্যেতি।।

চ. বি., ৮.৪২

সুশ্রুতসংহিতার টীকায় উপমান সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, প্রসিদ্ধ বস্তুর সাদৃশ্যহেতু সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বিষয়ের জ্ঞানের সাধনকে উপমান বলে।

"প্রসিদ্ধসাধর্ম্যাৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টস্যার্থস্য সাধনমুপমানম্।"

নি. স., সু. সূ., ১.১৬

ন্যায়সূত্রে উপমানের লক্ষণ দেওয়া হয়েছে, প্রসিদ্ধ পদার্থের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত কোন সাধ্য পদার্থের যথার্থ জ্ঞানকে উপমান প্রমাণ বলে।

"প্রসিদ্ধসাধর্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানম্।"

ন্যা. সূ., ১.১.৬

তর্কভাষাতেও উপমানের কথা বলা হয়েছে, সেখানে অতিদেশ অর্থাৎ অজ্ঞাতনামা পদার্থের পরিচিতি জ্ঞাপক বাক্যার্থে স্মরণ সহযোগে গোসাদৃশ্যবিশিষ্ট পিণ্ডজ্ঞানই উপমান বলা হয়েছে। "অতিদেশবাক্যার্থস্মরণ সহকৃতং গোসাদৃশ্যবিশিষ্ট পিণ্ডজ্ঞানমুপমানম্।"

ত, ভা., পৃ. ৪৭; প. ৩

২. যথা সর্বে ধর্মাঃ শূন্যাঃ শান্তা মায়াবৎ নির্মাণবৎ, সংজ্ঞাঃ দন্তাশ্ববৎ, সংস্কারাঃ কদলীবৎ, কামলক্ষণং পিড়কবৎ বিষবৎ। এতদুপমানমুচ্যতে।

উ. হৃ, প্র. প্র., পৃ. ১৪

৩. "উপমানন্তু ক্বচিৎ কর্মণি সোপযোগম্।"

ন্যা. ম., পৃ. ১৬ ; প. ৫

পঞ্চমহাভূত

পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি—

পঞ্চমহাভূতের সংমিশ্রণে জগৎ প্রপঞ্চের সৃষ্টি হয়েছে এই মতবাদ অধিকাংশেরই অনুমোদিত। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি থেকে মনে হয় যে হয়ত বা কোন ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে এই পঞ্চমহাভূত তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছিল। কেননা পঞ্চমহাভূতের দ্বারা জগৎ প্রপঞ্চের সৃষ্টি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মতভেদ দেখা যায়। কারো মতে একটি মাত্র ভূত থেকে জগৎ সংসারের সবকিছুর সৃষ্টি হয়েছে। আবার কারো মতে চারটি মাত্র ভূত থেকে সবকিছুর সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। আবার কারো মতে পঞ্চমহাভূত থেকেই জগতের সবকিছুর উৎপত্তি। এদের ধারাবাহিকভাবে বিচার করলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় নিম্নরূপ ঃ—

সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে একটিমাত্র ভূত থেকেই শরীরের উৎপত্তি হয়েছে এই মতের উল্লেখ দেখা যায়।[১] সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে এটা আরো পরিষ্কারভাবে বোঝানো হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্থূল শরীর হচ্ছে "একভৌতিক" অর্থাৎ একটিমাত্র ভূতের দ্বারা গঠিত। কেবলমাত্র পৃথিবী দ্বারাই স্থূলশরীরের উৎপত্তি হয়েছে। আর অন্য ভূতসকল হল উপষ্টম্ভকমাত্র অর্থাৎ পৃথিবীর পরিণামের হেতু। 'একভৌতিক' শব্দটিকে আর একভাবেও ব্যাখ্যা করা চলে। যেমন একভৌতিক শব্দের অর্থ হল-এক এক ভূতের দ্বারা এক একটি স্থূল দেহ উৎপন্ন হয়েছে। ফলে পৃথক্ পৃথক্ ভূতের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ শরীরের সৃষ্টি হয়েছে। অন্যান্য ভূতসকলের উপস্থিতি সেখানে থাকলেও সেখানে তারা সহকারীমাত্র। যেমন মনুষ্য প্রভৃতির শরীরে পার্থিব অংশের আধিক্য দেখা যায়। সেইকারণে একে মূলতঃ পার্থিব শরীর বলা হয়ে থাকে। আর সূর্য প্রভৃতিতে তেজ পদার্থের আধিক্যবশতঃ তাকে তৈজস বলা হয়ে থাকে। সুবর্ণ প্রভৃতির শরীরে পৃথিব্যাদির অংশ থাকলেও তাতে তেজঃ পদার্থ অধিক থাকায় তাকেও তৈজস পদার্থ বলা হয়ে থাকে। এইরূপ অন্যান্য শরীরেও কোনটি এক ভূতের অংশ অধিক থাকে। সেই কারণে সেই সেই শরীরকে সেই সেই ভূতের পরিণাম বলা হয়।[২]

সুশ্রুতসংহিতাতে উল্লেখ করা হয়েছে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ থেকে মহাভূতের

---

১. একভৌতিকমিত্যপরে।

সা. প্র. সূ., ৩.১৯

২. পার্থিবমেব শরীরমন্যানি চ ভূতান্যুপষ্টম্ভকমাত্রানীতি ভাবঃ। অথবৈকভৌতিকমেকৈক-ভৌতিকমিত্যর্থঃ। মনুষ্যাদি শরীরে পার্থিবাংশাধিক্যেন পার্থিবতা সূর্য্যাদিলোকেষু চ তেজ আদ্যাধিক্যেন তৈজসাদিত্যশরীরাণাং সুবর্ণাদীনামিবেতীমমেব পক্ষং পঞ্চমাধ্যায়েঽপি সিদ্ধান্তয়িষ্যতি।।

সা. প্র. ভা., সা. প্র. সূ., ৩.১৯

সৃষ্টি হয়। আকাশ সত্ত্ব প্রধান, বায়ু রজঃ প্রধান, অগ্নি সত্ত্ব ও রজঃ প্রধান, জল সত্ত্ব ও তমঃ প্রধান এবং পৃথিবী তমঃ প্রধান।[১]

বেদান্তসারগ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এই আকাশ প্রভৃতিতে অধিক জড়তা দেখা যায় বলে তমঃ গুণের প্রাধান্য থাকে। তখন অর্থাৎ সৃষ্টিকালে অজ্ঞানরূপ কারণের গুণ অনুসারে সেই আকাশ প্রভৃতিতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ উৎপন্ন হয়। এইগুলিকে সূক্ষ্মভূত, তন্মাত্র ও অপঞ্চীকৃত ভূত বলা হয়।[২]

চীনদেশের চিকিৎসাশাস্ত্রেও পাঁচটি ভূতের পরিগণনা করা হয়েছে। তারা হল পৃথিবী, জল, তেজ, কাঠ ও ধাতু। এই পাঁচটির মধ্যে ক্ষিতি, অপ্ ও তেজ ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সমপর্য্যায়ভুক্ত। কিন্তু বায়ু ও আকাশের স্থলে চীনদেশে কাঠ ও ধাতু এই দুটিকে ধরা হয়েছে। যেহেতু পৃথিবী, জল ও তেজ এই তিনটি মহাভূত উভয় পরিগণনায় দেখতে পাওয়া যায়। এই সাদৃশ্য দেখে ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে যে ভূত পরিগণনায় হয়ত গোড়ার দিকের কাঠামোতে তিনটি ভূতই সর্বত্র ছিল।[৩] পরে যখন তা বেড়ে পাঁচটিতে দাঁড়ায় তখন চীনদেশে তাদের ধ্যানধারণায় বায়ু ও আকাশের জায়গায় কাঠ ও ধাতু স্থান করে নিয়েছে।

সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে ভূতচতুষ্টয় থেকে স্থূল শরীরের সৃষ্টি হয় বলা হয়েছে।[৪] ভাষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, কারো কারো মতে ভূতচতুষ্টয়ের পরিণামই হচ্ছে স্থূলশরীর। যাঁরা এইরূপ পঞ্চভৌতিক দেহকে স্বীকার করেন তাঁদের মতে আকাশের আরম্ভকত্ব নেই অর্থাৎ ভূতচতুষ্টয়বাদীদের মতে, আকাশ কোন পদার্থের উপাদান হয় না। সুতরাং ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু এই চারটি ভূতদ্বারাই স্থূলশরীরের উৎপত্তি হয়ে থাকে।[৫]

---

১. তত্র সত্ত্ববহুলমাকাশং রজোবহুলো বায়ুঃ সত্ত্বরজোবহুলোঽগ্নিঃ, সত্ত্বতমোবহুলা আপঃ, তমোবহুলা পৃথিবীতি। সু. শা., ১.২০

২. তেষু জাড্যাধিক্যদর্শনাৎ তমঃ প্রাধান্যং তৎকারণস্য। তদানীং সত্ত্বরজস্তমাংসি কারণগুণ-ক্রমেণ তেষু আকাশাদিষু উৎপদ্যন্তে। ইমানি এব সূক্ষ্ম ভূতানি তন্মাত্রাণি অপঞ্চীকৃতানি চ উচ্যন্তে।

বে. সা., ৫৫

৩. C.f.—Traditional Chinese Medicine and Pharmacology, Fu Weiking, Foreign Language Press, Beijing, 1985, P–15, En. 3

৪. চাতুর্ভৌতিকমিত্যেক।

সা. প্র. সূ., ৩.১৮

৫. আকাশস্যানারম্ভকত্বমভিপ্রেত্যেদম্।

সা. প্র. ভা., সা. প্র. সূ., ৩.১৮

চার্বাকদর্শনে এই চারটি ভূতকে স্বীকার করা হয়েছে। পৃথিবী, বারি, অনল ও অনিল এই চারটি ভূত থেকে চৈতন্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে একথা বলা হয়েছে।[১]

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের এক জায়গায় শঙ্করভাষ্যে পঞ্চভূতাত্মক শরীরের কথা বলেও অগ্নি, বায়ু, অপ্ ও পৃথিবী এই চারটি ভূতের নিমিত্ত চারধরণের প্রবৃত্তি যে শরীরের হয়ে থাকে তা বলা হয়েছে।[২]

উপায়হৃদয়গ্রন্থেও এই চারপ্রকার মহাভূতের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা যায় যে বৌদ্ধগ্রন্থেও চারপ্রকার মহাভূত স্বীকার করা হয়েছে।[৩]

বৈশেষিকদর্শনের প্রশস্তপাদভাষ্যেও এই চার প্রকার মহাভূতের কথা বলা হয়েছে।[৪]

চরকসংহিতাতেও এই চার প্রকার ভূতের উল্লেখ আমরা দেখতে পাই।[৫]

এছাড়া প্রাচীন গ্রীসদেশের চিকিৎসাশাস্ত্রের ধ্যানধারণাতেও চারটি মহাভূতের কল্পনা রয়ে

---

১. অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্য্যনলানিলাঃ।
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে।

চার্বাকদর্শন, সর্বদর্শনসংগ্রহঃ, পৃ. ৩, প. ১৯-২০

২. এবমন্যত্র উক্তং চ—
জ্যোতিষ্মতী স্পর্শবতী তথা রসবতী পরা।
গন্ধবত্যপরা প্রোক্তা চতস্রস্তু প্রবৃত্তয়ঃ।।

শঙ্করভাষ্য, শ্বেতা. উ., ২.১২-১৩

৩. চত্বারি মহাভূতানি প্রজ্ঞপ্তিরেব, ...চত্বারি মহাভূতানি তত্ত্বতঃ সন্তি।

উ. হৃ., ২য়. প্র., পৃ. ১৮, প. ৩-৫

৪. পৃথিব্যুদকজ্বলনপবনানামপি মহাভূতানাম্।

প্র.পা.ভা., পৃ. ৪৮, প. ১৫

৫. বায্বগ্নিভূম্যব্‌গুণপাদবত্তৎ.....................। চ.শা., ২.৪
গর্ভস্য চত্বারি চতুর্ব্বিধানি ভূতানি.............। চ.শা., ২.২৬
ভূতৈশ্চতুর্ভিঃ সহিতঃ স সূক্ষ্মৈর্মনোজবো................। চ.শা., ২.৩১
ভূতানি চত্বারি তু কর্ম্মজানি......................।

চ.শা., ২.৩৫

গেছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এই চারটি মহাভূতের তত্ত্ব হয়ত ভারতবর্ষ থেকে গ্রীক মানসকে প্রভাবিত করেছিল।[১]

সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে পঞ্চমহাভূত থেকে দেহের উৎপত্তি হয় একথাও বলা হয়েছে।[২] ভাষ্যে বলা হয়েছে যে, পঞ্চভূতের মিলিত যে পরিণাম তাই হচ্ছে দেহ অর্থাৎ স্থূলশরীর।[৩]

চরকসংহিতাতেও আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পাঁচটিকেই পঞ্চমহাভূত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪] আয়ুর্বেদশাস্ত্রের প্রয়োজনীয় সকল পদার্থই যে পাঞ্চভৌতিক এটাও চরকসংহিতায় বলা হয়েছে।[৫]

সুশ্রুতসংহিতায় বলা হয়েছে যে, পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ মিলিত হলে দ্রব্যের উৎপত্তি হয় এবং ভূতের তারতম্য অনুসারে গুণের উৎকর্ষ সাধিত হয়। যেমন—এটা পার্থিব, এটা জলীয়, এটা তৈজস, এটা বায়বীয় এবং এটা আকাশীয়।[৬]

---

১. "Bezümglich der Inder.......5 (Beücksi Chtigung Von Jahreszeit Ort and Körperbes Chaffenheit; Lehre Von den 4 Temparamenten)."

Handbuch der Geschiete der Medizin, Vol. I, Jena, 1902, P. 160

উপরোক্ত জার্মান ভাষায় লিখিত অংশটির অনুবাদ করে দিয়েছেন আমার অধ্যাপক ডক্টর ব্রহ্মানন্দ গুপ্ত।

২. পাঞ্চভৌতিকো দেহঃ। সা. প্র. সূ., ৩.১৭

৩. পঞ্চানাং ভূতানাং মিলিতানাং পরিণামো দেহ ইত্যর্থঃ।

সা. প্র. ভা., সা. প্র. সূ., ৩.১৭

৪. মহাভূতানি খং বায়ুরগ্নিরাপঃ ক্ষিতিস্তথা। চ. শা., ১.২৭

ন্যায়সূত্রে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটি দ্রব্যকে ভূতবর্গ বলা হয়েছে।

"পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরাকাশমিতি ভূতানি।"

ন্যা. সূ., ১.১.১৩

৫. সর্ব্বং দ্রব্যং পাঞ্চভৌতিকমস্মিন্নর্থে। চ. সূ., ২৬.১০

৬. তত্র পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশানাং সমুদায়াদ্ দ্রব্যাভিনিবৃত্তিঃ, উৎকর্ষস্ত্বভিব্যঞ্জকো ভবতি ইদং পার্থিবমিদমাপ্যমিদং তৈজসমিদং বায়ব্যমিদমাকাশীয়মিতি।

সু. সূ., ৪১.৩

পঞ্চভূতাত্মকদেহে আহারও যে পাঞ্চভৌতিক একথাও সুশ্রুতসংহিতায় বলা হয়েছে।

"পঞ্চভূতাত্মকে দেহে হ্যাহারঃ পাঞ্চভৌতিকঃ।"

সু. সূ., ৪৬.৫২৬

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে পঞ্চভূতাত্মক শরীরের উল্লেখ করা হয়েছে-সেখানে বলা হয়েছে-পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ অভিব্যক্ত হলে অর্থাৎ পঞ্চভূতের পঞ্চগুণাত্মক রোগের গুণসমূহ প্রাপ্ত হলে, সেই যোগাগ্নিময় শরীরের আর রোগ, জরা ও মৃত্যু হয় না।[১]

সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে মহত্ত্বাদিক্রমে যে পঞ্চমহাভূতের সৃষ্টি হয় তার উল্লেখ করা হয়েছে।[২] সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে একথা বলা আছে যে "এই আত্মা থেকে আকাশ সম্ভূত হয়েছে" ইত্যাদি শ্রুতিতে যদিও প্রথম পঞ্চভূতের সৃষ্টির কথা উক্ত হয়েছে, তা সত্ত্বেও কিন্তু মহত্ত্বাদিক্রমেই পঞ্চভূতের সৃষ্টি একথা স্বীকার করতে হবে। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে প্রথমে মহত্ত্ব প্রভৃতির সৃষ্টি হয়ে, পরে পঞ্চভূতের সৃষ্টি হয়েছে।[৩]

বেদান্তসারেও পঞ্চভূতের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে তমঃ প্রধান বিক্ষেপশক্তিবিশিষ্ট যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য থেকে আকাশ, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে তেজ, তেজ থেকে জল এবং জল থেকে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়েছে। কেননা একথা শ্রুতিতে বলা আছে যে-সেই অথবা এই আত্মা থেকে আকাশের উৎপত্তি ইত্যাদি।[৪]

তৈত্তিরীয়োপনিষদেও বলা হয়েছে, আত্মা থেকে আকাশ, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল এবং জল থেকে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়েছে।[৫]

---

১. পৃথ্ব্যপ্‌তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে।
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্।।

শ্বেতা. উ., ২.১২

২. মহদাদিক্রমেণ পঞ্চভূতানাম্।

সা. প্র. সূ., ২.১০

৩. সৃষ্টিরিতি পূর্বসূত্রাদনুবর্ত্ততে। যদ্যপ্যেত্যস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত ইত্যাদিশ্রুতাবাদাবেব পঞ্চভূতানাং সৃষ্টিঃ শ্রূয়তে তথাপি মহদাদিক্রমেনৈব পঞ্চভূতানাং সৃষ্টিঃ শ্রূয়তে তথাপি মহাদাদিক্রমেনৈব পঞ্চভূতানাং সৃষ্টিরিষ্টৈত্যর্থঃ।

সা. প্র. ভা., সা.প্র.সূ., ২.১০

৪. তমঃ প্রধানবিক্ষেপশক্তিমদজ্ঞানোপহিতচৈত্যাৎ আকাশঃ, আকাশাৎ বায়ুঃ, বায়োঃ অগ্নিঃ, অগ্নেঃ আপঃ, অদ্‌ভ্যঃ পৃথিবী চ উৎপদ্যতে, তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূত ইত্যাদিশ্রুতেঃ। বে. সা., ৫৪

৫. এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্‌ভ্যঃ পৃথিবী।

তৈত্তি. উ. ২.১.৩

ভূতবর্গের ধারাবাহিক এই আলোচনার শেষে অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে বিশ্লেষণমূলক এক সমীক্ষা করলে হয়ত এ ধারণা একান্ত অসমীচীন বলে মনে হবে না যে এই পাঁচটি ভূতের ক্রমবিকাশ এক ঝলকে না হয়ে ক্রমানুসারে এক ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে কালক্রমে সুস্পষ্টরূপ পরিগ্রহ করেছে। গোড়ারদিকে হয়ত বা প্রথম চারটি ভূতের অস্তিত্ব মানব মনকে নাড়া দিয়েছিল পরবর্ত্তীকালে পঞ্চমভূত আকাশও ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও বায়ুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্থানরূপে দিক্ (Space) রূপে শূন্যস্থান পূরণ করে নিয়েছে।

পঞ্চমহাভূতের গুণ—

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পাঁচটি মহাভূতের গুণ যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এই পাঁচটি মহাভূতের মধ্যে, চরকসংহিতায় প্রথম যে মহাভূতটির নামের উল্লেখ পাই, তা হচ্ছে আকাশ। এর একটিমাত্র গুণ অর্থাৎ আকাশের কেবলমাত্র গুণ হচ্ছে শব্দ ; শব্দ ও স্পর্শ এই দুটি গুণ হচ্ছে বায়ুর ; শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিনটি গুণযুক্ত হচ্ছে অগ্নির, শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারটি গুণবিশিষ্ট হল জল এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি গুণবিশিষ্ট হচ্ছে ক্ষিতি অর্থাৎ পৃথিবী।[১]

---

১. শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ তদ্‌গুণাঃ।।
তেষামেকগুণঃ পূর্ব্বো গুণবৃদ্ধিঃ পরে পরে।
পূর্ব্বঃ পূর্ব্বগুণশ্চৈব ক্রমশো গুণিষু স্মৃতঃ।।

চ. শা., ১. ২৭-২৮

সুশ্রুতসংহিতাতেও ঠিক একই কথার প্রতিধ্বনি দেখতে পাওয়া যায়। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং ভূমি এই পঞ্চভূতের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। যেমন—আকাশের কেবল শব্দ গুণ ; বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ; অগ্নির শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস ; এবং পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এছাড়া আরো বলা হয়েছে যে রস থেকে জল উৎপন্ন হয়। এই সকল ভূতের মধ্যে একটা পরস্পর সম্বন্ধ দেখা যায়। একে অপরের সঙ্গে মিলতে থাকে, উপকার করে এবং অপরের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং এদের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ গ্রহণ করা হয়।

"আকাশপবনদহনতোয়ভূমিষু যথাসঙ্খ্যমেকোত্তর পরিবৃদ্ধাঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ তস্মাদাপ্যো রসঃ। পরস্পরসংসর্গাৎ পরস্পরানুগ্রহাৎ পরস্পরানুপ্রবেশাচ্চ সর্ব্বেষু সর্ব্বেষাং সান্নিধ্যমস্তি, উৎকর্ষাপকর্ষাত্তু গ্রহণম্।

সু. সূ., ৪২.৩

বেদান্তসারেও এই একই কথা বলা হয়েছে, পঞ্চীকরণের পর আকাশে শব্দ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ ; তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ ; জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস ; এবং পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ অভিব্যক্ত হয়।

পঞ্চমহাভূতের ধর্ম—

পৃথিবী, জল, বায়ু, তেজ ও আকাশের ধর্ম হচ্ছে যথাক্রমে—খরত্ব, দ্রবত্ব, চঞ্চলত্ব, উষ্ণত্ব ও অপ্রতিঘাতত্ব। এই সকল লক্ষণ অর্থাৎ চিহ্নগুলিই স্পর্শনেন্দ্রিয়ের গোচর। স্পর্শ থাকা ও স্পর্শ না থাকা এই উভয়ই স্পর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বোঝা যায়।[১] আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় চক্রপাণিদত্ত অপ্রতিঘাত বলতে বুঝিয়েছেন অপ্রতিহনন, যাকে স্পর্শ করা যায় না। স্পর্শবান যা, তা হলো গতিরবিঘাতক, তা আকাশ নয়, আকাশ হলো অস্পর্শবৎ।[২]

"আকাশে শব্দঃ অভিব্যজ্যতে, বায়ৌ শব্দস্পর্শৌ, অগ্নৌ শব্দস্পর্শরূপাণি, জলে শব্দস্পর্শরূপরসাঃ, পৃথিব্যাং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাশ্চ।" বে. সা., ৮৬

সাংখ্যকারিকায় পঞ্চতন্মাত্রকে অবিশেষ বলা হয়েছে। এই সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্র থেকেই পঞ্চস্থূলভূতের উৎপত্তি হয়। এই স্থূলভূতকেই বিশেষ বলে। কেননা এরা সুখ, দুঃখ এবং মোহাস্বরূপ।

"তন্মাত্রাণ্যবিশেষাস্তেভ্যো ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ।
এতে স্মৃতা বিশেষা শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ।।" সা. কা., ৩৮

তন্মাত্র শব্দের দ্বারা ভূতগুলির সূক্ষ্ম অবস্থাকে বোঝায়, এদের শান্তত্বাদি নাই। উপভোগের যোগ্য নয় বলে এদের অবিশেষ বলে। এটাই 'মাত্র' শব্দের অর্থ রূপে ধরা হয়েছে। অবিশেষ সকলের কথা বলে নিয়ে বিশেষ সকলকে বলবার উদ্দেশ্যে এদের উৎপত্তি সম্পর্কে বলেছেন। এই পঞ্চতন্মাত্রের মধ্যে এক, দুই, তিন, চার ও পাঁচটি তন্মাত্র থেকে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীর উৎপত্তি হয় অর্থাৎ এক শব্দতন্মাত্র থেকে আকাশ ; শব্দ ও স্পর্শ এই দুই তন্মাত্র থেকে বায়ু ; শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিন তন্মাত্র থেকে তেজ ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চার প্রকার তন্মাত্র থেকে জল এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি তন্মাত্র থেকে পৃথিবী জন্মায়।

"শব্দাদি তন্মাত্রাণি সূক্ষ্মাণি ন চৈষাং শান্তত্বাদিরস্তি, উপভোগাযোগ্যাঽবিশেষ ইতি মাত্রশব্দার্থঃ। অবিশেষানুক্ত্বা বিশেষান্ বক্তুমুৎপত্তিমেষামাহ, তেভ্যস্তন্মাত্রেভ্যো যথা সংখ্যমেক—দ্বি-ত্রি-চতুষ্পঞ্চভ্যোভূতানি আকাশানিলানলসলিলাবনিরূপাণি পঞ্চ পঞ্চভ্যস্তন্মাত্রেভ্যঃ।"

সা. ত. কৌ., সা. কা., ৩৮

১. খরদ্রবচলোষ্ণত্বং ভূজলানিলতেজসাম্।
আকাশস্যাপ্রতীঘাতো দৃষ্টং লিঙ্গং যথাক্রমম্।।
লক্ষণং সর্ব্বমেবৈতৎ স্পর্শনেন্দ্রিয়গোচরম্।
স্পর্শনেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়ঃ স্পর্শো হি সবিপর্যয়ঃ। চ. শা., ১. ২৯-৩০

২. অপ্রতিঘাতোঽপ্রতিহননং অস্পর্শত্বমিতি যাবৎ, স্পর্শবদ্ধিগতিবিঘাতং ভবতি, নাকাশঃ, অস্পর্শবত্ত্বাৎ। আ. দী., চ. শা., ১, পৃ. ১৭৮৫, প. ২৫-২৬

ইন্দ্রিয়ের পাঞ্চভৌতিকতা—

ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানগুলি চক্ষুর দ্বারা দৃশ্য হলেও তার মধ্যে রয়েছে যে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলি তারা হল অনুমানগম্য। পঞ্চমহাভূতের বিকারের ফলেই ইন্দ্রিয়সমূহের উদ্ভব হয়ে থাকে। তেজ থেকে চক্ষুরিন্দ্রিয়, আকাশ থেকে শ্রবণেন্দ্রিয়, পৃথিবী থেকে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, জল থেকে রসনেন্দ্রিয় এবং বায়ু থেকে স্পর্শনেন্দ্রিয়ের গঠন হয়ে থাকে বলে এদের বিশেষ ও প্রধান কারণরূপে ধরা হয়। যে মহাভূতের দ্বারা যে ইন্দ্রিয় নির্মিত তাই সেই ইন্দ্রিয়ের স্বভাব এবং তদ্‌বিষয়ে তার প্রাধান্য আছে বলেই, সেই ভূতাত্মক ইন্দ্রিয়ের বিষয়কেই অনুধাবন করে থাকে।[১]

শরীরের কোন কোন অংশ বা বিষয় কোন মহাভূত থেকে জাত—

পাঞ্চভৌতিক শরীরের প্রবৃত্তি ও গুণগুলি কোন কোন মহাভূতের অবদানে কিভাবে গড়ে উঠেছে তা দেখাতে গিয়ে চরকসংহিতায় বলা হয়েছে যে, মাতৃ, পিতৃ নির্ভর হলেও এরা যে পঞ্চমহাভূতের বিকার তা চরকসংহিতায় সুস্পষ্ট।[২] শারীর পদার্থগুলির মধ্যে যে সকল পদার্থ

---

১. তত্রানুমানগম্যানাং পঞ্চমহাভূতবিকারসমুদায়াত্মকানামপি সতামিন্দ্রিয়াণাং তেজশ্চক্ষুষি খং শ্রোত্রে ঘ্রাণে ক্ষিতিরাপো রসনে স্পর্শনেঽনিলো বিশেষেণোপপদ্যতে। তত্র যদ্ যদাত্মকমিন্দ্রিয়ং বিশেষাত্তত্তদাত্মকমেবার্থমনুগৃহ্ণাতি। তৎস্বভাবাদ্বিভুত্বাচ্চ।

চ. সূ., ৮.১৪

সুশ্রুতসংহিতাতেও এটা বলা হয়েছে, শরীরে শব্দশব্দেন্দ্রিয়, শরীরের ছিদ্রসমূহ অর্থাৎ শিরাস্নায়ু প্রভৃতি প্রত্যেকটিকে আলাদা করা এবং শূন্যতা আকাশ মহাভূতের অবদান। স্পর্শ স্পর্শেন্দ্রিয় শরীরে সকলপ্রকার চেষ্টা (নমন, উন্নমন ইত্যাদি) সম্পূর্ণ শরীরের স্পন্দন এবং লঘুতা বায়ুর অবদান। রূপ, রূপেন্দ্রিয় দেহের বর্ণ, সন্তাপ, ভ্রাজিষ্ণুতা, পাচনক্রিয়া, অমর্ষ, তীক্ষ্ণতা এবং শৌর্য অগ্নির অবদান। রস রসণেন্দ্রিয়, দ্রবত্ব, গুরুত্ব, শীতলতা, স্নেহ এবং রেতঃ শরীরে জলের অবদান। গন্ধ গন্ধেন্দ্রিয়, সমস্ত মূর্ত্তদ্রব্যসমূহ এবং গুরুত্ব হচ্ছে পৃথিবীর অবদান।

"আন্তরিক্ষাঃ-শব্দঃ শব্দেন্দ্রিয়ং সর্বচ্ছিদ্রসমূহো বিবিক্ততা চ ; বায়ব্যাস্তু স্পর্শঃ স্পর্শেন্দ্রিয়ং সর্বচেষ্টাসমূহঃ সর্বশরীরস্পন্দনং লঘুতা চ ; তৈজসাস্তু-রূপং রূপেন্দ্রিয়ং বর্ণঃ সন্তাপো ভ্রাজিষ্ণুতা পক্তিরমর্ষস্তৈক্ষ্ণ্যং শৌর্যং চ ; আপ্যাস্তু-রসো রসনেন্দ্রিয়ং সর্বদ্রবসমূহো গুরুতা শৈত্যং স্নেহো রেতশ্চ ; পার্থিবাস্তু-গন্ধো গন্ধেন্দ্রিয়ং সর্বমূর্তসমূহো গুরুতা চেতি।।

সু. শা., ১.১৯

২. মাতৃজাদয়োঽপ্যস্য মহাভূতবিকারাঃ এব। তত্রাস্যাকাশাত্মকঃ শব্দঃ শ্রোত্রং লাঘবং সৌক্ষ্ম্যং বিবেকশ্চ। বায্বাত্মকং স্পর্শঃ স্পর্শনং রৌক্ষ্যং প্রেরণং ধাতুব্যূহনং চেষ্টাশ্চ শারীর্য্যঃ। অগ্ন্যাত্মকং রূপং দর্শনং প্রকাশঃ পক্তিরৌষ্ণ্যঞ্চ। অবাত্মকং রসো রসনং শৈত্যং মার্দ্দবং স্নেহঃ ক্লেদশ্চ। পৃথিব্যাত্মকং গন্ধো ঘ্রাণং গৌরবং স্থৈর্য্যং মূর্ত্তিশ্চ।

চ. শা., ৪.১২

বিশেষরূপে স্থূল, স্থির, মূর্ত্তিমান, গুরু, খর ও কঠিন তারা পৃথিবী মহাভূতের অবদানে গঠিত বলে তাদের বলা হয় পার্থিব। এর উদাহরণরূপে বলা যেতে পারে, যেমন-নখ, অস্থি, দন্ত, মাংস, চর্ম, পুরীষ, কেশ, শ্মশ্রু, লোম ও কণ্ডরা প্রভৃতি। এছাড়া শরীরের গন্ধ এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ও পার্থিব পদার্থ। অপরপক্ষে যে সকল পদার্থ দ্রব, সর, মন্দ, স্নিগ্ধ, মৃদু ও পিচ্ছিল সেইগুলি অপ বা জলের অবদানে গঠিত। যেমন-রস, রক্ত, বসা, কফ, পিত্ত, মূত্র ও স্বেদ প্রভৃতি। এছাড়া রস ও রসনেন্দ্রিয়ও জলীয় পদার্থ। শরীরে অগ্নি মহাভূতের অবদানে গঠিত আগ্নেয় পদার্থ বলতে পিত্ত শরীরের তাপ ও প্রভা এবং রূপ ও দর্শনেন্দ্রিয় গ্রহণ হয়েছে। নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস, উন্মেষ-নিমেষ, আকুঞ্চন-প্রসারণ, গমন-প্রেরণ ও ধারণ প্রভৃতি শরীরে বায়ুর অবদান। স্পর্শ ও স্পর্শনেন্দ্রিয়কেও বায়বীয় বলা হয়। অন্তরীক্ষ বা আকাশ মহাভূতের অবদানে গঠিত হল শরীরের ছিদ্র সকল এবং মহৎ ও ক্ষুদ্র স্রোতঃ সমূহ। এছাড়া শব্দ ও শ্রবণেন্দ্রিয়ও অন্তরীক্ষ

পাঞ্চভৌতিক আহারের পরিণামে পাঞ্চভৌতিক শরীরের উৎপত্তি ও পোষণ—

শুধু শরীরের গঠন প্রভৃতিতে যে পঞ্চমহাভূতের অবদান চরকসংহিতাসম্মত তাই নয়, দৈনন্দিন আহার প্রভৃতিও পাঁচ প্রকার। ভৌম, আপ্য, আগ্নেয়, বায়ব্য, ও নাভস এই পাঁচ প্রকার উষ্মা পঞ্চপ্রকার নিজ নিজ আহার গুণকে পরিপাক করে একথাও বলা হয়েছে। অর্থাৎ আহারের ভৌম অংশকে ভৌমউষ্মা, আপ্য অংশকে আপ্যউষ্মা ইত্যাদি পরিপাক করে। এই সকল পাঞ্চভৌতিক আহারের ভৌম প্রভৃতি সকল অংশ পরিপাক হয়ে শরীরের নিজ নিজ অংশকে পোষণ করে অর্থাৎ আহারের পার্থিব অংশ শরীরের পার্থিব অংশকে এবং আহারের আপ্য অংশ শরীরের আপ্য অংশকে পোষণ করে।[২]

---

১. তত্র যদ্বিশেষতঃ স্থূলং স্থিরং মূর্ত্তিমদ্‌গুরুখরকঠিনমঙ্গং নখাস্থিদন্তমাংসচর্ম্মবর্চ্চঃকেশশ্মশ্রু-লোমকণ্ডরাদি তৎ পার্থিবং গন্ধো ঘ্রাণঞ্চ। যদ্ দ্রবসরমন্দস্নিগ্ধমৃদুপিচ্ছিলং রসরুধিরবসাক-ফপিত্তমূত্রস্বেদাদি তদাপ্যং রসো রসনঞ্চ। যৎ পিত্তমুষ্মা চ যো যা চ ভাঃ শরীরে তৎ সর্ব্বমাগ্নেয়ং রূপং দর্শনঞ্চ। যদুচ্ছ্বাসপ্রশ্বাসোন্মেষনিমেষাকুঞ্চন-প্রসারণ-গমন-প্রেরণ-ধারণাদি তদ্বায়বীয়ং স্পর্শঃ স্পর্শনঞ্চ। যদ্বিবিক্তং যদুচ্যতে মহান্তি চানুনি স্রোতাংসি তদান্তরীক্ষং শব্দঃ শ্রোত্রং চ।

চ. শা., ৭.১৬

২. ভৌমাপ্যাগ্নেয়বায়ব্যাঃ পঞ্চোষ্মাণঃ সনাভসাঃ।
পঞ্চাহারগুণান্স্বান্স্বান্‌পার্থিবাদীন্ পচন্তি হি।।
যথাস্বং স্বং চ পুষ্ণন্তি দেহে দ্রব্যগুণাঃ পৃথক্।
পার্থিবাঃ পার্থিবানেব শেষাঃ শেষাংশ্চ কৃৎস্নশঃ।।

চ. চি., ১৫. ১৩-১৪

শুধু উৎপত্তি ও গঠন প্রভৃতিতে নয় শরীরের বর্ণ রূপ ইত্যাদি নিরূপণেও পঞ্চমহাভূতের অবদান চরকসংহিতায় স্বীকার করা হয়েছে। শরীরের বর্ণ ও রূপ দেখে শরীরের অক্ষমতা প্রভৃতি নির্ণয় করা হয়ে থাকে। আকাশ প্রভৃতি পঞ্চমহাভূতের ভেদ অনুসারে দেহের ছায়া নানা প্রকার ও বর্ণ বিশিষ্ট হতে দেখা যায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে নাভসী ছায়া নির্মল, নীলবর্ণ, স্নিগ্ধ ও প্রভাবিশিষ্ট। বায়বীছায়া রুক্ষ, শ্যাব বা অরুণবর্ণ ও প্রভাহীন হয়। আগ্নেয়ী ছায়া নির্মল, রক্তবর্ণ, দীপ্ত ও দর্শনপ্রিয়। আম্ভসীছায়া বিশুদ্ধ বৈদুর্যমণির মতো নির্মল, স্নিগ্ধ ও শুভদর্শন এবং পার্থিবী ছায়া স্থির, স্নিগ্ধ, বিস্মৃত, মসৃণ, শ্যাম ও শ্বেতবর্ণ হয়।[১]

---

১. খাদীনাং পঞ্চ পঞ্চানাং ছায়া বিবিধলক্ষণাঃ।
নাভসী নির্ম্মলা নীলা সস্নেহা সপ্রভেব চ।।
রুক্ষা শ্যাবারুণা যা তু বায়বী সা হৃতপ্রভা।
বিশুদ্ধরক্তা ত্বাগ্নেয়ী দীপ্তাভা দর্শনপ্রিয়া।।
শুদ্ধবৈদূর্য্যবিমলা সুস্নিগ্ধা চাম্ভসী মতা।
স্থিরা স্নিগ্ধা ঘনা শ্লক্ষ্ণা শ্যামা শ্বেতা চ পার্থিবী।।

চ. ই., ৭. ১০-১২

ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়বুদ্ধি

ইন্দ্রিয়ের সংজ্ঞা—

চরকসংহিতায় ইন্দ্রিয়ের কোন সঠিক সংজ্ঞা পাওয়া যায় না।[১] কিন্তু ইন্দ্রিয়াধিকারে ইন্দ্রিয় সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে ইন্দ্রিয় পাঁচটি, ইন্দ্রিয় দ্রব্য পাঁচটি, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান পাঁচ প্রকার, ইন্দ্রিয়ার্থ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয় পাঁচ প্রকার এবং ইন্দ্রিয়বুদ্ধিও পাঁচ প্রকার।[২]

ইন্দ্রিয়—

চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসন ও স্পর্শন এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়।[৩]

---

১. ইন্দ্রিয়ের সংজ্ঞা সম্বন্ধে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

সাংখ্যমতে সাত্ত্বিক অহংকার যার উপাদান অর্থাৎ প্রকৃতি তাকে ইন্দ্রিয় বলে। "সাত্ত্বিকাহঙ্-কারোপাদানকত্বমিন্দ্রিয়ত্বম্।"

সা. ত. কৌ., সা. কা., ২৬

ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থের মুক্তাবলীটীকাতে বলা হয়েছে, শব্দ ভিন্ন উদ্‌ভূত বিশেষ গুণের অনাশ্রয়ত্বের সমানাধিকরণ জ্ঞান কারণ মনঃসংযোগের আশ্রয়ত্ব অর্থাৎ শব্দভিন্ন উদ্‌ভূত বিশেষগুণের অনাশ্রয় এবং জ্ঞানের কারণ মনঃসংযোগের আশ্রয়ই ইন্দ্রিয়। "কিন্তু শব্দেতরোদ্‌ভূত বিশেষ-গুণানাশ্রয়ত্বে সতি জ্ঞান কারণ মনঃ সংযোগাশ্রয়ত্বম্ ইন্দ্রিয়ত্বম্।"

সি. মু. টী., ভা. প., প্র., ৫৮

রামানুজমতে সাংখ্যমতের মতো সাত্ত্বিক অহঙ্কার উপাদান যার এইরূপ দ্রব্যই ইন্দ্রিয়। "সাত্ত্বিকাহংকারোপাদানকং দ্রব্যমিন্দ্রিয়মতীন্দ্রিয়লক্ষণম্।"

য. দী., পৃ. ৩৭

২. ইহ খলু পঞ্চেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চেন্দ্রিয়দ্রব্যাণি, পঞ্চেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানানি, পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থাঃ। পঞ্চেন্দ্রিয়-বুদ্ধয়ো ভবন্তীত্যুক্তমিন্দ্রিয়াধিকারে।

চ. সূ., ৮.৩

৩. তত্র চক্ষুঃ, শ্রোত্রং, ঘ্রাণং, রসনং, স্পর্শনমিতি পঞ্চেন্দ্রিয়াণি।

চ. সূ., ৮.৮

ন্যায়সূত্রে বলা হয়েছে, ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন পাঁচপ্রকার সেইজন্য ইন্দ্রিয়ও পাঁচপ্রকার। "ইন্দ্রিয়ার্থপঞ্চত্বাৎ।"

ন্যা. সূ., ৩.১.৫৬

দ্রব্য—

আর এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের দ্রব্য হল যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও ক্ষিতি।[১]

ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান—

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটিতে ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠান করে বলে এদেরকে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান বলা হয়।[২] এছাড়া শারীর স্থানের সপ্তম অধ্যায়েও এই পাঁচটি অধিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে।[৩]

ইন্দ্রিয়ের অর্থ বা বিষয়—

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটিকে ইন্দ্রিয়ের অর্থ বা বিষয় বলা হয়েছে।[৪]

যেমন—ঘ্রাণ, রসন, চক্ষুঃ, ত্বক্ ও শ্রোত্র। এরা ভূতবর্গজন্য অর্থাৎ যথাক্রমে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতমূলক।

"ঘ্রাণরসনচক্ষুস্ত্বক্‌শ্রোত্রাণীন্দ্রিয়াণি ভূতেভ্যঃ।

ন্যা. সূ., ১.১.১২

১. পঞ্চেন্দ্রিয়দ্রব্যাণি খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপো ভূরিতি।।

চ. সূ., ৮.৯

ন্যায়সূত্রে ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই সমস্ত অর্থাৎ এই পঞ্চদ্রব্যকে ভূতবর্গরূপে বলা হয়েছে।

"পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশমিতি ভূতানি।"

ন্যা. সূ., ১.১.১৩

২. পঞ্চেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানানি-অক্ষিণী কর্ণৌ নাসিকে জিহ্বা ত্বক্ চেতি। চ. সূ., ৮.১০

৩. পঞ্চেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানানি, তদ্‌যথা—ত্বগ্, জিহ্বা, নাসিকা, অক্ষিণী কর্ণৌ চ।।

চ. শা., ৭.৭

৪. *পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থাঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ।।*

চ. সূ., ৮.১১

ন্যায়সূত্রেও পৃথিব্যাদির গুণরূপে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দকে ইন্দ্রিয়ের অর্থ বা বিষয় বলা হয়েছে।

"গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দাঃ পৃথিব্যাদিগুণাস্তদর্থাঃ।"

ন্যা. সূ., ১.১.১৪

ইন্দ্রিয়বুদ্ধি—

আমরা চক্ষুর দ্বারা, কর্ণের দ্বারা, নাসিকা দ্বারা, জিহ্বা দ্বারা এবং ত্বকের দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করি তাদের দর্শনজ্ঞান, শ্রবণজ্ঞান, ঘ্রাণজ্ঞান, আস্বাদনজ্ঞান এবং স্পর্শজ্ঞান বলে। এই পাঁচটিকেই ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান বলা হয়। ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়, মন ও আত্মার পরস্পর সংযোগ হলেই তবে এই পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় জ্ঞান উৎপন্ন হয়ে থাকে। চরকসংহিতায় প্রাথমিকভাবে জ্ঞানকে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে ক্ষণিক ও নিশ্চয়াত্মক।[১] আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় চক্রপাণিদত্ত ক্ষণিক বলতে বুঝিয়েছেন আশুতরবিনাশী অর্থাৎ যা খুব তাড়াতাড়ি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ক্ষণিক বলতে বৌদ্ধদের মতো একক্ষণ অবস্থিত থাকে এইরূপ নয় এবং নিশ্চয়াত্মিকা হলো বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান বিশিষ্টতা।[২]

গঙ্গাধর তাঁর জল্পকল্পতরুটীকায় বলেছেন যে, ক্ষণিক হল আশুতরবিনাশী অর্থাৎ যা কিছুক্ষণের মধ্যে বিনাশ হয়। যেমন মৃদঙ্গ বীণা এই সকল বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শ্রবণ। নিশ্চয়াত্মিকা হল কোন বস্তুকে প্রত্যক্ষ করা।[৩]

ইন্দ্রিয়ের বিভাগ—

চরকসংহিতায় কর্মেন্দ্রিয় ও বুদ্ধীন্দ্রিয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। তদনুসারে ইন্দ্রিয়কে যে মোটামুটি এই দুভাগে ভাগ করা হয়েছে তা ধরে নেওয়া যেতে পারে।[৪]

১. পঞ্চেন্দ্রিয়বুদ্ধয়ঃ চক্ষুর্বুদ্ধ্যাদিকাস্তাঃ পুনরিন্দ্রয়েন্দ্রিয়ার্থসত্ত্বাত্মসন্নিকর্ষজাঃ, ক্ষণিকা নিশ্চয়াত্মকাশ্চ, ইত্যেতৎ। চ. সূ., ৮.১২

২. ক্ষণিকা ইত্যাশুতরবিনাশিন্যঃ, ন তু বৌদ্ধসিদ্ধান্তবদেকক্ষণাবস্থায়িন্যঃ ; নিশ্চয়াত্মিকা বস্তুস্বরূপপরিচ্ছেদাত্মিকা। আ. দী., চ. সূ., ৮, পৃ. ৩৯৭, প. ২৭-২৮

৩. ক্ষণিকা আশুতরবিনাশিন্য শ্রুত্বা হি মৃদঙ্গবাদ্য বীণাবাদ্যং শৃণোতি বা। নিশ্চয়াত্মিকাশ্চেতি প্রত্যক্ষপ্রমাণসংজ্ঞকা ইতি।

জ. ক. , চ. সূ. ৮, পৃ. ৪০২, প. ৫, ১২

৪. চরকসংহিতায় ইন্দ্রিয়ের বিভাগ সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা না হলেও কর্মেন্দ্রিয় ও বুদ্ধীন্দ্রিয়ের বিভাগ দেখা যায়—

"পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়াণি তদ্যথা......, পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি, তদ্‌যথা....।" চ. শা., ৭.৭

সাংখ্যদর্শন ইন্দ্রিয়ের এই বিভাগের সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে—

"তচ্চ দ্বিবিধং বুদ্ধীন্দ্রিয়ং কর্মেন্দ্রিয়ঞ্চ।" সা. ত. কৌ., সা. কা. ২৬

রামানুজমতেও অনুরূপভাবে ইন্দ্রিয়কে দু প্রকার বলা হয়েছে, যথা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়।

"ইন্দ্রিয়ং দ্বিবিধম্—জ্ঞানেন্দ্রিয়ং কর্মেন্দ্রিয়ং চেতি।" য. দী., পৃ. ৩৭

কে

চরকসংহিতায় পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের কথা বলা হয়েছে। যথা—জিহ্বা, হস্ত, পদ, পায়ু ও উপস্থ। বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত বাক্য বলার জন্য বাগিন্দ্রিয়রূপে জিহ্বা, গ্রহণ ও ধারণ করার জন্য হস্তদ্বয়, গমন করার জন্য পদদ্বয় এবং ত্যাগ ক্রিয়ায় পায়ু ও উপস্থ অর্থাৎ পুরীষ ত্যাগে পায়ু এবং মূত্র ও শুক্রত্যাগে উপস্থ প্রবর্ত্তিত হয়।[১] শারীর স্থানের সপ্তম অধ্যায়েও এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের উল্লেখ আছে।[২]

১. হস্তৌ পাদৌ গুদোপস্থে জিহ্বেন্দ্রিয়মথাপি চ।
কর্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পাদৌ গমনকর্মণি।।
পায়ূপস্থৌ বিসর্গার্থে হস্তৌ গ্রহণধারণে।
জিহ্বা বাগিন্দ্রিয়ং..................।।

চ. শা., ১.২৫-২৬

বাক্য দু প্রকার সত্য ও মিথ্যা। সত্য বাক্য জ্যোতিস্বরূপ এবং মিথ্যা বাক্য তমঃ অর্থাৎ অন্ধকারস্বরূপ।

"বাক্ চ সত্যা জ্যোতিস্তমোঽনৃতা।"

চ. শা., ১.২৬

২. পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়াণি, তদ্যথা—হস্তৌ, পাদৌ, পায়ুঃ, উপস্থঃ, জিহ্বা চেতি।

চ. শা., ৭.৭

সুশ্রুতসংহিতায় সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে একসঙ্গে গণনা করে একাদশ ইন্দ্রিয়ের কথা বলা হয়েছে। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্, হস্ত, উপস্থ, পায়ু, পাদ ও মন। এদের প্রথমের পাঁচটি বুদ্ধীন্দ্রিয় ও পরের পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় আর মনকে উভয়াত্মক বলা হয়েছে অর্থাৎ সুশ্রুতসংহিতার ভাবনায় মনকে কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় এই দু-এর মধ্যে পরিগণনা করা হয়েছে।

"শ্রোত্রত্বক্চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণবাগ্ঘস্তোপস্থপায়ুপাদমনাংসীতি তত্র পূর্বাণি পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি, ইতরাণি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়াণি, উভয়াত্মকং মনঃ।"

সু. শা., ১.৪

তাছাড়া সুশ্রুতে বচন, আদান, আনন্দ, বিসর্গ এবং বিহরণ কার্যকে কর্মেন্দ্রিয়ের বিষয় বলা হয়েছে।

..............................কর্মেন্দ্রিয়াণাং
যথাসংখ্যং বচনাদানানন্দবিসর্গবিহরণানি।

সু. শা. ১.৫

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটিকে বুদ্ধীন্দ্রিয় বলা হয়েছে। এদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ও বলা হয়। এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় থেকে বুদ্ধি বা জ্ঞান প্রবর্তিত হয় সেই কারণে এদের বুদ্ধীন্দ্রিয় বা ন্দ্রিয় বলে।[১]

সংখ্যামতে বর্ণের উচ্চারণ স্থান, হস্ত, পদ, পায়ু অর্থাৎ বিষ্ঠা নিঃসরণ পথ ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়।

"বাক্পাণিপাদ-পায়ূপস্থানি কর্মেন্দ্রিয়াণ্যাহুঃ।।"

সা. কা., ২৬

রামানুজমতেও এটাই বলা হয়েছে—

উচ্চারণাদিম্বণ্যতমক্রিয়াশক্তত্বং কর্মেন্দ্রিয় সামান্যলক্ষণম্।

তচ্চ বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থভেদাৎ পঞ্চধাবস্থিতম্।।

য. দী., পৃ. ৩৮

১. পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি, তদ্যথা—স্পর্শনং, রসনং, ঘ্রাণং, দর্শনং শ্রোত্রমিতি।

চ. শা., ৭.৭

সুশ্রুতসংহিতাতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধকে বুদ্ধীন্দ্রিয়ের বিষয় বলা হয়েছে।

"তত্র বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং শব্দাদয়ো বিষয়ো.........।"

সু. শা., ১.৫

সাংখ্যমতে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়।

"বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণরসনত্বগাখ্যানি।"

সা. কা., ২৬

রামানুজমতে বলা হয়েছে যে জ্ঞান প্রসরণে সমর্থ যে সকল ইন্দ্রিয় তাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে। এখানে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে মনকে পরিগণনা করা হয়েছে, এজন্য জ্ঞানেন্দ্রিয় ছয় প্রকার—মনঃ, শ্রোত্র, চক্ষুঃ, ঘ্রাণ, রসন ও ত্বক্।

"জ্ঞানপ্রসরণশক্তমিন্দ্রিয়ং জ্ঞানেন্দ্রিয়ম্। তৎষোঢ়া—মনঃ শ্রোত্রচক্ষুর্ঘ্রাণরসনাত্বগ্ভেদাৎ।"

য. দী., পৃ. ৩৭

ন্যায়সূত্রেও ইন্দ্রিয় পাঁচটি তবে এটা অন্যরূপে দেখান হয়েছে। যেমন—

"ঘ্রাণরসনচক্ষুস্ত্বক্শ্রোত্রাণীন্দ্রিয়াণি ভূতেভ্যঃ।"

ন্যা. সূ., ১.১.১২

পাঁচটি বুদ্ধীন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, মন ও রূপরস প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থ এই ষোলটিকে আদ্যা প্রকৃতির বিকার বলা হয়েছে।[১]

ইন্দ্রিয়ের পাঞ্চভৌতিকতা—

পঞ্চমহাভূতের অবদানে গড়া এই শরীর দার্শনিক ধ্যানধারণার প্রেক্ষাপটে শরীরের ইন্দ্রিয়গুলিও পঞ্চমহাভূতের অবদানে গঠিত বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই অবদানের তারতম্য অনুসারে কোনও মহাভূতের অবদান বেশী, কোনও মহাভূতের অবদান কম, কিন্তু মোটামুটিভাবে পঞ্চমহাভূতের প্রাধান্য অনুযায়ী বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব, এজন্য সকল ইন্দ্রিয়কেই পাঞ্চভৌতিক বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

তবে অবদানের তারতম্য অনুসারে পঞ্চমহাভূতের মধ্যে তেজরূপ মহাভূত থেকে চক্ষুরিন্দ্রিয়, আকাশ থেকে শ্রবণেন্দ্রিয়, পৃথিবী থেকে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, জল থেকে রসনেন্দ্রিয় এবং বায়ু থেকে স্পর্শনেন্দ্রিয় গঠনের বিশেষ ও প্রধান কারণ মনে করা হয়। যদি ও শাস্ত্রব্যাখ্যানুসারে সবকটি মহাভূতের কমবেশী সংমিশ্রণের ফলেই সকল ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব তাহলেও প্রধানতঃ যে মহাভূতের

১. বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়াণি চ।
সমনস্কাশ্চ পঞ্চার্থা বিকারা ইতি সংজ্ঞিতাঃ।।

চ. শা., ১.৬৪

সাংখ্যমতে বিকার বলতে কার্যকে বোঝান হত। এখানে পঞ্চমহাভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও মন এই ষোলটিকে কেবল কার্য বলা হয়েছে অর্থাৎ এরা অন্য কোন তত্ত্বের কারণ নহে।

"ষোড়শকস্তু বিকারঃ..............।"

সা. কা., ৩

সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতেও বলা হয়েছে, যে ষোলটি পদার্থ কেবল বিকৃতি অর্থাৎ কার্য, কারণ নয়। 'তু' শব্দের অর্থ অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চয়, এর ক্রম ভিন্ন "ষোড়শকঃ বিকারস্তু বিকার এব" এইরূপ অর্থবোধ হয়ে থাকে পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় এই ষোড়শ সংখ্যা কেবল বিকৃতি অর্থাৎ কার্য, এটা কারণ নয় এবং এটা থেকে অন্য কোন তত্ত্বের উৎপত্তি হয় না।

"ষোড়শকস্তু বিকার ইতি, ষোড়শসংখ্যা পরিমিতোগণঃ ষোড়শকঃ, তু শব্দঃ অবধারণে ভিন্ন ক্রমশ্চ, পঞ্চমহাভূতানি একাদশেন্দ্রিয়াণিচেতি ষোড়শকো গণো বিকার এব ন প্রকৃতিরিতি।"

সা. ত. কৌ., সা. কা. ৩

সাহায্যে যে সকল ইন্দ্রিয় গঠিত সেই ইন্দ্রিয়ের স্বভাবের প্রধান্যবশতঃ তাকে সেই ভূতাত্মক বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১] কিন্তু এই এক একটি ইন্দ্রিয়ের গঠনে এক একটি মহাভূত ছাড়াও তো অন্য চারটি মহাভূতের অবদান কিছু রয়ে গেল, এই বিষয়ে চরকসংহিতার বক্তব্য হচ্ছে যে আকাশ প্রভৃতি পঞ্চমহাভূত এক বা একাধিক ভূতসম্পৃক্ত হয়েই উৎপন্ন হয়। একমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশভূতের দ্বারা, স্পর্শেন্দ্রিয় আকাশ ও বায়ু এই দুটি ভূতের দ্বারা, দর্শনেন্দ্রিয় আকাশ, বায়ু ও তেজঃ এই তিনটি ভূতের দ্বারা, রসনেন্দ্রিয় আকাশ, বায়ু, তেজঃ ও জল এই চারটি ভূতের দ্বারা এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও ক্ষিতি এই পাঁচটি ভূতের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়। তাছাড়া এই পাঁচটি বুদ্ধীন্দ্রিয় তাদের কর্ম দ্বারা অর্থাৎ শ্রবণ স্পর্শনাদি ক্রিয়া দ্বারা অনুমিত হয়ে থাকে।[২] কেননা এই সংসারে প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়বস্তুর সংখ্যা অল্প কিন্তু

১. তেজশ্চক্ষুষি, খং শ্রোত্রে, ঘ্রাণে ক্ষিতিঃ, আপো রসনে, স্পর্শনেঽনিলো বিশেষেণোপপদ্যতে। তত্র যদ্যদাত্মকমিন্দ্রিয়ং বিশেষাত্তত্তদাত্মকমেবার্থমনুগৃহ্ণাতি, তৎস্বভাবাদ্বিভূত্বাচ্চ।।

চ. সূ., ৮.১৪

সুশ্রুতসংহিতাতেও বলা হয়েছে যে ইন্দ্রিয়গুলি মহাভূত থেকে গঠিত হয়। যেমন শব্দ থেকে শব্দেন্দ্রিয়, স্পর্শ থেকে স্পর্শেন্দ্রিয়, রূপ থেকে রূপেন্দ্রিয়, রস থেকে রসনেন্দ্রিয় এবং গন্ধ থেকে গন্ধেন্দ্রিয়।

"শব্দঃ শব্দেন্দ্রিয়ং............., স্পর্শ স্পর্শেন্দ্রিয়ং.............., রূপ রূপেন্দ্রিয়ং.............., রসো রসনেন্দ্রিয়ং......................, গন্ধো গন্ধেন্দ্রিয়ং.................।"

সু. শা., ১.১৯

ন্যায়দর্শনে বলা হয়েছে, সাংখ্যমতে "বুদ্ধি" র পরিমাণ এক অহঙ্কার থেকে সর্বেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়, এই কারণে ইন্দ্রিয়বর্গকে বলা হয়েছে—'অহঙ্কারিক', কিন্তু গৌতমের মতে ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় ভৌতিক, অর্থাৎ পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূতই যথাক্রমে এর প্রকৃতি বা মূল। গৌতম তাঁর এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করতেই সূত্রের শেষে "ভূতেভ্যঃ" বলেছেন।

ফ. ত. টি., ন্যা. দ, পৃ. ২১৬, প. ১৪

২. একৈকাধিকযুক্তানি খাদীনামিন্দ্রিয়াণি তু।
পঞ্চ কর্ম্মানুমেয়ানি যেভ্যো বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে।।

চ. শা., ১.২৪

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিও যথা শব্দ প্রভৃতিও ভৌতিক, এটা সুশ্রুতসংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে।

"ভৌতিকানি চেন্দ্রিয়াণ্যায়ুর্বেদে বর্ণ্যন্তে, তথেন্দ্রিয়ার্থাঃ।"

সু. শা., ১.১৪

সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা যায় না এমন বিষয় অধিক পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। এজন্য অনুমানের সাহায্যে ঐ সকল অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের উপলব্ধি হয়ে থাকে। যেমন চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি, অথচ চক্ষু ইন্দ্রিয়কে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না। এককথায় ইন্দ্রিয়গুলি অপ্রত্যক্ষ থেকে যায়। কিন্তু ঐ সকল ইন্দ্রিয় অপ্রত্যক্ষ বলে আমরা কখনই বলতে পারি না যে ঐ সকল ইন্দ্রিয় আমাদের নেই। এইজন্যই চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় কিনা তা জানার জন্য তখন আমাদের প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্য প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। এছাড়াও কোন পদার্থ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হলেও যদি তা অতি দূরবর্তী বা অতি নিকটবর্তী হয় তখনও তার প্রত্যক্ষ হয় না। যেমন আকাশে অবস্থিত অতি দূরবর্তী নক্ষত্রকে ঠিকঠিক দেখতে পাওয়া যায় না। আবার চক্ষুর খুব সন্নিকৃষ্ট কোন বিপুলাকার বস্তুকে দেখা যায় না। এমনকি নিজের চক্ষুর অতিসংলগ্ন কোন কিছুই দেখা যায় না। অপরের চক্ষু দেখে নিজের চক্ষুকেও অনুমান করে নিতে হয়। ফলে যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা সবকিছু প্রত্যক্ষ করি, সেই ইন্দ্রিয়টিই অপ্রত্যক্ষ থেকে যায়।[১]

ইন্দ্রিয় ও মনের সম্পর্ক—

মনঃ সংযোগ থাকলে তবেই ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ বিষয়টি গৃহীত হয়ে থাকে। নইলে অন্যমনস্ক থাকলে চোখের কাছের জিনিষও আমাদের প্রত্যক্ষ হয় না। তার পরবর্তীকালে

এছাড়া আরো বলা হয়েছে যে, মানুষ সবসময় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নিজ নিজ ইন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্য অর্থকে জ্ঞান করে, কেননা সেই ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ার্থ একই কারণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। (কিন্তু) এক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অন্য ইন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্য বিষয়কে গ্রহণ করতে পারে না, এটাই হচ্ছে প্রকৃত সিদ্ধান্ত।

"ইন্দ্রিয়েণেন্দ্রিয়ার্থং তু স্বং স্বং গৃহ্ণাতি মানবঃ।
নিয়তং তুল্যযোনিত্বান্নান্যেনান্যমিতি স্থিতিঃ।।

সু. শা., ১.১৫

ন্যায়দর্শনে বলা হয়েছে গন্ধাদি পঞ্চগুণই পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের গুণ নয়। গৌতমের মতে এর মধ্যে গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ পৃথিবীর গুণ, রস, রূপ ও স্পর্শ জলের গুণ, রূপ ও স্পর্শ তেজের গুণ, স্পর্শ বায়ুর গুণ ও শব্দ কেবল আকাশের গুণ।

ফ. ত. টি., ন্যা. দ., পৃ. ২১৯, প. ৪

১. প্রত্যক্ষং হ্যল্পমনল্পমপ্রত্যক্ষমস্তি। যদাগমানুমানযুক্তিভিরুপলভ্যতে।
যৈরেব তাবদিন্দ্রিয়ৈঃ প্রত্যক্ষমুপলভ্যতে, তান্যেব সন্তি চাপ্রত্যক্ষাণি।

চ. সূ., ১১.৭

ইন্দ্রিয়লভ্য সেই বিষয়টির যা কিছু গুণ অথবা দোষ তা আলোচনা করে, গ্রহণ অথবা বর্জনের উপযুক্ত কিনা বিচার করা হয়।[১]

মনরূপ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সুখদুঃখের উৎপত্তি হয়—

সুখ ও দুঃখের উপলব্ধি হয়ে থাকে মনে। এজন্য আত্ম মনসংযোগকেই সুখদুঃখের কারণরূপে শাস্ত্রে বলা হয়েছে। ফলে ইন্দ্রিয়গুলি ও ইন্দ্রিয়ের অর্থগুলিও সাক্ষাৎভাবে সুখদুঃখের কারণ হয় না। চরকসংহিতার মতে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ার্থের চতুর্বিধ (আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি) যোগই সুখদুঃখের হেতু। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় অর্থের সঙ্গে তাদের সংযোগ না হলে রোগ ও আরোগ্য কিছুই হয় না। অতএব তাদের চতুর্বিধ যোগই সুখদুঃখের কারণ। আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি গোচরীভূত কর্মছাড়া সুখ দুঃখ হয় না। সুখ দুঃখের উপলব্ধি যে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে হয়, সেই ইন্দ্রিয়ের নামেই তার উল্লেখ করা হয়। যে প্রকারে সুখ দুঃখের অনুভব হয় সেইভাবেই তা অভিহিত হয়। সুখ দুঃখের অনুভব দুই প্রকারে হয়-স্পর্শনেন্দ্রিয় সংস্পর্শের দ্বারা এবং মানস সংস্পর্শের দ্বারা অর্থাৎ এককথায় প্রথমে ইন্দ্রিয় অর্থের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়, তারপর তাদের সঙ্গে মনের সংযোগ হলে, তবেই সুখদুঃখের অনুভব হয়।[২]

বিষয় গ্রহণে ইন্দ্রিয়ের সম্যকযোগ ও তার ব্যতিক্রম—

সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একমাত্র স্পর্শেন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ব্যাপী। এটা মনের সঙ্গে

১. ইন্দ্রিয়েণেন্দ্রিয়ার্থো হি সমনস্কেন গৃহ্যতে।
কল্প্যতে মনসা তূর্ধ্বং গুণতো দোষতোঽথবা।।

চ. শা., ১.২২

২. নেন্দ্রিয়াণি ন চৈবার্থাঃ সুখদুঃখস্য হেতবঃ।
হেতুস্তু সুখদুঃখস্য যোগো দৃষ্টশ্চতুর্বিধঃ।।
সন্তীন্দ্রিয়াণি সন্ত্যর্থা যোগো ন চ ন চাস্তি রূক্।
ন সুখং, কারণং তস্মাদ্ যোগ এব চতুর্বিধঃ।।
নাত্মেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিগোচরং কর্ম্ম বা বিনা।
সুখং দুঃখং যথা যচ্চ বোদ্ধব্যং তৎ তথোচ্যতে।।
স্পর্শনেন্দ্রিয়সংস্পর্শঃ স্পর্শো মানস এব চ।
দ্বিবিধঃ সুখদুঃখানাং বেদনানাং প্রবর্তকঃ।।

চ. শা., ১. ১৩০-১৩৩

ন্যায়ভাষ্যে বলা হয়েছে, আত্মা মনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, মন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং ইন্দ্রিয় অর্থের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। "আত্মা মনসা সংযুজ্যতে, মন ইন্দ্রিয়েণ, ইন্দ্রিয়মর্থেনেতি।"

বা. ভা., ন্যা. সূ., ১.১.৪

নিত্যসংযোগবিশিষ্ট ; সেইজন্য স্পর্শেন্দ্রিয়ের ব্যাপ্তি সম্বন্ধে মনই ব্যাপক। আবার পঞ্চইন্দ্রিয়ের ব্যাপক হল স্পর্শেন্দ্রিয়, সেই কারণে পঞ্চইন্দ্রিয়ের জ্ঞানকে স্পর্শজ্ঞান বলা হয়। পঞ্চইন্দ্রিয়ের যোগ বলতে সাধারণতঃ আয়ুর্বেদশাস্ত্রে তিন প্রকার যোগের কথা বলা হয়েছে যথা-ইন্দ্রিয়ের অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ। এই তিন প্রকার যোগের মধ্যে যে অর্থের সঙ্গে যোগ যে ইন্দ্রিয়ের সাত্ম্য নয় অর্থাৎ স্বভাবানুরূপ নয় তাদেরকে অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ বলে।[১]

এখন এক এক ইন্দ্রিয়ের অযোগ, অতিযোগ ও মিথ্যাযোগ নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক্।

দর্শনের অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ—

অত্যন্ত উজ্জ্বল পদার্থের অত্যধিকমাত্রায় দর্শন করার নাম দর্শনেন্দ্রিয়ের অতিযোগ।

একেবারে কোন বস্তুকে না দেখার নাম দর্শনেন্দ্রিয়ের অযোগ।

অত্যন্ত সূক্ষ্ম, অতি নিকটে, অতি দূরে অথবা উগ্র, ভয়ঙ্কর, অদ্ভুত এবং অত্যন্ত ঘৃণাজনক বিকৃতিযুক্ত রূপকে দেখা হলে তাকে বলে দর্শনেন্দ্রিয়ের মিথ্যাযোগ।[২]

দর্শনের মিথ্যাযোগ সম্বন্ধে শারীর স্থানের প্রথম অধ্যায়ে এই একই কথা বলা হয়েছে।[৩]

শ্রবণের অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ—

বজ্রের নির্ঘোষ শব্দ অথবা ঢাক প্রভৃতি শব্দ কিংবা চিৎকাররূপ শব্দ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে শোনাকে শব্দের অতিযোগ বলে।

আদৌ কানে কোন শব্দ একেবারে না শোনাই হল শব্দের অযোগ।

১. তত্রৈকং স্পর্শনমিন্দ্রিয়াণামিন্দ্রিয়ব্যাপকং চেতঃ সমবায়ি স্পর্শনব্যাপ্তের্ব্যাপকমপি চ চেতস্তস্মাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং ব্যাপকস্পর্শকৃতো যে ভাববিশেষঃ সোঽয়মনুপশয়াৎ, পঞ্চবিধস্ত্রিবিধ-বিকল্পো ভবত্যসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগঃ।

চ. সূ., ১১.৩৮

২. তত্রাতিপ্রভাবতাং দৃশ্যানামতিমাত্রং দর্শনমতিযোগঃ, সর্ব্বশোঽদর্শনমযোগঃ, অতিশ্লিষ্টাতি-বিপ্রকৃষ্টরৌদ্রভৈরবাদ্ভুতদ্বিষ্টবীভৎসনবিকৃতবিত্রাসনাদিরূপদর্শনং মিথ্যাযোগঃ।।

চ. সূ., ১১.৩৭

৩. রূপাণাং ভাস্বতাং দৃষ্টির্বিনশ্যতি হি দর্শনাৎ।
দর্শনাচ্চাতিসূক্ষ্মাণাং সর্ব্বশশ্চাপ্যদর্শনাৎ।।
দ্বিষ্টভৈরববীভৎসদূরাতিশ্লিষ্টদর্শনাৎ।
তামসানাঞ্চ রূপাণাং মিথ্যাসংযোগ উচ্যতে।।

চ. শা., ১. ১২২-১২৩

কর্কশ বাক্য, ইষ্টজনের নিধনবার্তা, লোমহর্ষণ ও ভীষণ শব্দ প্রভৃতি শোনাকে শব্দের মিথ্যাযোগ বলে।[১]

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে অত্যন্ত উগ্র শব্দের শ্রবণ এবং একেবারেই শব্দের অশ্রবণ এই দু কারণে শ্রবণশক্তিই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আর পরুষভীষণ, অপ্রশস্ত, অপ্রিয় ও অমঙ্গলসূচক শব্দের সঙ্গে শ্রবণের সংযোগ হলে, তাকে শ্রবণের মিথ্যাযোগ বলে।[২]

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ—

অতিতীক্ষ্ণ, অত্যুগ্র ও অত্যন্ত দুর্গন্ধময় দ্রব্য অত্যধিক মাত্রায় গ্রহণ করাকে গন্ধের অতিযোগ বলে।

ঘ্রাণেন্দ্রিয় একেবারে গন্ধ গ্রহণ না করলে তাকে অযোগ বলে।

এছাড়া পচা, ঘৃণিত, অপবিত্র, ক্লেদযুক্ত, বিষাক্ত ও শব ইত্যাদির গন্ধ নেওয়াকে গন্ধের মিথ্যাযোগ বলা হয়।[৩]

অত্যন্ত মৃদু বা অত্যন্ত তীক্ষ্ণগন্ধের আঘ্রাণ এবং সর্বতোভাবে গন্ধের অসেবন ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের নাশক। পূতিগন্ধ, ভূতগন্ধ, বিষগন্ধ এবং অকালজাত পদার্থের গন্ধের সঙ্গে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সংযোগ হলে তাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের মিথ্যাযোগ বলে।[৪]

১. তথাতিমাত্রস্তনিতপটহোৎক্রুষ্টাদীনাং শব্দানামতিমাত্রং শ্রবণমতিযোগঃ, সর্ব্বশোঽশ্রবণমযোগঃ, পুরুষেষ্টবিনাশোপঘাতপ্রধর্ষণভীষণাদিশব্দশ্রবণং মিথ্যাযোগঃ।

চ. সূ., ১১.৩৭

২. অত্যুগ্রশব্দশ্রবণাৎ শ্রবণাৎ সর্ব্বশো ন চ।
শব্দানাঞ্চাতিহীনানাং ভবন্তি শ্রবণাজ্জড়াঃ।।
পরুষোদ্ভীষণাশস্তাপ্রিয়ব্যসনসূচকৈঃ।
শব্দৈঃ শ্রবণসংযোগো মিথ্যাযোগঃ স উচ্যতে।।

চ. শা., ১. ১১৮-১১৯

৩. তথাতিতীক্ষ্ণোগ্রাভিষ্যন্দিনাং গন্ধানামতিমাত্রং ঘ্রাণমতিযোগঃ, সর্ব্বশোঽঘ্রাণমযোগঃ, পূতিদ্বিষ্টামেধ্যক্লিন্নবিষপবনকুণপগন্ধাদিঘ্রাণং মিথ্যাযোগঃ।। চ. সূ., ১১.৩৭

৪. অতিমৃদ্বতিতীক্ষ্ণানাং গন্ধানামুপসেবনম্।
অসেবনং সর্বশশ্চ ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিনাশনম্।।
পূতিভূতবিষদ্বিষ্টা গন্ধা যে চাপ্যনার্ত্তবাঃ।
তৈর্গন্ধৈর্ঘ্রাণসংযোগো মিথ্যাযোগঃ স উচ্যতে।।

চ. শা., ১.১২৫-১২৬

রসনেন্দ্রিয়ের অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ—

মধুর, অম্ল প্রভৃতি কোন একটি রসের অত্যধিক আস্বাদনকে রসের অতিযোগ বলা হয়। একেবারেই রসের আস্বাদন না করার নাম হল রসের অযোগ।[১]

অভ্যাসাদি দ্বারা মধুর প্রভৃতি রসের অতিসেবন একেবারে অসেবন, বিষমভাবে সেবন ও অল্পসেবন হল রসনেন্দ্রিয়ের দোষ।[২]

স্পর্শের অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ—

অত্যন্ত শীতল বা উষ্ণ পদার্থের স্পর্শ এবং স্নান, অভ্যঙ্গ (মালিশ), উৎসাদন (সিঞ্চন) প্রভৃতির অতিরিক্ত সেবনকে স্পর্শের অতিযোগ বলা হয়।

একেবারেই কোন প্রকার স্পর্শের সংস্পর্শ না হওয়া হল স্পর্শের অযোগ।

এছাড়া বিষমস্থানে আসন গ্রহণ বা শয়ন, আঘাত, অশুচি দ্রব্য ও ভূত প্রভৃতির সংস্পর্শকে স্পর্শের মিথ্যাযোগ বলে।[৩]

চক্রপাণি তাঁর আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় 'ভূত বিষ বাতানাং' এই পংক্তিটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভূত বলতে বিষক্রিমি ও পিশাচ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেছেন, সূত্রস্থানে অন্য এক স্থল বিশেষে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে চক্রপাণি অনুরূপভাবে প্রাণী পিশাচ প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, এই ভূত শব্দটি প্রয়োগের দ্বারা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রানুসারে চক্রপাণি হয়তো প্রাণী বা বিষক্রিমির কথা ভেবেছিলেন কিন্তু সেক্ষেত্রে পিশাচ প্রভৃতির চিন্তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলে মনে হতে পারে। হয়তো বা তৎকালীন লোক সমাজে ভূত বলতে পিশাচ প্রভৃতির ধ্যান ধারণা প্রচলিত সংস্কারে ছিল বলে চক্রপাণি তাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে পারেন নি। এইজন্যই লোক স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য তিনি দুটি অর্থকেই তুলে ধরেছেন। কিন্তু

১. তথা রসানামত্যাদানমতিযোগঃ। অনাদানমযোগঃ।

চ. সূ., ১১.৩৭

২. অত্যাদানমনাদানমোকসাত্ম্যাদিভিশ্চ যৎ।
রসানাং বিষমাদানমল্পাদানঞ্চ দূষণম্।।

চ. শা., ১.১২৪

৩. তথাতিশীতোষ্ণানাং স্পৃশ্যানাং স্নানাভ্যঙ্গোৎসাদনাদীনঞ্চাত্যুপসেবনমতিযোগঃ, সর্ব্বশোঽনুপসেবনমযোগঃ, স্নানাদীনাং শীতোষ্ণাদীনাং চ স্পৃশ্যানামনানুপূর্ব্যোপসেবনং বিষমস্থানাভিঘাতাশুচিভূতসংস্পর্শাদয়শ্চেতি মিথ্যাযোগঃ।।

চ. সূ., ১১.৩৭

চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে ভূত শব্দের প্রয়োগে বিষক্রিমি বা সূক্ষ্মপ্রাণী বা জীবাণু প্রভৃতির ধারণা চক্রপাণিদত্তের হয়তো বা বুদ্ধিস্থ ছিল, একথা মনে করা অযৌক্তিক নয়।[১]

স্পর্শহীনতা, অতিস্পর্শ ও হীনস্পর্শ, স্পর্শনেন্দ্রিয়ের পীড়াজনক। ভূত বিষ ও প্রবল বায়ুর সংস্পর্শ এবং অকালে যে স্নেহ, শীত ও উষ্ণের সংস্পর্শ আসে, তাকে স্পর্শের মিথ্যাযোগ বলা হয়।[২]

ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি ও বিকৃতি—

ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়বিষয়ের অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগের ফলে স্বাভাবিক ইন্দ্রিয় জ্ঞান বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে ফলে মন ও ইন্দ্রিয় বিকার গ্রস্ত হয়ে পড়ে। অপরপক্ষে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়বিষয়ের সমযোগ দেখা দিলে, মন ও ইন্দ্রিয় সুস্থ, স্বাভাবিক এবং প্রকৃতিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। এটি ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে বাধা না দিয়ে আপ্যায়িত করে থাকে।[৩]

শরীর ও মন এরা উভয়েই রোগ ও আরোগ্যের আশ্রয়। কাল, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ার্থের সমযোগ হল আরোগ্যের কারণ।[৪] বাস্তবিকপক্ষে এই সমযোগই সুখের কারণ হলেও সমযোগ কিন্তু চরকসংহিতার মতে খুবই দুর্লভ বস্তু।[৫]

১. ভূতাঃ সবিষক্রিমিপিশাচাদয়ঃ।

আ. দী., চ. শা. ১, পৃ. ১৮৪৩, প. ১৯

ভূতাঃ প্রাণিনঃ পিশাচকবৃগুপ্রভৃতয়ঃ।

আ. দী., চ. সূ. ১১, পৃ. ৫৫৮, প. ২৪

২. অসংস্পর্শোঽতিসংস্পর্শো হীনসংস্পর্শ এব চ।
স্পৃশ্যানাং সংগ্রহেণোক্তঃ স্পর্শনেন্দ্রিয়বাধকঃ।।
যো ভূতবিষবাতানামকালেনাগতশ্চ যঃ।
স্নেহশীতোষ্ণসংস্পর্শো মিথ্যাযোগঃ স উচ্যতে।।

চ. শা., ১.১২০-১২১

৩. তদর্থাতিযোগাযোগমিথ্যাযোগাৎ সমনস্কমিন্দ্রিয়ং বিকৃতিমাপদ্যমানং যথাস্বং বুদ্ধ্যুপঘাতায় সম্পদ্যতে, সমযোগাৎ পুনঃ প্রকৃতিমাপদ্যমানং যথাস্বং বুদ্ধিমাপ্যায়য়তি।।

চ. সূ., ৮.১৫

৪. শরীরং সত্ত্বসংজ্ঞঞ্চ ব্যাধীনামাশ্রয়ো মতঃ।
তথা সুখানাং, যোগস্তু সুখানাং কারণং সমঃ।। চ. সূ., ১.৫৫

৫. সুখহেতুঃ সমস্ত্বেকঃ সমযোগঃ সুদুর্লভঃ।।

চ. শা., ১.১২৯

বুদ্ধি—

চরকসংহিতায় মন, মনের অর্থ, বুদ্ধি ও আত্মাকে অধ্যাত্মদ্রব্যগুণসংগ্রহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১] শারীর স্থানে অব্যক্ত থেকে বুদ্ধির উদ্ভব এ কথা বলা হয়েছে। এই বুদ্ধিদ্বারাই অব্যক্ত 'আমি কর্তা' এইরূপ মনে করে অর্থাৎ বুদ্ধি থেকেই অহঙ্কারের উৎপত্তি হয় এবং অহঙ্কার হতে যথাক্রমে আকাশাদি পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি হয়।[২] মনঃসংযুক্ত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ইন্দ্রিয়ার্থগুলির জ্ঞান হয়। তারপর সেই ইন্দ্রিয়ার্থের গুণ এবং দোষ সম্বন্ধে আলোচনা করে, তা গ্রহণ করার উপযুক্ত কিনা, তা বিচার করা হয়। এর ফলে সেই বিষয়ে একটা নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি জন্মায়। সেই অনুসারে বুদ্ধিপূর্বক এটি বলতে বা করতে চেষ্টা করা হয়।[৩]

প্রাণিগণের যেসব ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে যেসব বুদ্ধি প্রবর্তিত হয়, সেইসব ইন্দ্রিয়ের নামানুসারেই সেই বুদ্ধির নাম দেওয়া হয়। যেমন মনকে আশ্রয় করে যে বুদ্ধি প্রবর্তিত হয়, তা হল মনোভব অর্থাৎ মানসবুদ্ধি। আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন ও ইন্দ্রিয়ার্থসমূহের সন্নিকর্ষজনিত এক

১. মনো মনোঽর্থো বুদ্ধিরাত্মা চেত্যধ্যাত্মদ্রব্যগুণসংগ্রহঃ।

চ. সূ., ৮.১৩

২. জায়তে বুদ্ধিরব্যক্তাদ্‌বুদ্ধ্যাহমিতি মন্যতে।

পরং খাদীন্যহঙ্কার উপাদত্তে যথাক্রমম্।

চ. শা., ১.৬৬

সাংখ্যকারিকায় নিশ্চয়বৃত্তি-বিশিষ্ট অন্তঃকরণকে বুদ্ধি বলা হয়েছে। "অধ্যবসায়ো বুদ্ধি.................."

সা. কা., ২৩

ন্যায়দর্শনে বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞানকে একই পদার্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

"বুদ্ধিরুপলব্ধির্জ্ঞানমিত্যনর্থান্তরম্"।।

ন্যা. সূ., ১.১.১৫

৩. ইন্দ্রিয়েণেন্দ্রিয়ার্থো হি সমনস্কেন গৃহ্যতে।

কল্প্যতে মনসাপ্যূর্দ্ধং গুণতো দোষতো যথা।।

জায়তে বিষয়ে তত্র যা বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা।

ব্যবস্যতে তয়া বক্তুং কর্ত্তুং বা বুদ্ধিপূর্ব্বকম্।।

চ. শা., ১, ২২-২৩

একটি বুদ্ধি, কার্য ও ইন্দ্রিয়ার্থসমূহের ভেদ অনুসারে এটা বহুপ্রকার হয়ে থাকে। যেমন শব্দ একটি মাত্র হলেও, অঙ্গুলি, অঙ্গুষ্ঠতল, তন্ত্রী, বীণা ও নখ থেকে উৎপন্ন হওয়ার ফলে,তা বহুপ্রকার শব্দরূপ প্রতীয়মান হয়ে থাকে, সেইরূপ একটি মাত্র বুদ্ধিই সংযোগ অনুসারে বহুপ্রকার হতে পারে। ভূতাত্মাই হল এই সকল বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও ইন্দ্রিয়ার্থের সংযোগ।[১]

মন, বুদ্ধি, বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়, এইগুলিকে চরকসংহিতায় করণ বলা হয়েছে। এই করণগুলির সঙ্গে কর্তার (অর্থাৎ আত্মার) সংযোগের ফলে কর্ম শুরু হয়, সুখ দুঃখের অনুভব ঘটে এবং তৎবিষয়ে বুদ্ধি প্রবর্তিত হয়ে থাকে।[২]

মন ও বুদ্ধি যেখানে সমযোগ বিশিষ্ট অর্থাৎ সাম্য সমানযোগ, সেস্থলে দেহ প্রকৃতি সুস্থ থাকে এবং এই সমযোগ থেকে বিচ্যুত হলে এরা বিকৃতিভাবাপন্ন হয়। এককথায় মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতিস্থ থাকার কারণ হল মনের বিষয় এবং বুদ্ধির সমযোগ এবং বিকৃতির কারণ হল মন ও বুদ্ধির অতিযোগ, হীনযোগ ও মিথ্যাযোগ।[৩] এজন্যই মনে হয় আত্মা সম্পৃক্ত মন ও বুদ্ধিকে শরীরের অবয়বসমূহের প্রযোজক কর্তারূপে কল্পনা করা হয়েছে।[৪]

১. যা যদিন্দ্রিয়মাশ্রিত্য জন্তোর্বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে।
যাতি সা তেন নির্দ্দেশং মনসা চ মনোভবা।।
ভেদাৎ কার্য্যেন্দ্রিয়ার্থানাং বহ্ব্যো বৈ বুদ্ধয়ঃ স্মৃতাঃ।
আত্মেন্দ্রিয়মনো২র্থানামেকৈকা সন্নিকর্ষজা।।
অঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠতলজস্তন্ত্রীবীণানখোদ্ভবঃ।
দৃষ্টঃ শব্দো যথা বুদ্ধির্দৃষ্টা সংযোগজা তথা।।
বুদ্ধীন্দ্রিয়মনো২র্থানাং বিদ্যাদ্ যোগধরং পরম্।

চ. শা., ১.৩২-৩৫

২. করণানি মনো বুদ্ধির্বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
কর্ত্তুঃ সংযোগজং কর্ম্ম বেদনা বুদ্ধিরেব চ।।

চ. শা., ১.৫৬

৩. মনসো মনোবুদ্ধেশ্চ ত এব সমানাতিহীনমিথ্যাযোগাঃ প্রকৃতিবিকৃতিহেতবো ভবন্তি।

চ. সূ., ৮.১৬

৪. যৎ প্রযোক্তৃ তত্ত্বৎ প্রধানং বুদ্ধির্মনশ্চেতি।

চ. শা., ৭.১৬

মন

মনের অস্তিত্ব ও লক্ষণ—

জ্ঞান হওয়া আর না হওয়া এই দেখে মনের অস্তিত্ব বুঝতে পারা যায়। চরকের ভাষায় জ্ঞানের অভাব ও ভাবই হচ্ছে মনের লক্ষণ। কারণ আত্মা, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক সন্নিকর্ষ থাকলেও যদি মনের সংযোগ না ঘটে, তাহলে সেই বিষয়ের কোন জ্ঞান জন্মায় না। কিন্তু যদি মনের সংযোগ হয় তাহলেই জ্ঞান জন্মে থাকে।[১]

১. লক্ষণং মনসো জ্ঞানস্যাভাবো ভাব এব চ।
সতি হ্যাত্মেন্দ্রিয়ার্থানাং সন্নিকর্ষে ন বর্ত্ততে।।
বৈবৃত্ত্যান্মনসো জ্ঞানং সান্নিধ্যাত্তচ্চ বর্ততে।

চ. শা., ১.১৮-১৯

বৈশেষিকদর্শনে বলা হয়েছে, আত্মা বহিরিন্দ্রিয় ও বিষয়ের সম্বন্ধ বিদ্যমান হলে যে কোন একটি উৎপত্তি ও অনুৎপত্তিই মনের অনুমাপক।

"আত্মেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষে জ্ঞানস্যাভাবো ভাবশ্চ মনসো লিঙ্গম্।"

বৈ. সূ., ৩.২.১

ন্যায়সূত্রের প্রবক্তা গৌতম বলেছেন যে, একই সময়ে নানা জ্ঞানের (অর্থাৎ প্রত্যক্ষের) অনুৎপত্তি হচ্ছে মনের জ্ঞাপক।

"যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গম্।"

ন্যা. সূ., ১.১.১৬

কিন্তু জৈনদর্শনে প্রমাণমীমাংসায় সকল অর্থ গ্রহণ করে যে তাকেই মন বলা হয়েছে।

"সর্বার্থগ্রহণং মনঃ।"

প্র. মী., ১.১.২৪

ন্যায়বৈশেষিকগ্রন্থ তর্কসংগ্রহে বলা হয়েছে সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি প্রত্যক্ষের সাধন অর্থাৎ করণ যে ইন্দ্রিয় তারই নাম মন।

"সুখাদ্যুপলব্ধিসাধনমিন্দ্রিয়ং মনঃ।"

ত. স., ১৮

বেদান্তসারগ্রন্থে সঙ্কল্প ও বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তিকে মন বলা হয়েছে।

"সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকাঽন্তঃকরণবৃত্তিঃ।।"

বে. সা., ৬২

মনের অধিষ্ঠান—

মনের উৎপত্তি কোথা থেকে হল এ সম্বন্ধে নানা শাস্ত্রে কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত না মিললেও ছান্দোগ্যোপনিষদে কিন্তু বলা হয়েছে যে ভক্ষ্যমান অন্নের যেটি সূক্ষ্মতম অংশ তাই মনে পরিণত হয়।[১]

চরকসংহিতায় সর্বপ্রথম মনের স্থান অধ্যাত্ম দ্রব্য গুণ সংগ্রহের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।[২] এখানে আত্মা অধিষ্ঠিত মন ও বুদ্ধিকে শরীরাবয়বসমূহের প্রয়োজক কর্তারূপে কল্পনা করা হয়েছে।[৩] মন আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত হলে, একে শরীরের নিয়ামক বলে।[৪] প্রাণ উদক প্রভৃতি পদার্থ সমূহের পথস্বরূপ, যেমন সমুদয় স্রোত তেমনি মন প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় পদার্থসমূহের পথ স্বরূপ ও আশ্রয়স্থল হচ্ছে সচেতন সমস্ত শরীর।[৫]

মনের বিষয়—

প্রাথমিকভাবে মনের দ্বারা গ্রাহ্য বিষয়গুলির মধ্যে চিন্তা বা ভাবনাকেই মুখ্যতঃ স্বীকার করা হলেও,[৬] যা কিছু মনের দ্বারা জানা যায়, সেই সকল বিষয়ই মনের অর্থ বা বিষয় বলে

১. অন্নমশিতংত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ।
পুরীষং ভবতি যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ।।

ছা. উ., ৬.৫.১

এবমেব খলু সোম্যান্নস্যাশ্যমানস্য যোঽণিমা স উর্ধ্বঃ সমুদীষতি তন্মনো ভবতি।।

ছা. উ., ৬.৬.২

২. মনো মনোঽর্থো বুদ্ধিরাত্মা চেত্যধ্যাত্মদ্রব্যগুণসংগ্রহঃ।

চ. সূ., ৮.১৩

৩. যৎ প্রযোক্তৃ তত্ত্বৎ প্রধানং বুদ্ধির্মনশ্চেতি।

চ. শা., ৭.১৬

৪. তচ্ছরীরস্য তন্ত্রকমাত্মসংযোগাৎ।

চ. বি., ৮.১১৯

৫. সর্ব্বাণি স্রোতাংস্যয়নভূতানি। তদ্বদতীন্দ্রিয়াণাং পুনঃ সত্ত্বাদীনাং কেবলং চেতনাবচ্ছরীরময়ন ভূতমধিষ্ঠানভূতঞ্চ।

চ. বি., ৫.৭

৬. মনসস্তু চিন্ত্যমর্থঃ।

চ. সূ., ৮.১৬

চরকসংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে। সংক্ষেপে এই বিষয়গুলি হল-চিন্তা, বিচার, তর্ক, ধ্যান ও সংকল্প।[১]

মনের ক্রিয়া—

মন হচ্ছে ইহজগতে সকল শুভাশুভ কর্মের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির কারণ স্বরূপ।[২]

ইন্দ্রিয়ের অভিগ্রহ বা নিগ্রহে, গ্রহণে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি এই দুটি মনের কর্ম। কর্মের পর আসে তর্ক, তারপর বিচার এবং বিচারের পর বুদ্ধি প্রবর্তিত হয়। অর্থাৎ মন সংযুক্ত ইন্দ্রিয়

১. চিন্ত্যং বিচার্যমূহ্যং চ ধ্যেয়ং সংকল্প্যমেব চ।
যৎ কিঞ্চিন্মনসো জ্ঞেয়ং তৎ সর্বং হ্যর্থসংজ্ঞকম্।"

চ. শা., ১.২০

ন্যায়ভাষ্যে কিন্তু মন অভৌতিক এবং সবকিছুই মনের বিষয় একথা বলা হয়েছে।

"মনস্ত্বভৌতিকং সর্ব্ববিষয়ঞ্চ।"

বা. ভা., ন্যা. সূ., ১.১.৪

ন্যায়মঞ্জরীতে বলা হয়েছে যে, মন সকল বিষয়েরই গ্রাহক হতে পারে। এমন কোন বিষয় নেই, যাকে মন গ্রহণ করতে পারে না এবং চিন্তার অভ্যাসবশতঃই অতীন্দ্রিয় বিষয়গুলিতেও সুস্পষ্টভাবে মানস প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হতে দেখা যায়।

"মনো হি সর্ববিষয়ং ন তস্যাবিষয়ঃ কশ্চিদস্তি। অভ্যাসবশাচ্চাতীন্দ্রিয়েষ্বপ্যর্থেষু পরিস্ফুটাঃ প্রতিভাসাঃ প্রাদুর্ভবন্তো দৃশ্যন্তে।" ন্যা. ম., পৃ. ১৬৯, প. ১৬-১৭

বৃহদারণ্যকোপনিষদে মনকে গ্রহ বলা হয়েছে। এটা কামরূপ অতিগ্রহের সাহায্যে বশীভূত, কারণ মনের সাহায্যেই লোকে কাম্যবিষয়কে কামনা করে থাকে।

"মনো বৈ গ্রহঃ স কামেণাতিগ্রাহেণ গৃহীতো মনসা হি কামান্ কাময়তে।"

বৃ. উ., ৩.২.৭

২. শুভাশুভপ্রবৃত্তিনিবৃত্তিহেতুশ্চ। চ. সূ., ৮.১৩

মনক্রিয়ার প্রাধান্য কতটা তা বোঝাতে গিয়ে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় মনকে চঞ্চল বলে অভিহিত করে বলা হয়েছে যে মনের ক্রিয়ার ফলে শরীর ও ইন্দ্রিয় অবশ হয়ে যায়। তাছাড়া এটা অতি প্রবল ও দৃঢ়। এই সকল কারণে বাতাসের মতো একেও আয়ত্তের মধ্যে রাখা যায় না।

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্।"

গী., ৬.৩৪

দ্বারা ইন্দ্রিয়ার্থ গৃহীত হয়। তারপর সেই ইন্দ্রিয়ার্থের গুণ ও দোষ বিচার করে তা গ্রহণের উপযুক্ত কিনা সেই বিষয়ের সংকল্প করে মন। বিচারের পরই জাগ্রত হয় নিশ্চয়বুদ্ধি। এইভাবে মন যা বলে বা করে তা বুদ্ধিপূর্বক হয়ে থাকে।[১]

ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সম্পর্কের ফলে মনে চিন্তার উদ্ভব হয়। এই চিন্তাশক্তি জন্মানোর পরই বিচার শক্তির আবির্ভাব ঘটে। বিচারশক্তি জন্মানোর পর না জানা বিষয়কে জানার আগ্রহ দেখা যায়। এই শক্তিগুলি যখন বুদ্ধির কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হয় তখনই সঙ্কল্প করার সময় উপস্থিত হয়। অর্থাৎ চিন্তাশক্তি, বিচারশক্তি, না জানাকে জানার শক্তি এবং বুদ্ধির সাহায্যে কাজ করার ক্ষমতা যখন জন্মায় মন তখনই সেই কাজ করার জন্য সঙ্কল্প করে।

মন দ্রব্য পদার্থ—

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে যে নয়টি দ্রব্যের উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে মন একটি।[২] কাজেই

১. ইন্দ্রিয়াভিগ্রহঃ কর্ম মনসঃ স্বস্য নিগ্রহঃ।
উহো বিচারশ্চ, ততঃ পরং বুদ্ধিঃ প্রবর্ততে।।
ইন্দ্রিয়েণেন্দ্রিয়ার্থো হি সমনস্কেন গৃহ্যতে।
কল্প্যতে মনসা তূর্ধ্বং গুণতো দোষতোঽথবা।।
জায়তে বিষয়ে তত্র যা বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা।
ব্যবস্যতি তয়া বক্তুং কর্তুং বা বুদ্ধিপূর্বকম্।।

চ. শা., ১. ২১-২৩

২. খাদীন্যাত্মা মনঃ কালো দিশশ্চ দ্রব্যসংগ্রহঃ।

চ. সূ., ১.৪৮

ন্যায়বৈশেষিক গ্রন্থ ভাষাপরিচ্ছেদেও মনকে দ্রব্য বলা হয়েছে।
"ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোমকালা-দিগ্-দেহিনৌ মনঃ দ্রব্যাণি।"

ভা. প., প্র. ৩

ফণীভূষণ তর্কবাগীশ ন্যায়দর্শনের টিপ্পনীতে বলেছেন যে, প্রত্যেক জীবদেহে এক একটি মন থাকে, এরা পরমাণুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম বলে নিত্য দ্রব্য বলা হয়ে থাকে।

ফ. ত. টি., ন্যা. দ., পৃ. ২২৩, প. ১৯

তর্কসংগ্রহে বলা হয়েছে, প্রতিটি জীবাত্মার জন্য এক একটি মনের সম্বন্ধ এইজন্য মন অনন্ত অর্থাৎ অসংখ্য ও পরমাণুর পরিমাণ অতএব নিত্য।

"তচ্চ প্রত্যাত্মনিয়তত্বাৎ অনন্তং পরমাণুরূপং নিত্যঞ্চ।"

ত. স., ১৮

আয়ুর্বেদশাস্ত্রানুসারে মন হচ্ছে দ্রব্য পদার্থ। চরকসংহিতায় মনকে 'সত্ত্ব' বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১]

মনের গুণ—

মনকে দ্রব্য রূপে কল্পনা করলে, প্রতিটি দ্রব্যের যেমন গুণ থাকে, সেইরূপ মনেরও গুণ আছে, এ প্রসঙ্গ উঠতে পারে। যে ধর্ম্মটি যে দ্রব্যের মধ্যে আশ্রিত হয়ে থাকে তাকে সেই দ্রব্যের গুণ বলা হয়। মন যখন একটি দ্রব্য পদার্থ বলে স্বীকৃত, তখন মনে যে ধর্ম্মগুলি আশ্রয় করে থাকে তাদের মনের গুণ বলে স্বীকার করে নিতে হয়। প্রতিটি দ্রব্যেরই কিছু না কিছু নিজস্ব গুণ থাকে। এই গুণগুলির মধ্যে কোন কোনও গুণ আবার কোন কোনও দ্রব্যের মধ্যে প্রধানভাবে থাকে।

চরকসংহিতায় বলা হয়েছে যে, মনের গুণ হল দুটি অণুত্ব ও একত্ব।[২] অর্থাৎ মন অণুপরিমিত এবং এক। এই কারণে মন একই সময়ে অনেক ইন্দ্রিয়ে প্রবৃত্ত হতে পারে না।

মনের দোষ—

রজঃ ও তমঃ এই দুটিকে চরকসংহিতায় মানসদোষ বলা হয়েছে।[৩] এরা মনকে দূষিত করে

১. সত্ত্বমুচ্যতে মনঃ। — চ. বি., ৮.১১৯

মনঃ সত্ত্বসংজ্ঞকম্। — চ. সূ., ৮.৪

২. অণুত্বমথ চৈকত্বং দ্বৌ গুণৌ মনসঃ স্মৃতৌ। — চ. শা., ১.১৯

ন্যায়দর্শনে বলা হয়েছে যে, মনই অণু। "যথোক্তহেতুত্বাচ্চাণু।" — ন্যা. সূ., ৩.২.৫৯

ন্যায়ভাষ্যে বাৎস্যায়ন বলেছেন যে, জ্ঞানের অযৌগপদ্যবশতঃ মন অণু এবং এক, এছাড়া ধর্মসমুচ্চয়ও। মনের মহত্ত্ব থাকলে তবেই মন সকল ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যুগপৎ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে।

"অণু মন একঞ্চেতি ধর্মসমুচ্চয়ো জ্ঞানাযৌগপদ্যাৎ। মহত্ত্বে মনসঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়সংযোগাদ্-যুগপদ্ বিষয়গ্রহণং স্যাদিতি।" — বা. ভা., ন্যা. সূ., ৩.২.৫৯

৩. মানসঃ পুনরুদ্দিষ্টো রজশ্চ তম এব চ।। — চ. সূ., ১.৫৭

রজস্তমশ্চ মানসৌ দোষৌ।। — চ. বি., ৬.৫

রোগের সৃষ্টি করে। শরীর ও সত্ত্বসংজ্ঞক মন এরা উভয়েই রোগ ও আরোগ্যের আশ্রয় স্থান।[১] তাই শরীর ও মন দূষিত হলে রোগের উৎপত্তি হয় এবং দূষিত না হলে বিকারের উৎপত্তি হয় না।[২] রজ ও তম দোষের বিকারের ফলেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা, অভিমান, মদ, শোক, চিত্ত উদ্বেগ, ভয়, হর্ষ প্রভৃতির উদ্রেক হয়ে থাকে।[৩] এই দোষগুলির প্রশান্তি হয় জ্ঞানবিজ্ঞান, ধৈর্য্য, স্মৃতি ও সমাধির দ্বারা।[৪]

মনের রোগ কারণতা—

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা বোঝা যায় যে, রজ ও তমের প্রাবল্যে অসুস্থ মন রোগের কারণ হয়ে পড়ে। এছাড়াও কিন্তু কামাদির সাহায্যে যদি মন দূষিত হয় তাহলেও শরীরে জ্বর দেখা দেয় এবং সেই জ্বর বল লাভ করে।[৫] ইষ্টবস্তুর অলাভ ও অনিষ্টের সমাগমবশতঃ যে রোগ জন্মায় তাকে মানস রোগ বলে। বুদ্ধিমান ব্যক্তির মানসরোগ উপস্থিত হলে হিতাহিত বিবেচনা করে শরীর ও মনের অহিতকর ধর্মার্থকামের পরিহার ও হিতকর ধর্মার্থকামের অনুষ্ঠান করবেন।[৬]

১. শরীরং সত্ত্বসংজ্ঞঞ্চ ব্যাধীনামাশ্রয়ো মতঃ।

চ. সূ., ১.৫৫

২. দ্বৌ পুনঃ সত্ত্বদোষৌ রজস্তমশ্চ, তৌ সত্ত্বং দুষয়তঃ। তাভ্যাং চ সত্ত্বশরীরাভ্যাং দুষ্টাভ্যাং বিকৃতিরুপজায়তে, নোপজায়তে চাপ্রদুষ্টাভ্যাম্।

চ. শা., ৪.৩৪

৩. তয়োর্বিকারাঃ কামক্রোধলোভমোহের্ষ্যামানমদশোকচিত্তোদ্বেগভয়হর্ষাদয়ঃ।

চ. বি., ৬.৫

৪. মানসো জ্ঞানবিজ্ঞানধৈর্য্যস্মৃতিসমাধিভিঃ।

চ. সূ., ১.৫৮

৫. মনস্যভিহতে পূর্ব্বং কামাদ্যৈর্ন তথা বলম্।।
জ্বরঃ প্রাপ্নোতি বাতাদ্যৈর্দেহো যাবন্ন দূষ্যতি।

চ. চি., ৩.১২৬-১২৭

৬. মানসঃ পুনরিষ্টস্য লাভাল্লাভাচ্চানিষ্টস্যোপজায়তে। তত্র বুদ্ধিমতা মানসব্যাধিবিপরীতেনাপি সতা বুদ্ধ্যা হিতাহিতমবেক্ষ্যাবেক্ষ্য ধর্ম্মার্থকামানামহিতানামনুপসেবনে হিতানাঞ্চোপসেবনে প্রযতিতব্যম্।।

চ. সূ., ১১.৪৫, ৪৬

মনের দোষ দূরীকরণ—

চরকসংহিতায় কতকগুলি উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হয়েছে যে, কিভাবে মনের মালিন্য দূর করে তার বিশুদ্ধি লাভ করা যায়। তেল কাপড়ের টুকরো বা চুল দ্বারা পরিষ্কার করলে আয়নার কাঁচ যেমন নির্মল হয় অনুরূপভাবে শুদ্ধিজনক উপায় অবলম্বন করলে মনের মালিন্যও বিশুদ্ধি লাভ করে। গ্রহ, মেঘ, ধুলি, ধূম ও নীহার বিমুক্ত সূর্যমণ্ডল যেমন স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায়, মনও মালিন্য রহিত হলে সেইরূপ প্রকাশ পায়। নিশ্ছিদ্র দীপাশয়ের মধ্যে প্রদীপ যেমন স্থির ও উজ্জ্বল কিরণযুক্ত শোভা পায়, মনও সেইরূপ ইন্দ্রিয়কর্ম নির্লিপ্ত হয়ে, কেবলমাত্র আত্মা সংলগ্ন হলে, নির্মল হয়ে শোভা পায়।[১]

গুণভেদে ও দোষভেদে মনের ভেদ—

ইন্দ্রিয় জ্ঞানের লক্ষণ দেখে ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিভিন্ন ধরণের হওয়ায়, পরিচয়ও হয় বিভিন্ন ধরণের। আবার সময় বিশেষে একই ব্যক্তিতে ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। যে সময়ে যে ধরনের ইন্দ্রিয়জ্ঞান জন্মায়, সেই সময় সেই ব্যক্তির পরিচয় ইন্দ্রিয়জ্ঞান জনিত ঐ ধরনের হয় এবং সেই ব্যক্তির মধ্যে কি জাতীয় গুণ আছে তাও জানা যায়। এই গুণগুলি হল সত্ত্ব, রজঃ ও তম।[২]

একেবারে শুরুতে 'রজস্'কে দেখা হত আলোকপ্রভারূপে। 'তমস্'কে ধরে নেওয়া হত অন্ধকারের প্রতীকরূপে, যা কিনা নিদ্রার উদ্রেক করে। এর বিপরীত হচ্ছে সত্ত্ব যা জাগ্রতাবস্থার সূচনা করে, প্রাকৃতিক দর্শন অনুসারে 'রজস্'এর সম্পর্ক ধরে নেওয়া হত দানব, সর্প, ভূত,

১. এতৈরবিমলং সত্ত্বং শুদ্ধ্যুপায়ৈর্বিশুধ্যতি।
মৃজ্যমান ইবাদর্শস্তৈলচেলকচাদিভিঃ।।
গ্রহাম্বুদরজোধূমনীহারৈরসমাবৃতম্।
যথাঽর্কমণ্ডলং ভাতি ভাতি সত্ত্বং তথাঽমলম্।।
জ্বলত্যাত্মনি সংরুদ্ধং তৎ সত্ত্বং সংবৃতায়নে।
শুদ্ধঃ স্থিরঃ প্রসন্নার্চির্দীপো দীপাশয়ে যথা।।

চ. শা., ৫.১৩-১৫

২. সাংখ্যকারিকায় গুণ তিনপ্রকার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। "ত্রিগুণং ত্রয়ো গুণাঃ।"

সা. ত. কৌ., সা. কা., ১১

সাংখ্যদর্শনে মূল প্রকৃতিকে ত্রিগুণাত্মিকা কল্পনা করা হয়েছে।

প্রেত এবং পক্ষীর সঙ্গে। অপরপক্ষে "তমস্" এর সম্পর্ক ছিল চতুষ্পাদ প্রাণী, মাছ ও গাছের সঙ্গে।[১]

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণের প্রাধান্য অনুসারে চরকসংহিতায়ও মনকে তিন ধরণের কল্পনা করা হয়েছে। যথা শুদ্ধ (অর্থাৎ সাত্ত্বিক) রাজসিক ও তামসিক। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন প্রকার গুণের মধ্যে যে গুণ মনকে অধিক পরিমাণে প্রভাবিত করে, মন সেই গুণযুক্ত হয়ে পুরুষের দ্বিতীয় জন্ম পর্যন্ত অনুবর্তন করে কিন্তু মন যখন সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরজন্মে অনুবর্তিত হয়, তখনই (কেবলমাত্র) সেই ব্যক্তি পূর্বজন্মের বিষয় স্মরণ করতে পারে। মনের এইরূপ অনুবন্ধের জন্য স্মৃতির জ্ঞান ও আত্মার অনুবর্তন হয় এবং স্মৃতির অনুবর্তনের জন্য সেই পুরুষকে জাতিস্মর বলা হয়।[২]

১. "Ursprünglich wird **rajas** als Lichtdunst angesehen, **tamas** ist Finsternis Schlechthin und erzeugt den Schlaf in Gegensatz zum Geist (Sattva), der das Wachen bewirkt, naturkundlich wird **rajas** auf Däm onen, Schlangen, Gespenster und Vögel, dagegen tamas auf Vierfüssige Tiere, Fische und Bäume bezogen."

Die indisehen Bücher aus dem Paradies der Weisheit. Page-1107, Line 7-12

উপরোক্ত জার্মানভাষায় লিখিত অংশটির অনুবাদ করে দিয়েছেন আমার অধ্যাপক ডক্টর ব্রহ্মানন্দ গুপ্ত।

২. তৎ ত্রিবিধমাখ্যায়তে শুদ্ধং রাজসং তামসঞ্চেতি। যেনাস্য খলু মনো ভূয়িষ্ঠং তেন দ্বিতীয়ায়ামাজাতৌ সম্প্রয়োগো ভবতি, যদা তু তেনৈব শুদ্ধেন সংযুজ্যতে, তদা জাতেরতিক্রান্তায়াশ্চ স্মরতি। স্মার্তং হি জ্ঞানমাত্মনস্তস্যৈব মনসোঽনুবন্ধাদনুবর্ত্ততে, যস্যানুবৃত্তিং পুরস্কৃত্য পুরুষো 'জাতিস্মর' ইত্যুচ্যতে।

চ. শা., ৩.১৩

সুশ্রুতসংহিতাতে সাত্ত্বিকগুণ কোনগুলি তার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন দয়া, সমানভাবে ভাগ করে খাওয়ার ইচ্ছা, দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা, সত্য, ধর্ম, আস্তিকতা, জ্ঞান, বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি, ধৈর্য্য, অনাসক্তি প্রভৃতি।

"সাত্ত্বিকাস্তু আনৃশংস্যং সংবিভাগরুচিতা, তিতিক্ষা, সত্যং ধর্ম আস্তিক্যং জ্ঞানং বুদ্ধির্মেধা স্মৃতিধৃতিরনভিষঙ্গশ্চ।"

সু. শা., ১.১৮

কল্যাণাংশবিশিষ্ট নির্দোষ মনকে শুদ্ধ বলা হয়। রাজস মন দোষযুক্ত রোষাংশবিশিষ্ট এবং তামস মনও দোষ দূষিত মোহাংশবিশিষ্ট। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের তারতম্যের ভেদে এবং শরীর ও মন পরস্পরের অনুবিধানের জন্য শরীর ও যোনিবিশেষানুসারে এই তিনপ্রকার মনের প্রত্যেকেরই ভেদ হল অসংখ্য। শরীর সত্ত্বের অনুবিধান করে অর্থাৎ আনুরূপ্য সাধন করে এবং সত্ত্বও শরীরের অনুবিধান করে।[১]

দুঃখের আধিক্য, অটনশীলতা অর্থাৎ ঘোরা ফেরার প্রবৃত্তি, অধীরতা, অহঙ্কার মিথ্যাবচন-শীলতা, নির্দয়তা, দম্ভ, মান, হর্ষ, কাম ও ক্রোধ হল রাজস গুণ এবং বিষাদ দুষ্টবুদ্ধি, আলস্য, নিদ্রাধিক্য এইগুলি হল তামস গুণ এটাও সুশ্রুতে বলা হয়েছে।

রাজসাস্তু দুঃখবহুলতাऽটনশীলতাऽধৃতিরহঙ্কার আনৃতিকত্বমকারুণ্যং দম্ভো মানো হর্ষঃ কামঃ ক্রোধশ্চ, তামসাস্তু বিষাদিত্বং নাস্তিক্যমধর্মশীলতা বুদ্ধের্নিরোধোऽজ্ঞানং দুর্মেধস্ত্বমকর্মশীলতা নিদ্রালুত্বং চেতি।"

সু. শা., ১.১৮

১. ত্রিবিধং খলু সত্ত্বং শুদ্ধং রাজসং তামসমিতি। তত্র শুদ্ধমদোষমাখ্যাতং কল্যাণাংশত্বাৎ, রাজসং সদোষমাখ্যাতং রোষাংশত্বাৎ, তামসমপি সদোষমাখ্যাতং মোহাংশত্বাৎ, তেষাং তু ত্রয়াণামপি সত্ত্বানামেকৈকস্য ভেদাগ্রমপরিসংখ্যেয়ং তরতমযোগাচ্ছরীরযোনিবিশেষেভ্য-শ্চান্যোন্যানুবিধানত্বাচ্চ। শরীরং হ্যপি সত্ত্বমনুবিধীয়তে, সত্ত্বং চ শরীরম্।

চ. শা., ৪.৩৬

তাৎপর্য হচ্ছে এই যে মনকে সত্ত্ব বলা হয়। আত্মার সহযোগে মন শরীরের নিয়ামক। বলভেদানুসারে মন তিন প্রকার প্রবর, মধ্য ও অবর। তৎসংশ্লিষ্ট বলে পুরুষ তিনপ্রকার হয়ে থাকে, যথা-প্রবরসত্ত্ব, মধ্যসত্ত্ব ও অবরসত্ত্ব।

"সত্ত্বতশ্চেতি। সত্ত্বমুচ্যতে মনঃ। তচ্ছরীরস্য তন্ত্রকমাত্মসংযোগাৎ, তৎ ত্রিবিধং বলভেদেন প্রবরং মধ্যমবরং চেতি। অতশ্চ প্রবরমধ্যাবরসত্ত্বাঃ পুরুষা ভবন্তি।

চ. বি., ৮.১১৯

সত্ত্ব অর্থাৎ মনোবল, দুঃখ এবং সুখের দ্বারা কার্যভার প্রভৃতি এবং ছেদন ভেদন প্রভৃতি স্থানে অবসরের দ্বারা গ্লানি, যা হর্ষ থেকে উৎপন্ন হয় না, তা সত্ত্ব বল, এটি সুশ্রুতে বলা হয়েছে। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে এই বল তিন প্রকার। যে মানুষ নিজের মনকে দৃঢ় করে সব কিছু সহ্য করে, তাকে সাত্ত্বিক বল, যে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দৃঢ় করে তাকে রাজস বল এবং কোন প্রকার দৃঢ় হয় না, ধৈর্য ধারণ করে না তাকে তামসিক বল বলে।

মন কখনো সত্ত্ব, কখনো রজঃ এবং কখনো বা তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু এই গুণগুলির মধ্যে যে গুণ যে পুরুষে বারবার দেখা যায় বা যে গুণ সাধারণতঃ প্রধানভাবে

সত্ত্বং তু ব্যসনাভ্যুদয়ক্রিয়াদিস্থানেষ্ববিক্লবকরম্।।
সত্ত্ববান, সহতে সর্বং সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
রাজসঃ স্তভ্যমানোঽন্যৈঃ সহতে নৈব তামসঃ।। সু. সূ., ৩৫.৩৭-৩৮

সাংখ্যকারিকায় বলা হয়েছে গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্ব সুখাত্মক, রজঃ দুঃখাত্মক ও তমঃ মোহাত্মক, সত্ত্বের কার্য্য প্রকাশ, রজের কার্য্য ক্রিয়া এবং তমের কার্য্য আচ্ছাদন করা, এই গুণ তিনটি পরস্পর পরস্পরকে অভিভব করে অর্থাৎ একটি গুণ অপর গুণ দুটিকে দুর্বল করে, এক একটি গুণ স্বকীয় কার্যে উন্মুখ হয়। এরা পরস্পর আশ্রিত ও স্বকীয় কার্য্য জননে অপরের সাহায্য প্রার্থী। পরস্পর পরিণামে হেতু এবং মিথুন অর্থাৎ নিত্য সহচর।

তুলনীয়—

প্রীত্যপ্রীতি-বিষাদাত্মকাঃ-প্রকাশ-প্রবৃত্তি-নিয়মার্থাঃ।
অন্যোঽন্যাভিভবাশ্রয়ঃ-জনন-মিথুন-বৃত্তয়শ্চ গুণাঃ।। সা. কা., ১২

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণ তিনটি প্রকৃতি থেকে উৎপত্তি হয়েছে এটি গীতায় বলা হয়েছে। এরা নিত্য আত্মাকে দেহের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে। এর মধ্যে সত্ত্ব গুণ নির্মল। এটি সকল বস্তুকে প্রকাশ করে এবং এর মধ্যে কোনো অশান্তি দেখা যায় না। তাছাড়া জ্ঞান ও সুখের দ্বারা এটি জীবাত্মাকে বদ্ধ করে।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্।।
তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ।। গী., ১৪.৫-৬

গীতাতে আরো বলা হয়েছে যে কামনা ও আসক্তি থেকে রজো গুণের সৃষ্টি হয় এবং এর সাহায্যে মানুষ কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। অজ্ঞান বা মোহ থেকে তমোগুণের সৃষ্টি হয়। এজন্য সকল প্রাণীর মোহ জন্মায়। এটা প্রমাদ আলস্য ও নিদ্রার সাহায্যে জীবকে বদ্ধ করে।

এছাড়া আরো বলা হয়েছে সত্ত্বগুণ প্রাণীর দুঃখ দূর করে সুখ দেয়, রজোগুণ মানুষকে কর্মের পথে নিয়ে যায় এবং তমোগুণ জ্ঞানকে ঢেকে অসাবধানতার পথে নিয়ে যায়।

"রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্।।
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত।।
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত।। গী., ১৪.৭-৯

অবস্থান করে মনকে সেই গুণের অধিকারী বলে মনে করেন পণ্ডিতেরা। মন যদি অগ্রগামী না হয় তাহলে ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ বিষয় গ্রহণ করতে পারে না।[১]

মন এক না বহু—

বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্রে মনকে এক বলেই উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু চরকসংহিতায় মন এক না বহু এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন উঠে। এখানে বলা হয়েছে যে, স্বার্থ, ইন্দ্রিয়ার্থ ও সঙ্কল্পের বৈচিত্র্য ভেদে মন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় প্রথমে একই পুরুষে অনেক মন বলে মনে হয়। কিন্তু মন একসঙ্গে অনেক বিষয়ের চিন্তা করতে পারে না বলে অণু পরিমাণ মন একছাড়া অনেক নয় বলে প্রতীত হয়। এবার মনের দ্বারা প্রেরিত হওয়ায় ইন্দ্রিয়গণও একসঙ্গে সকল কার্য করতে পারে না।[২] এই একই কথা অন্যত্রও বলা হয়েছে যে মন আপাতদৃষ্টিতে নানাপ্রকার বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এটা একই ব্যক্তিতে থাকে, এবং সময় বিশেষে এই মনই আবার নানা প্রকার থাকে না। বস্তুতঃ মন এক কিন্তু সত্ত্বাদিগুণের অনুবৃত্তি অনুসারে একে নানাপ্রকার ধরে নেওয়া হয়।[৩]

---

১. যদ্ গুণঞ্চাভীক্ষ্ণং পুরুষমনুবর্ত্ততে সত্ত্বং তৎ সত্ত্বমেবোপদিশন্তি ঋষয়ো বাহুল্যানুশয়াৎ। মনঃ পুরঃসরাণীন্দ্রিয়াণ্যর্থগ্রহণসমর্থানি ভবন্তি।। চ. সূ., ৮.৬-৭

যুক্তিদীপিকায় কিন্তু সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এবং পুরুষ এই চারটিকে পদার্থ বলা হয়েছে।

"ইদানীং সত্ত্বং রজস্তমঃ পুরুষ ইতি পদার্থচতুষ্টয়ং প্রতিজ্ঞায়তে।"

যু. দী., পৃ. ৩১, প. ৯-১০

২. স্বার্থেন্দ্রিয়ার্থসঙ্কল্পব্যভিচরণাচ্চানেকমেকস্মিন্ পুরুষে সত্ত্বং, রজস্তমঃ সত্ত্বগুণযোগাচ্চ ; ন চানেকত্বং, নহ্যেকং হ্যেককালমনেকেষু প্রবর্ত্ততে, তস্মান্নৈককালা সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবৃত্তিঃ।

চ. সূ., ৮.৫

ন্যায়দর্শনে বলা হয়েছে, জ্ঞানের অযৌগপদ্যবশতঃ অর্থাৎ একই সময়ে অনেক ইন্দ্রিয়জন্য অনেক জ্ঞান জন্মায় না, সেই কারণে মন এক।

"জ্ঞানাযৌগপদ্যাদেকং মনঃ।"

ন্যা. সূ., ৩.২.৫৬

৩. নানাবিধানি খলু সত্ত্বানি, তানি সর্বাণ্যেকপুরুষে ভবন্তি, ন চ ভবন্ত্যেককালম্, একং তু প্রায়োবৃত্ত্যাহহ। চ. শা., ৩.১৩

ন্যায়ভাষ্যে মন গুণবিশিষ্ট হওয়ায় এর ইন্দ্রিয়ত্ব থাকে না এবং ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ হলে মনের সান্নিধ্য ও অসান্নিধ্যবশতঃ অর্থাৎ কোন এক ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ এবং সেই সময় অন্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অসংযোগের ফলে মনে যুগপৎ জ্ঞানের অনুৎপত্তির অর্থাৎ একই সময়ে অনেক ইন্দ্রিয়জন্য অনেক প্রকার জ্ঞান না হওয়ার কারণরূপে বলা হয়েছে।

মন ইন্দ্রিয় না অতীন্দ্রিয়—

সাধারণভাবে অধিকাংশ দর্শনশাস্ত্রে মনকে ইন্দ্রিয় বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। বৈশেষিক দর্শনের প্রশস্তপাদভাষ্যে নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্ ও কর্ণ ছাড়াও মনকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলেও দাবী করা হয়েছে।[১]

সাংখ্যকৌমুদীতে মনকে একাদশ ইন্দ্রিয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২] তথা সাংখ্যকারিকায় মনকে একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে উভয়াত্মক বলা হয়েছে। অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি মনের অধিষ্ঠানের ফলে হয়ে থাকে এই কারণে মন উভয় ইন্দ্রিয় স্বরূপ, মন বস্তুগুলিকে

"ন্যাস্য সগুণস্যেন্দ্রিয়ভাব ইতি। সতি চেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষে সন্নিধিমসন্নিধিশ্চাস্য যুগপজ্জ্ঞানা-নুৎপত্তিকারণং বক্ষ্যাম ইতি।"

বা. ভা., ন্যা. সূ., ১.১.৪

বৈশেষিকদর্শনে বলা হয়েছে যে একই সময়ে নানা প্রযত্নের অনুৎপত্তি ও যুগপৎ নানা জ্ঞানের অনুৎপত্তির জন্যই মন এক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

"প্রযত্নাযৌগপদ্যাজ্জ্ঞানাযৌগপদ্যাচ্চৈকম্।"

বৈ. সূ., ৩.২.৩

বৃহদারণ্যকোপনিষদে একটি উদাহরণের সাহায্যে মনকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। মন, বাক্ ও প্রাণ এই তিনটিকেই আত্মা সম্পৃক্ত বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এইরূপ প্রচলিত আছে যে, 'আমি আনমনা ছিলাম, সেই কারণে দেখি নাই ; আমি আনমনা ছিলাম সেই কারণে শুনি নাই।' অতএব এই থেকেই বুঝতে পারা যায় যে, মনকে বাদ দিয়ে লোকে ঠিক ঠিক দর্শন এবং ঠিক ঠিক শ্রবণ করতে পারে না। কাম, সংকল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, লজ্জা, প্রজ্ঞা, ভয় ইত্যাদি সকলকার্য্যই মনের দ্বারা হয়। মন আছে বলিয়াই লোকে পশ্চাদ্দিক থেকে পৃষ্ট হয়েও মনের সহায়তায় বিবেকপূর্বক এটা জানতে পারে।

"ত্রীণ্যাত্মনেঽকুরুতেতি মনো বাচং প্রাণং তান্যাত্মনেঽকুরুতান্যত্রমনা অভূবং নাদর্শমন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষমিতি মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি। কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্বং মন এব তস্মাদপি পৃষ্ঠত উপস্পৃষ্টো মনসা বিজানাতি যঃ কশ্চ শব্দো বাগেব সা।"

বৃ. উ. ১.৫.৩

১. অক্ষাণীন্দ্রিয়াণি ঘ্রাণরসনচক্ষুস্ত্বক্‌শ্রোত্রমনাংসি ষট্।

প্র. পা. ভা., পৃ. ১৮৬, প. ১২-১৩

২. একাদশসু ইন্দ্রিয়েষু মধ্যে মন উভয়াত্মকং বুদ্ধীন্দ্রিয়ং কর্মেন্দ্রিয়ঞ্চ।

সা. ত. কৌ., সা. কা., ২৭

বিশেষভাবে নির্ণয় করে। মন সাত্ত্বিক অহঙ্কার থেকে জন্মায় বলে চক্ষু প্রভৃতির ন্যায় একেও ইন্দ্রিয় বলা হয়েছে।[১]

এছাড়া মনুসংহিতাতেও বলা হয়েছে যে, মন হচ্ছে একাদশ ইন্দ্রিয়, এটি নিজগুণে কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়, উভয়েরই আত্মা স্বরূপ।[২]

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে সুশ্রুতসংহিতাতেও মনকে একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ধরা হয়েছে। শুধু তাই নয় সেখানে মনকে উভয়াত্মক (অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় এই উভয়াত্মক) বলে মেনে নেওয়া হয়েছে।[৩]

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ কেবল এই পাঁচটিকেই চরকসংহিতায় ইন্দ্রিয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অন্য শাস্ত্রানুসারে মনকেও ইন্দ্রিয় বলে বিবেচনা করলে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা পাঁচের জায়গায় দাঁড়ায় ছয়।[৪] কিন্তু এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে চরকসংহিতায় মনের আলোচনায় সাক্ষাৎভাবে মনকে কোথাও ইন্দ্রিয়রূপে চিহ্নিত করা হয়নি, বরং মনকে অতীন্দ্রিয়ই বলা হয়েছে।[৫]

চরকসংহিতার জল্পকল্পতরুটীকায় অতীন্দ্রিয় শব্দের আর এক প্রকার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, অতিক্রান্ত ইন্দ্রিয় হচ্ছে অতীন্দ্রিয়। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলির সেই সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান হয় না বলে তাদের বলা যেতে পারে অতিক্রান্ত অর্থাৎ এই চক্ষু প্রভৃতি

১. উভয়াত্মকমত্র মনঃ সঙ্কল্পকমিন্দ্রিয়ঞ্চ সাধর্ম্যাৎ।

সা. কা., ২৭

২. একাদশং মনো জ্ঞেয়ং স্বগুণেনোভয়াত্মকম্।

মনু., ২.৯২

৩. একাদশেন্দ্রিয়াণ্যুৎপদ্যন্তে, তদ্যথা-শ্রোত্রত্বক্চক্ষুজিহ্বাঘ্রাণবাগ্ঘস্তোপস্থপায়ুপাদমনাংসীতি, তত্র পূর্বাণি পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি, ইতরাণি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়াণি উভয়াত্মকং মনঃ।

সু. শা., ১.৪

৪. পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যত্র ষড়িন্দ্রিয়াণ্যন্যত্রতন্ত্রে। চ. বি., ৮.৩৭

৫. অতীন্দ্রিয়ং পুনর্মনঃ।। চ. সু., ৮.৪

ইন্দ্রিয়গুলির ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যরূপে যোগ্যত্বের অভাববশতঃ এবং ইন্দ্রিয়রূপে সূক্ষ্মতাবশতঃ বলে তারা অতীন্দ্রিয়। প্রকৃতপক্ষে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের যা অতিশয় তা অতীন্দ্রিয়।[১]

চরকসংহিতার অপর আর একটি টীকা আয়ুর্বেদদীপিকাতেও অনুরূপভাবে বলা হয়েছে যে অতিক্রান্ত ইন্দ্রিয় হচ্ছে অতীন্দ্রিয়। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলির যে ইন্দ্রিয়ত্ব তার অর্থ দাঁড়াবে বাহ্যজ্ঞানের কারণত্ব যদিও মন সুখ প্রভৃতি জ্ঞানের প্রতিকারণ হয় বলেই মনকে ইন্দ্রিয় বলে, তাহলেও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিকে অধিষ্ঠায়ক বিশেষ বলে অতীন্দ্রিয় বলে ধরে নেওয়া হয়।[২]

সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে স্পর্শেন্দ্রিয় চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়ব্যাপী। এর সঙ্গে মনের নিত্য সংযোগ আছে বলে স্পর্শ স্পর্শেন্দ্রিয়ের ব্যাপ্তি বিষয়ে মনই হচ্ছে ব্যাপক।[৩]

মনের অপর নাম হচ্ছে সত্ত্ব। কেহ কেহ মনকে চেতঃ বলে থাকেন। মন আত্মার আয়ত্তাধীন সেইজন্য সুখ দুঃখ প্রভৃতি যে সকল বিষয় আছে তাদের চেষ্টা মাত্র। তাছাড়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণেরও এটি চেষ্টার কারণ। (অর্থাৎ মনই ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয়ে প্রবর্তিত করে)।[৪] জল্পকল্পতরুটীকায় চেষ্টাকে মনের প্রবৃত্তি বলা হয়েছে।[৫]

১. অতিক্রান্তমিন্দ্রিয়াণি ইত্যতীন্দ্রিয়ম্। চক্ষুরাদীনামিন্দ্রিয়াণাং জ্ঞানকারণত্বমতিক্রান্তং, চক্ষুরাদিগ্রাহ্যত্বেন যোগ্যত্বাভাবাদিতি, সূক্ষ্মত্বাৎ ইতি কশ্চিৎ তন্ন, চক্ষুরাদীনামপ্যতীন্দ্রিয়াত্বাৎ। বস্তুতোঽতিশয়েনেন্দ্রিয়ং চক্ষুরাদিভ্যো যৎ তদতীন্দ্রিয়ম্।

জ. ক., চ. সূ., ৮, পৃ. ৩৮৫, প. ২৪-২৬

২. অতিক্রান্তমিন্দ্রিয়মতীন্দ্রিয়ং ; চক্ষুরাদীনাং যদিন্দ্রিয়ত্বং বাহ্যজ্ঞানকারণত্বং তদতিক্রান্তমিত্যর্থঃ। যদ্যপি মনোঽপি সুখাদিজ্ঞানং প্রতি কারণত্বেনেন্দ্রিয়ং, তথাপীন্দ্রিয়চক্ষুরাদেরধিষ্ঠায়কত্ববিশেষাদতীন্দ্রিয়মিত্যুক্তম্।

আ. দী., চ. সূ., ৮, পৃ. ৩৮৫, প. ২৭-২৯

৩. তত্রৈকং স্পর্শনমিন্দ্রিয়াণামিন্দ্রিয়ব্যাপকং চেতঃ সমবায়ি স্পর্শনব্যাপ্তের্ব্যাপকমপি চ চেতস্তস্মাৎ। চ. সূ., ১১.৩৮

৪. সত্ত্বসংজ্ঞকং চেতঃ ইত্যাহুরেকে। তদর্থাত্মসম্পদায়ত্তচেষ্টং চেষ্টাপ্রত্যয়ভূতমিন্দ্রিয়াণাম্।।

চ. সূ., ৮.৪

৫. চেষ্টা তু মনসঃ প্রবৃত্তিঃ।

জ. ক., চ. সূ., ৮, পৃ. ৩৮৬, প. ২৫

মনের সুখদুঃখের কারণ—

তৃষ্ণা বেদনার আশ্রয়মূলক ভাবসমূহকে অর্থাৎ দেহ মন প্রভৃতিকে অবলম্বন করে। যদি দেহ মন প্রভৃতি উপাদানের অভাব থাকে, অথবা ইন্দ্রিয়ার্থের সঙ্গে সৃষ্ট না হয়, তাহলে সুখ দুঃখের অনুভব হয় না। কেশ, লোম, নখাগ্র, অন্ন এবং মলমূত্র প্রভৃতির গুণ ছাড়া ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট সমস্ত দেহ ও মন হচ্ছে সুখদুঃখের আশ্রয়স্থান।[১] এই সুখ দুঃখের অনুভব দুভাবে হয়, স্পর্শনেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে ও মনের সংস্পর্শে অর্থাৎ প্রথমে ইন্দ্রিয়ার্থের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ হয় এবং তারপর তাদের সঙ্গে মনের সংস্পর্শ হলে তবেই সুখদুঃখের অনুভব হয়ে থাকে।[২]

মন ও আত্মার সম্পর্ক—

আত্মাকে মনের চেতয়িতা বলা হয়েছে অর্থাৎ আত্মা মনের চৈতন্যের কারণস্বরূপ। এই কারণে মনকে অচেতন ও ক্রিয়াবান্ বলা হয়েছে। আত্মা চেতনাবান্ বলে আত্মাকেই কর্তা বলা হয়, কিন্তু মন অচেতন সেইজন্য ক্রিয়াবান্ হলেও একে কর্তা বলা যায় না। মনের সঙ্গে আত্মা সংযুক্ত হলে লোকে মনের ক্রিয়াকেই আত্মার ক্রিয়া বলে।[৩] জীবস্থিত আত্মা কখনো মন ও বুদ্ধি

১. উপাদত্তে হি সা ভাবান্ বেদনাশ্রয়সংজ্ঞকান্।
স্পৃশ্যতে নানুপাদানো নাস্পৃষ্টো বেত্তি বেদনাঃ।।
বেদনানামধিষ্ঠানং মনো দেহশ্চ সেন্দ্রিয়ঃ।
কেশলোমনখাগ্রান্নমলদ্রবগুণৈর্বিনা।।

চ. শা., ১.১৩৫, ১৩৬

২. স্পর্শনেন্দ্রিয়সংস্পর্শঃ স্পর্শো মানস এব চ।
দ্বিবিধঃ সুখদুঃখানাং বেদনানাং প্রবর্ত্তকঃ।।

চ. শা., ১.১৩৩

৩. অচেতনং ক্রিয়াবচ্চ মনশ্চেতয়িতা পরঃ।
যুক্তস্য মনসা তস্য নির্দ্দিশ্যন্তে বিভোঃ ক্রিয়াঃ।।
চেতনাবান্ যতশ্চাত্মা ততঃ কর্ত্তা নিরুচ্যতে।
অচেতনত্বাচ্চ মনঃ ক্রিয়াবদপি নোচ্যতে।।

চ. শা., ১.৭৫, ৭৬

থেকে বিযুক্ত হয় না।[১] এজন্য মনোবিশেষ থেকে আত্মার জ্ঞানবিশেষের উপলব্ধি হয়।[২]

মন গর্ভের উৎপাদক—

মনে হচ্ছে গর্ভের উপপাদক অর্থাৎ উৎপত্তি বিষয়ে কারণ। শরীরের সঙ্গে জীবাত্মার সম্বন্ধ স্থাপন করে মন। সেইজন্য মন জীবাত্মার সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ যুক্ত। মন অপগত হবার উপক্রম করলে কোন ব্যক্তির স্বভাব পরিবর্তিত হয়, ভক্তির বিপর্যয় ঘটে এবং ইন্দ্রিয় সকল উপতপ্ত হয়, বলের হানি হয় এবং ব্যাধিসকল বেড়ে যায়, মনোহীন প্রাণী প্রাণত্যাগ করে। কারণ (আত্মা অধিষ্ঠিত) মনই বিষয় গ্রহণে ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রেরণ করে।[৩] বাতাদিদোষের অত্যন্ত বৃদ্ধি হলে এবং মনের বল ক্ষয় হলে জীবাত্মা শীঘ্রই দেহরূপ বাসস্থান পরিত্যাগ করেন।[৪]

নবজাতকের দেহে পিতামাতার মনের অবদান—

একথা সত্য যে যখন পিতামাতা থেকে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তখন পিতামাতার আত্মা তাদের দেহকে পরিত্যাগ করে অপত্যদেহে চলে যায় না। অনুরূপভাবে পিতামাতার বুদ্ধি ও মন আত্মার ন্যায় সূক্ষ্ম ও অবিভাজ্য ফলে পিতামাতার দেহ ছেড়ে পুত্রদেহে চলে যায় না।[৫]

১. আত্মা কদাচিন্ন বিযুক্তরূপঃ।
ন কর্মণা নৈব মনোমতিভ্যাম্।। — চ. শা., ২.৩৭

২. ন হ্যসত্ত্বঃ কদাচিদাত্মা সত্ত্ববিশেষাচ্চোপলভ্যতে।
চ. শা., ৩.১৮

৩. অস্তি খলু সত্ত্বমৌপপাদুকং, যজ্জীবংস্পৃক্ শরীরেণাভিসম্বধ্নাতি। যস্মিন্নপগমনপুরস্কৃতে শীলমস্য ব্যাবর্ততে, ভক্তির্বিপর্য্যস্যতে, সর্ব্বেন্দ্রিয়াণ্যুপতপ্যন্তে, বলং হীয়তে, ব্যাধয় আপ্যায়্যন্তে। যস্মাদ্ধীনঃ প্রাণান্ জহাতি যদিন্দ্রিয়াণামভিগ্রাহকঞ্চ 'মন' ইত্যভিধীয়তে।
চ. শা., ৩.১৩

৪. অতিপ্রবৃদ্ধ্যা রোগাণাং মনসশ্চ বলক্ষয়াৎ।
বাসমুৎসৃজতি ক্ষিপ্রং শরীরী দেহসংজ্ঞকম্।।
চ. ই., ১১.২৩

৫. বুদ্ধির্মনশ্চ নির্ণীতে যথৈবাত্মা তথৈব তে।।
চ. সূ., ১১.১১

ন্যায়দর্শনে অতি সূক্ষ্ম দ্রব্যের নাম মন বলা হয়েছে। মনকে বিভু অথবা সর্ব্বশরীরব্যাপী বলে স্বীকার করলে মনের যুগপৎ সকল ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তার সংযোগ হত এবং তার ফলে যুগপৎ নানা প্রত্যক্ষ হতে পারত। কিন্তু তা হয় না, সুতরাং মন পরমাণুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম।
ফ. ত. টি., ন্যা. দ., পৃ. ২২৪, প. ২৩, পৃ. ২২৫, প. ৩

কিন্তু সন্তানের মন অবশ্যই পিতামাতার মনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। গর্ভিণী মাতার নানাবিষয়ক কথা শোনা, মনোবিশেষের অভ্যাস করা, নিজের পূর্বজন্মকৃত কর্ম, এসবই নবজাতকের মনের উপরে প্রভাব বিস্তার করে।[১] এজন্যই ভূতাত্মার মন থেকে প্রাণীর মনের বিকাশ হয় এরূপ বলা হয়ে থাকে।[২] গর্ভের যা কিছু সত্ত্বজ এবং গর্ভের জন্মকালে ভক্তিশীলতা, শুচিত্ব, দ্বেষ, অনবস্থিতা ইত্যাদি ধর্মগুলির আবির্ভাব হয়। তা মন থেকেই পাওয়া বা মনের অবদান বলেই বুঝে নিতে হবে।[৩]

মন ও বুদ্ধির সম্পর্ক—

মন ও বুদ্ধির সমযোগ হলে জীবের দেহ প্রকৃতি সুস্থ থাকে। এবং এদের বিষমযোগ হলে এরা বিকৃতি ভাবাপন্ন হয়। অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতিস্থ থাকার হেতু হল মনের বিষয় এবং বুদ্ধির সমানযোগ ও বিকৃতির কারণ হল মন ও বুদ্ধির অতিযোগ, হীনযোগ ও মিথ্যাযোগ।[৪]

১. সত্ত্ববৈশেষ্যকরাণি পুনস্তেষাং তেষাং প্রাণিনাং মাতাপিতৃসত্ত্বান্যন্তর্বত্ন্যাঃ শ্রুতয়শ্চাভীক্ষ্ণং স্বোচিতং চ কর্ম, সত্ত্ববিশেষাভ্যাসশ্চেতি।

চ. শা., ৮.১৬

২. মনসো মনস্তঃ।

চ. শা., ২.৩৬

৩. যানি খল্বস্য গর্ভস্য সত্ত্বজানি, যান্যস্য সত্ত্বতঃ সম্ভবতঃ সম্ভবন্তি,.....তদ্‌যথা-ভক্তিঃ শীলং, শৌচং, দ্বেষঃ..................................অনবস্থিতত্বমিতি। চ. শা., ৩.১৩

৪. মনসো মনোবুদ্ধেশ্চ ত এব সমানাতিহীনমিথ্যাযোগাঃ প্রকৃতিবিকৃতিহেতবো ভবন্তি।

চ. সূ., ৮.১৬

শরীর

শরীরের লক্ষণ—

চেতনার আশ্রয়ভূত পঞ্চমহাভূতের বিকার সমুদয়কে চরকসংহিতায় শরীর বলে স্বীকার করা হয়েছে। শরীরকে ধারণ করে আছে যে ধাতুগুলি তারা সকলেই সমযোগবাহী। অর্থাৎ ধাতু যথাযোগ্য সমতাপ্রাপ্ত হলে শরীর নীরোগ হয়। কিন্তু এই সকল ধাতুগুলি যখন বৈষম্যপ্রাপ্ত হয়, তখনই শরীর ক্লিষ্ট হয়ে পড়ে বলে রোগের উৎপত্তি হয় অথবা শরীরের বিনাশ ঘটায়।[১] চরকসংহিতার গর্ভাবক্রান্তি অধ্যায়েও অনুরূপ কথাই ধ্বনিত হয়েছে, তদুপরি সেখানে চেতনাকে ষষ্ঠ ধাতু বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২]

শরীরের বিভাগ—

শরীরের ধাতুগুলোকে তাদের কার্যানুসারে দুভাগে কল্পনা করা হয়েছে ঃ মলরূপে এবং প্রসাদরূপে। সংক্ষেপে বলতে গেলে শরীরের ধাতুগুলো মল ও প্রসাদ ভেদে দু প্রকার। যে ধাতুগুলো শরীরের মধ্যে উপদ্রবের সৃষ্টি করে তাদের মল বলা হয়েছে। শরীরের ছিদ্রজাত মলগুলি হল স্বেদ, কর্ণমল প্রভৃতি। এছাড়া প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফকে মল বলে চরকসংহিতায় স্বীকার করা হয়েছে। এর অতিরিক্ত শরীরের যে ভাবগুলি শরীরের ক্ষতি করে থাকে তাদেরও

১. তুলনীয়—তত্র শরীরং নাম চেতনাধিষ্ঠানভূতং পঞ্চমহাভূতবিকারসমুদায়াত্মকং সমযোগবাহি। যদা হ্যস্মিন্ শরীরে ধাতবো বৈষম্যমাপদ্যন্তে তদা ক্লেশং বিনাশং বা প্রাপ্নোতি।

চ. শা., ৬.৪

শরীরের কথা বলতে গিয়ে সুশ্রুতসংহিতায় দোষ, ধাতু ও মলের মূলই হচ্ছে শরীর, এরূপ বলা হয়েছে।

"দোষধাতুমলমূলং হি শরীরম্।"

সু. সূ., ১৫.৩

দর্শনশাস্ত্রের ন্যায়সূত্রে চেষ্টার আশ্রয়, ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় এবং অর্থের আশ্রয়কে শরীর বলা হয়েছে।

"চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরম্।"

ন্যা. সূ., ১.১.১১

২. গর্ভস্তু খল্বন্তরিক্ষবায়্বগ্নিতোয়ভূমিবিকারশ্চেতনাধিষ্ঠানভূতঃ। স হ্যস্য ষষ্ঠো ধাতুরুক্তঃ।

চ. শা., ৪.৬

মল বলে ধরা হয়েছে। আর শরীরে রয়েছে যে গুণগুলি যেমন গুরু থেকে আরম্ভ করে দ্রব পর্যন্ত, এবং দ্রব্যগুলি যথা রস থেকে শুরু করে শুক্র পর্যন্ত তাদের বলা হয়েছে প্রসাদ।[১]

শরীরের উৎপত্তি—

কিন্তু এই শরীরের উৎপত্তি হল কোথা থেকে এবং কিভাবে? এই প্রশ্নের সমাধানে চরকসংহিতায় বলা হয়েছে যে, পুরুষের অদুষ্ট শুক্রের সঙ্গে, স্ত্রীর অদুষ্টযোনি, অদুষ্টশোণিত ও অদুষ্টগর্ভাশয়ের যদি সংসর্গ হয় ঋতুকালে এবং সেই সংসর্গজাত শুক্রশোণিত গর্ভাশয়ে উপস্থিত হলে, মনের দ্বারা জীবাত্মা শুক্রশোণিতকে অবলম্বন করে, তখন গর্ভের উৎপত্তি হয়।[২] এছাড়া চরকসংহিতার অপর এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, গর্ভাশয়ে শুক্র, শোণিত ও জীবাত্মার সংযোগকে গর্ভ নামে অভিহিত করা হয়েছে।[৩]

সর্বগুণসম্পন্ন সেই চেতনা ধাতু গর্ভত্বপ্রাপ্ত হয়ে, প্রথমমাসে শুক্রশোণিতের সঙ্গে সংমূর্চ্ছিত এবং সকল ধাতুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়। সেই সময় তা গাঢ় ও অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, তখনই কিছু অঙ্গের সূচনা হয়, আবার কিছু অঙ্গের অবয়বের সূচনা হয়ও না। দ্বিতীয়মাসে এটি ঘনীভূত

১. শরীরগুণাঃ পুনর্দ্বিবিধাঃ সংগ্রহেণ মলভূতাঃ প্রসাদভূতাশ্চ। তত্র মলভূতাস্তে যে শরীরস্যাবাধকরাঃ স্যুঃ। তদ্যথা—শরীরচ্ছিদ্রেষুপদেহাঃ পৃথগ্‌জন্মানো বহির্মুখাঃ, পরিপক্কাশ্চ ধাতবঃ, প্রকুপিতাশ্চ বাতপিত্তশ্লেষ্মাণঃ। যে চান্যেঽপি কেচিচ্ছরীরে তিষ্ঠন্তো ভাবাঃ শরীরস্যোপঘাতায়োপপদ্যন্তে, সর্বাংস্তান্মলে সংচক্ষ্মহে, ইতরাংস্তু প্রসাদে, গুর্বাদীংশ্চ দ্রবান্তান্ গুণভেদেন, রসাদীংশ্চ শুক্রান্তান্ দ্রব্যভেদেন।

চ. শা., ৬.১৭

২. পুরুষস্যানুপহতরেতসঃ স্ত্রিয়াশ্চাপ্রদুষ্টযোনিশোণিতগর্ভাশয়ায়া যদা ভবতি সংসর্গঃ ঋতুকালে, যদা চানয়োস্তথাযুক্তে সংসর্গে শুক্রশোণিতসংসর্গমন্তর্গর্ভাশয়গতং জীবোঽবক্রামতি সত্ত্বসংপ্রয়োগাত্তদা গর্ভোঽভিনির্বর্ততে।

চ. শা., ৩.৩.

সুশ্রুতসংহিতাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গর্ভাশয়ে অবস্থিত শুক্র ও শোণিত, আত্মা, প্রকৃতি ও বিকৃতির সঙ্গে মিলনের ফলে গর্ভের উৎপত্তি হয়।

"শুক্রশোণিতং গর্ভাশয়স্থমাত্মপ্রকৃতিবিকারসংমূর্চ্ছিতং 'গর্ভ' ইত্যুচ্যতে।"

সু. শা., ৫.৩

৩. শুক্রশোণিতজীবসংযোগে তু খলু কুক্ষিগতে গর্ভসংজ্ঞা ভবতি।

চ. শা., ৪.৫

হয়ে, পিণ্ড বা পেশী বা অর্বুদের ন্যায় আকৃতিযুক্ত হয়। তৃতীয়মাসে সকল ইন্দ্রিয়, সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও অবয়ব একসঙ্গে উৎপন্ন হয়ে থাকে।[১]

চতুর্থমাসে, গর্ভ স্থির থাকে। পঞ্চমমাসে অন্যান্য মাসের অপেক্ষায় অধিক পরিমাণে গর্ভে মাংস ও শোণিত উৎপন্ন হয়ে থাকে। ষষ্ঠমাসে গর্ভের বল, বর্ণ অন্যান্য মাসের চেয়ে অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সপ্তমমাসে, সকল ভাব দ্বারা গর্ভ পরিপূর্ণ হয়। অষ্টমমাসে, গর্ভ পরিপূর্ণ

১. স সর্বগুণবান্ গর্ভত্বমাপন্নঃ প্রথমে মাসি সংমূর্চ্ছিতঃ সর্বধাতুকলুষীকৃতঃ খেটভূতো ভবত্যব্যক্তবিগ্রহঃ সদসদ্ভূতাঙ্গাবয়বঃ। দ্বিতীয়ে মাসি ঘনঃ সংপদ্যতে পিণ্ডঃ পেশ্যর্বুদং বা। ....তৃতীয়ে মাসি সর্বেন্দ্রিয়াণি সর্বাঙ্গাবয়বাশ্চ যৌগপদ্যেনাভিনির্বর্তন্তে।

চ. শা., ৪.৯-১১

সুশ্রুতসংহিতায় বলা হয়েছে, শুক্র এবং শোণিতের সংযোগ হওয়ার পর প্রথমমাসে কলল অর্থাৎ বুদ্‌বুদাকার রূপ গর্ভ দেখা দেয়। দ্বিতীয়মাসে শীত অর্থাৎ কফ, উষ্ণ অর্থাৎ পিত্ত এবং অনিল অর্থাৎ বায়ুর দ্বারা পঞ্চমহাভূতের সংঘাতে পরিপাক হওয়ার পর গর্ভ অধিকতর ঘন আকারে রূপায়িত হয়ে যায়। তৃতীয়মাসে দুটি হাত, দুটি পা এবং মাথা এই পাঁচটি পিণ্ড পরিস্ফুট হয় এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিভাগও অতি সূক্ষ্ম ভাবে তখনই হয়ে থাকে।

"তত্র প্রথমে মাসি কললং জায়তে, দ্বিতীয়ে শীতোষ্ণানিলৈরভিপ্রপচ্যমানানাং মহাভূতানাং সংঘাতো ঘনঃ সংজায়তে,..........। তৃতীয়ে হস্তপাদশিরসাং পঞ্চ পিণ্ডকা নির্বর্তন্তেঽঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিভাগশ্চ সূক্ষ্মো ভবতি।

সু. শা., ৩.১৮

অষ্টাঙ্গহৃদয়গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, গর্ভধারণ করার এক সপ্তাহের মধ্যে গর্ভগোলক শ্লেষ্মার দ্বারা পিণ্ডীভূত হয়। তারপরে একমাস ব্যাপী এটি অব্যক্তাকৃতি ও কললীভূত হয়ে থাকে। এই কললীভূত গর্ভে স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতির লক্ষণ ব্যক্ত হওয়ার পূর্বেই প্রথম মাসে পুংসবনাদি সংস্কার করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়মাসে সেই কললরূপপ্রাপ্ত গর্ভ ঘন, পেশী বা অর্ব্বুদাকারে পরিণত হয়। তৃতীয়মাসে গর্ভের অঙ্গ পঞ্চক যথা—মাথা, দু হাত, দু-পা এবং চেতনার অধিষ্ঠান সূক্ষ্ম অঙ্গের প্রকাশ হয়ে থাকে।

অব্যক্তঃ প্রথমে মাসি সপ্তাহাৎকললীভবেৎ।
গর্ভঃ পুংসবনান্যত্র পূর্বং ব্যক্তেঃ প্রযোজয়েৎ।।

দ্বিতীয়ে মাসি কললাদ্ঘনঃ পেশ্যথবাঽর্বুদম্।।
ব্যক্তী ভবতি মাসেঽস্য তৃতীয়ে গাত্রপঞ্চকম্।
মূর্দ্ধা দ্বে সক্থিনী বাহূ সর্বসূক্ষ্মাঙ্গজন্ম চ।

অ. হৃ. শা., ১.৩৭, ৪৯, ৫৪, ৫৫

রূপ ধারণ করায় মাতা থেকে গর্ভের এবং গর্ভ থেকে মাতার রসবাহিনী নাড়ীর সাহায্যে পরস্পর পরস্পরের ওজঃ পদার্থের মুহুর্মুহু আদান প্রদান হতে থাকে। অষ্টমমাসের পর একদিন অতিক্রান্ত হলেও নবমমাস থেকে শুরু করে দশমমাস পর্যন্ত সময়কে প্রসব কাল বলা হয়ে থাকে।[১]

চতুর্থে মাসি স্থিরত্বমাপদ্যতে গর্ভঃ,...........। পঞ্চমে মাসি গর্ভস্য মাংসশোণিতোপচয়ো ভবত্যধিকমন্যেভ্যো মাসেভ্যঃ............। ষষ্ঠে মাসি গর্ভস্য বলবর্ণোপচয়ো ভবত্যধিকমন্যেভ্যো মাসেভ্যঃ.............। সপ্তমে মাসি গর্ভঃ সর্বৈর্ভাবৈরাপ্যায্যতে........। অষ্টমে মাসি গর্ভশ্চ মাতৃতো গর্ভতশ্চ মাতা রসহারিণীভিঃ সংবাহিনীভির্মুহুর্মুহুরোজঃ পরস্পরত আদদাতে গর্ভস্যাসংপূর্ণত্বাৎ.....। তস্মিন্নেকদিবসাতিক্রান্তেঽপি নবমং মাসমুপাদায় প্রসবকালমিত্যাহুরাদশমান্মাসাৎ।

চ. শা., ৪.২০-২৫

সুশ্রুতসংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, চতুর্থমাসে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিভাগ স্পষ্ট হয়ে যায়, ফলে গর্ভে হৃদয় পরিস্ফুট হওয়ায় হৃদয়াশ্রিত চেতনা ধাতুও প্রকাশ পেয়ে থাকে। পঞ্চমমাসে মন অধিকতর প্রতিবুদ্ধ অর্থাৎ ক্রিয়াশীল হয়। ষষ্ঠমাসে বুদ্ধির প্রকাশ ঘটে এবং সপ্তমমাসে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভাগ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যায়। অষ্টমমাসে ওজঃ চঞ্চল অর্থাৎ গতিশীল হয়ে থাকে। অষ্টমমাসের পর নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ মাসের কোন এক সময়ে প্রসব হয়ে থাকে। ফলে গর্ভের বিকৃতি দেখা দেয়।

"চতুর্থে সর্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গবিভাগঃ প্রব্যক্তো ভবতি, গর্ভহৃদয়প্রব্যক্তিভাবাচ্চেতনাধাতুরভিব্যক্তো ভবতি।" সু. শা., ৩.১৮

"পঞ্চমে মনঃ প্রতিবুদ্ধতরং ভবতি, ষষ্ঠে বুদ্ধিঃ, সপ্তমে সর্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গবিভাগঃ প্রব্যক্ততরঃ অষ্টমেঽস্থিরীভবত্যোজঃ।.......নবমদশমৈকাদশদ্বাদশানামন্যতমস্মিঞ্জায়তে অতোঽন্যথা বিকারী ভবতি।" সু. শা., ৩.৩০

অষ্টাঙ্গহৃদয়গ্রন্থে বলা হয়েছে, চতুর্থমাসে গর্ভের সকল অব্যক্ত সূক্ষ্ম অঙ্গের প্রকাশ পায়, পঞ্চমমাসে চেতনা, ষষ্ঠমাসে স্নায়ু, শিরা, রোম, বল, বর্ণ, নখ ও ত্বকের ব্যক্ততা দেখা যায়। সপ্তমমাসে গর্ভ সর্ব্বভাব (অর্থাৎ বস্তু) দ্বারা সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয়ে পুষ্ট হয়। অষ্টমমাসে সর্ব্বধাতুসার ওজঃ পদার্থ যথাক্রমে মাতা ও পুত্রে মুহুর্মুহু সঞ্চারিত হয়। অষ্টমমাসের পর একদিন অতিক্রান্ত হলেই প্রসবের কাল বুঝতে হবে। এই সময় থেকে দ্বাদশমাস পর্য্যন্ত হল প্রসবকাল।

"চতুর্থে ব্যক্ততাঽঙ্গানাং চেতনায়াশ্চ পঞ্চমে।
ষষ্ঠে স্নায়ুসিরারোমবলবর্ণনখত্বচাম্।।
সর্বৈঃ সর্বাঙ্গসম্পূর্ণো ভাবৈঃ পুণ্যতি সপ্তমে।
ওজোঽষ্টমে সঞ্চরতি মাতাপুত্রৌ মুহুঃ ক্রমাৎ।।
তস্মিংস্ত্বেকাহয়াতেঽপি কালঃ সূতরেতঃ পরম্।

অ. হৃ. শা., ১.৫৭, ৫৮, ৬২, ৬৬

কিন্তু কেবলমাত্র মাতাপিতা থেকেই যে গর্ভ-শরীরের যাবতীয় বস্তু উৎপন্ন হয় তা নয়, এ ব্যাপারে অন্যান্য কয়েকটি বিষয়েরও অবদান স্বীকার করা হয়েছে গর্ভশরীর রূপায়ণে। চরকসংহিতায় বলা হয়েছে মাতা, পিতা, আত্মা, সাত্ম্য, আহার এবং সত্ত্ব এই ছয় প্রকার ভাব শরীর রূপায়ণে সক্রিয় হয়ে থাকে।[১]

একথা অবশ্যই ঠিক যে মাতার অভাবে গর্ভের উৎপত্তি সম্ভব নয় এবং এমনকি জরায়ুজ জীবেরও জন্ম সম্ভব হয় না। এজন্য প্রধানতঃ গর্ভকে মাতৃজ বলা হয়েছে। নবজাত শিশুর কোন কোন অংশ মূলতঃ মায়ের কাছ থেকেই সন্তানে প্রতিফলিত হয়েছে। এ বিষয়ে বলা হয়েছে যে, ত্বক্, রক্ত, মাংস, মেদ, নাভি, হৃদয়, ক্লোম, যকৃত, প্লীহা, বৃক্কদ্বয়, মূত্রাশয়, মলাশয়, আমাশয়, পক্বাশয়, উত্তরগুদ, অধরগুদ, ক্ষুদ্রান্ত্র, স্থূলান্ত্র, বসা ও বসাবহস্রোতঃ এই সকল অবয়বের সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর শরীরে যে সকল অংশ মৃদুভাবসম্পন্ন তা মাতার শোণিত থেকে উৎপন্ন হয়।[২]

পিতাকে ছাড়াও গর্ভের উৎপত্তি সম্ভব হ'ত না। সেইজন্য গর্ভ শরীরকে পিতৃজও বলা যেতে পারে। যেমন—কেশ, নখ, লোম, দন্ত, অস্থি, শিরা, স্নায়ু, ধমনী ও শুক্র এই সকল

১. মাতৃজশ্চায়ং গর্ভঃ পিতৃজশ্চাত্মজশ্চ সাত্ম্যজশ্চ রসজশ্চ, অস্তি চ খলু সত্ত্বমৌপপাদুকমিতি।

চ. শা., ৩.৩

মাতৃতঃ পিতৃত আত্মতঃ সাত্ম্যতো রসতঃ সত্ত্বত ইত্যেতেভ্যো ভাবেভ্যঃ সমুদিতেভ্যো গর্ভঃ সম্ভবতি।

চ. শা., ৪.৪

সুশ্রুতসংহিতাতেও বলা হয়েছে যে, গর্ভ হচ্ছে পিতৃজ, মাতৃজ, রসজ, আত্মজ, সত্ত্বজ ও সাত্ম্যজ।

"তত্র গর্ভস্য পিতৃজমাতৃজরসজাত্মজসত্ত্বজসাত্ম্যজানি শরীরলক্ষণানি ব্যাখ্যাস্যামঃ।"

সু. শা., ৩.৩৩

২. মাতৃজশ্চায়ং গর্ভঃ। ন হি মাতুর্বিনা গর্ভোৎপত্তিঃ স্যাৎ, ন চ জন্ম জরায়ুজানাম্। যানি খল্বস্য গর্ভস্য মাতৃজানি, যানি চাস্য মাতৃতঃ সংভবতঃ সংভবন্তি, তান্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ, তদ্যথা, ত্বক্ চ লোহিতং চ মাংসং চ মেদশ্চ নাভিশ্চ হৃদয়ং চ ক্লোম চ যকৃচ্চ প্লীহা চ বৃক্কৌ চ বস্তিশ্চ পুরীষাধানং চামাশয়শ্চ পক্বাশয়শ্চোত্তরগুদং চাধরগুদং চ ক্ষুদ্রান্তং চ স্থূলান্ত্রং চ বপা চ বপাবহনং চেতি (মাতৃজানি)।

চ. শা., ৩.৬

সুশ্রুতসংহিতাতে, মাংস, রক্ত, মেদ, মজ্জা, হৃদয়, নাভি, যকৃত, প্লীহা, অন্ত্র, গুদ প্রভৃতি কোমল বস্তু মাতার অংশ থেকে উৎপন্ন হয় বলা হয়েছে।

"মাংসশোণিতমেদোমজ্জহৃন্নাভিয়কৃৎপ্লীহান্ত্রগুদপ্রভৃতীনি মৃদূনি মাতৃজানি।"

সু. শা., ৩.৩৩

অংশগুলি নবজাতকের শরীরে গর্ভের উৎপত্তির সময় পিতার অবদান থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে মানা হয়। মনে হয় পিতার শুক্র থেকে শরীরের কঠিন অংশের উৎপত্তি হয়েছে।[১] এই রকমের একটা ধারণা এ ব্যাপারে প্রভাবিত করেছে।

অন্তরাত্মা থেকে গর্ভের কিছু কিছু বিষয়ের উদ্ভব হয়ে থাকে। এজন্য আত্মা থেকে গর্ভের উৎপত্তির সময় সেই সেই যোনিতে উৎপন্ন আয়ু আত্মজ্ঞান, মন, ইন্দ্রিয়সমূহ, প্রাণ, অপান, বায়ু, মন প্রভৃতির নিজ নিজ বিষয়ে প্রেরণের ধারণা, আকৃতি স্বর ও বর্ণের পার্থক্য, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, চেতনা, ধৃতি, বুদ্ধি, স্মৃতি, অহঙ্কার ও প্রযত্ন এই সকল গুণের সৃষ্টি হয়।[২]

সাত্ম্যকেও গর্ভের কারণরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্য গর্ভকে সাত্ম্যজ বলা যেতে পারে। আরোগ্য অনালস্য, অলোলুপতা, ইন্দ্রিয়সমূহের প্রসন্নতা, স্বর, বর্ণ, বীজস্বরূপ শুক্রশোণিতের উৎকর্ষ এবং হর্ষবহুলতা এই গুণগুলি গর্ভ শরীরের সাত্ম্য থেকে উৎপন্ন হয় সেই কারণে এরা গর্ভের সাত্ম্যজ।[৩]

১. পিতৃজশ্চায়ং গর্ভঃ। নহি পিতুর্ঋতে গর্ভোৎপত্তিঃ স্যাৎ, ন চ জন্ম জরায়ুজানাম্। যানি খল্বস্য গর্ভস্য পিতৃজানি, যানি চাস্য পিতৃতঃ সংভবতঃ সংভবন্তি, তান্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তদ্যথা—কেশশ্মশ্রুনখলোমদন্তাস্থিসিরাস্নায়ুধমন্যঃ শুক্রং চেতি (পিতৃজানি)। চ. শা., ৩.৭

সুশ্রুতসংহিতাতে উল্লেখ করা হয়েছে, গর্ভে কেশ, শ্মশ্রু, লোম, অস্থি, নখ, দাঁত, সিরা, স্নায়ু, ধমনী ও বীর্য প্রভৃতি স্থির বস্তুর উৎপত্তি পিতার অংশ থেকে হয়।

"গর্ভস্য কেশশ্মশ্রুলোমাস্থিনখদন্তসিরাস্নায়ুধমনীরেতঃ প্রভৃতীনি স্থিরাণি পিতৃজানি।"

সু. শা., ৩.৩৩

২. আত্মজশ্চায়ং গর্ভঃ। গর্ভাত্মা হ্যন্তরাত্মা। চ. শা., ৩.৮

যানি তু খল্বস্য গর্ভস্যাত্মজানি, যানি চাস্যাত্মতঃ সংভবতঃ সংভবন্তি, তান্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তদ্যথা—তাসু তাসু যোনিষুৎপত্তিরায়ুরাত্মজ্ঞানং মন ইন্দ্রিয়াণি প্রাণাপানৌ প্রেরণং ধারণমাকৃতিস্বরবর্ণবিশেষাঃ সুখদুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ চেতনা ধৃতির্বুদ্ধিঃ স্মৃতিরহঙ্কারঃ প্রযত্নশ্চেতি (আত্মজানি)। চ. শা., ৩.১০

ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান, বিজ্ঞান, আয়ু, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি আত্মা থেকে উৎপন্ন হয়, এটা সশ্রুতসংহিতাতেও বলা হয়েছে। "ইন্দ্রিয়াণি জ্ঞানং বিজ্ঞানমায়ুঃ সুখ-দুঃখাদিকং চাত্মজানি।"

সু. শা., ৩.৩৩

৩. সাত্ম্যজশ্চায়ং গর্ভঃ। ....যানি খল্বস্য গর্ভস্য সাত্ম্যজানি, যানি চাস্য সাত্ম্যতঃ সংভবতঃ সংভবন্তি তান্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তদ্যথা—আরোগ্যমনালস্যমলোলুপত্বমিন্দ্রিয়প্রসাদঃ স্বরবর্ণবীজ-সংপৎ প্রহর্ষভূয়স্ত্বং চেতি (সাত্ম্যজানি)। চ. শা., ৩.১১

সুশ্রুতসংহিতাতে বীর্য, আরোগ্য, বল, বর্ণ ও মেধা প্রভৃতি সাত্ম্যজ বলা হয়েছে।

"বীর্যমারোগ্যং বলবর্ণৌ মেধা চ সাত্ম্যজানি।" সু. শা., ৩.৩৩

রসের দ্বারা গর্ভ সিঞ্চিত হয় বলে গর্ভকে রসজাতও বলা হয়ে থাকে। যেগুলি গর্ভের রসজ এবং যা রস থেকে গর্ভের জন্মকালে উৎপন্ন হয়। সেই গুণগুলি হল শরীরের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি, প্রাণানুবন্ধ অর্থাৎ প্রাণ ধারণ, তৃপ্তি, পুষ্টি ও উৎসাহ।[১]

গর্ভশরীরে সত্ত্ব বা মনের অবদানও স্বীকৃত, তাই মনকে গর্ভের উপপাদুক অর্থাৎ গর্ভশরীরের কারণ মানা হয়েছে। যা গর্ভের সত্ত্বজ এবং গর্ভের উৎপত্তির সময় মন থেকে যা উৎপন্ন হয়, সেই গুণগুলি হচ্ছে ভক্তিশীলতা, শুচিত্ব, দ্বেষ, স্মৃতি, মোহ, ত্যাগ, মাৎসর্য, অনবস্থিতা এবং অন্যান্য যে সকল বিষয় সত্ত্বভেদ অধিকার করে পরে উপদিষ্ট হয়।[২]

এই সকল নানা প্রকৃতির গর্ভের উপপাদক বিষয় সমূহের সমষ্টি থেকে গর্ভের উৎপত্তি হয়ে থাকে। যেমন—বিভিন্ন দ্রব্যের সমষ্টির সাহায্যে কূটাগারের সৃষ্টি এবং রথের নানা অঙ্গের সমুদায়ে রথ নির্মিত হয়ে থাকে।[৩]

অপরপক্ষে চরকসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে কিন্তু মাতৃজ, পিতৃজ, আহারজ ও আত্মজ এই চারপ্রকার গর্ভের উল্লেখ করা হয়েছে, এবং সেখানে একথাও বলা হয়েছে গর্ভশরীর যে চারটি ভূতের অবদানে গঠিত হয়েছে তারা হল পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু।[৪] এইভাবে পারস্পরিক সংমিশ্রণের ফলে প্রত্যেক ভূত চারপ্রকার হওয়ায় ষোল প্রকার গর্ভশরীরের কল্পনা থেকে গর্ভশরীর উৎপন্ন হয়।[৫]

১. রসজশ্চায়ং গর্ভঃ। ....যানি তু খল্বস্য গর্ভস্য রসজানি, যানি চাস্য রসতঃ সংভবতঃ সংভবন্তি, তান্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তদ্যথা-শরীরস্যাভিনির্বৃত্তিরভিবৃদ্ধিঃ প্রাণানুবন্ধস্তৃপ্তিঃ পুষ্টিরুৎ-সাহশ্চেতি (রসজানি)। চ. শা., ৩.১২

সুশ্রুতসংহিতাতে বলা হয়েছে যে, শরীরের উপচয় অর্থাৎ গঠন, বল, বর্ণ, স্থিতি ও হানি রস থেকে উৎপন্ন হয়।

"শরীরোপচয়ো বলং বর্ণঃ স্থিতির্হানিশ্চ রসজানি।" সু. শা., ৩.৩৩

২. অস্তি খলু সত্ত্বমৌপপাদুকম্। .....যানি খল্বস্য গর্ভস্য সত্ত্বজানি। যান্যস্য সত্ত্বতঃ, সংভবতঃ সংভবন্তি, তান্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তদ্যথা—ভক্তিঃ শীলং শৌচং দ্বেষঃ স্মৃতির্মোহস্ত্যাগো মাৎসর্যং শৌর্যং ভয়ং ক্রোধস্তন্দ্রোৎসাহস্তৈক্ষ্ণ্যং মার্দবং গাম্ভীর্যমনবস্থিতত্বমিত্যেবমাদয়শ্চান্যে, তে সত্ত্ববিকারা যানুত্তরকালং সত্ত্বভেদমধিকৃত্যোপদেক্ষ্যামঃ (সত্ত্বজানি)। চ. শা., ৩.১৩

৩. এবময়ং নানাবিধানামেষাং গর্ভকরাণাং ভাবানাং সমুদায়াদভিনির্বর্ততে গর্ভঃ, যথা—কূটাগারং নানাদ্রব্যসমুদায়াৎ, যথা বা—রথো নানারথাঙ্গসমুদায়াৎ। চ. শা., ৩.১৪

৪. গর্ভস্য চত্বারি চতুর্বিধানি ভূতানি মাতাপিতৃসংভবানি।

আহারজান্যাত্মকৃতানি চৈব সর্বস্য সর্বাণি ভবন্তি দেহে।। চ. শা., ২.২৬

চরকের এই উদ্ধৃতি থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আকাশ বাদে চারটি ভূতের সমভিব্যাহারে যে পার্থিব বস্তুর সৃষ্টি হয়ে থাকে এই ধরণের মতবাদ একসময় বিদ্যমান ছিল।

৫. তস্য যে যেঽবয়বা যতো যতঃ সংভবতঃ সংভবন্তি তান্ বিভজ্য মাতৃজাদীনবয়বান্ পৃথক্ পৃথগুক্তমগ্রে। চ. শা., ৪.৪

দার্শনিক চিন্তাধারানুসারে পার্থিব সবকিছুই পাঞ্চভৌতিক সেইজন্য পাঞ্চভৌতিক আহার থেকেই শরীরের উৎপত্তি হয়। এই ধরণের মতও সেকালে প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। শুক্র ও আর্তবের সংসর্গে শরীরে গর্ভের সঞ্চার হয়। যা গর্ভরূপে পরিণত হওয়ার জন্য গর্ভাশয়ে সঞ্চিত হয় তাকে শুক্র বলা হয়। বায়ু, অগ্নি, ভূমি ও জল এই চারটি ভূত গুণ এবং মধুর প্রভৃতি ছয় রস থেকে এই শুক্রের উৎপত্তি হয়।[১] সূক্ষ্ম ভূতগণের দেহ থেকে দেহান্তরে সংক্রমণের বিষয় বলতে গিয়ে আকাশকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে জীবাত্মা তার কর্মের জন্য সূক্ষ্ম চতুর্ভূতের সঙ্গে মনোবেগে এক দেহ থেকে অন্য দেহে গমন করে।[২]

শরীরের পাঞ্চভৌতিকতা—

আকাশকে বাদ দিয়ে এখানে চারটি ভূতের উল্লেখ হলেও প্রচলিত সাধারণ মতানুসারে পাঁচটি ভূতের সম্মিলনে শরীরের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই পাঁচটি মহাভূত হল পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ। চরকসংহিতায় বলা হয়েছে, গর্ভের অবয়ব সকল মাতৃজাদি হলেও শরীরকে পঞ্চমহাভূতের বিকার বলা হয়। এই শরীরের উৎপত্তির যাবতীয় মহাভূতগুলির মধ্যে শব্দ হচ্ছে আকাশকৃত, শরীরের লঘুতা, সূক্ষ্মতা ও সচ্ছিদ্রতা। বায়ুর অবদান হচ্ছে শরীরের স্পর্শ, স্পর্শনেন্দ্রিয়, রুক্ষ, প্রেরণ, ধাতুরচনা এবং শারীরিক চেষ্টা সমূহ। অগ্নির অবদান হচ্ছে রূপ, দর্শনেন্দ্রিয়, প্রকাশ, পরিপাকশক্তি ও উষ্ণতা। রস, রসনেন্দ্রিয়, শীতলতা, মৃদুতা, স্নেহ ও ক্লেদ এইগুলি শরীরে জলের অবদান। এছাড়া পৃথিবীর অবদান হল গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়, গৌরব, কঠিনতা ও মূর্তি।[৩]

১. শুক্রং তদস্য প্রবদন্তি ধীরা যদ্ধীয়তে গর্ভসমুদ্ভবায়।
বাযবগ্নিভূম্যব্গুণপাদবত্তৎ ষড়্ভ্যো রসেভ্যঃ প্রভবশ্চ তস্য।।

চ. শা., ২.৪

২. ভূতৈশ্চতুর্ভিঃ সহিতঃ সুসূক্ষ্মৈর্মনোজবো দেহমুপৈতি দেহাৎ। চ. শা., ২.৩১

৩. মাতৃজাদয়োঽপ্যস্য মহাভূতবিকারা এব। তত্রাস্যাকাশাত্মকং শব্দঃ শ্রোত্রং লাঘবং সৌক্ষ্ম্যং বিবেকশ্চ। বাযবাত্মকং স্পর্শঃ স্পর্শনং রৌক্ষ্যং প্রেরণং ধাতুব্যূহনং চেষ্টাশ্চ শারীর্য্যঃ। অগ্ন্যাত্মকং রূপং দর্শনং প্রকাশঃ পক্তিরৌষ্ণ্যং চ। অবাত্মকং রসো রসনং শৈত্যং মার্দবং স্নেহঃ ক্লেদশ্চ। পৃথিব্যাত্মকং গন্ধো ঘ্রাণং গৌরবং স্থৈর্য্যং মূর্তিশ্চেতি। চ. শা., ৪.১২

সুশ্রুতসংহিতায় এই পঞ্চমহাভূত থেকে কিভাবে শরীরের গঠন হয় তা বলা হয়েছে। বায়ু চেতনা যুক্ত গর্ভকে বিভক্ত করে, তেজ এটাকে পরিপাক করে, জল এটা নরম করে, পৃথিবী সংগঠিত করে এবং আকাশ এটাকে বড় করে। এই প্রকার বড় হওয়ার পর হাত, পা, জিহ্বা, নাসিকা, কান, নিতম্ব প্রভৃতি অঙ্গের গর্ভে সৃষ্টি হয়। তখনই একে শরীর বলা হয়।

"তং চেতনাবস্থিতং বায়ুর্বিভজতি, তেজ এনং পচতি, আপঃ ক্লেদয়ন্তি, পৃথিবী সংহন্তি, আকাশং বিবর্ধয়তি, এবং বিবর্ধিতঃ স যদা হস্তপাদজিহ্বাঘ্রাণকর্ণনিতম্বাদিভিরঙ্গৈরুপেতস্তদা শরীরম্" ইতি সংজ্ঞাং লভতে।" সু. শা., ৫.৩

শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে যে অংশগুলি বিশেষরূপে স্থূল, স্থির, মূর্ত্তিমান, গুরু, খর ও কঠিন যথা—নখ, অস্থি, দাঁত, মাংস, চর্ম, পুরীষ, কেশ, শ্মশ্রু, লোম এবং কণ্ডরা প্রভৃতি, এছাড়াও শরীরের গন্ধ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়কেও পার্থিব পদার্থ বলে স্বীকার করা হয়েছে। রস, রক্ত, বসা, কফ, পিত্ত, মূত্র ও স্বেদ প্রভৃতি যে সকল পদার্থ দ্রব, সর, মন্দ, স্নিগ্ধ, মৃদু ও পিচ্ছিল সেই সকল পদার্থ হচ্ছে জলীয়। এছাড়া শরীরে অবস্থিত যাবতীয় রস ও রসনেন্দ্রিয় ও জলীয় পদার্থ। শরীরে রয়েছে যে পিত্ত, যে উষ্মা, যে তেজ এবং এছাড়া শরীরের রূপ ও চক্ষুরিন্দ্রিয়কে আগ্নেয় পদার্থ বলা হয়েছে। শরীরের উচ্ছ্বাস, প্রশ্বাস, উন্মেষ, নিমেষ, আকুঞ্চন, প্রসারণ, গমন, প্রেরণ, ধারণ ইত্যাদি, এছাড়াও শরীরের স্পর্শ ও স্পর্শনেন্দ্রিয়কে বায়বীয় পদার্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শরীরের অভ্যন্তরস্থ ছিদ্রসমূহ, স্থূল ও সূক্ষ্ম স্রোতসমূহ শব্দ এবং শ্রোত্রেন্দ্রিয়কে আকাশাত্মক পদার্থ ধরা হয়েছে। এই শরীরস্থিত অবয়বসমূহের নিয়ন্তা বুদ্ধি ও মনকে প্রয়োজক কর্তারূপে পরিগণনা করা হয়েছে।[১] চরকসংহিতায় এইভাবেই শরীরের পাঞ্চভৌতিকতা প্রতিপাদন করা হয়েছে।

চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চারপ্রকার আহার থেকেও শরীর ও শরীরের রোগ সমূহ উৎপন্ন হয়ে থাকে। হিত ও অহিত আহার গ্রহণের ফলেই শরীরের শুভ ও অশুভ সংঘটিত হয়।[২]

দার্শনিক বিশ্লেষণ অনুসারে গর্ভাশয়গত চেতনাধাতুরূপ আত্মা মনরূপ করণের সহায়তায় সর্বপ্রথম গুণ গ্রহণ করতে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপ গুণ গ্রহণ করার সময় অন্যান্য গুণ গ্রহণের পূর্বেই প্রথমে আকাশের গুণ গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যেমন অক্ষয় স্বরূপ পরমেশ্বর পুনরায় জীব সৃষ্টির অভিলাষ করে সর্বপ্রথম আকাশের সৃষ্টি করেছেন তারপর অনন্তরক্রমে ব্যক্ততর বায়ু প্রভৃতি ধাতু চতুষ্টয়ের সৃষ্টি করেছেন। সেইরূপ শরীরকে গ্রহণ করতে প্রবৃত্ত হয়ে আত্মা সর্বপ্রথম আকাশকে গ্রহণ করেছেন। এরপর একে একে গুণাবলী

১. তত্র যদ্বিশেষতঃ স্থূলং স্থিরং মূর্তিমদ্‌গুরুখরকঠিনমঙ্গং নখাস্থিদন্তমাংসচর্মবর্চঃকেশশ্মশ্রু-লোমকণ্ডরাদি তৎ পার্থিবং গন্ধো ঘ্রাণং চ। যদ্ দ্রবসরমন্দস্নিগ্ধমৃদুপিচ্ছিলং রসরুধিরবসাকফপিত্ত-মূত্রস্বেদাদি তদাপ্যং রসো রসনং চ, যৎ পিত্তমূষ্মা চ যো যা চ ভাঃ শরীরে তৎ সর্বমাগ্নেয়ং রূপং দর্শনং চ। যদুচ্ছ্বাসপ্রশ্বাসোন্মেষনিমেষাকুঞ্চনপ্রসারণগমনপ্রেরণধারণাদি তদ্বায়বীয়ং স্পর্শঃ স্পর্শনং চ। যদ্বিবিক্তং যদুচ্যতে মহান্তি চাণুনি স্রোতাংসি তদান্তরীক্ষং শব্দঃ শ্রোত্রং চ। যৎ প্রযোক্তৃ তৎ প্রধানং বুদ্ধির্মনশ্চেতি।

চ. শা., ৭.১৬

২. এবমিদং শরীরমশিতপীতলীঢ়খাদিতপ্রভবম্। অশিতপীতলীঢ়খাদিতপ্রভবাশ্চাস্মিন্ শরীরে ব্যাধয়ো ভবন্তি। হিতাহিতোপযোগবিশেষাস্ত্বত্র শুভাশুভবিশেষকরা ভবন্তীতি।

চ. সূ., ২৮.৫

অনুসারে বায়ু প্রভৃতি চার ধাতুকে গ্রহণ করায় ক্রমশঃ তাদের গুণাবলী প্রকট হয়ে উঠে। এই সব গুণের অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চমহাভূতের গ্রহণ অত্যন্ত স্বল্পকালে হয়ে থাকে।[১]

শরীরের ভেদ ও তার ভিন্নরূপের কারণ কি?—

প্রাণিগণের জন্মের প্রকারভেদ অনুসারে চারপ্রকার যোনির কথা চরকসংহিতায় বলা হয়েছে। যেমন—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। কিন্তু এই চারপ্রকার যোনির মধ্যে প্রত্যেক যোনিতেই অগণিত ভেদ লক্ষ্য করা যায়। কেননা প্রাণিগণের আকৃতিও অসংখ্য। এই চার প্রকার যোনির মধ্যে জরায়ুজ ও অণ্ডজ প্রাণীর শুক্রশোণিত রূপ এই গর্ভনির্বর্তকভাবগুলি যেমন যেমন যোনি প্রাপ্ত হয় সেই সেই যোনিতে সেই সেই রূপ ধারণ করে থাকে। চরকসংহিতায় এটি একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো হয়েছে, যেমন—সোনা, রূপা, তামা, টিন ও সীসা প্রভৃতি গলিয়ে যে আকারের ছাঁচে ঢালা হয় ধাতুগুলি সেইরূপ আকার ধারণ করে। অনুরূপভাবে শুক্রশোণিতাদি গর্ভকর ভাবগুলি যখন মনুষ্য যোনিতে প্রাপ্ত হয় তখন মনুষ্যাকৃতি গর্ভ উৎপন্ন হয়। এই কারণে মানুষের উৎপত্তি মনুষ্য যোনিতে হয় বলে মানুষকে মনুষ্যপ্রভব বলা হয়।[২]

শরীরের অংশ ও অবয়ব সংস্থান—

শরীরকে ছয়টি অঙ্গে ভাগ করা হয়েছে, এজন্য শরীরকে ষড়ঙ্গ বিশিষ্ট বলা হত। এই ছয়টি

১. স গুণোপাদানকালেঽন্তরিক্ষং পূর্বতরমন্যেভ্যো গুণেভ্য উপাদত্তে, যথা প্রলয়াত্যয়ে সিসৃক্ষুর্ভূতান্যক্ষরভূত আত্মা সত্ত্বোপাদানঃ পূর্বতরমাকাশং সৃজতি, ততঃ ক্রমেণ ব্যক্ততরগুণান্ ধাতূন্ বায্বাদিকাংশ্চতুরঃ। তথা দেহগ্রহণেঽপি প্রবর্তমানঃ পূর্বতরমাকাশমেবোপাদত্তে, ততঃ ক্রমেণ ব্যক্ততরগুণান্ ধাতূন্ বায্বাদিকাংশ্চতুরঃ। সর্বমপি তু খল্বেতদ্গুণোপাদানমণুনা কালেন ভবতি। চ. শা., ৪.৮

২. ভূতানাং চতুর্বিধা যোনির্ভবতি জরায্বণ্ডস্বেদোদ্ভিদঃ। তাসাং খলু চতসৃণামপি যোনীনামেকৈকা যোনিরপরিসংখ্যেয়ভেদা ভবতি, ভূতানামাকৃতিবিশেষাপরিসংখ্যেয়ত্বাৎ। তত্র জরায়ুজানামণ্ডজানাং চ প্রাণিনামেতে গর্ভকরা ভাবা যাং যাং যোনিমাপদ্যন্তে, তস্যাং তস্যাং যোনৌ তথাতথারূপা ভবন্তি। যথা—কনকরজততাম্রত্রপুসীসকান্যাসিচ্যমানানি তেষু তেষু মধূচ্ছিষ্টবিগ্রহেষু, তানি যদা মনুষ্যবিম্বমাপদ্যন্তে তদা মনুষ্যবিগ্রহেণ জায়ন্তে, তস্মাৎ সমুদায়প্রভবঃ সন্ গর্ভোমনুষ্যবিগ্রহেণ জায়তে, মনুষ্যশ্চ মনুষ্যপ্রভব উচ্যতে, তদ্যোনিত্বাৎ।

চ. শা., ৩.১৬

বেদান্তসার নামক গ্রন্থে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ এই চার প্রকারকে স্থূল শরীর বলা হয়েছে।

"চতুর্বিধস্থূলশরীরাণি (তু) জরায়ুজাণ্ডজ-স্বেদজোদ্ভিজ্জাখ্যানি।"

বে. সা., ৮৮

অঙ্গ হল—দুটি বাহু, দুটি পা, মস্তক ও গ্রীবা মিলে একটি এবং মধ্য দেহ একটি।[১] শরীরের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় হচ্ছে—ত্বক্, জিহ্বা, নাসিকা, নেত্রদ্বয় ও কর্ণদ্বয়।[২] শরীরে আছে দশটি প্রাণায়তন যেমন—মূর্ধা, কণ্ঠ, হৃদয়, নাভি, গুহ্যদেশ, বস্তি, ওজঃ, শুক্র, শোণিত ও মাংস।[৩]

---

১. তত্রায়ং শরীরস্যাঙ্গবিভাগঃ। তদ্যথা—দ্বৌ বাহূ, দ্বে সক্থিনী, শিরোগ্রীবম্, অন্তরাধিঃ, ইতি ষড়ঙ্গমঙ্গম্।

চ. শা., ৭.৫

সুশ্রুতসংহিতাতে শরীরের যে ছয়টি অঙ্গ একথার উল্লেখ দেখা যায়। যেমন—দুটি হাত, দুটি পা মিলে চারটি শাখা, মধ্যদেহ পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শির অর্থাৎ মস্তক।

"তচ্চ ষড়ঙ্গ—শাখাশ্চতস্রী, মধ্যং পঞ্চমং, ষষ্ঠং শির ইতি।" সু. শা., ৫.৩

চরকসংহিতায় শরীরকে ষড়ঙ্গরূপে ব্যাখ্যাটি কিন্তু খুব প্রাচীন বলেই মনে হয়। কেননা কৌষিতকী ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যাতা উদয়ের পংক্তিগুলির আলোচনা দেখলে এই ধারণা স্পষ্ট হয়, "ষট্সংখ্যানি প্রাণিপাদচতুষ্টায়াত্মশির আখ্যান্যঙ্গানি, যস্য, স আত্মা ষড়ঙ্গঃ। তথা চ ব্রাহ্মণান্তরম্-যোঢ়া বিহিতো বৈ পুরুষঃ আত্মা চ শিরশ্চ চত্বার্যঙ্গানি, (তৈ. স. ৫.৬.৯. ১-২) ইতি।" আত্মা মধ্যদেহঃ, শিরঃ উপরিভাগঃ। তথা ষড়্বিধঃ ষট্প্রকারঃ ষট্ কৌশিকত্বাৎ

কৌ. ব্রা., ২০.৩.২৭

এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে দেহের মধ্যভাগকে 'আত্মা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. পঞ্চেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানানি, তদ্যথা—ত্বগ্, জিহ্বা, নাসিকা, অক্ষিণী কর্ণৌ চ।

চ. শা., ৭.৭

৩. দশ প্রাণায়তনানি, তদ্যথা—মূর্ধা, কণ্ঠঃ, হৃদয়ং, নাভিঃ, গুদং, বস্তিঃ, ওজঃ, শুক্রং, শোণিতং, মাংসমিতি। চ. শা. ৭.৯

চরকে অন্যস্থলে বলা হয়েছে দুটি শঙ্খদেশ অর্থাৎ ললাটের উভয়দিক ; তিনটি মর্মস্থল অর্থাৎ হৃদয় বস্তি (bladder) ও মূর্দ্ধা ; কণ্ঠ, রক্ত, শুক্র, এবং গুহ্য এই কটি প্রাণায়তন।

চ. সূ., ২৯.৩

সিদ্ধিস্থানেও বলা হয়েছে নাভির সঙ্গে অরা যেভাবে লেগে থাকে ঠিক সেইভাবে শরীরের মূলকেন্দ্রে অবস্থিত হৃদয়ে দশটি ধমনী, প্রাণ, অপান, মন, বুদ্ধি, চেতনা এবং সূক্ষ্ম মহাভূতগুলি সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে। চ. সি., ৯.৪

এই হৃদয়ে যদি আঘাত লাগে, তাহলে মূর্চ্ছা এবং এটি ভিন্ন হলে মৃত্যুও হতে পারে।

চ. সূ., ৩০.৬

মনে হয় এই কারণেই হয়ত আয়ুর্বেদশাস্ত্রে হৃদয়কে 'মহৎ' ও 'অর্থ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। চ. সূ., ৩০. ৩,৭

এছাড়া সর্বশরীরে ৩৬০টি অস্থি[১] ও ১৫টি কোষ্ঠাঙ্গ আছে।[২] তাছাড়া শরীরে ছয়টি ত্বক্[৩] এবং

---

১. ত্রীনি সষষ্টীনি শতান্যস্থ্নাম্। চ. শা., ৭.৬

যেমন—দাঁত বত্রিশটি, দন্তের উদ্‌খল (Teeth Sockets) বত্রিশটি, নখ কুড়িটি, হাত পায়ের আঙ্গুলের অস্থি ষাটটি (Phalangeal bones of hands and feet), হাত ও পায়ের শলাকা (Metaphalengeal bones of hands and feet) কুড়িটি, ঐ সকল শলাকার আশ্রয়স্থান (Metaphalangeal support in hands and feet) চারটি, পার্ষ্ণি (Calcaneun) দুটি, পায়ের গুল্ফাস্থি (Ankles) চারটি, হাতের মণিবন্ধাস্থি (Wrist bones) দুটি, প্রকোষ্ঠদেশে (Fore arms) চারটি, জঙ্ঘাদেশে (Legs) চারটি, জানুদ্বয়ে (Knee) দুটি, কূর্পরদ্বয়ে (Knee Caps) দুটি, উরুদ্বয়ে (Thighs) দুটি, বাহুদ্বয়ে দুটি, অংসদ্বয়ে (Shoulders) দুটি, অংশফলকে (Shoulder blades) দুটি, অক্ষক অস্থি (Clavieles) দুটি, জত্রুস্থানে (Kiphisternum) একটি, তালুর অস্থি (Palate bones) দুটি, শ্রোণিফলক (Hip bones) দুটি, ভগাস্থি (Pubis) একটি, পুরুষের মেঢ্রাস্থি একটি, ত্রিকস্থানে একটি, গুহ্যদেশের অস্থি একটি, পৃষ্ঠগত অস্থি (Back bones) পয়তাল্লিশটি। গ্রীবাদেশে (Week) পনেরটি, বক্ষঃস্থলে (Chest) চোদ্দটি, পার্শ্বদ্বয়ে (Rib) চব্বিশটি, পঞ্জরের পার্শকাস্থি অর্বুদাকৃতি চব্বিশটি এইরূপ পার্শ্বদেশে বাহাত্তরটি, হনুর অস্থি (Mandible) একটি, হনুমূলের বন্ধনাস্থি (Exteremites of the mandible) দুটি, নাসিকা, গণ্ডকূট ও ললাটে (Nose, zygomatic process and forehead) একটি, শঙ্খদেশে (Temporals) দুটি, মস্তকের কপালাস্থি (Skull bones) চারটি, সর্বসমেত অস্থি সংখ্যা ৩৬০টি।

বস্তুতঃ শরীরের স্কন্ধ ও শাখাকে আশ্রয় করে ১০৭টি মর্ম (Vital organs) আছে। চেতনার সঙ্গে মর্মের বিশেষ সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকায় এদের কোন একটি মর্মে যদি আঘাত লাগে তাহলে অত্যধিক বেদনা অনুভূত হয়। স্কন্ধাশ্রিত মর্মগুলির মধ্যে হৃদয়, বস্তি ও মাথার মর্মগুলি সর্বাধিক প্রধান। এই তিনটি শরীরের সম্পূর্ণ মূল।

২. পঞ্চদশ কোষ্ঠাঙ্গানি।

চ. শা., ৭.১০

যেমন—নাভি (Navel), হৃদয় (Heart), ক্লোম (Kloman), যকৃত (Liver), প্লীহা (Spleen) বৃক্কদ্বয় (Kidneys), বস্তি (Urinary bladder), পুরীষ (Caccum), আমাশয় (Stomach), পক্বাশয় (Jejunum), উত্তরগুদ (Rectum), অধরগুদ (Anus), ক্ষুদ্রান্ত্র (Small intestine), স্থূলান্ত্র (Large intestine), রসাবহস্রোতঃ (Omentum)।

চরকের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে শরীরের সৃষ্টির মূলে আছে অসংখ্য পরমাণু, সেইজন্য পরমাণু ভেদে শরীরের অবয়ব সংখ্যাও অসংখ্য। পরমাণু সংখ্যায় অসংখ্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয়। পরমাণুগুলির পারস্পরিক সংযোগ হলে শরীরের সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং এই পরমাণুগুলির পরস্পর বিভাগ হলে শরীরের ধ্বংস হয়। এই পরমাণুগুলির সংযোগ এবং বিভাগের কারণরূপে চরকসংহিতায় বায়ু, কর্ম ও স্বভাব এই তিনটিকে বলা হয়েছে।

চ. শা., ৭.১৭

৩. যথাবৎ শরীরে ষট্ ত্বচঃ।

চ. শা., ৭.৪

ছাপান্ন প্রকার প্রত্যঙ্গ উপনিবদ্ধ আছে।[২] এই সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু শরীরের

যেমন—বাহ্য ত্বক্ উদকধরা, দ্বিতীয় ত্বক্ অসৃগ্ধরা তৃতীয় ত্বক্ সিধ্ম ও কিলাস রোগের উৎপত্তি স্থান। চতুর্থ ত্বক্ কুষ্ঠরোগের জন্মস্থান। পঞ্চম ত্বক্ অলজী ও বিদ্রধি রোগের আশ্রয়স্থান, তারপরে ষষ্ঠ ত্বক্। যা ছিন্ন হলে লোক মূর্চ্ছিত হয় এবং অন্ধকার দর্শন করে।

রোগ নির্ণয় এবং তার যথাযথ চিকিৎসার জন্য শরীর ও তার অবয়বগুলিকে বিশেষ করে জানা দরকার। কিন্তু এই জ্ঞান লাভের চরম ফল চরকের মতে মোক্ষপ্রাপ্তি। এই শরীর অনেক অবয়বের সঙ্গে যুক্ত। এই অসংখ্য অবয়বগুলিকে এক বলে উপলব্ধি করলে, সমগ্র শরীরকে একটি পদার্থরূপে বিবেচনা করলে, তা সঙ্গ বা আসক্তির কারণরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকে। কিন্তু দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে এই দেহের অসংখ্য অণু পরমাণু ভেদানুসারে অবয়বগুলিকে অসংখ্য বিবেচনা করে চিন্তা ভাবনা করলে যে সম্যক জ্ঞান লাভ হয়, সেই তত্ত্বজ্ঞান থেকে আসে মুক্তি একথা বলা হয়েছে।

তুলনীয়—চ. শা., ৭.১৮

ষট্পঞ্চাশৎ প্রত্যঙ্গানি ষট্স্বঙ্গেষূপনিবদ্ধানি।

চ. শা., ৭.১১

যেমন—জঙ্ঘাপিণ্ডিকা (Calves) দুটি, উরুপিণ্ডিকা (Thighs) দুটি, স্ফিক্ (Buttocks) দুটি, বৃষণ (Testicles) দুটি, লিঙ্গ (Penis) একটি, উখ অর্থাৎ বক্ষ পার্শ্বের নিম্নভাগ (Axilla) দুটি, বঙ্ঘণ (Groin) দুটি, কুকুন্দর (Ischeal tuberosities) দুটি, বস্তিশিরঃ (Pubis) একটি, উদর (Abdomen) একটি, স্তন (Breasts) দুটি, ভূজ (Arms) দুটি, বাহুপিণ্ডিকা (Forearms) দুটি, চিবুক (Chin) একটি, ওষ্ঠ (Lips) দুটি, সৃক্কনী (Corners of mouth) দুটি, দন্তবেষ্টব (Gums) দুটি, তালু (Palate) একটি, গলশুণ্ডিকা (Uvula) একটি, উপজিহ্বিকা (Tonsils) দুটি, গোজিহ্বিকা (Tongue) একটি, গণ্ড (Cheeks) দুটি, কর্ণশষ্কুলী (Ear pinnae) দুটি, কর্ণপুত্রক (Lower portion of the ear pinnae) দুটি, অক্ষিকূট (Eye orbit) দুটি, অক্ষিবর্ত্মনি (Eye lids) চারটি, অক্ষিকনীনিকা (Pupils of eye) দুটি, ভ্রূ (Eye brows) দুটি, অবটু (ঘাড়, Thyroid) একটি, হৃদয়ের হাত ও পা মিলে (Soles of hands and feet) চারটি।

শরীরের সকল অবয়বগুলি সম্পর্কে যে ভিষক্ সর্বতোভাবে জানেন তার শরীরের একত্বরূপ মিথ্যাজ্ঞান দূর হয়ে যাওয়ায় অর্থাৎ শরীরের প্রতি আসক্তি দূর হয়ে যাওয়ায় মোহে আর তাকে অভিভূত হতে হয় না। মোহের নিবৃত্তি হয়ে গেলে রাগ দ্বেষ ইত্যাদি দোষের হয় নিবৃত্তি। নির্দোষ, নিস্পৃহ ও সর্বকর্মে শান্তি হলে, তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না। এইভাবেই চরকে পুনর্জন্মের কথা মেনে নেওয়া হয়েছে।

চ. শা., ৭-১৯-২০

এমন কিছু কিছু অংশ আছে যা চরকের মতে প্রত্যক্ষ করা যায় না। সেইগুলি অনুমান দ্বারা জানা যায়।[১]

---

১. এতাবদ্দৃশ্যং শক্যমপি নির্দ্দেষ্টুম্। অনির্দেশ্যমতঃ পরং তর্ক্যমেব।

চ. শা., ৭.১৩-১৪

চরকের মতানুসারে এই সকল অনুমানগম্য বিষয়গুলি হল, যেমন—৯০০টি স্নায়ু (Ligaments), ৭০০টি শিরা (Veins), ২০০টি ধমনী (Arteries), ৪০০টি পেশী (Muscles), ১০৭টি মর্ম (Vital organs), ২০০টি সন্ধিস্থান (Joints), অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিভক্ত হয়ে (শিরা ও ধমনীর মুখাগ্রের সংখ্যা ২৯৯৫৬টি) শরীরে বিদ্যমান। এছাড়া কেশ, শ্মশ্রু এবং লোম সকলের পরিমাণও অন্যরূপ বলে ধরে নিতে হয়।

অনুরূপভাবে অনুমানের সাহায্যে অঞ্জলি পরিমাণকেও জানতে হয়। যেমন—প্রতি শরীরে নিজ নিজ অঞ্জলি পরিমাণে দশ অঞ্জলি জল আছে। সেই জল বর্দ্ধিত হয়ে পুরীষ, মূত্র, রক্ত ও অন্যান্য শরীরের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ক্ষরিত হয়। যা সমস্ত শরীরের মধ্যে থেকে বাহ্য ত্বক্‌কে পোষণ করে, ত্বকের ভিতরে ব্রণগত হয়ে লসীকা নামে অভিহিত হয় এবং উষ্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে লোমকূপের সাহায্যে ক্ষরিত হয়, তাদের স্বেদ বলা হয়। এই স্বেদ এর পরিমাণ দশ অঞ্জলি। আহার পরিমাণের প্রথম ধাতু রস, এর পরিমাণ নয় অঞ্জলি ; রক্তের পরিমাণ আট অঞ্জলি ; পুরীষের পরিমাণ সাত অঞ্জলি ; শ্লেষ্মার পরিমাণ ছয় অঞ্জলি ; পিত্তের পরিমাণ পাঁচ অঞ্জলি ; মূত্রের পরিমাণ চার অঞ্জলি ; বসার পরিমাণ তিন অঞ্জলি ; মেদোধাতুর পরিমাণ দু অঞ্জলি ; মজ্জার পরিমাণ এক অঞ্জলি ; মস্তিষ্কের পরিমাণ অর্ধাঞ্জলি এবং শুক্রের ও ওজো নামক শ্লেষ্মার পরিমাণ অর্ধাঞ্জলি। চ. শা., ৭.১৫

দোষ, ধাতু ও মলবিজ্ঞান

দোষ—

দোষ কয় প্রকার ও কি কি—

চরকসংহিতায় দোষ দু প্রকার বলা হয়েছে। যেমন—শারীর দোষ ও মানস দোষ। আবার শারীর দোষ হল তিনটি, যেমন—বায়ু, পিত্ত ও কফ এবং মানস দোষ হল দুটি, যেমন—রজঃ ও তমঃ।[১] বায়ু, পিত্ত ও কফের বিকৃতি ঘটলে শরীরে সকল প্রকার রোগের উৎপত্তি হয় সেইজন্য বায়ু, পিত্ত ও কফকে শারীর দোষ বলে।[২] অর্থাৎ এরা যখন শরীরকে দূষিত করে তখন এদের বলা হয় দোষ, প্রকৃতিস্থ অবস্থায় যখন এরা শরীরকে ধারণ করে রাখে তখন এদের ধাতু বলা চলে আবার যখন এরা শরীরকে মলিন করে মলরূপে শরীর থেকে বেরিয়ে যায় তখন এদের মল বলে অভিহিত করা যেতে পারে।[৩] আর রজঃ ও তমঃ মনকে দূষিত করে রোগের সূচনা করে বলে রজঃ ও তমঃ কে মানস রোগ বলা হয়। রজঃ ও তমঃ থেকেই সকল মানসিক রোগের সৃষ্টি হয় বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।[৪]

---

১. তত্র ত্রয়ঃ শরীরদোষা বাতপিত্তশ্লেষ্মাণস্তে শরীরং দূষয়ন্তি। দ্বৌ পুনঃ সত্ত্বদোষৌ রজস্তমশ্চ।

চ. শা., ৪.৩৪

২. বায়ুঃ পিত্তং কফশ্চোক্তঃ শারীরো দোষসংগ্রহঃ।

চ. সূ., ১.৫৭

৩. তুলনীয়—বিকারো ধাতুবৈষম্যং, সাম্যং প্রকৃতিরুচ্যতে।

চ. সূ., ৯.৪

সমধাতোঃ প্রশস্যতে। চ. সূ., ৭.৪১

সুশ্রুতসংহিতায় বলা হয়েছে, যে শরীরের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় এর দোষ, ধাতু ও মল কারণ।

"দোষধাতুমলমূলং হি শরীরম্। তস্মাদেতেষাং লক্ষণমুচ্যমানমুপধারয়।

সু. সূ., ১৫.৩

অষ্টাঙ্গহৃদয়েও বলা হয়েছে বাতাদি তিন দোষ, রসাদি সপ্তধাতু এবং স্বেদাদি মল দেহের সর্বদা মূল কারণ।

"দোষধাতুমলা মূলং সদা দেহস্য তং চলঃ।"

অ. হৃ. সূ., ১১.১

৪. মানসঃ পুনরুদ্দিষ্টো রজশ্চ তম এব চ।

চ. সূ., ১.৫৭

এই কারণে বলা হয়েছে যে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা, অভিমান, মদ, শোক, চিন্তা, উদ্বেগ, ভয় ইত্যাদি হচ্ছে রজঃ ও তমঃ এই দুটি মানস রোগের বিকার। বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটি শারীর দোষের বিকার হল—জ্বর, অতিসার, শোফ, শোষ, শ্বাস, মেহ ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগগুলি।[১]

শারীরিক দোষগুলি ঔষধ সেবনের ফলে উপশমিত হয়, তা সে দৈব ঘটিত হোক্ কিংবা যুক্তি ঘটিত হোক্। এছাড়া মানস দোষগুলি জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধৈর্য, স্মৃতি ও সমাধির সাহায্যে প্রশমিত হতে পারে।[২]

শারীর দোষ—

বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই তিন প্রকার দোষ যথাযথ মাত্রায় প্রকৃতিস্থ থাকলে শরীরের উপকার হয় এবং এরা বিকৃতিপ্রাপ্ত হলে নানাপ্রকার রোগ দ্বারা শরীরকে উপস্থাপিত করে।[৩]

---

১. রজস্তমশ্চ মানসৌ দোষৌ, তয়োর্বিকারাঃ কামক্রোধলোভমোহের্ষ্যামানমদশোকচিন্তোদ্বেগ-ভয়হর্ষাদয়। বাতপিত্তশ্লেষ্মাণস্তু খলু শারীরা দোষাস্তেষামপি চ বিকারা জ্বরাতীসারশোফশোষ-শ্বাসমেহকুষ্ঠাদয়ঃ ইতি। চ. বি., ৬.৫

২. প্রশাম্যত্যৌষধৈঃ পূর্ব্বো দৈবযুক্তিব্যপাশ্রয়ৈঃ
মানসো জ্ঞানবিজ্ঞানধৈর্যস্মৃতিসমাধিভিঃ।

চ. সূ., ১.৫৮

৩. দোষাঃ পুনস্ত্রয়ো বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মাণঃ। তে প্রকৃতিভূতাঃ শরীরোপকারকা ভবন্তি। বিকৃতিমাপন্নাস্তু খলু নানাবিধৈর্বিকারৈঃ শরীরমুপতাপয়ন্তি।

চ. বি., ১.৫

সুশ্রুতসংহিতায় বলা হয়েছে যে শরীরের উৎপত্তির কারণ বায়ু, পিত্ত ও কফ। এই তিন প্রকৃতি যথাক্রমে নীচে, মধ্যে এবং উপরে থেকে এই শরীর ধারণ করে। এটা উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো হয়েছে, যে একটি ঘরকে যেমন তিনটি স্তম্ভ ধারণ করে অনুরূপভাবে শরীরকে ত্রিদোষ ধারণ করে। এই তিনের বিকৃতাবস্থা দেখা দিলে শরীরের নাশ হয়। উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় এর মত শরীর বাত, পিত্ত, কফ এবং চতুর্থ রক্ত দ্বারা সংযুক্ত থাকে।

যেরূপ চন্দ্র, সূর্য এবং বায়ু এই তিনটি যথাক্রমে বিসর্গ, আদান এবং বিক্ষেপ কার্যের দ্বারা জগৎকে ধারণ করে থাকে সেইরূপ বায়ু, পিত্ত ও কফ নিজ নিজ কার্য করে এই শরীরকে ধারণ করে থাকে—

"বাতপিত্তশ্লেষ্মাণ এব দেহসংভবহেতবঃ। তৈরেবাব্যাপন্নৈরধোমধ্যোর্ধ্বসন্নিবিষ্টৈঃ শরীরমিদং ধার্যতেঽগারমিব স্থূণাভিস্তিসৃভিঃ,.........। ত এব চ ব্যাপন্নাঃ প্রলয়হেতবঃ। তদেভিরেব শোণিতচতুর্থৈঃ সংভবস্থিতিপ্রলয়েষ্বপ্যবিরহিতং শরীরং ভবতি।

সু. সূ., ২১.৩

বায়ু—

বায়ুর স্বরূপ—

রুক্ষতা, লঘুতা, বিশদতা, শৈত্য, গতি এবং অমূর্তত্ব হল বায়ুর আত্মস্বরূপ।[১]

শরীরের বায়ুর অবস্থান—

শরীরে বায়ুর আশ্রয়স্থান হল বস্তি (Urinary tract), পুরীষস্থান (Colon), কটিদেশ (Waist), উরুদ্বয় (Thigh), পাদদ্বয় (Feet), অস্থিসমূহ (Bones), ও পক্কাশয় (Intestine)। এর মধ্যে বায়ুর প্রধান আশ্রয় স্থান হল পক্কাশয়।[২]

বায়ুর গুণ—

রুক্ষ, শীত, লঘু, সূক্ষ্ম, চল, বিশদ এবং খর এইগুলি হল বায়ুর গুণ। এদের বিপরীত গুণবিশিষ্ট দ্রব্যের সাহায্যে বায়ুর প্রকোপ প্রশমিত হয়।[৩]

বিসর্গাদানবিক্ষেপৈঃ সোমসূর্যানিলা যথা।
ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফপিত্তানিলাস্তথা।।

সু. সূ., ২১.৮

অষ্টাঙ্গহৃদয়েও বলা হয়েছে, বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনপ্রকার দোষ বিকৃত হলে শরীর নষ্ট হয় এবং অবিকৃত হলে জীবিত অর্থাৎ সুস্থ থাকে।

বায়ুঃ পিত্তং কফশ্চেতি ত্রয়ো দোষাঃ সমাসতঃ
বিকৃতাऽবিকৃতা দেহং ঘ্নন্তি তে বর্তয়ন্তি চ।

অ. হৃ. সূ., ১.৬-৭

১. রৌক্ষ্যং শৈত্যং লাঘবং বৈশদ্যং গতিরমূর্তত্বমনবস্থিতত্বং চেতি বায়োরাত্মরূপাণি।

চ. সূ., ২০.১২

২. বস্তিঃ পুরীষাধানং কটিঃ সক্থিনী পাদাবস্থীনি পক্কাশয়শ্চ বাতস্থানানি। তত্রাপি পক্কাশয়ো বিশেষেণ বাতস্থানম্। চ. সূ., ২০.৮

সুশ্রুতে বলা হয়েছে, বায়ুর উৎপত্তি স্থান শ্রোণি এবং গুদ। এছাড়া শ্রোণি ও গুদের উপরে এবং নাভির নীচে পক্কাশয়ে।

'তত্র সমাসেন বাতঃ শ্রোণিগুদসংশ্রয়ঃ তদুপর্যধো নাভেঃ পক্কাশয়ঃ।''

সু. সূ., ২১.৬

৩. রুক্ষঃ শীতো লঘুঃ সূক্ষ্মশ্চলোऽথ বিশদঃ খরঃ।
বিপরীতগুণৈর্দ্রব্যৈর্মারুতঃ সম্প্রশাম্যতি।। চ. সূ., ১.৫৯
রুক্ষলঘুশীতদারুণখরবিশদাঃ ষড়িমে বাতগুণা ভবন্তি। চ. সূ., ১২.৪

বায়ুর প্রকার ভেদ—

প্রাণ, উদান, সমান, ব্যান ও অপান ভেদে বায়ু পাঁচ প্রকার। এরা অব্যাহত গতিতে নিজ নিজ স্থানে বিচরণ করে শরীরকে ধারণ করে।[১]

প্রাণ বায়ু—

প্রাণ বায়ুর স্থান হল মস্তক, বক্ষঃস্থল, কর্ণ, জিহ্বা, মুখ ও নাসিকা। এদের কার্য হচ্ছে যথাক্রমে ষ্ঠীবন অর্থাৎ থু থু ফেলা, ক্ষবথু অর্থাৎ হাঁচি, উদ্গার, শ্বাস ও আহার।[২]

উদান বায়ু—

নাভি, বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠদেশ হল উদান বায়ুর স্থান। বাক্প্রবৃত্তি অর্থাৎ কথা বলা, প্রযত্ন অর্থাৎ ইচ্ছাদ্বেষাদিকৃত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, তেজ, বল, বর্ণ প্রভৃতি হচ্ছে এদের কার্য।[৩]

---

১. প্রাণোদানসমানাখ্যব্যানাপানৈঃ স পঞ্চধা।
দেহং তন্ত্রয়তে সম্যক্ স্থানেষ্বব্যাহতশ্চরন্।।

চ. চি., ২৮.৫

প্রাণোদানসমানব্যানাপানাত্মা।।

চ. সূ., ১২.৮

সুশ্রুতেও প্রাণ, উদান, সমান, ব্যান ও অপান ভেদে বায়ু পাঁচপ্রকার বলা হয়েছে। সুস্থ অবস্থায় এরা শরীরকে ধারণ করে।

"প্রাণোদানৌ সমানশ্চ ব্যানশ্চাপান এব চ।
স্থানস্থা মারুতাঃ পঞ্চ যাপয়ন্তি শরীরিণাম্।।

সু. নি., ১.১২

২. স্থানং প্রাণস্য মূর্ধোরঃ কণ্ঠজিহ্বাস্যনাসিকাঃ।
ষ্ঠীবন-ক্ষবথূদ্গারশ্বাসাহারাদি কর্ম চ।।

চ. চি., ২৮.৬

যে বায়ু বক্ত্র অর্থাৎ মুখ এবং কণ্ঠ থেকে সংচরণ করা হয় তার নাম প্রাণ। এটা সুশ্রুতে বলা হয়েছে। এই প্রাণ বায়ু শরীরকে ধারণ করে, ভোজনকে শরীরের অন্দরে প্রবেশ করায়।

"যো বায়ুর্বক্ত্রসঞ্চারী স প্রাণো নাম দেহধৃক্।
সোঽন্নং প্রবেশয়ত্যন্তঃ প্রাণাংশ্চাপ্যবলম্বতে।।

সু. নি., ১.১৩

৩. উদানস্য পুনঃ স্থানং নাভ্যুরঃ কণ্ঠ এব চ।
বাক্প্রবৃত্তিঃ প্রযত্নৌর্জোবলবর্ণাদি কর্ম চ।।

চ. চি., ২৮.৭

সমান বায়ু—

সমান বায়ুর স্থান হচ্ছে, স্বেদবহ, (বাতাদি) দোষবহ, ও অম্বুবহ স্রোতঃ সকল। এটা অন্তরাগ্নির অর্থাৎ জঠরাগ্নির পাশে থেকে অগ্নির বল প্রদান করে।[১]

ব্যান বায়ু—

সমস্ত দেহই ব্যান বায়ুর স্থান। এটি শীঘ্র গতি। ব্যান বায়ুর দ্বারা গমন, প্রসরণ, হস্তপদাদি সঞ্চরণ, আক্ষেপ ও নিমেষ প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।[২]

যে শ্রেষ্ঠ বায়ু উপর দিকে যায় তাকে উদান বলে। এর স্থান হচ্ছে নাভি, উরু এবং কণ্ঠ। এই বায়ুর সাহায্যে ভাষণ, গান, উচ্ছ্বাস প্রভৃতি বিশেষভাবে অভিহিত হয়, এটিও সুশ্রুতে বলা হয়েছে।

"উদানো নাম যস্ত্বূর্ধ্বমুপৈতি পবনোত্তমঃ।।
তেন ভাষিতগীতাদিবিশেষোঽভিপ্রবর্ততে।

সু. নি., ১. ১৪-১৫

১. স্বেদদোষাম্বুবাহীনি স্রোতাংসি সমধিষ্ঠিতঃ।
অন্তরগ্নেশ্চ পার্শ্বস্থঃ সমানোঽগ্নিবলপ্রদঃ।।

চ. চি., ২৮.৮

সুশ্রুতে বলা হয়েছে, সমান বায়ু পচ্যমান আহারের আশ্রয় স্থান আমাশয় বহ্নি অর্থাৎ জঠরাগ্নি দ্বারা সংগত থাকে। এই সমান বায়ু অন্নের পচন করে, অন্ন থেকে উৎপন্ন হওয়া রস, দোষ, মূত্র ও মলকে পৃথক্ করে।

"আমপক্বাশয়চরঃ সমানোঽগ্নিসহায়বান্।
সোঽন্নং পচতি তজ্জাংশ্চবিশেষান্ বিবিনক্তি হি।।

সু. নি., ১.১৬

২. দেহং ব্যাপ্নোতি সর্বং তু ব্যানঃ শীঘ্রগতির্নৃণাম্।
গতিপ্রসারণাক্ষেপনিমেষাদিক্রিয়ঃ সদা।।

চ. চি., ২৮.৯

সুশ্রুতে বলা হয়েছে ব্যান বায়ু সম্পূর্ণ শরীরে ব্যাপ্ত থাকে। রস প্রভৃতিকে প্রেরিত করে। স্বেদ ও রক্তকে বিস্রাবণ করে। প্রসারণ, আকুঞ্চন, বিনমন, উন্নমন, তির্য্যগ্ গমন প্রভৃতি পাঁচপ্রকার চেষ্টা করে।

"কৃৎস্নদেহচরো ব্যানো রসসংবহনোদ্যতঃ।
স্বেদাসৃক্স্রাবণশ্চাপি পঞ্চধা চেষ্টয়ত্যপি।।

সু. নি., ১.১৭-১৮

অপান বায়ু—

অপান বায়ুর স্থান হচ্ছে, বৃষণ অর্থাৎ কোষদ্বয়, বস্তি, লিঙ্গ, নাভি, উরু, কুঁচকি ও গুহ্যদেশ। অপান বায়ু অন্ত্রনাড়ীতে অবস্থান করে শুক্র, মূত্র ও মলের বহির্নির্গমন এবং আর্তব ও গর্ভের নিঃসরণ করে।[১]

বায়ু শরীরে কি কর্ম করে—

শরীরের অভ্যন্তরস্থ বায়ু প্রকুপিত না হয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে শরীরের যন্ত্রসমূহকে ঠিক ঠিক ধারণ করে রাখে একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই বায়ু শরীরের চেষ্টা সমূহ ও উচ্চাবচস্থান সকলের প্রবর্তক ও মনের প্রেরক। সকল ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক ও রূপ রস ইত্যাদি ইন্দ্রিয় বিষয়ের বহনকর্তা। বায়ু শরীরের ধাতুসমূহের দৃঢ়তা সম্পাদন করে। শরীরের অঙ্গ সকলের সংযোজন করে বাক্যের প্রবর্তন করে। এটা স্পর্শ ও শব্দের প্রকৃতি। শব্দবোধ ও স্পর্শবোধের মূলকারণ, হর্ষ, উৎসাহের যোনি, জঠরাগ্নির দোষনাশক। বায়ু, শরীরের মলগুলিকে বহির্দেশে ক্ষেপণ করে, শারীরিক স্থূল ও সূক্ষ্ম স্রোত সকলের ভেদ করে। এটি গর্ভাকৃতির কর্তা এবং আয়ুস্থিতির কারণ স্বরূপ অর্থাৎ যতক্ষণ প্রাণ বায়ু থাকে লোকে ততক্ষণই জীবিত থাকে।[২]

---

১. বৃষণৌ বস্তিমেঢ্রং চ নাভ্যুরু বংক্ষণৌ গুদম্।
অপানস্থানমন্ত্রস্থঃ শুক্র-মূত্র-শকৃন্তি চ।।
সৃজত্যার্ত্তবগর্ভৌ চ..................।

চ. চি., ২৮. ১০-১১

অপান বায়ুর স্থান হচ্ছে পক্বাশয়। এই বায়ুর সময় মল, মূত্র, শুক্র, গর্ভ এবং আর্তব এর নীচে থাকে। এটি সুশ্রুতে বলা হয়েছে।

"পক্বাধানালয়োঽপানঃ কালে কর্ষতি চাপ্যধঃ।
সমীরণঃ শকৃন্মূত্রং শুক্রগর্ভার্তবানি চ।।

সু. নি., ১.১৯

২. বায়ুস্তন্ত্রযন্ত্রধরঃ.........................প্রবর্ত্তকশ্চেষ্টানামুচ্চাবচানাং, নিয়ন্তা প্রণেতা চ মনসঃ। সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামুদ্যোজকঃ, সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থানামভিবোঢ়া, সর্ব্বশরীরধাতুব্যূহকরঃ, সন্ধানকরঃ শরীরস্য, প্রবর্ত্তকো বাচঃ, প্রকৃতিঃ স্পর্শশব্দয়োঃ, শ্রোত্রস্পর্শনয়োর্মূলং, হর্ষোৎসাহয়োর্যোনিঃ। সমীরণোঽগ্নেঃ দোষসংশোষণঃ, ক্ষেপ্তা বহির্ম্মলানাং, স্থূলাণুস্রোতসাং ভেত্তা, কর্ত্তা গর্ভাকৃতীনাম্ আয়ুষোঽনুবৃত্তি-প্রত্যয়ভূতো ভবত্যকুপিতঃ।

চ. সূ., ১২.৮

বায়ু প্রকুপিত হলে শরীরে কি ক্ষতি করে—

শরীরের অভ্যন্তরস্থ এই বায়ু যদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে প্রকুপিত হয় তাহলে শরীরে নানাপ্রকার রোগ দেখা দেয়। তখন শারীরিক বল, বর্ণ, সুখ ও আয়ু বিষয়ে নানা উপদ্রব দেখা দেয়। মন অস্থির হয়ে থাকে। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গুলি উপহত হয় এবং গর্ভসমূহ বিনষ্ট হয়ে যায় বা বিকৃত অথবা প্রসবের বিলম্ব হয়, অথবা একেবারেই প্রসব হয় না। বায়ু প্রকুপিত হলে মনে ভয়, শোক, মোহ, দৈন্য ও প্রলাপ ঘটে থাকে। এমনকি প্রাণেরও হানি ঘটতে পারে।[১]

বায়ু সুস্থ থাকলে শরীরে কি লক্ষণ প্রকাশ পায়—

যখন শরীরে বায়ু প্রকুপিত না হয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তখন লোকের উৎসাহ, শ্বাস, প্রশ্বাস, শারীরিক ও মানসিক চেষ্টাসমূহ, ধাতুগুলির গতি ও মলমূত্র প্রভৃতির প্রবর্ত্তন যথাযথভাবে হয়ে থাকে।[২]

পিত্ত—

পিত্তের স্বরূপ—

পিত্তের স্বরূপ হল—উষ্ণতা, তীক্ষ্ণতা, লঘুতা, অনতিস্নিগ্ধতা, শুক্রবর্ণ ভিন্ন অপরাপর বর্ণতা, আম মাংসের গন্ধতা এবং কটু ও অম্লরসতা।[৩]

---

১. কুপিতস্তু খলু শরীরে শরীরং নানাবিধৈর্বিকারৈরূপতপতি বলবর্ণসুখায়ুষামুপঘাতায়, মনো ব্যাহর্ষয়তি, সর্ব্বেন্দ্রিয়াণ্যুপহন্তি, বিনিহন্তি গর্ভান্ বিকৃতিমাপাদয়ত্যতিকালং বা ধারয়তি, ভয়শোকমোহদৈন্যাতিপ্রলাপাঞ্জনয়তি, প্রাণাংশ্চোপরুণদ্ধি। চ. সূ., ১২.৮

২. [illegible] ধাতুগতিঃ সমা।
সমো মোক্ষো গতিমতাং বায়োঃ কর্মাবিকারজম্।।

চ. সূ., ১৮.৪৯

অষ্টাঙ্গহৃদয়গ্রন্থেও প্রায় এই কথাই বলা হয়েছে যে, শরীরের বায়ু সবসময় প্রকৃতিস্থ অবস্থায় থাকলে উৎসাহ, শ্বাস, প্রশ্বাস, চেষ্টা অর্থাৎ শারীরিক ব্যাপার, পুরীষ প্রভৃতি বেগের প্রবৃত্তি, রস প্রভৃতি ধাতুর উচিত গতি এবং শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের পটুতা অর্থাৎ বিষয় গ্রহণ কর্ম হয়ে থাকে।

"উৎসাহোচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসচেষ্টাবেগপ্রবর্তনৈঃ।
সম্যগ্‌গত্যা চ ধাতূনামক্ষাণাং পাটবেন চ।।

অ. হৃ. সূ., ১১. ১-২

৩. ঔষ্ণ্যং তৈক্ষ্ণ্যং দ্রবমনতিস্নেহো বর্ণশ্চাশুক্লো গন্ধশ্চ বিস্রো রসৌ কটুকাম্লৌ সরশ্চ পিত্তস্যাত্মরূপাণি।

চ. সূ., ২০.১৫

শরীরে পিত্তের অবস্থান—

শরীরে পিত্তের আশ্রয়স্থান হল—স্বেদ (Sweet), রস (Chyle), লসীকা (Lymph), রক্ত (Blood) ও আমাশয় (Stomach)। এর মধ্যে পিত্তের প্রধান আশ্রয়স্থান হচ্ছে আমাশয়।[১]

পিত্তের গুণ—

পিত্তের গুণগুলি হল—অল্প স্নেহ যুক্ত, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, দ্রব, অম্ল, সর ও কটু। এই স্নেহ প্রভৃতি গুণের বিপরীত গুণবিশিষ্ট দ্রব্যের দ্বারা পিত্তপ্রকোপ আশু নিবারিত হয়ে থাকে।[২]

পিত্ত শরীরে কি কর্ম করে—

শরীরের পিত্তের মধ্যে অগ্নি অধিষ্ঠিত থেকে কুপিত ও অকুপিতভাবে শরীরে মন্দ ও ভালোর সূচনা করে। পিত্ত যদি শরীরে কোন কারণে বৃদ্ধি পেয়ে প্রকুপিত হয় তাহলে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হয় না, দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ঘটে, শারীরিক তাপের আধিক্য, উষ্মার বিকৃতি, শরীরে বল ও বর্ণের হানি ও মনে ভয়, ক্রোধ, গ্লানি, মোহ প্রভৃতি জন্মায়। শরীরের অভ্যান্তরস্থ পিত্ত প্রকুপিত না হয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে ভুক্তদ্রব্যের স্বচ্ছন্দে পরিপাক, দর্শন ক্রিয়া, তাপের অল্পতা, উষ্মার প্রকৃতি এবং বর্ণ, বল ও হর্ষ প্রভৃতির সৃষ্টি হয়।[৩]

---

১. স্বেদো রসো লসীকা রুধিরমামাশয়শ্চ পিত্তস্থানানি। তত্রাপ্যামাশয়ো বিশেষেণ পিত্তস্থানম্।

চ. সূ., ২০.৮

সুশ্রুতে পিত্তের স্থান পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে বলা হয়েছে। "পক্বামাশয়মধ্যং পিত্তস্য।"

সু. সূ., ২১.৬

অষ্টাঙ্গহৃদয়গ্রন্থে বায়ুর মতো পিত্তকে পাঁচ প্রকার বলা হয়েছে। "পিত্তং পঞ্চাত্মকম্" (অ.হৃ.সূ. ১২.১০) এবং এর সর্বাঙ্গসুন্দরাটীকায় এই পাঁচপ্রকার পিত্তের নাম দেওয়া হয়েছে। যেমন—পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক ও ভ্রাজক। "পাচকরঞ্জকসাধকালোচকভ্রাজকভেদাঃ পঞ্চপিত্তস্য।"

স. সু., অ. হৃ. সূ., ১২.১০

২. সস্নেহমুষ্ণং তীক্ষ্ণঞ্চ দ্রবমম্লং সরং কটু।
বিপরীতগুণৈঃ পিত্তং দ্রব্যৈরাশু প্রশাম্যতি।।

চ. সূ., ১.৬০

৩. অগ্নিরেব শরীরে পিত্তান্তর্গতঃ কুপিতাকুপিতঃ শুভাশুভানি করোতি। তদ্‌যথা—পক্তিমপক্তিং দর্শনমদর্শনং মাত্রামাত্রত্বমুষ্মণঃ প্রকৃতিবিকৃতিবর্ণৌ শৌর্য্যং ভয়ং ক্রোধং হর্ষং মোহঃ প্রসাদমিত্যেবমাদীনি চাপরাণি দ্বন্দ্বাদীনীতি।

চ. সূ., ১২.১১

পিত্তের প্রকৃত গতি দ্বারাই জঠরাগ্নি পাকক্রিয়া সম্পাদন করতে সমর্থ হয় আবার পিত্তের বিকৃতগতি দ্বারা অর্থাৎ পিত্ত প্রকুপিত হলে মনুষ্যদেহে নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন হয়।[১]

পিত্ত স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে শরীরে কি লক্ষণ প্রকাশ পায়—

যখন শরীরে পিত্ত অবিকৃতি বা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে তখন লোকের দৃষ্টিশক্তি, পরিপাকশক্তি, দেহের উষ্মা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দেহের কোমলতা বা কান্তি ও মনের প্রসন্নতা এবং মেধাশক্তি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে।[২]

সুশ্রুতসংহিতায় পিত্তের বিভাগ যে পাঁচপ্রকার এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোন উল্লেখ না থাকলেও কথা প্রসঙ্গে পাঁচপ্রকার পিত্তের সংজ্ঞা ও কর্ম সম্বন্ধে আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন— যে পিত্ত পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে (অর্থাৎ নাভিদেশে) অবস্থানপূর্বক অদৃশ্য বিশেষ হেতুদ্বারা (চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য ও পেয় এই) চতুর্বিধ অন্নপান (দ্রব্য)কে পরিপাক এবং রস, দোষ, মূত্র ও পুরীষকে পৃথক্ করে থাকে এবং স্বস্থানে অবস্থান করে আত্মশক্তির দ্বারা অন্য (সাধকাদি চতুর্বিধ) পিত্তের এবং শরীরের অগ্নি কর্মের সহায়তা করে তাকে 'পাচক অগ্নি' বলে। যে পিত্ত যকৃৎ এবং প্লীহার মধ্যে অবস্থিত তাকে 'রঞ্জক অগ্নি' বলা হয়, এবং এটি রসের দ্বারা রাগ উৎপন্ন করে। যে পিত্ত হৃদয়ে অবস্থান করে তাকে 'সাধক অগ্নি' বলে। যে পিত্ত দৃষ্টির মধ্যে অবস্থিত তাকে 'আলোচক' বলা হয়, এর সাহায্যে রূপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়। এবং যে পিত্ত ত্বকের মধ্যে অবস্থান করে তাকে 'ভ্রাজক পিত্ত' বলে। এটি অভ্যঙ্গ পরিষেক, অবগাহন, অবলেপন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্রব্যের পরিপাক করে এবং ছায়া ও প্রভাকে প্রকাশিত করে।

"তচ্চাদৃষ্টহেতুকেন বিশেষেণ পক্কামাশয়মধ্যস্থং পিত্তং চতুর্বিধমন্নপানং পচতি বিরেচয়তি চ দোষরসমূত্রপুরীষাণি তত্রস্থমেব চাত্মশক্ত্যা শেষাণাং পিত্তস্থানানাং শরীরস্য চাগ্নিকর্মণানুগ্রহং করোতি। তস্মিন্ পিত্তে পাচকোঽগ্নিরিতি সংজ্ঞা, যত্তু যকৃৎ প্লীহোঃ পিত্তং তস্মিন্ রঞ্জকোঽগ্নিরিতি সংজ্ঞা, স চ রসস্য রাগকৃদুক্তঃ, যৎ পিত্তং হৃদয়স্থং তস্মিন্ সাধকোঽগ্নিরিতি সংজ্ঞা,......যদ্ দৃষ্ট্যাং পিত্তং তস্মিন্নালোচকোঽগ্নিরিতি সংজ্ঞা, স রূপগ্রহণাধিকৃতঃ, যত্তু ত্বচি পিত্তং তস্মিন্ ভ্রাজকোঽগ্নিরিতি সংজ্ঞা, সোঽভ্যঙ্গপরিষেকাবগাহালেপনাদীনাং ক্রিয়াদ্রব্যাণাং পক্তা ছায়ানাং চ প্রকাশকঃ। সু. সূ., ২১.১০

১. পিত্তাদেবোষ্মণঃ পক্তির্নরাণামুপজায়তে।
পিত্তং চৈঘ প্রকুপিতং বিকারান্ কুরুতে বহূন্।
চ. সূ., ১৭.১১৬

সুশ্রুতে বলা হয়েছে পিত্ত ছাড়া অন্য কোন অগ্নি শরীরে নেই। "পিত্তব্যতিরেকাদন্যোঽগ্নিঃ আহোস্বিৎ পিত্তমেবাগ্নিরিতি।" সু. সূ., ২১.৯

২. দর্শনং পক্তিরূষ্মা চ ক্ষুত্তৃষ্ণা দেহমার্দ্দবম্।
প্রভা প্রসাদো মেধা চ পিত্তকর্ম্মাবিকারজম্।।
চ. সূ., ১৮.৫০

শ্লেষ্মার স্বরূপ—

শ্লেষ্মার স্বরূপ হচ্ছে—স্নেহ, শৈত্য, শুক্লতা, গুরুতা, মাধুর্য, স্থৈর্য, পিচ্ছিলতা ও চিক্কণতা।[১]

শরীরে শ্লেষ্মার অবস্থান—

শরীরে শ্লেষ্মার অবস্থান হল—বক্ষঃস্থল (Chest), মস্তক (Head), গ্রীবা (Neck), পর্বসমূহ (Joints), আমাশয় (Stomach) ও মেদঃ (Fat)। এদের মধ্যে প্রধান আশ্রয় স্থান হল বক্ষঃস্থল।[২]

শ্লেষ্মার গুণ—

গুরু. শীতল, মৃদু, স্নিগ্ধ, মধুর, স্থির ও পিচ্ছিল হল শ্লেষ্মার গুণ। এদের বিপরীত গুণ যে সকল দ্রব্যে আছে শ্লেষ্মা সেই সকল দ্রব্য দ্বারা নিবারিত হয়।[৩]

অষ্টাঙ্গহৃদয়গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, প্রকৃতিস্থ পিত্ত দেহের সর্বদা পাচন, উষ্ণতা, দর্শন, ক্ষুধা, তৃষা, রুচি, প্রভা, মেধা, বুদ্ধি এবং শারীরিক মৃদুতাকে অনুগৃহীত করে।

"অনুগৃহ্ণাত্যবিকৃতঃ পিত্তং পক্ত্যুষ্মদর্শনৈঃ।
ক্ষুত্তৃড্রুচিপ্রভামেধা-ধীশৌর্যতনুমার্দবৈঃ।"

অ. হৃ. সূ., ১১. ২-৩

১. স্নেহশৈত্যশৌক্ল্যগৌরবমাধুর্যস্থৈর্যপৈচ্ছিল্যমাৎস্ন্যানি শ্লেষ্মণ আত্মরূপাণি।

চ. সূ., ২০.১৮

২. উরঃ শিরো গ্রীবা পর্ব্বাণ্যামাশয়ো মেদশ্চ শ্লেষ্মস্থানানি। তত্রাপি উরো বিশেষেণ শ্লেষ্মস্থানম্।

চ. সূ., ২০.৮

সুশ্রুতে কফের স্থান আমাশয় বলা হয়েছে। "আমাশয়ঃ শ্লেষ্মণঃ।"

সু. সূ., ২১.৬

অষ্টাঙ্গহৃদয়গ্রন্থে বায়ুর মত কফকেও পাঁচ প্রকার বলা হয়েছে। "শ্লেষ্মা তু পঞ্চধা" (অ.হৃ.সূ. ১২.১৫) এবং এর সর্বাঙ্গসুন্দরাটীকায় এদের নাম বলা হয়েছে। যেমন—অবলম্বক, ক্লেদক, বোধক, তর্পক ও শ্লেষক। "অবলম্বকক্লেদকবোধকতর্পকশ্লেষকভেদাৎ পঞ্চধা শ্লেষ্মা।"

স. সু., অ. হৃ. সূ., ১২.১৫

৩. গুরুশীতমৃদুস্নিগ্ধমধুরস্থিরপিচ্ছিলাঃ।
শ্লেষ্মণঃ প্রশমং যান্তি বিপরীতগুণৈর্গুণাঃ।।

চ. সূ., ১.৬১

শ্লেষ্মা শরীরে কি কর্ম করে—

শ্লেষ্মান্তর্গত শরীরে যে সোমধাতু অর্থাৎ জলীয় পদার্থ আছে তা কুপিত ও অকুপিত করে শুভ ও অশুভ কর্মের সৃষ্টি করে। এই সকল শুভ ও অশুভ কর্ম হল যেমন-শ্লেষ্মা কুপিত অর্থাৎ অস্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হলে শরীরের শিথিলতা, কৃশতা, আলস্য, ক্লীবতা, অজ্ঞান, ও মোহের উৎপত্তি হতে পারে। আবার শ্লেষ্মা যদি অকুপিত অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থান করে তাহলে শরীরের দৃঢ়তা, উপচয়, উৎসাহ, কৃশতা এবং জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রভৃতির উৎপত্তির সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই উভয়ে অর্থাৎ কুপিত ও অকুপিত অবস্থায় অপরাপর মঙ্গল ও অমঙ্গলের সূচনা করে।[১]

প্রকৃত অবস্থায় বিদ্যমান থাকলে শ্লেষ্মাই শরীরের বল রূপে বিবেচিত হয় এবং এটি যখন বিকৃত হয় তখন আবার মলে পরিণত হয় একথা বলা অযৌক্তিক নয়। এজন্যই শ্লেষ্মাকে শরীরের ওজোধাতু বা বলস্বরূপে এবং বিকৃত শ্লেষ্মাকে শরীরের পক্ষে মহাপাপস্বরূপ বলা হয়েছে।[২]

কফ সুস্থ থাকলে শরীরে কি লক্ষণ প্রকাশ পায়—

কফ যখন শরীরে অবিকৃত বা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে তখন শরীরের চিক্কণতা, সন্ধিসমূহের বদ্ধতা, দেহের দৃঢ়তা ও গুরুতা, রতিশক্তি, বল, ক্ষমা, ধৃতি ও অলোভ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে।[৩]

---

১. সোম এব শরীরে শ্লেষ্মান্তর্গতঃ কুপিতাকুপিতঃ শুভাশুভানি করোতি। তদ্‌যথা—দার্ঢ্যং শৈথিল্যমুপচয়ং কার্শ্যমুৎসাহমালস্যং বৃষতাং ক্লীবতাং জ্ঞানমজ্ঞানং বুদ্ধিং মোহমেবমাদীনি চাপরাণি দ্বন্দ্বানীতি।

চ. সূ., ১২.১২

২. প্রাকৃতস্তু বলং শ্লেষ্মা বিকৃতো মল উচ্যতে।
স চৈবৌজঃ স্মৃতঃ কায়ে স চ পাপ্মোপদিশ্যতে।।

চ. সূ., ১৭.১১৭

৩. স্নেহো বন্ধঃ স্থিরত্বঞ্চ গৌরবং বৃষতা বলম্।
ক্ষমা ধৃতিরলোভশ্চ কফকর্ম্মাবিকারজম্।।

চ. সূ., ১৮. ৫১

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে বলা হয়েছে যে, প্রকৃতিস্থ কফ শরীরে সর্বদা স্থিরতা, স্নিগ্ধতা, সন্ধিবন্ধন এবং ক্ষমা অর্থাৎ সহনশীলতা প্রভৃতি দ্বারা অনুগৃহীত করে।

"শ্লেষ্মা স্থিরত্বস্নিগ্ধত্বসন্ধিবন্ধক্ষমাদিভিঃ।"

অ. হৃ. সূ., ১১.৩

মানুষের শরীরে গর্ভোৎপত্তি থেকেই বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষের কোন একটি দোষের প্রাধান্য দেখা যায়। দোষের এই আধিক্যানুসারে মানব প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়। কারও বাতল প্রকৃতি, কারও বা পিত্তল প্রকৃতি আবার কারও বা শ্লেষ্মল প্রকৃতি।[১] বাতল, পিত্তল ও শ্লেষ্মল এই তিন প্রকার পুরুষকেই আতুর বলে ধরে নেওয়া হয়েছে চরকসংহিতায়। তন্ত্রান্তরীয় চিকিৎসকদের মতে কিন্তু এদের আতুর বলা চলে না।[২]

বাত প্রকৃতির মনুষ্যের লক্ষণ—

বায়ুর গুণ হচ্ছে রুক্ষ, লঘু, চল, বহু, শীঘ্রকারী, শীতল, পরুষ ও বিশদ। বাতল ব্যক্তির শরীর বায়ুর রুক্ষতার জন্য রুক্ষ, ক্ষীণ ও খর্ব হয়, কণ্ঠের স্বর রুক্ষ, ক্ষীণ, ভগ্ন, জড়িত ও জর্জর হয় এবং তারা নিদ্রাহীনতায় ভোগে। লঘুত্ব জন্য—তাদের শরীরের গতি, কার্য, আহার ও বিহার লঘু ও চঞ্চল হয়। চলত্ব জন্য—তাদের শরীরের সন্ধিস্থান, চক্ষু, ভ্রূ, হনু, ওষ্ঠ, জিহ্বা, মস্তক, স্কন্ধ, হস্ত ও পদ অস্থির হয়। বহুত্ব জন্য—প্রলাপ, কণ্ডরা, শিরা ও জাল সমূহ বহু হয়। শীঘ্রত্ব জন্য—সেই সকল ব্যক্তি শীঘ্র কাজ আরম্ভ করে, শীঘ্র ক্ষুব্ধ হয় এবং শীঘ্র বিকারযুক্ত হয় এবং এদের ভয়, অনুরাগ ও বিরাগও তাড়াতাড়ি হয়ে থাকে। তারা কোন কথা শোনা মাত্র তার ভাবগ্রহণ করতে পারে, কিন্তু এদের স্মৃতিশক্তি অল্প হয়। শীতত্ব জন্য—শীত সহ্য করতে পারে না এবং সবসময় কাঁপুনি ও স্তব্ধতা দেখা যায়। পরুষতার জন্য—এদের শরীরের কেশ, শ্মশ্রু, রোম, নখ, চোখ, মুখ, হস্ত ও পদ পরুষ হয়। বিশদত্ব হেতু—এদের অঙ্গের অবয়বগুলি স্ফুটিত হয় এবং চলাফেরার সময় সন্ধিসমূহ থেকে শব্দ হতে থাকে। বাত প্রকৃতির ব্যক্তির এই সকল গুণ থাকার জন্য প্রায়ই তারা অল্প বলশালী, অল্পায়ু, অল্পসন্তান বিশিষ্ট, অল্পসাধন ও অল্পধনযুক্ত হয়।[৩]

---

১. ততঃ সা সা দোষপ্রকৃতিরুচ্যতে মনুষ্যাণাং গর্ভাদিপ্রবৃত্তা। তস্মাৎ শ্লেষ্মলাঃ প্রকৃত্যা কেচিৎ, পিত্তলাঃ কেচিৎ, বাতলাঃ কেচিৎ। চ. বি., ৮.৯৫

২. ত্রয়স্তু পুরুষা ভবন্ত্যাতুরাঃ। তে ত্বনাতুরাস্তন্ত্রান্তরীয়াণাং ভিষজাম্। তদ্যথা—বাতলঃ, পিত্তলঃ শ্লেষ্মলশ্চেতি। চ. বি., ৬.১৫

৩. বাতস্তু রুক্ষলঘুচলবহুশীঘ্রশীতপরুষবিশদঃ। তস্য রৌক্ষ্যাদ্বাতলা রুক্ষাপচিতাল্পশরীরাঃ প্রততরুক্ষক্ষামসন্নসক্তজর্জরস্বরা জাগরূকাশ্চ ভবন্তি, লঘুত্বাল্লঘুচপলগতিচেষ্টাহারব্যাহারাঃ, চলত্বাদনবস্থিতসন্ধ্যক্ষিভ্রূহন্বোষ্ঠজিহ্বাশিরঃস্কন্ধপাণিপাদাঃ, বহুত্বাদ্বহুপ্রলাপকণ্ডরাসিরাপ্রতানাঃ, শীঘ্রত্বাচ্ছীঘ্রসমারম্ভক্ষোভবিকারাঃ শীঘ্রত্রাসরাগবিরাগাঃ শ্রুতগ্রাহিণোঽল্পস্মৃতয়শ্চ, শৈত্যাচ্ছীতাসহিষ্ণবঃ প্রততশীতকোদ্বেপকস্তম্ভাঃ পারুষ্যাৎ পরুষকেশশ্মশ্রুরোমনখদশনবদনপাণিপাদাঃ, বৈশদ্যাৎ স্ফুটিতাঙ্গাবয়বাঃ সততসন্ধিশব্দগামিনশ্চ ভবন্তি, ত এবং গুণযোগাদ্বাতলাঃ প্রায়েণাল্পবলাশ্চাল্পায়ুষশ্চাল্পাপত্যাশ্চাল্পসাধনাশ্চাল্পধনাশ্চ ভবন্তি। চ. বি., ৮.৯৮

পিত্তল প্রকৃতির মনুষ্যের লক্ষণ—

পিত্তের গুণ হচ্ছে—উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, দ্রব, বিস্র, অম্ল ও কটু। পিত্তল ব্যক্তি শরীরে পিত্তের উষ্ণত্ব জন্য উষ্ণ সহ্য করতে পারে না। সেই সকল ব্যক্তির গাত্র শুষ্ক, সুকুমার ও গৌরবর্ণ হয়, জড়ুল, ব্যঙ্গ, তিল ও পিড়কা তাদের অধিক পরিমাণে হয়। ক্ষুধা ও পিপাসা অধিক হয়। তীক্ষ্ণতাজন্য—তাদের পরাক্রম ও জঠরাগ্নি তীক্ষ্ণ এবং পানভোজন প্রভূত পরিমাণে হয়। তারা কষ্ট সহ্য করতে পারে না এবং অপরের মনে ব্যথা দেওয়ার প্রবৃত্তি দেখা যায়। পিত্তল ব্যক্তির পিত্তের দ্রব্যত্ব জন্য—সন্ধিবন্ধ ও মাংস শিথিল ও মৃদু হয় এবং তাদের শরীর থেকে স্বেদ, মূত্র ও পুরীষ অধিক পরিমাণে নির্গত হয়। বিস্রত্ব জন্য—এদের কক্ষে (বগলে), মুখে, মস্তকে ও শরীরে অত্যন্ত পূতিগন্ধ হয়। কটুত্ব ও অম্লত্ব জন্য—সেই সকল ব্যক্তির শুক্র, রতিশক্তি, সন্তাপ অল্প হয়। পিত্তল ব্যক্তিগণ এই সকল গুণের জন্য মধ্যবল, মধ্যায়ুঃ হয় এবং তাদের জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিত্ত ও উপকরণ দ্রব্য মধ্যাবস্থা হয়।[১]

শ্লেষ্মা প্রকৃতির মনুষ্যের লক্ষণ—

শ্লেষ্মার গুণ হচ্ছে স্নিগ্ধ, মসৃণ, মৃদু, মধুর, সার (প্রসাদরূপ), ঘন, স্থির (চিরকারী), স্তিমিত, গুরু, শীতল, পিচ্ছিল ও স্বচ্ছ। শ্লেষ্মল ব্যক্তির শরীর শ্লেষ্মার স্নিগ্ধতা জন্য স্নিগ্ধাঙ্গ হয়। মসৃণত্ব জন্য—শ্লক্ষ্ণাঙ্গ হয়, মৃদু বলে—তাদের দেহ নয়ন রঞ্জন, সুকুমার ও গৌরবর্ণ হয়। মাধুর্য্যের জন্য—তাদের শুক্র, রতিশক্তি ও সন্তান অধিক পরিমাণে হয়। সারত্ব জন্য—তাদের শরীর সারবিশিষ্ট সংহতাবয়ব ও দৃঢ় হয়। সান্দ্রত্ব জন্য—সর্বাঙ্গ পরিপুষ্ট ও পরিপূর্ণ হয়। মন্দত্ব জন্য—তাদের কাজ এবং আহার বিহার ধীরে ধীরে সম্পন্ন হয়। সেই সকল ব্যক্তি স্তৈমিত্য জন্য—তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারে না এবং কোন কারণে তাদের তাড়াতাড়ি মানসিক ক্ষোভ বা বিকার উপস্থিত হয় না। গুরুত্ব জন্য—তাদের গতি গম্ভীর হয়। শৈত্য জন্য—তাদের শরীরে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সন্তাপ, স্বেদ ও দোষ অল্প হয়। পিচ্ছিলতা জন্য—তাদের সন্ধিবন্ধনগুলি সুসংশ্লিষ্ট ও সারবান হয়, স্বচ্ছত্ব জন্য—তাদের দৃষ্টি ও মুখ প্রসন্ন হয় এবং স্বর ও বর্ণ, প্রসন্ন ও স্নিগ্ধ

---

১. পিত্তমুষ্ণং তীক্ষ্ণং দ্রবং বিস্রমম্লং কটুকঞ্চ। তস্যৌষ্ণ্যাৎ পিত্তলা ভবন্ত্যুষ্ণাসহা, উষ্ণমুখাঃ, সুকুমারাবদাতগাত্রাঃ প্রভূতপিপ্লুব্যঙ্গতিলপিড়কাঃ, ক্ষুৎপিপাসাবন্তঃ ক্ষিপ্রবলীপলিতখালিত্যদোষাঃ প্রায়ো মৃদ্বল্পকপিলশ্মশ্রুলোমকেশাশ্চ। তৈক্ষ্ণ্যাৎ তীক্ষ্ণপরাক্রমাঃ, তীক্ষ্ণাগ্নয়ঃ প্রভূতাশনপানাঃ ক্লেশাসহিষ্ণবো দন্দশূকাঃ। দ্রবত্বাচ্ছিথিলমৃদুসন্ধিমাংসাঃ, প্রভূতসৃষ্টস্বেদমুত্রপুরীষাশ্চ। বিস্রত্বাৎ প্রভূতপূতিকক্ষাস্যশিরঃশরীরগন্ধাঃ। কট্বম্লত্বাদল্পশুক্রব্যবায়াপত্যাঃ। ত এবংগুণযোগাৎ পিত্তলা মধ্যবলা মধ্যায়ুষো মধ্যজ্ঞানবিজ্ঞানবিত্তোপকরণবন্তশ্চ ভবন্তি।

চ. বি., ৮.৯৭

হয়। শ্লেষ্মল ব্যক্তিগণ এই সব গুণের জন্য বলবান্, ধনবান্, বিদ্যাবান্, ওজস্বী, শান্ত ও দীর্ঘায়ু হন।[১]

দোষের গতি—

মোটামুটি হ্রাস, বৃদ্ধি ও সমতা এই তিন অবস্থায় দোষগুলি থাকে। উর্ধ্ব, অধঃ ও তির্যক এই তিন ভাবে দোষের গতি ত্রিবিধ বলা হয়েছে। এছাড়াও কোষ্ঠগত, শাখাগত এবং মর্ম, অস্থি ও সন্ধিস্থানগত ধরে নিয়ে এদের আরও তিন প্রকার গতির কথা বলা হয়েছে। প্রকার ভেদে দোষের গতি তিন প্রকার।[২]

বায়ু, পিত্ত ও কফজনিত রোগ কত প্রকার ও কি কি—

সামান্যজ ও নানাত্মজ ভেদে রোগ দু প্রকার।[৩] কেবল বায়ু বা কেবল পিত্ত বা কেবল কফ দ্বারা যে সকল রোগ উৎপন্ন হয় তাদের নানাত্মজ রোগ বলে। আর বায়ু প্রভৃতি সকল দোষ থেকে যে সকল রোগের উৎপত্তি হয় তাকে সামান্যজ বলে। উদাহরণরূপে বলা যেতে পারে যে জ্বরাদি সামান্যজ ও পক্ষঘাতাদি নানাত্মজ।

---

১. শ্লেষ্মা হি স্নিগ্ধশ্লক্ষ্ণমৃদুমধুরসারসান্দ্রমন্দস্তিমিতগুরুশীতবিজ্জলাচ্ছঃ। তস্য স্নেহাৎ শ্লেষ্মলাঃ স্নিগ্ধাঙ্গাঃ, শ্লক্ষ্ণত্বাৎ শ্লক্ষ্ণাঙ্গাঃ, মৃদুত্বাদ্দৃষ্টিসুখসুকুমারাবদাতগাত্রাঃ, মাধুর্য্যাৎ প্রভূতশুক্রব্যবায়াপত্যাঃ, সারত্বাৎ সারসংহতস্থিরশরীরাঃ, সান্দ্রত্বাদুপচিতপরিপূর্ণসর্ব্বাঙ্গাঃ, মন্দত্বান্মন্দচেষ্টাহারব্যাহারাঃ, স্তৈমিত্যাদশীঘ্রারম্ভক্ষোভবিকারাঃ, গুরুত্বাৎ সারাধিষ্ঠিতাবস্থিতগতয়ঃ, শৈত্যাদল্পক্ষুত্তৃষ্ণাসন্তাপ-স্বেদদোষাঃ, বিজ্জলত্বাৎ সুশ্লিষ্টসারসন্ধিবন্ধনাঃ, তথাঽচ্ছত্বাৎ প্রসন্নদর্শনাননাঃ, প্রসন্নস্নিগ্ধবর্ণসরাশ্চ ভবন্তি। ত এবংগুণযোগাৎ শ্লেষ্মলা বলবন্তো বসুমন্তো বিদ্যাবন্ত ওজস্বিনঃ শান্তা আয়ুষ্মন্তশ্চ ভবন্তি। চ. বি., ৮.৯৬

২. ক্ষয়ঃ স্থানঞ্চ বৃদ্ধিশ্চ দোষাণাং ত্রিবিধা গতিঃ।
ঊর্দ্ধ্বঞ্চাধশ্চ তির্য্যক্ চ বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধাঽপরা।
ত্রিবিধা চাপরা কোষ্ঠশাখামর্মাস্থিসন্ধিষু।
ইত্যুক্তা বিধিভেদেন দোষাণাং ত্রিবিধা গতিঃ।।
চ. সূ., ১৭. ১১২-১১৩

সুশ্রুতে বলা হয়েছে যে, সঞ্চয়কালে যদি দোষের অপহরণ করা হয়, তাহলে প্রথমে গতির প্রাপ্তি হয় না, উত্তরোত্তর স্থিতির দ্বারা গিয়ে দোষ অধিক অধিক বলবান হয়।
"সংচয়েঽপহৃতা দোষা লভন্তে নোত্তরাঃ গতীঃ।
তে তূত্তরাসু গতিষু ভবন্তি বলবত্তরাঃ।।
সু. সূ., ২১.৩৭

৩. তত্র বিকারাঃ সামান্যজা নানাত্মজাশ্চ। চ. সূ., ২০.১০

নানাত্মজ রোগের মধ্যে বায়ুজনিত রোগ আশি প্রকার, পিত্তজনিত রোগ চল্লিশ প্রকার ও কফজনিত রোগ কুড়ি প্রকার।[১]

প্রকুপিত ত্রিদোষের হাত থেকে মুক্তির উপায়—

স্বাদু, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায় এই ছয় প্রকার রসের মধ্যে মধুর, অম্ল ও লবণ রসের দ্বারা সাধারণভাবে বায়ুর উপশম হয় একথা বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে কষায় মধুর ও তিক্ত দ্বারা সাধারণভাবে পিত্তের উপশম হয় এবং কটু তিক্ত ও কষায় রসের সাহায্যে সাধারণভাবে শ্লেষ্মার নিবৃত্তি হয় এও বলা হয়েছে চরকসংহিতায়।[২]

ঔষধের সাহায্যে এই তিন দোষের নিবারণ অবশ্যই হয়ে থাকে একথা চরকসংহিতায় বলা

---

১. তদ্‌যথা—অশীতির্বাতবিকারাঃ, চত্বারিংশৎ পিত্তবিকারাঃ, বিংশতিঃ শ্লেষ্মবিকারাঃ।

চ. সূ., ২০.১০

সুশ্রুতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সকল রোগের মূল কারণ হল বায়ু, পিত্ত ও কফ। কারো মতে রোগের দ্বারা বাতাদির লক্ষণ দেখা যায়। বাতাদি হরণ করে এইরূপ ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করলে লাভ দেখা যায়। শাস্ত্র থেকে জানা যায় যে বাতাদিই হচ্ছে সব রোগের কারণ। যে প্রকার সম্পূর্ণ অর্থাৎ মহদাদি চব্বিশ তত্ত্ব বিকার সমূহ জগতে রূপ দ্বারা স্থিত হয় এবং এরা সত্ত্ব, রজ ও তমের পৃথক্ নয় সেইরূপ সবরোগ বাত, পিত্ত ও কফ থেকে পৃথক নয়। দোষ (বাতাদি) ধাতু (রসাদি) মল (মূত্রাদি) এর সংযোগ ভিন্ন, স্থান ভেদে এবং করণভেদে রোগের ভেদ দেখা যায়। দোষ দ্বারা ধাতু দূষিত হলে রসাদিকে দূষ্য বলে। দোষের জন্য রোগের দ্বারা—রসজন্য, রক্তজন্য, মাংসজন্য, মেদোজন্য, অস্থিজন্য, মজ্জাজন্য, শুক্রজন্য—এই রোগ হয়।

"সর্ব্বেষাং চ ব্যাধীনাং বাতপিত্তশ্লেষ্মাণ এব মূলং, তল্লিঙ্গত্বাদ্ দৃষ্টফলত্বাদাগমাচ্চ। যথা হি কৃৎস্নং বিকারজাতং বিশ্বরূপেণাবস্থিতং সত্ত্বরজস্তমাংসি ন ব্যতিরিচ্যন্তে, এবমেব কৃৎস্নং বিকারজাতং বিশ্বরূপেণাবস্থিতমব্যতিরিচ্য বাতপিত্তশ্লেষ্মাণো বর্তন্তে। দোষধাতুমলসংসর্গাদায়তনবিশেষান্নিমিত্ততশ্চৈষাং বিকল্পঃ। দোষদূষিতেষ্বত্যর্থং ধাতুষু সংজ্ঞা—রসজোঽয়ং শোনিতজোঽয়ং মাংসজোঽয়ং, মেদোজোঽয়ং, অস্থিজোঽয়ং, মজ্জাজোঽয়ং, শুক্রজোঽয়ং ব্যাধিরিতি।

সু. সূ., ২৪.৮

২. স্বাদুরম্লোঽথ লবণঃ কটুকস্তিক্ত এব চ।
কষায়শ্চেতি ষট্‌কোঽয়ং রসানাং সংগ্রহঃ স্মৃতঃ।
স্বাদ্বম্ললবণা বায়ুং কষায়স্বাদুতিক্তকাঃ।
জয়ন্তি পিত্তং, শ্লেষ্মাণং কষায়কটুতিক্তকাঃ।।

চ. সূ., ১. ৬৫-৬৬

হয়েছে। শারীরিক দোষ সকল অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হলে শরীরে যে সব রোগের সৃষ্টি হয়, তাদের হাত থেকে নিস্তার লাভের জন্য মোটামুটিভাবে তিন প্রকার ঔষধ প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। তারা হল অন্তঃপরিমার্জন, বহিঃপরিমার্জন ও শস্ত্রপ্রণিধান।[১]

পূর্বেই বলা হয়েছে যে শরীরের সর্বত্র বায়ু, পিত্ত ও কফ অবাধে বিচরণ করে। এরা কুপিত ও অকুপিত অবস্থায় যথাক্রমে শরীরের শুভ ও অশুভ কর্মের বিধান করে। এরা অকুপিত বা প্রকৃতিস্থ অবস্থায় থাকলে শরীরের পুষ্টি বল, বর্ণ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির প্রসাদ সংঘটন করে এবং কুপিত বা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় থাকলে শরীরে নানা প্রকার রোগ সংক্রমিত হয়।[২]

উপসংহারে একথা বলা যেতে পারে যে এই ত্রিদোষ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই আয়ুর্বেদের চিকিৎসা দর্শন মূলতঃ দাঁড়িয়ে আছে। দোষের প্রকৃতি, বিকৃতি বিচার করে ও তাকে সমতায় নিয়ে আসার এই যে প্রচেষ্টা এটাই ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী। এই দোষ ধাতু মল বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই তাই চরকসংহিতার দার্শনিক ভাবনা গড়ে উঠেছে।[৩]

ধাতু—

একথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষ যখন বিকৃত না হয়ে সমতায় থাকে তখন তাদের ধাতু বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু এই দোষ তিনটির ধাতুরূপে পরিচিতি বাদ দিলে দেখা যায় যে, এই শরীরটাকে যারা সত্যিকার শক্তি জুগিয়ে চলেছে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যারা দেহের ধারণ, পোষণ ও বৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছে তাদের পরিচয়ও জানা দরকার। আমাদের এই দেহকে ধারণ করে আছে রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও

---

১. শরীরদোষপ্রকোপে খলু শরীরমেবাশ্রিত্য প্রায়শস্ত্রিবিধমৌষধমিচ্ছন্তি।
অন্তঃপরিমার্জ্জনং, বহিঃপরিমার্জ্জনং, শস্ত্রপ্রণিধানঞ্চেতি।

চ. সূ., ১১.৫৫

২. সর্বশরীরচরাস্তু খলু বাতপিত্তশ্লেষ্মাণঃ সর্ব্বস্মিন্ শরীরে কুপিতাকুপিতাঃ শুভাশুভানি কুর্ব্বন্তি। প্রকৃতিভূতাঃ শুভান্যুপচয়বলবর্ণপ্রসাদাদীনি অশুভানি পুনর্বিকৃতিমাপন্না বিকারসংজ্ঞকানি।

চ. সূ., ২০.৯

৩. তুলনীয়—

তে প্রকৃতিভুতাঃ শরীরোপকারকা ভবন্তি, বিকৃতিমাপন্নাস্তু খলু নানাবিধৈর্বিকারৈঃ শরীরমুপতাপয়ন্তি।

চ. বি., ১.৫

শুক্র এই সাতটি ধাতু। এবার নিজ নিজ অগ্নির দ্বারা পাক হলে এরা সাররূপে কিম্বা মলরূপে এই দু প্রকার পদার্থে পরিণত হয়।[১]

আহার্য্যদ্রব্যের পরিপাক হলে ভুক্ত আহারের প্রসাদ অংশ থেকে দেহে রসের সৃষ্টি হয়, সেই রস থেকে রক্ত, রক্ত থেকে মাংস, মাংস থেকে মেদ, মেদ থেকে অস্থি, অস্থি থেকে মজ্জা, মজ্জা থেকে শুক্রের উৎপত্তি হয়।[২] এই শুক্র শোণিতের সঙ্গে সংযুক্ত হলে গর্ভের উৎপত্তি করে। চরকসংহিতার অন্যত্রও এই সাতটি ধাতুর কথা বলা হয়েছে। এছাড়া অন্য একটি ওজঃ[৩] বা শারীরিক বলেরও উল্লেখ দেখা যায়। চরকে এই ধাতুগুলিকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উপাদান হিসাবে ধরা হয়েছে।[৪]

---

১. সপ্তভির্দেহধাতারো ধাতবো দ্বিবিধং পুনঃ
যথাস্বমগ্নিভিঃ পাকং যান্তি কিট্টপ্রসাদবৎ।।

চ. চি., ১৫.১৫

তেষাং তু মলপ্রসাদাখ্যানাং ধাতূনাং স্রোতাংস্যয়নমুখানি।

চ. সূ., ২৮.৫

অষ্টাঙ্গহৃদয়গ্রন্থেও রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র এই সাতটি দ্রব্যকে ধাতু বলা হয়েছে ঃ—

"রসাসৃঙ্‌মাংসমেদোঽস্থিঃ—মজ্জশুক্রাণি ধাতবঃ।"

অ. হৃ. সূ., ১.১৩

২. রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদস্ততোঽস্থি চ।
অস্থ্নো মজ্জা ততঃ শুক্রম্। চ. চি., ১৫.১৬

৩. ওজকেও একটি ধাতু বলা হয়েছে। হৃদয়ের মধ্যে যে শুদ্ধ ঈষৎ পীতবর্ণের রক্ত আছে, তাকে ওজো ধাতু বলে। এই ওজো ধাতুর বিনাশ হলে শরীরেরও বিনাশ হয়।

"হৃদি তিষ্ঠতি যচ্ছুদ্ধং রক্তমীষৎসপীতকম্।
ওজঃ শরীরে সংখ্যাতং তন্নাশান্নাবিনশ্যতি।।"

চ. সূ., ১৭.৭৪

ওজো ধাতু হলো গর্ভের সার। শুক্র শোণিত ইত্যাদি সকল রসের দ্বারা যে গর্ভের সংস্থান হয়, ওজো ধাতু সেই সকল ধাতুর ও রসের সারস্বরূপ। গর্ভাবস্থাতে হৃদয়ের মধ্যে প্রথমে ওজো ধাতুরই সৃষ্টি হয়।

"যৎ সারমাদৌ গর্ভস্য যত্তদ্‌গর্ভরসাদ্রসঃ।" চ. সূ., ৩০.১০

৪. শুক্রাদ্ গর্ভঃ প্রসাদজঃ। চ. চি., ১৫.১৬

পুষ্যন্তি ত্বাহাররসাদ্রসরুধিরমাংসমেদোঽস্থিমজ্জশুক্রৌজাংসি পঞ্চেন্দ্রিয়দ্রব্যাণি ধাতুপ্রসাদ-সংজ্ঞকানি। চ. সূ., ২৮.৪

কারো কারো মতে ধাতুগুলির প্রত্যেকটির প্রতি ষষ্ঠ দিনে পরিবর্তন দেখা দেয়। আহারজ রস পরিপাক হয়ে শরীরের রস ধাতুর রূপ নিলে সেই রস শরীরগত উষ্মায় পাঁচদিনে পরিপক্ক হয়ে ষষ্ঠ দিনে রক্তে পরিণত হয়ে থাকে। এইরূপে উৎপন্ন রক্ত পুনরায় পাঁচদিনে পরিপাক হয়ে ষষ্ঠ দিনে মাংসে পরিণত হয়। এইভাবে ক্রমে ক্রমে আহারজ রস একমাসের মধ্যে শুক্রে পরিণত হয় দেখা যায়। ভুক্ত অন্নের এবং রস প্রভৃতি ধাতুসমূহের এইরূপ ক্রমান্বয় চক্রের মত নিরন্তর পরিবর্তন হয়ে চলেছে।[১]

গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের স্তন্য ও রস আহারজ রস থেকে উৎপন্ন হয় এবং অগর্ভবতী স্ত্রীলোকদের কেবল মাত্র রক্তই উৎপন্ন হয়। যেমন পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েরই রক্ত থেকে মাংসের উৎপত্তি হয় সেইরূপ আবার রক্ত থেকে কণ্ডরা ও সিরা উভয়েরই সৃষ্টি হয়ে থাকে। মাংস থেকে যেমন মেদ জন্মায়, সেইরূপ মাংস থেকে বসা এবং ছয় প্রকার ত্বক্‌ও জন্মে থাকে। এছাড়া যেমন মেদ থেকে অস্থির উৎপন্ন হয় সেইরকম মেদ থেকে স্নায়ুর উৎপত্তি হয়।[২]

ভুক্তান্নের কিট্ট বা পরিত্যাজ্য অংশ হচ্ছে মল ও মূত্র। সেইরূপ রসাদি সপ্তধাতুরও কিট্ট অর্থাৎ মল অংশ আছে দেখা যায়। রসের কিট্ট অংশ হল কফ, রক্তের কিট্ট অংশ পিত্ত, মাংসের কিট্ট অংশ শ্রোত্রাদি রন্ধ্রমল, মেদের কিট্ট অংশ স্বেদ, অস্থির কিট্ট অংশ কেশ ও লোম, মজ্জার কিট্ট অংশ শরীরের স্নেহ পদার্থ, ত্বকের কিট্ট অংশ নেত্রমল। এই প্রসাদ ও কিট্ট অংশ পদার্থগুলি দেহে পরস্পর পরস্পরকে ধারণ করে থাকে। বৃষ্যাদি অর্থাৎ ওজস্কর দ্রব্যের প্রভাবে আশু ওজঃ ও শুক্রের পুষ্টি হয়।[৩]

---

১. ষড়ভিঃ কেচিদহোরাত্রৈরিচ্ছন্তি পরিবর্তনম্।
সংতত্যা ভোজ্যধাতূনাং পরিবৃত্তিস্তু চক্রবৎ।।

চ. চি., ১৫.২১

২. রসাৎ স্তন্যং ততো রক্তমসৃজঃ কণ্ডরাঃ সিরাঃ।
মাংসাদ্বসা ত্বচঃ ষট্ চ মেদসঃ স্নায়ুসংভবঃ।।

চ. চি., ১৫.১৭

৩. কিট্টমন্নস্য বিণ্মূত্রং, রসস্য তু কফোঽসৃজঃ।
পিত্তং, মাংসস্য স্বমলাঃ মলঃ স্বেদস্তু মেদসঃ।।
স্যাৎকিট্টং কেশলোমাস্থ্নো, মজ্জ্ঞ স্নেহোঽক্ষিবিট্ত্বচাম্।
প্রসাদকিট্টে ধাতূনাং পাকাদেবংবিধর্চ্ছতঃ।।
পরস্পরোপসংস্তম্ভাদ্ধাতো দেহে পরস্পরম্।
বৃষ্যাদীনাং প্রভাবস্তু পুষ্ণাতি বলমাশু হি।।

চ. চি., ১৫. ১৮-২০

শরীরে ধাতুগুলি কিভাবে ক্ষয় হয়—

অতিরিক্ত ব্যায়াম করলে অথবা উপবাস ও চিন্তা করলে রুক্ষ অল্প বা অধিক ভোজন করলে, অতিরিক্ত বায়ু বা রৌদ্রের সেবন করলে, ভয়, শোক, রুক্ষপান, রাত্রি জাগরণ, কফ, শোণিত ও শুক্রের অতি প্রবৃত্তি অর্থাৎ অধিক পরিমাণে নির্গমন ও মোক্ষণ এবং কাস রোগ ও ভূতোপঘাত, এই সকল হলে শরীরের ধাতুগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে থাকে।[১]

মল—

শরীরের ধাতুসমূহকে সংক্ষেপে দু প্রকার বলা হয়েছে। মলভূত ও প্রসাদভূত।

এর মধ্যে যে সকল ধাতু শরীরে বাধার সৃষ্টি করে অর্থাৎ ক্ষতি করে তারাই মল নামে অভিহিত। যেমন শরীরে ছিদ্রজাত মলসমূহ। এরা পৃথক্‌ভাবে জন্মায়। বহির্গমনে উন্মুখ ও পরিপক্ক ধাতু। প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা ও শরীরের অন্যান্য যে সকল পদার্থ শরীরের পক্ষে হানিকর, তাদেরও মল বলা হয়।[২]

দেহের মধ্যে পরিপাক ক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার সময় মধুর প্রভৃতি ছয় রসযুক্ত ভুক্ত অন্নের মধুর ভাব থেকে যে ফেনাভাবের সৃষ্টি হয়, তাকেও কফ নামক মল পদার্থ বলে। তারপর সেই পচ্যমান অন্ন বিদগ্ধ হলে অর্থাৎ অর্ধেক পরিপাক হলে একপ্রকার অম্লভাবের সৃষ্টি হয় এবং সেই অম্লভাবাপন্ন অন্ন আমাশয় থেকে যখন পক্কাশয়ে যায় তখন তা থেকে যে স্বচ্ছ পদার্থের উৎপত্তি হয়, তাকে পিত্ত নামক মল পদার্থ বলা হয়। তারপর পক্কাশয় প্রাপ্ত সেই অন্ন অগ্নির

---

১. কফশোণিতশুক্রাণাং মলানাং চাতিবর্তনম্।
কালো ভূতোপঘাতশ্চ জ্ঞাতব্যাঃ ক্ষয়হেতবঃ।।

চ. সূ., ১৭.৭৭

২. শরীরগুণাঃ পুনর্দ্বিবিধাঃ সংগ্রহেণ-মলভূতাঃ প্রসাদভূতাশ্চ।

তত্র মলভূতাস্তে যে শরীরস্যাবাধকরাঃ স্যুঃ ; তদ্যথা-শরীরচ্ছিদ্রেষূপদেহাঃ পৃথগ্‌জন্মানো বহির্মুখাঃ পরিপক্কাশ্চ ধাতবঃ, প্রকুপিতাশ্চ বাতপিত্তশ্লেষ্মাণঃ, যে চান্যেঽপি কেচিৎ শরীরে তিষ্ঠন্তো ভাবাঃ শরীরস্যোপঘাতায়োপপদ্যন্তে, সর্বাংস্তান্‌মলে সংচক্ষ্মহে।

চ. শা., ৬.১৭

অষ্টাঙ্গহৃদয়গ্রন্থে মূত্র, পুরীষ এবং স্বেদ প্রভৃতিকে মল বলা হয়েছে।

"সপ্তদূষ্যা মলা মূত্র-শকৃৎস্বেদাদয়োঽপি চ।।

অ. হৃ. সূ., ১.১৩

সাহায্যে শোষিত পরিপক্ক ও পিণ্ড আকারে পরিণত হলে তা থেকে যে কটুভাব জন্মায়, সেই কটুভাব থেকে বায়ু নামক মল পদার্থের সৃষ্টি হয়।[১]

মল দু প্রকার যেমন বাহ্যমল ও আভ্যন্তর মল। যে সকল ক্রিমি জাতীয় দ্রব্য বাহ্যমলে জন্মগ্রহণ করে তাদের বলা হয় মলজাত।[২]

শরীরের অধোদেশে দুটি এবং মস্তকে সাতটি দ্বার ছাড়াও স্বেদ নির্গমণের জন্য যে অনেকগুলি দ্বার আছে, তাদের মল বেরিয়ে যাবার রাস্তা বা মলমার্গ বলে। এই মলদ্বারগুলি মলদুষ্টি বা মলের মাত্রার আধিক্য দ্বারা দূষিত হয়। মলমার্গের গুরুত্ব দ্বারা মলের বৃদ্ধি ও লঘুত্ব দ্বারা মলের ক্ষয় হয়। আর মলবদ্ধতা ও মলস্রাব দ্বারা যথাক্রমে গুরুতা ও লঘুতা জানতে পারা যায়।[৩]

কুপিত দোষগুলি মলকে আশ্রয় করলে মলের ভেদ হয়, মলশোষ দেখা দেয় এবং মলকে দূষিত করে। অথবা মলের বদ্ধতা অর্থাৎ বাধা জন্মায় এবং অতিরিক্ত নিঃসরণ হয়।[৪]

---

১. অন্নস্য ভুক্তমাত্রস্য ষড্রসস্য প্রপাকতঃ।
মধুরাদ্যাৎ কফো ভাবাৎ ফেনভূত উদীর্যতে।।
পরং তু পচ্যমানস্য বিদগ্ধস্যাম্লভাবতঃ।
আশয়াচ্চ্যবমানস্য পিত্তমচ্ছমুদীর্যতে।।
পক্বাশয়ং তু প্রাপ্তস্য শোষ্যমাণস্য বহ্নিনা।
পরিপিণ্ডিতপক্কস্য বায়ুঃ স্যাৎ কটুভাবতঃ।।

চ. চি., ১৫. ৯-১১

২. তত্র মলো বাহ্যশ্চাভ্যন্তরশ্চ। তত্র বাহ্যমলজাতান্ মলজান্ সংচক্ষ্মহে।

চ. বি., ৭.১০

৩. দ্বে অধঃ সপ্ত শিরসি খানি স্বেদমুখানি চ।
মলায়নানি বাধ্যন্তে দুষ্টৈর্মাত্রাধিকৈর্মলৈঃ।।
মলবৃদ্ধিং গুরুতয়া লাঘবান্মলসংক্ষয়ম্।
মলায়নানাং বুধ্যেত সঙ্গোৎসর্গাদতীব চ।।

চ. সূ., ৭.৪২-৪৩

৪. মলানাশ্রিত্য কুপিতা ভেদশোষপ্রদূষণম্।
দোষা মলানাং কুর্বন্তি সঙ্গোৎসর্গাবতীব চ।।

চ. সূ., ২৮.২২

মল দোষ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায়—

কিট্ট নামক মল স্বাভাবিকের তুলনায় অধিক হলে বমন বিরেচন ইত্যাদি দ্বারা নির্হরণ করা চলে। অথবা শীত উষ্ণ ইত্যাদি বিপরীত চিকিৎসার সাহায্যে অর্থাৎ শীতসমুখ মলে উষ্ণক্রিয়ার উপচার করলে এবং উষ্ণসমুখ মলে শীতক্রিয়ার উপচার করলে দেহধাতুকে সমতায় আনা যায়।[১]

মলবেগ রোধের জন্য যে রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে সেজন্য স্বেদক্রিয়া, তৈলাভ্যঙ্গ, অবগাহন, গুহ্যে বর্তিপ্রয়োগ, বস্তিকর্ম এবং বায়ুর অনুলোমকারী অন্নপানাদি হিতকর বলে চরকসংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে।[২]

---

১. স্বমানাতিরিক্তাঃ পুনরুৎসর্গিণঃ শীতোষ্ণপর্যায়গুণৈশ্চোপচর্যমাণা মলাঃ শরীরধাতুসাম্যকরাঃ সমুপলভ্যন্তে।

চ. সূ., ২৮.৪

২. স্বেদাভ্যঙ্গাবগাহাশ্চ বর্তয়ো বস্তিকর্ম চ।
হিতং প্রতিহতে বর্চস্যন্নপানং প্রমাথি চ।।

চ. সূ., ৭.৯

আত্মা

আত্মা সম্বন্ধে চরকসংহিতার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের বর্ণনা দেখা যায়, তবে প্রধানতঃ সূত্রস্থান, বিমানস্থান এবং বিশেষ করে শারীরস্থানে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

আত্মার লক্ষণ—

চরকসংহিতায় আত্মার পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, আত্মা সূক্ষ্ম, এর কোন বিকার নেই। মন, ভূতগুণ এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযোগের ফলে যে জ্ঞানের উদ্ভব হয় তার কারণস্বরূপ হচ্ছে আত্মা। আত্মা নিত্য এবং সব কিছুর দ্রষ্টা ও সব ক্রিয়ার সাক্ষী।[১] আত্মা নিজে স্বরূপতঃ

---

১. নির্ব্বিকারঃ পরস্ত্বাত্মা সত্ত্বভূতগুণেন্দ্রিয়ৈঃ

চৈতন্যে কারণং নিত্যো দ্রষ্টা পশ্যতি হি ক্রিয়াঃ।

চ. সূ., ১.৫৬

ন্যায়সূত্রের বাৎস্যায়নভাষ্যে বলা হয়েছে যে, আত্মা সকল সুখদুঃখের দ্রষ্টা, সব কিছুর ভোক্তা, সব কিছুর জ্ঞাতা এবং সমস্ত কিছু অনুভব করতে পারে।

"আত্মা সর্ব্বস্য দ্রষ্টা, সর্ব্বস্য ভোক্তা, সর্ব্বজ্ঞঃ, সর্ব্বানুভাবী।"

বা. ভা., ন্যা. সূ., ১.১.৯

যোগদর্শনে বলা হয়েছে, পুরুষের অর্থই হল দৃশ্যের আত্মা বা স্বরূপ। "তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা"। যো. সূ., ২.২১

যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যে দৃশ্য দৃশিরূপ পুরুষের কর্মরূপে আপন্ন সেইজন্য তার অর্থাৎ পুরুষের অর্থই দৃশ্যের আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ বলা হয়েছে।

"দৃশিরূপস্য পুরুষস্য কর্মরূপতামাপন্নং দৃশ্যমিতি তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা স্বরূপং ভবতীত্যর্থঃ।"

ব্যা. ভা., যো. সূ., ২.২১

সর্বদর্শনসংগ্রহে বৌদ্ধগণ ক্ষণিক বিজ্ঞানকেই আত্মা বলেছেন। তাঁদের মতে পূর্ব পূর্ব বিজ্ঞান উত্তরোত্তর বিজ্ঞানের হেতু। এই বিজ্ঞান সন্ততিই হলো আত্মা। বৌদ্ধগণ অহমাকারক এই বিজ্ঞান সন্ততিকেই আলয়বিজ্ঞান বলেছেন।

"তৎস্যাদালয়বিজ্ঞানং যদ্ভবেদহমাস্পদম্।"

বৌদ্ধদর্শন, সর্বদর্শনসংগ্রহ, পৃ. ১৯, প. ১

সর্বভূতের ব্যাপারে নির্বিশেষ, কিন্তু মন ও শরীরগত পার্থক্য হেতু এতে বিশেষ উপলব্ধ হয়।[১]

প্রাণ, আপান বায়ু যে শরীরে নিয়ত প্রবাহিত হচ্ছে, নিমেষ ইত্যাদি যে ক্রিয়া চলছে, জীবন, মনের গতি, এক ইন্দ্রিয় থেকে অন্য ইন্দ্রিয়ে মনের যে দ্রুত সঞ্চার, ইন্দ্রিয়ার্থে যথাযথ ইন্দ্রিয়ের যে প্রেরণ, ইন্দ্রিয়ার্থের জ্ঞান, স্বপ্নে দেশান্তর গমন, পঞ্চত্বপ্রাপ্তি অর্থাৎ মৃত্যু, দক্ষিণ চক্ষুদ্বারা দৃষ্টবিষয়ের বাম চক্ষুদ্বারা দর্শনের ন্যায় জ্ঞান, এছাড়া ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, প্রযত্ন, চেতনা, ধৃতি, বুদ্ধি, স্মৃতি ও অহংকার এই গুণগুলি পরমাত্মার[২] জ্ঞাপক বলা হয়েছে।[৩] এই লক্ষণগুলি

ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হয়েছে, যে পুরুষ চক্ষুতে দৃষ্ট হন তিনিই আত্মা। এই আত্মা অমৃত ও অভয়। এটিকে ব্রহ্মও বলা হয়। এছাড়া আরো বলা হয়েছে, যিনি সকল জাগরণ ও স্বপ্নসুলভ কান্তিবর্জন করে, স্বপ্নদর্শন থেকে বিরত হন, এইরূপ নিদ্রায় মগ্ন হন যিনি, তিনিই আত্মা।

"য এষোঽক্ষিণি পুরুষদৃশ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মোত্যথ.......।"

ছা. উ., ৮.৭.৪

"তদ্ যত্রৈতং সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাত্যেষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়-মেতদ্ ব্রহ্মেতি।

ছা. উ., ৮.১১.১

১. নির্বিকারঃ পরস্ত্বাত্মা সর্ব্বভূতানাং নির্ব্বিশেষঃ সত্ত্বশরীরয়োস্তু বিশেষাৎ বিশেষোপলব্ধিঃ।

চ. শা., ৪.৩৩

২. এখানে পরমাত্মা মানে ঈশ্বর নয়। শরীর অধিষ্ঠিত দেহস্থিত আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাতে পরম আত্মা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আত্মা এই অর্থে পরমাত্মা শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে।

৩. প্রাণাপানৌ নিমেষাদ্যা জীবনং মনসো গতিঃ।
ইন্দ্রিয়ান্তরসঞ্চারঃ প্রেরণং ধারণঞ্চ যৎ।।
দেশান্তরগতিঃ স্বপ্নে পঞ্চত্বগ্রহণং তথা।
দৃষ্টস্য দক্ষিণেনাক্ষ্ণা সব্যেনাবগমস্তথা।।
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং প্রযত্নশ্চেতনা ধৃতিঃ
বুদ্ধিঃ স্মৃতিরহঙ্কারো লিঙ্গানি পরমাত্মনঃ।

চ. শা., ১.৭০-৭২

সুশ্রুতসংহিতাতে বলা হয়েছে যে, আত্মা ও মনের সংযোগের ফলে গুণের সৃষ্টি হয়, সেই গুণগুলি হল—সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, প্রাণ, অপান, উন্মেষ, নিমেষ, বুদ্ধি, মনের সংকল্প, বিচারণা, স্মৃতি, বিজ্ঞান, অধ্যাবসায় এবং বিষয়ের জ্ঞান।

জীবিত ব্যক্তিতেই দেখা যায়, মৃত ব্যক্তিতে দেখা যায় না। এজন্য শাস্ত্রকারেরা এই বিষয়গুলিকে

"তস্য সুখদুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নঃ প্রাণাপানাবুন্মেষনিমেষৌ বুদ্ধির্মনঃ সঙ্কল্পো বিচারণা স্মৃতির্বিজ্ঞানমধ্যবসায়ো বিষয়োপলব্ধিশ্চ গুণাঃ।।"

সু. শা., ১.১৭

এছাড়া এখানে আরো বলা হয়েছে যে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা লব্ধ জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রাণীর আয়ু, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি আত্মার জন্যই হয়।

"ইন্দ্রিয়াণি জ্ঞানং বিজ্ঞানমায়ুঃ সুখদুঃখাদিকং চাত্মজানি।"

সু. শা., ৩.৩৩

বৈশেষিকদর্শনে প্রাণ ও অপান বায়ুর ক্রিয়া, চক্ষুর নিমেষ ও উন্মেষ, জীবন, ইন্দ্রিয়ের বিকার, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন এইগুলি যে আত্মার অনুমাপক, তা বলা হয়েছে।

"প্রাণাপাননিমেষোন্মেষজীবনমনোগতীন্দ্রিয়ান্তর বিকারাঃ সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নাশ্চাত্মনো লিঙ্গানি।"

বৈ. সূ., ৩.২.৪

ন্যায়সূত্রে ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞানকে আত্মার জ্ঞাপক লিঙ্গ অর্থাৎ দেহাদি ব্যতিরিক্ত চিরস্থায়ী এক জীবাত্মার অনুমাপক বলা হয়েছে।

"ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-সুখ-দুঃখ-জ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গম্।।"

ন্যা. সূ., ১.১.১০

ন্যায়দর্শনের চরম লক্ষ্য যে মুক্তি বা অপবর্গ তা জীবাত্মার কাছে পরম পুরুষার্থরূপে গণ্য। সেইজন্য প্রমেয় পদার্থগুলির মধ্যে জীবাত্মার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি গুণগুলি জীবাত্মারই ধর্ম। এগুলিকে জীবাত্মারই বিশেষ গুণ বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তা না হলে এগুলিকে জীবাত্মার লিঙ্গ বা লক্ষণ বলা যায় না। আত্মার এই বিশেষ গুণগুলির মধ্যে ইচ্ছা, প্রযত্ন ও জ্ঞান এই তিনটি জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ের ক্ষেত্রেই বিদ্যমান বলা যেতে পারে। কারণ পরমেশ্বরেরও নিত্য ইচ্ছা, নিত্য প্রযত্ন ও নিত্যজ্ঞান আছে। কিন্তু দ্বেষ, সুখ ও দুঃখ জীবাত্মার লক্ষণ। কেননা অনেকের মতে পরমেশ্বরে সুখ, ইচ্ছা ও দ্বেষ থাকে না। ভাষাপরিচ্ছেদের টীকা "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী" গ্রন্থে বিশ্বনাথ পরে পরমেশ্বরের নিত্য সুখ স্বীকার করেছেন। ন্যায়মঞ্জরীগ্রন্থে জয়ন্তভট্টও এটা সমর্থন করেছেন।

ফ. ত. টি, ন্যা. দ., পৃ. ২০৭, প. ৩-১৯

ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের গ্রন্থ ভাষাপরিচ্ছেদের মুক্তাবলী টীকাতে বিভুত্বের অর্থ পরম মহত্ত্ব অর্থাৎ সর্বব্যাপিত্ব বলা হয়েছে।

"বিভুত্বং পরম মহৎ পরিমাণবত্ত্বম্।"

সি. মু. টী., ভা. প., প্র., ৫১

আত্মার লিঙ্গ বলেছেন। শরীর চেতনার আশ্রয় নয়, শূন্যগৃহরূপে পরিগণিত। যদি শরীর থেকে

অপর গ্রন্থ তর্কসংগ্রহে বলা হয়েছে, যা জ্ঞানের অধিকরণ বা আশ্রয় তাই আত্মা। আত্মাকে পরমাত্মা ও জীবাত্মারূপে দুভাবে কল্পনা করা হয়েছে। যিনি নিত্য আশ্রয়, সর্বজ্ঞ এবং এক, তিনিই পরমাত্মা। অপরপক্ষে জীবাত্মা প্রতি শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন বিভু এবং নিত্য।

"জ্ঞানাধিকরণমাত্মা। স দ্বিবিধঃ পরমাত্মা জীবাত্মা চেতি। তত্র ঈশ্বরঃ সর্বজ্ঞঃ পরমাত্মা এক এব। জীবাত্মা প্রতিশরীরং ভিন্নোবিভুর্নিত্যশ্চ।"

ত. স., ১৭

সাংখ্যদর্শনে বলা হয়েছে আত্মা নির্গুণ। জ্ঞান বা চৈতন্য তাঁর ধর্ম নয়, কিন্তু স্বরূপ। পুরুষ নির্গুণ সেইজন্য চৈতন্যধর্ম বিশিষ্ট নহে।

"নির্গুণত্বান্ন চিদ্ধর্মা।

সা. প্র. সূ., ১.১৪৬

বেদান্তদর্শনে আত্মার পরিমাণ বিষয়ে অনেক মতবাদ দেখা যায়। অদ্বৈত বেদান্তে আত্মা ব্রহ্মরূপ। অতএব ব্রহ্ম পরিমাণ রহিত হলে তবেই আত্মা পরিমাণ-সহিত হয়। জীবাত্মা অন্তঃকরণবিচ্ছিন্ন আত্মচৈতন্যরূপ হলে অন্তঃকরণের পরিমাণ দেখে এটিকে মধ্যম পরিমাণ বিশিষ্ট আশ্রয় বলা হয়েছে। এই অনুসারে আত্মা-শরীরের একভাগ হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিত, কিন্তু এটির জ্ঞানরূপ প্রভা প্রসরণশীল সম্পূর্ণশরীরে ব্যাপ্ত।

বেদান্তসূত্রে এটি একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো হয়েছে। যেমন শরীরের এক ভাগেও চন্দন এক ফোঁটা থাকলে তা সমগ্র শরীরেই সুখ উৎপাদন করে।

"অবিরোধশ্চন্দনবৎ।"

বে. সূ., ২.৩.২৩

আত্মার পরিমাণ অণু না বিভু কিম্বা মধ্যম পরিমাণ এ নিয়েও নানামুনির নানা মত। জৈনদর্শনে আত্মাকে মধ্যম পরিমাণ বলা হয়েছে। কিন্তু পরিমাণের আবশ্যকতানুসারে এটি বড় কিম্বা ছোট হয়। যখন আত্মা বড় শরীরে প্রবেশ করে, তখন এটি শরীরের অনুরূপ হয়ে বড় হয়। অনুরূপভাবে ছোট শরীরে এটির পরিমাণ ছোট হয়ে যায়। এইরূপে মানুষ, হাতী এবং বৃক্ষাদিতে আত্মা আশ্রয় দ্রব্যের অনুপাতী হয়ে দেখা দেয়।

"চৈতন্যস্বরূপঃ পরিণামী কর্তা সাক্ষাদ্‌ভোক্তা স্বদেহপরিমাণঃ প্রতিক্ষেত্রং ভিন্নঃ পৌদ্‌গলিকাদৃষ্টবাংশ্চায়ম্‌।"

প্র. ন. ত., ৫৬

মুণ্ডকোপনিষদে আত্মাকে অণু স্বরূপ বলা হয়েছে। এটি নির্মল চিত্তের দ্বারাই জানা যায়।

"এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ।

মু. উ., ৩.১.৯

আত্মা চলে যায়, তখন কেবলমাত্র তা প্রাণহীন দেহে পরিণত হয়, এবং পঞ্চমহাভূত অবশিষ্ট থাকায়, দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায়। এককথায় তখন দেহের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে অর্থাৎ প্রাণী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।[১]

আত্মার স্বরূপ—

আত্মাকে আত্মজ্ঞেরা নিষ্ক্রিয়, স্বতন্ত্র, বশী, সর্বগ, বিভু, ক্ষেত্রজ্ঞ ও সাক্ষী এই সকল নামে অভিহিত করে থাকেন।[২] চরকসংহিতার আর এক স্থানেও আত্মাকে অব্যক্ত, ক্ষেত্রজ্ঞ, শাশ্বত, বিভু ও অব্যয় বলা হয়েছে।[৩]

---

১. যস্মাৎ সমুপলভ্যন্তে লিঙ্গান্যেতানি জীবতঃ।
ন মৃতস্যাত্মলিঙ্গানি তস্মাদাহুর্মহর্ষয়ঃ।।
শরীরং হি গতে তস্মিন্ শূন্যাগারমচেতনম্।
পঞ্চভূতাবশেষত্বাৎ পঞ্চত্বং গতমুচ্যতে।। চ. শা., ১.৭৩-৭৪

ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের গ্রন্থ ভাষাপরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, আত্মা ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা, করণের কোন না কোন কর্তা অবশ্যই থাকে। অচেতন কারণরূপী ইন্দ্রিয়গণের চালক কর্তা বলে আত্মাকে কল্পনা করা হয়েছে। মৃত্যু হলে শরীরে চৈতন্যের অভাব হয়, সেজন্য চেতনা শরীরের ধর্ম হতে পারে না। অনুরূপভাবে চেতনাকে ইন্দ্রিয়ের ধর্মও বলা যায় না, কারণ ইন্দ্রিয়ের বিনাশ বা নাশ হলেও দেহে চৈতন্য তখনও থাকে। চৈতন্য মনের ধর্মও হতে পারে না। কেননা মন হচ্ছে অণু পরিমাণ। চৈতন্যকে মনের ধর্ম বলে স্বীকার করলে, জ্ঞান, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি গুণগুলির কোন সময়েই প্রত্যক্ষ করা যাবে না। কারণ প্রত্যক্ষ করতে গেলে যাকে প্রত্যক্ষ করা হবে, তাকে অবশ্যই মহৎ পরিমাণ হতে হবে। চৈতন্যরূপ ধর্মটি একমাত্র আত্মারই, এটা ধরে নেওয়া হয়েছে। এই আত্মা ধর্ম ও অধর্মের আশ্রয় এবং একমাত্র বিশেষ কতকগুলি গুণের মাধ্যমেই 'অহং সুখী', 'অহং দুঃখী' এই আকারে আত্মার প্রত্যক্ষ হতে পারে।

আত্মেন্দ্রিয়াদ্যধিষ্ঠাতা করণং হি সকর্তৃকম্।।
শরীরস্য ন চৈতন্যং মৃতেষু ব্যভিচরতঃ।
তথাত্বং চেদিন্দ্রিয়াণ্যামুপঘাতে কথং স্মৃতি।।
মনোঽপি ন তথা জ্ঞানাদ্যনধ্যক্ষং তথা ভবেৎ।
ধর্ম্মাধর্ম্মাপ্রয়োঽধ্যক্ষো বিশেষগুণযোগতঃ।। ভা. প., প্র., ৪৭-৪৯

২. নিষ্ক্রিয়ঞ্চ স্বতন্ত্রঞ্চ বশিনং সর্ব্বগং বিভুম্।
বদন্ত্যাত্মানমাত্মজ্ঞাঃ ক্ষেত্রজ্ঞং সাক্ষিণং তথা।। চ. শা., ১.৫

৩. অব্যক্তমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞঃ শাশ্বতো বিভুরব্যয়ঃ। চ. শা., ১.৬১

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও আত্মাকে সাক্ষী, চেতয়িতা নিরুপাধিক এবং নির্গুণ বলে অভিহিত করা হয়েছে ঃ—

"সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।" শ্বেতা. উ., ৬.১১

আত্মা বশী অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় হলেও কর্মানুসারে তাকে ফল ভোগ করতে হয়। আত্মা বশী বলেই মনকে সমাহিত করতে পারে এবং সকল কর্ম থেকে নিরস্ত থাকতে পারে। এটি সর্বগত, সেই কারণে দেহে আবদ্ধ হলে কেবলমাত্র নিজের স্পর্শনেন্দ্রিয়েই বেদনা অনুভব করতে পারে কিন্তু দেহিত্ব জন্য সকল আশ্রয়গত (ভাববস্তুভূত) বেদনা অনুভব করতে পারে না। আত্মা সর্বগত এবং মহান, সেইজন্য এটিকে বিভু বলা হয়ে থাকে এবং পর্বত প্রাচীরাদি দ্বারা ব্যবহিত পদার্থও মনের সমাধির দ্বারা দেখতে পায়।[১] সকল প্রাণী প্রাণের সঙ্গে নিজেকে, নিজের আত্মার দ্বারা সব যোনিতে সম্মিলিত করে অর্থাৎ যোনিবিশেষে প্রাণিগণ নিজে নিজেই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু এরা কেহ কারও সংঘটক নয়।[২] আত্মা দেহবিশেষে এবং কর্মফল বিশেষে অনুরূপভাবাপন্ন মনের সঙ্গে নিত্য অনুবন্ধবিশিষ্ট বলে এক যোনিস্থিত হলেও আত্মাকে 'সর্বযোনিগত' বলা হয়ে থাকে।[৩]

আত্মার অধিষ্ঠান বা স্থান—

ষড়ঙ্গবিশিষ্ট অর্থাৎ দুটি হাত, দুটি পা, মাথা, অন্তরাধিযুক্ত সর্বাবয়ব বুদ্ধি,[৪] ইন্দ্রিয়গণ, পঞ্চ

---

১. বশী তৎ কুরুতে কর্ম্ম যৎ কৃত্বা ফলমশ্নুতে।
বশী চেতঃ সমাধত্তে বশী সর্ব্বং নিরস্যতি।।
দেহী সর্ব্বগতোঽপ্যাত্মা স্বে স্বে সংস্পর্শনেন্দ্রিয়ে।
সর্ব্বাঃ সর্ব্বাশ্রয়স্থাস্তু, নাত্মাঽতো বেত্তি বেদনাঃ।।
বিভুত্বমত এবাস্য যস্মাৎ সর্ব্বগতো মহান্।
মনসশ্চ সমাধানাৎ পশ্যত্যাত্মা তিরস্কৃতম্।।

চ. শা., ১.৭৮-৮০

২. যথাস্বেনাত্মনাত্মানং সর্ব্বঃ সর্ব্বাসু যোনিষু।
প্রাণৈস্তন্ত্রয়তে প্রাণী নহ্যন্যোঽস্ত্যস্য তন্ত্রকঃ।।

চ. শা., ১.৭৭

৩. নিত্যানুবন্ধং মনসা দেহকর্ম্মানুপাতিনা।
সর্ব্বযোনিগতং বিদ্যাদেকযোনাবপি স্থিতম্।।

চ. শা., ১.৮১

৪. ষড়ঙ্গানি হস্তৌ দ্বৌ দ্বৌ চ পাদৌ শিরশ্চান্তরাধিশ্চেত্যেতানি।

জ. ক., চ. সূ., ৩০, পৃ. ১১৪৮, প. ৯

ইন্দ্রিয়ের বিষয়, সগুণ আত্মা, মন এবং চিন্তনীয় বিষয়, এই সকলই হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ এরা সকলে হৃদয়কে আশ্রয় করেই অবস্থান করছে।[১] এছাড়া আরো বলা হয়েছে যে হৃদয় হচ্ছে অন্তরাত্মার শ্রেষ্ঠতম স্থান।[২]

আত্মা দ্রব্য—

চরকসংহিতাকার আত্মাকে দ্রব্য বলে স্বীকার করেছেন। কেননা চরকসংহিতায় আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূত, আত্মা, মন, কাল ও দিক এই নয়টিকে দ্রব্য বলা হয়েছে।[৩]

---

১. ষড়ঙ্গমঙ্গং বিজ্ঞানমিন্দ্রিয়াণ্যর্থপঞ্চকম্।
আত্মা চ সগুণশ্চেতশ্চিন্ত্যঞ্চ হৃদি সংশ্রিতম্।

চ. সূ., ৩০.৪

২. অন্তরাত্মনঃ শ্রেষ্ঠতমমায়তনং হৃদয়ম্।

চ. নি., ৮.৪

কঠোপনিষদে এরূপ উল্লেখ করা হয়েছে যে, আত্মা সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর ও বিশাল থেকে বিশালতর হওয়ার ফলে প্রত্যেক জীবের হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করে। এর ফলে অন্তঃকরণাদি বিশুদ্ধ হয় এবং তখন নিষ্কাম ব্যক্তিরা তাঁকে দর্শন করে শোকাতীত হন।

'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ।।

কঠ. উ., ১.২.২০

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও প্রায় একই কথা বলা হয়েছে।

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতোঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্।।

শ্বেতা. উ., ৩.২০

৩. খাদীন্যাত্মা মনঃ কালো দিশশ্চ দ্রব্যসংগ্রহঃ।।

চ. সূ., ১.৪৮

ন্যায়বৈশেষিকদর্শনের গ্রন্থ ভাষাপরিচ্ছেদেও আত্মাকে দ্রব্য বলা হয়েছে, সেখানেও চরকসংহিতাসম্মত নয়টি দ্রব্যই দেখা যায়। যেমন—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন—[৪]

"ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোমকালা দিগ্-দেহিনৌ মনঃ।"

ভা. প., প্র., ৩

আত্মার ধর্ম বা গুণ—

জ্ঞান আত্মার ধর্ম, এজন্য আত্মাকে 'জ্ঞ' অর্থাৎ জ্ঞানবান বলা হয়। জ্ঞানের করণগুলি পরস্পর সংযুক্ত হলে যখন আত্মাতে জ্ঞান উপচিত হয়, তখনই আত্মাকে জ্ঞানবান্ বলা হয়ে থাকে।[১] মন বুদ্ধি, বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় এগুলিকে করণ বলা হয়।[২] এই করণগুলির সঙ্গে কর্ত্তা (অর্থাৎ আত্মা) যুক্ত হলেই কর্ম শুরু হয়, সুখ দুঃখের অনুভূতি আসে এবং বুদ্ধি বা জ্ঞান প্রবর্ত্তিত হয়।[৩] কিন্তু করণগুলির মধ্যে মলিনতা বা অপকর্ষ কিম্বা পারস্পরিক অসংযোগ দেখা দিলে আত্মাতে জ্ঞান জন্মাতে পারে না।[৪] এই ব্যাপারটা উদাহরণের মাধ্যমে চরকসংহিতায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন দর্পন মলিন হলে বা জল অপরিষ্কার থাকলে তাতে দর্শকের প্রতিবিম্ব দেখা যায় না, অনুরূপভাবে মন চঞ্চল হলেও আত্মাতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না।[৫]

আত্মা সব কিছুর কারণ (বা কর্তা)—

আত্মাকে কারণ বলে স্বীকার না করলে পাঞ্চভৌতিক পুরুষে জ্ঞানের উৎপত্তি কি করে হয়, তা উপপাদন করা যায় না। আর চৈতন্য বা জ্ঞানের উৎপত্তি না হলে আকাশাদি পঞ্চমহাভূত দ্বারা কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হবে না। উদাহরণের সাহায্যে চরকসংহিতায় এটা বলা হয়েছে—কোন কুম্ভকার না থাকলে, কেবল মৃত্তিকা, দণ্ড ও চক্রদ্বারা ঘট হয় না এবং গৃহকার অর্থাৎ গৃহের নির্মাণকর্তা না থাকলে কেবলমাত্র মৃত্তিকা, তৃণ ও কাষ্ঠ দ্বারা গৃহ নির্মিত হয় না, সেইরূপ চেতনকর্তা না থাকলে শুধুমাত্র অচেতন কারণসমূহ সমবেত হলেই চৈতন্যবিশিষ্ট দেহ উৎপন্ন হতে পারে না। আগম প্রভৃতি যে সকল প্রমাণ দ্বারা সমস্ত জ্ঞানের বিষয়গুলি প্রতীত হয়, সেই

---

১. আত্মা জ্ঞঃ করণৈর্যোগাজ্ জ্ঞানং তস্য প্রবর্ত্ততে।

চ. শা., ১.৫৪

২. করণানি মনোবুদ্ধির্বুদ্ধিকর্মেন্দ্রিয়াণি চ।।

চ. শা., ১.৫৬

৩. কর্ত্তুঃ সংযোগজং কর্ম্ম বেদনা বুদ্ধিরেব চ।

চ. শা., ১.৫৬

৪. করণানামবৈমল্যাদযোগাদ্বা ন বর্ত্ততে।।

চ. শা., ১.৫৪

৫. পশ্যতোঽপি যথাদর্শো সংক্লিষ্টে নাস্তি দর্শনম্।
তত্ত্বজ্জলে বা কলুষে চেতস্যুপহতে তথা।।

চ. শা., ১.৫৫

সকল প্রমাণ দ্বারাই চেতন আত্মা বা পুরুষ কারণ বলে উপলব্ধ হয়ে থাকে।[১] চরকসংহিতায় আরো বলা হয়েছে যে, যে সকল বস্তু কারণ বিশিষ্ট অর্থাৎ কারণ থেকে যাদের উৎপত্তি, তারা দুঃখপ্রদ, অনাত্মভূত ও অনিত্য হয়। ফলে তারা আত্মা নয়, কৃতবস্তু; কিন্তু যতদিন না তাতে সত্যবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, ততদিন আত্মতা বোধ থাকে।[২] সেই ব্রহ্মভূত আত্মার করণের অভাবে সুখদুঃখ প্রভৃতি কোন লিঙ্গের উপলব্ধি হয় না, এবং সকল করণ পরিত্যাগ করার জন্য তিনি মুক্ত বলে অভিহিত হন।[৩]

ইন্দ্রিয়সমূহকে স্ব স্ব বিষয়ে নিবর্তিত করে এবং চঞ্চল মনকে সংযত করে, অধ্যাত্মতত্ত্বে প্রবেশ করে, আত্মজ্ঞ ব্যক্তি আত্মজ্ঞানে অধিষ্ঠিত থাকেন এবং সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে ঐ সব বিষয়ের পরীক্ষা করেন। ইন্দ্রিয়বাক্য ও চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হয়ে প্রাণিগণ যখন সুপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখনও তারা স্বপ্নগত হয়ে বিষয়গুলিকে ও সুখদুঃখকে অনুভব করে থাকে এজন্যই আত্মাকে কোন সময়েই 'অজ্ঞ' বলা যায় না। আত্মা কেবলমাত্র জ্ঞান ছাড়া অন্য কিছু

---

১. ন চেৎ কারণমাত্মা স্যাৎ খাদয়ঃ স্যুরহেতুকাঃ।
ন চৈষু সম্ভবেজ্ জ্ঞানং ন চ তৈঃ স্যাৎ প্রয়োজনম্।।
মৃদ্দণ্ডচক্রৈশ্চ কৃতং কুম্ভকারাদৃতে ঘটম্।
কৃতং মৃত্তৃণকাষ্ঠৈশ্চ গৃহকারাদ্বিনা গৃহম্।।
....
বিনা কর্ত্তারমজ্ঞানাদ্ যুক্ত্যাগমবহিষ্কৃতঃ।।
কারণং পুরুষঃ সর্ব্বৈঃ প্রমাণৈরুপলভ্যতে।
যেভ্যঃ প্রমেয়ং সর্ব্বেভ্য আগমেভ্যঃ প্রমীয়তে।।

চ. শা., ১.৪২-৪৫

২. সর্ব্বং কারণবদ্দুঃখমস্বঞ্চানিত্যমেব চ।
ন চাত্মকৃতকং তদ্ধি তত্র চোৎপদ্যতে স্বতা।।

চ. শা., ১.১৫২

৩. নাত্মনঃ করণাভাবাল্লিঙ্গমপ্যুপলভ্যতে।
স সর্ব্বকরণাযোগান্মুক্ত ইত্যভিধীয়তে।।

চ. শা., ৫.২২

জানতে পারে না। কারণ কোন ভাব অহেতুক নয় সেইজন্য ভাব থাকতে পারে না। এই কারণেই আত্মাকে জ্ঞ, প্রকৃতি, দ্রষ্টা ও কারণ বলা হয়েছে।[১]

আত্মার কর্মফল ভোগ—

যাঁরা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, তাঁরা মনে করেন যে, একজন পুরুষের কৃতকর্মের ফলভোগ তৎসদৃশ অপর ব্যক্তিও করতে পারেন। করণাদির ভিন্নতা দৃষ্ট হলেও, কর্তা এক এবং অভিন্ন। কর্তা করণাদির সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় এটি সকল কর্মের কারণস্বরূপ। ভাববস্তুসমূহের বিনাশকাল নিমেষকাল অপেক্ষা দ্রুতগামী, যা বিনষ্ট হয় তা পুনরায় স্বরূপে ফিরতে পারে না এবং একজন পুরুষের কৃতকর্মের ফলও অন্য পুরুষ আশ্রয় করতে পারে না, তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে পুরুষসংজ্ঞক নিত্য আত্মাই প্রাণিগণের কর্মফল ভোগের কারণ।[২] এছাড়া আরো বলা হয়েছে যে, জীবাত্মা কোন কর্মে একা প্রবৃত্ত হন না এবং কোনও কর্মফলও ভোগ করেন না। সংযোগের ফলেই সকল কিছু প্রবর্ত্তিত হয় এবং সংযোগ ছাড়া কোন কিছু সম্ভব হয় না।[৩]

---

১. ইন্দ্রিয়াণি চ সংক্ষিপ্য মনঃ সংক্ষিপ্য চঞ্চলম্।
প্রবিশ্যাধ্যাত্মমাত্মজ্ঞঃ স্বে জ্ঞানে পর্য্যবস্থিতঃ।।
সর্ব্বত্রাবহিতজ্ঞানঃ সর্বভাবান্ পরীক্ষ্যতে।
....
নিবৃত্তেন্দ্রিয়বাক্‌চেষ্টঃ সুপ্তঃ স্বপ্নগতো যদা।
বিষয়ান্ সুখদুঃখে চ বেত্তি নাজ্ঞোঽপ্যতঃ স্মৃতঃ।।
নাত্মজ্ঞানাদৃতে চৈকং জ্ঞানং কিঞ্চিৎ প্রবর্ত্ততে।
ন হ্যেকো বর্ত্ততে ভাবো বর্ত্ততে নাপ্যহেতুকঃ।।
তস্মাদ্ জ্ঞঃ প্রকৃতিশ্চাত্মা দ্রষ্টা কারণমেব চ। চ. শা., ৩.২১-২৫

২. তেষামন্যৈঃ কৃতস্যান্যে ভাবা ভাবৈর্নবাঃ ফলম্।
ভুঞ্জতে সদৃশাঃ প্রাপ্তং যৈরাত্মা নোপদিশ্যতে।।
করণান্যান্যতা দৃষ্টা কর্ত্তুঃ কর্ত্তা স এব তু।
কর্ত্তা হি করণৈর্যুক্তঃ কারণং সর্ব্বকর্ম্মণাম্।।
নিমেষকালাদ্ভাবানাং কালঃ শীঘ্রতরোঽত্যয়ে।
ভগ্নানাং ন পুনর্ভাবঃ কৃতং নান্যমুপৈতি চ।।
মতং তত্ত্ববিদামেতদ্ যস্মাৎ তস্মাৎ স কারণম্।
ক্রিয়োপভোগে ভূতানাং নিত্যঃ পুরুষসংজ্ঞকঃ।।
চ. শা., ১.৪৮-৫১

৩. নৈকঃ প্রবর্ত্ততে কর্ত্তুং ভূতাত্মা নাশ্নুতে ফলম্।
সংযোগাদ্বর্ত্ততে সর্ব্বং তমৃতে নাস্তি কিঞ্চন।
চ. শা., ১.৫৭

আত্মা ও মনের সম্পর্ক—

এ বিষয়ে মনের অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে বলে এখানে আর আলোচনা করা হল না।

আত্মাকে সাক্ষী বলা হয়—

আত্মা সকল ভূতের ও সকল ভাবের সাক্ষী।[১] অজ্ঞ সাক্ষী হতে পারে না বলে 'জ্ঞ' স্বরূপ আত্মাকে সাক্ষী বলে মানা হয়েছে।[২] ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র এই দুটিই অনাদি। এদের কে পূর্ববর্তী কে পরবর্তী এটা বলা যায় না।[৩] চরকসংহিতায় বলা হয়েছে—আত্মার আদি নেই ক্ষেত্র পরম্পরায় অনাদি।[৪] অনাদিত্ব হেতু পরমাত্মার কোন উৎপত্তি কারণ নেই।[৫] কোন লক্ষণের

---

১. সর্ব্বে ভাবা হি সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মসাক্ষিকাঃ।

চ. শা., ১.৮৩

২. জ্ঞঃ সাক্ষীত্যুচ্যতে নাজ্ঞঃ সাক্ষী ত্বাত্মা যতঃ স্মৃতঃ।

চ. শা., ১.৮৩

৩. অতস্তয়োরনাদিত্বাৎ কিং পূর্বমিতি নোচ্যতে।

চ. শা., ১.৮২

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বলা হয়েছে যে, সেই পরমেশ্বরই সর্বজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ এবং সকলের প্রভু ও অপ্রভু। কেন না যিনি অনাদি, তিনিই ভোক্তা, ভোগ ও ভোগ্যবস্তু সম্পাদন করেন। যেহেতু পরমাত্মা অনন্ত ও সর্বস্বরূপ, সেই কারণে তিনি কর্তৃত্বহীন। কারণ সাধক এই তিনটিকে ব্রহ্মরূপে জানেন।

"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্ত্তা ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ।।"

শ্বেতা. উ., ১.৯

৪. আদির্নাস্ত্যাত্মনঃ ক্ষেত্রপারম্পর্যমনাদিকম্।

চ. শা., ১.৮২

৫. প্রভবো ন হ্যনাদিত্বাদ্বিদ্যতে পরমাত্মনঃ।

চ. শা., ১.৫৩

প্রশ্নোপনিষদে বলা হয়েছে, এই সর্বাধার আত্মাই দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা অর্থাৎ স্পর্শনকর্তা, শ্রোতা, আঘ্রাতা, আস্বাদকর্তা মননকারী নিশ্চয়কারী কর্তা ও বিজ্ঞাতৃস্বরূপ পুরুষ। (জীবাত্মস্বরূপ) সেই পুরুষ অক্ষর পরমাত্মায় প্রবেশ করে।

"এষহি-দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা,
কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ। সপরেঽক্ষর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে।।

প্র. উ., ৪.৯

সাহায্যেই উপলব্ধি হয় না এমন ভূতাত্মার কোন বিশেষ ভাব নেই।[১] কিন্তু যখন প্রকৃতি প্রভৃতির সঙ্গে পুরুষের সংযোগ হয় তখনই সুখ দুঃখ প্রভৃতি বিশেষ ভাব দেখা যায়।[২]

আত্মার জন্ম হয় না—

আত্মা অপর একটি আত্মাকে জন্ম দেয় না। কারণ আপনাকে বশী, অপ্রতিহত গতি, কামরূপী এবং তেজ-বল-বর্ণ, মন, আকৃতি প্রভৃতি আত্মার এই সকল সদ্‌গুণ থাকলে তবেই আত্মা আত্মাতে জন্ম নিতে পারে। কিন্তু জাত আত্মা বিদ্যমান বলে জন্মাতে পারে না অর্থাৎ যা বিদ্যমান তাঁর পুনর্জন্ম হয় না এবং অজাত আত্মা যেহেতু নিত্য সেজন্য এটিও জন্মাতে পারে না কারণ নিত্য বস্তুর জন্ম হয় না। কিন্তু আত্মা দেহ থেকে দেহান্তরে গমন করতে পারে।[৩]

আত্মার এক দেহ থেকে অন্য দেহে সঞ্চরণের কারণ—

যেহেতু দেহাশ্রিত আত্মা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম রূপের সঙ্গে, কর্মফলের সঙ্গে, মন ও বুদ্ধির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, এবং অহঙ্কার, বিকার ও দোষ থেকে কখনই বিযুক্ত হয় না, সেইহেতু সত্ত্বগুণের অভাব হলে, রজঃ ও তমঃ এই দুই দোষের সঙ্গে মন সর্বদা অনুবদ্ধ থাকে। অতএব দোষযুক্ত মন এবং পূর্বজন্মের বলবান্ কর্ম এই উভয়ই আত্মার এক দেহ থেকে অন্য দেহে গমনের কারণ।[৪]

আত্মার পুনর্দেহান্তর প্রাপ্তি—

ধর্মাধর্মারূপ কর্মের অধীন বলে জীবাত্মা সূক্ষ্ম ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চার ভূতের

---

১. বিশেষোঽনুপলভ্যস্য তস্য নৈকস্য বিদ্যতে।।

চ. শ., ১.৮৪

২. সংযোগপুরুষস্যেষ্টো বিশেষো বেদনাকৃতঃ।

চ. শা., ১.৮৫

৩. যদি হ্যাত্মাঽঽত্মানং জনয়েজ্‌জাতো বা জনয়েদাত্মানমজাতো বা.........ন হি জাতো জনয়তি সত্ত্বাৎ, ন চাজাতো জনয়ত্যসত্ত্বাৎ.........তিষ্ঠতু তাবদেতৎ। যদ্যয়মাত্মাঽঽত্মানং শক্তো জনয়িতুং স্যাৎ, ন ত্বেনমিষ্টাস্বেব কথং যোনিষু জনয়েদ্বশিনমপ্রতিহতগতিং কামরূপিণং তেজোবলজববর্ণ-সত্ত্বসংহননসমুদিতম্...........। চ. শা., ৩.৪

৪. অতীন্দ্রিয়ৈস্তৈরতিসূক্ষ্মরূপৈরাত্মা কদাচিন্ন বিযুক্তরূপঃ।
ন কর্ম্মণা নৈব মনোমতিভ্যাং ন চাপ্যহঙ্কারবিকারদোষৈঃ।।
রজস্তমোভ্যাং হি মনোঽনুবদ্ধং জ্ঞানং বিনা তত্র হি সর্ব্বদোষাঃ।
গতিপ্রবৃত্ত্যোস্তু নিমিত্তমুক্তং মনঃ সদোষং বলবচ্চ কর্ম্ম।।

চ. শা., ২.৩৭-৩৮

সঙ্গে মনোবেগে এক দেহ থেকে অন্য দেহে গমন করে।[১] বীজ থেকে যেমন অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, তেমনি সূক্ষ্মদেহী ভূতাত্মা থেকে স্থূলদেহের উৎপত্তি হয়। সূক্ষ্ম ভূতগুলি আত্মার সঙ্গে এক দেহ থেকে অন্য দেহে গমন করে। ফলে কর্মাত্মক ভূতাত্মার সূক্ষ্মরূপ থেকে বিশিষ্ট রূপের উৎপত্তি হয়।[২]

আত্মা কিরূপে সঞ্চারিত হয়—

সূক্ষ্ম জীবাত্মা সূক্ষ্ম ভূতগুলির সঙ্গে গর্ভের মধ্যে প্রবেশ করে শুক্রশোণিতের সঙ্গে মিলিত হয়ে গর্ভের উৎপত্তি করে বলে আত্মসংজ্ঞা গর্ভেই প্রযুক্ত হয়ে থাকে।[৩]

গর্ভের উৎপত্তির সময় আত্মা থেকে গর্ভে যে সকল জিনিষের সৃষ্টি হয় সেগুলি হল—সেই সেই যোনিতে উৎপত্তি, আয়ু, আত্মজ্ঞান, মন, ইন্দ্রিয়সমূহ, প্রাণ ও অপান বায়ু, প্রেরণ, ধারণ,

---

১. ভূতৈশ্চতুর্ভিঃ সহিতঃ সুসূক্ষ্মৈঃ মনোজবো দেহমুপৈতি দেহাৎ।

চ. শা., ২.৩১

২. স বীজধর্ম্মা হ্যপরাপরাণি দেহান্তরাণ্যাত্মনি যাতি যাতি।।

রূপাদ্ধি রূপপ্রভবঃ প্রসিদ্ধঃ কর্ম্মাত্মকানাম্।

চ. শা., ২.৩৫-৩৬

সুশ্রুতসংহিতায় বলা হয়েছে, শরীরে অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় বিদ্যমান বিভু পরমাত্মাকে চর্ম্ম চক্ষুর দ্বারা দেখা যায় না। এই আত্মাকে জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা এবং তপস্যার চক্ষুর দ্বারা দেখা যায়।

ন শক্যশ্চক্ষুষা দ্রষ্টুং দেহে সূক্ষ্মতমো বিভুঃ।

দৃশ্যতে জ্ঞানচক্ষুর্ভিস্তপশ্চক্ষুর্ভিরেব চ।।

সু. শা., ৫.৫০

গীতাতেও এটি একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো হয়েছে যে আকাশ সকল বস্তুর মধ্যে আছে কিন্তু এটি অতিসূক্ষ্ম সেইজন্য আকাশ কোনো কিছুতে লেগে থাকে না। সেইরূপ পরমাত্মা অত্যন্ত সূক্ষ্ম তাই সকল স্থানে থেকেও তিনি কোনো কিছুতে লিপ্ত হন না।

"যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।

সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে।।

গী., ১৩.৩২

৩. তুলনীয়—আত্মজশ্চায়ং গর্ভঃ। গর্ভাত্মা হ্যন্তরাত্মা যঃ, তং 'জীব' ইত্যাচক্ষতে....। স গর্ভাশয়মনুপ্রবিশ্য শুক্রশোণিতাভ্যাং সংযোগমেত্য গর্ভত্বেন জনয়ত্যাত্মনাऽऽত্মানম্, আত্মসংজ্ঞা হি গর্ভে।

চ. শা., ৩.৮

আকৃতি, স্বর ও বর্ণের পার্থক্য, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, চেতনা, ধৃতি, বুদ্ধি, স্মৃতি, অহঙ্কার ও প্রযত্ন।[১]

চরকসংহিতা আলোচনা করলে এরই সূচনা পাওয়া যায়—আকাশ প্রভৃতি গুণকে গ্রহণ করার জন্য সেই মিলিত শোণিতে প্রথমেই মনঃসংসৃষ্ট চেতনাধাতু অধিষ্ঠান করে। এই চেতনাধাতুকে নানা নামে অভিহিত করা হয়েছে, সেগুলি হল—হেতু, কারণ, নিমিত্ত, অক্ষয়, কর্তা, মন্তা, বোধয়িতা বোদ্ধা, দ্রষ্টা, ধাতা, ব্রহ্মা, বিশ্বকর্মা, বিশ্বরূপ, পুরুষ, প্রভব, অব্যয়, নিত্য, গুণী, গ্রহণ, প্রাধান্য, অব্যক্ত, জীব, জ্ঞ, পুদ্গল, চেতনাবান্ প্রভু, ভূতাত্মা, ইন্দ্রিয়াত্মা ও অন্তরাত্মা। গুণ গ্রহণের কালে গর্ভাশয়ে আগত সেই চেতনাধাতু অন্যান্য গুণকে গ্রহণ করার প্রাক্কালে সর্বপ্রথম আকাশগুণকে গ্রহণ করে। ব্রহ্মা যেমন প্রলয় শেষ হলে জীবকে সৃষ্টি করার জন্য প্রথমে আকাশের সৃষ্টি করে থাকেন এবং তারপর বায়ু প্রভৃতি চারটি ভূতের সৃষ্টি করেন। সেইরূপ পুরুষও দেহ সৃষ্টি করার জন্য প্রথমে আকাশকে গ্রহণ করে তারপর ব্যক্ততর বায়ু প্রভৃতি চারটি ধাতুকে গ্রহণ করে থাকে।[২]

এছাড়া আরো বলা হয়েছে যে, আত্মার এই সূক্ষ্মরূপ (তপস্যা প্রসূত) দিব্যদৃষ্টি ছাড়া অন্য কোন দৃষ্টির দ্বারা দেখা যায় না। এইজন্য সেই সূক্ষ্ম আত্মাকে কল্পনা করা হয়ে থাকে সর্বগত সর্বশরীর ভবনকর্তা, বিশ্বকর্মা ও বিশ্বরূপ বলে। এই আত্মাই চেতনাধাতু অতীন্দ্রিয় এবং শরীরের সঙ্গে নিত্যসংযুক্ত এইরূপ বলা হয়ে থাকে। সুতরাং তিনি রাগ প্রভৃতির অনুবৃত্তিশালী।

১. যানি তু খল্বস্য গর্ভস্যাত্মজানি, যানি চাস্যাত্মতঃ সম্ভবতঃ সম্ভবন্তি, তান্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তদ্‌যথা—তাসু তাসু যোনিষুৎপত্তিরায়ুরাত্মজ্ঞানং মন ইন্দ্রিয়াণি প্রাণাপানৌ প্রেরণং ধারণমাকৃতিস্বরবর্ণবিশেষাঃ সুখদুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ চেতনা ধৃতির্বুদ্ধিঃ স্মৃতিরহঙ্কারঃ প্রযত্ন-শ্চেত্যাত্মজানি।

চ. শা., ৩.১০

২. তত্র পূর্ব্বং চেতনাধাতুঃ সত্ত্বকরণো গুণগ্রহণায় প্রবর্ত্ততে। স হি হেতুঃ কারণং নিমিত্তমক্ষরং কর্ত্তা মন্তা বোধয়িতা বোদ্ধা দ্রষ্টা ধাতা ব্রহ্মা বিশ্বকর্মা বিশ্বরূপঃ পুরুষঃ প্রভবোঽব্যয়ো নিত্যো গুণী গ্রহণং প্রধানমব্যক্তং জীবো জ্ঞঃ পুদ্গলশ্চেতনাবান্ বিভুঃ ভূতাত্মা চেন্দ্রিয়াত্মা চান্তরাত্মা চেতি। স গুণোপাদানকালেঽন্তরীক্ষং পূর্ব্বতরমন্যেভ্যো গুণেভ্য উপাদত্তে। যথা প্রলয়াত্যয়ে সিসৃক্ষুর্ভূতান্যক্ষরভূত আত্মা সত্ত্বোপাদানঃ পূর্ব্বতরমাকাশাং সৃজতি, ততঃ ক্রমেণ ব্যক্ততরগুণান্ ধাতূন্ বায্বাদিকাংশ্চতুরঃ। তথা দেহগ্রহণেঽপি প্রবর্ত্তমানঃ পূর্ব্বতরমাকাশমেবোপাদত্তে, ততঃ ক্রমেণ ব্যক্ততরগুণান্ ধাতূন্ বায্বাদিকাংশ্চতুরঃ।

চ. শা., ৪.৮

রসজ চারটি, আত্মজ চারটি, মাতৃজ চারটি ও পিতৃজ চারটি মোট ষোলটি ভূত দেহের মধ্যে অবস্থিত। এর মধ্যে চারটি ভূত আত্মার আশ্রিত, ফলে আত্মাও চারটি ভূতের মধ্যে অবস্থিত।[১]

কিন্তু এ বিষয়ে আত্মা, মাতা, পিতা বা কারো গর্ভ সম্বন্ধে সকল বিষয়ে যথেষ্টকারিতা নেই অর্থাৎ নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে কেহ সব কিছু করতে পারে না। এদের করণশক্তি অনুসারে কোথাও কার্য হয়, কোথাও বা হয় না। তারা কোন কার্য স্ববশে করে আবার কোন কার্য বা কর্মবশে করে থাকে। আত্মবিৎ পণ্ডিতগণ চেষ্টা, যোনি, ঐশ্বর্য ও মোক্ষকে আত্মার অধীন বলে নির্দেশ করেছেন। আত্মাই সুখ দুঃখের কর্তা, বীজ না থাকলে যেমন অঙ্কুরের উৎপত্তি হত না, সেইরকম আত্মা না থাকলে গর্ভের উৎপত্তি সম্ভব হত না।[২]

গর্ভগুলিতে পিতামাতার আত্মা সঞ্চারিত হয় কিনা—

পূর্বের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায় যে, গর্ভস্থ জীবে যে আত্মা সংক্রমিত হল, সে কি পিতামাতার আত্মা? এর উত্তরে চরকসংহিতার উক্তি হচ্ছে যে—না, গর্ভস্থ জীবে পিতামাতার আত্মার সঞ্চরণ হয় না। কারণ পিতা বা মাতার আত্মা পুত্রে সংক্রমিত হলে, পুত্র জন্মাবার পরই, পিতার বা মাতার মৃত্যু হ'ত। যদি তর্কের খাতিরে বলা হয় যে পুরোপুরিভাবে না হলেও আংশিকভাবে পিতামাতার আত্মা অপত্যে অর্থাৎ গর্ভস্থজীবে সঞ্চরণ করে, একল্পনাও সমীচীন নয়। আত্মা হচ্ছে সূক্ষ্ম ও নিরন্তর সেইজন্য কারো অংশ হতে পারে

---

১. কর্ম্মাত্মকত্বান্ন তু তস্য দৃশ্যং দিব্যং বিনা দর্শনমস্তি রূপম্।।
স সর্ব্বগঃ সর্ব্বশরীরভৃচ্চ স বিশ্বকর্ম্মা স চ বিশ্বরূপঃ।
স চেতনাধাতুরতীন্দ্রিয়শ্চ স নিত্যযুক্ সানুশয়ঃ স এব।।
রসাত্মমাতাপিতৃসম্ভবানি ভূতানি বিদ্যাদ্দশ ষট্ চ দেহে।
চত্বারি তত্রাত্মনি সংশ্রিতানি স্থিতস্তথাত্মা চ চতুর্ষু তেষু।।

চ. শা., ২. ৩১-৩৩

২. তুলনীয়—ন খলু গর্ভস্য ন চ মাতুর্ন পিতুর্ন চাত্মনঃ সর্ব্বভাবেষু যথেষ্টকারিত্বমস্তি ; তে কিঞ্চিৎ স্ববশাৎ কুর্ব্বন্তি, কিঞ্চিৎ কর্মবশাৎ। ক্বচিচ্চৈষাং করণশক্তির্ভবতি, কচিন্ন ভবতি। .... দৃষ্টং চেষ্টা যোনিরৈশ্বর্যং মোক্ষশ্চাত্মবিন্তিরাত্মায়ত্তম্। নহ্যন্যঃ সুখদুঃখয়োঃ কর্তা। ন চান্যতো গর্ভো জায়তে জায়মানঃ, নাঙ্কুরোৎপত্তিরবীজাৎ।

চ. শা., ৩.৯

না।[১] অতএব সমাধান হচ্ছে পিতামাতার আত্মা নয়, জীব নামে অভিহিত অন্তরাত্মাই[২] গর্ভরূপে নিজেকে নিজে উৎপাদন করেন।[৩] এই আত্মা স্বরূপতঃ নিত্য, নিরাময়, অজর, অমর, অক্ষয়, অভেদ্য, অচ্ছেদ্য, অবিচাল্য, বিশ্বরূপ, বিশ্বকর্মা, অব্যক্ত, অনাদি, অনিধন ও অক্ষর।[৪] এই আত্মা অনাদি, নিত্য বলে স্বীকার করায় তার জন্মগ্রহণ অসম্ভব।[৫] এজন্য আত্মা যে যে অবস্থায় বর্তমান থাকেন, সেই সেই অবস্থায় তাকে জাত বলে ধরে নেওয়া হয়।[৬]

১. আত্মা মাতুঃ পিতুর্বা যঃ সোঽপত্যং যদি সঞ্চরেৎ।
দ্বিবিধং সঞ্চরেদাত্মা সর্ব্বো বাঽবয়বেন বা।।
সর্ব্বশ্চেৎ সঞ্চরেন্মাতুঃ পিতুর্বা মরণং ভবেৎ।
নিরন্তরং নাবয়বঃ কশ্চিৎ সূক্ষ্মস্য চাত্মনঃ।।

চ. সূ., ১১. ৯-১০

২. গর্ভাত্মা হ্যন্তরাত্মা যঃ, তং 'জীব' ইত্যাচক্ষতে।

চ. শা., ৩.৮

৩. গর্ভত্বেন জনয়ত্যাত্মনাঽঽত্মানম্।

চ. শা., ৩.৮

৪. শাশ্বতমরুজমজরমমরমক্ষয়মভেদ্যমচ্ছেদ্যমলোড্যং বিশ্বরূপং বিশ্বকর্ম্মাণমব্যক্তমনাদিমনিধনমক্ষরমপি। চ. শা., ৩.৮

৫. পুনরাত্মনো জন্মানাদিত্বান্নোপপদ্যতে।

চ. শা., ৩.৮

৬. স যস্যাং যস্যামবস্থায়াং বর্ত্ততে তস্যাং তস্যাং জাতো ভবতি। চ. শা., ৩.৮

ন্যায়সূত্রে বলা হয়েছে যে, প্রেত্যভাব অর্থাৎ মরণের পরে পুনরুৎপত্তি আত্মার নিত্যত্বের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না, কিন্তু আত্মার নিত্যত্বের জন্যই প্রেত্যভাব সম্ভব হয়।

"আত্মা নিত্যত্বে প্রেত্যভাবঃ সিদ্ধিঃ।" ন্যা. সূ., ৪.১.১০

এখানে উৎপত্তির অর্থ অনবস্থিত বস্তুর স্বরূপলাভ নয় এবং মরণের অর্থও বিনাশ নয়। বাচস্পতি মিশ্র সুন্দরভাবে এই তত্ত্বটি তত্ত্বকৌমুদীতে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, নিকায় বিশিষ্ট অর্থাৎ মনুষ্য প্রভৃতি জাতিযুক্ত অভিনব দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও সংস্কারের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধকে জন্ম বলে......................এবং সেই সকল গৃহীর দেহ প্রভৃতির পরিত্যাগেই আত্মার মরণ হয়। এটি আত্মার বিনাশ নয় কারণ আত্মা হচ্ছে কূটস্থ নিত্য অর্থাৎ বিকার বিহীন অবিনাশী।

"নিকায়বিশিষ্টাভিরপূর্বাভির্দেহেন্দ্রিয়মনোঽহঙ্কারবুদ্ধিবেদনাভিঃ পুরুষস্যাভিসম্বন্ধে জন্ম......... তেষামেব চ দেহাদীনামুপাত্তানাং পরিত্যাগো মরণং ন ত্বাত্মানো বিনাশস্তস্য কূটস্থ নিত্যত্বাৎ।"

সা. ত. কৌ., সা. কা., ১৮

পুনর্জন্ম

চরকসংহিতার তিস্রৈষণীয় নামক অধ্যায়ে ধনৈষণা, প্রাণৈষণা ও পরলোকৈষণা এই তিনপ্রকার এষণার কথা বলা হয়েছে।[১] এই এষণাত্রয়ের মধ্যে পরলোকৈষণাকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রেত্যভাব[২] বা পুনর্জন্মের আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে। পরলোকৈষণা সম্বন্ধে চরকের টীকাকার গঙ্গাধর বলেছেন যে, পরলোকের বিষয়ে এষণাই হচ্ছে পরলোকৈষণা। 'পর' অর্থে জন্ম ও মরণের পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন যেখানে হয় সেই সেই স্থানরূপ ইহলোক থেকে ভিন্ন যে লোক তাই হচ্ছে পরলোক। সেই পরলোক প্রাপ্তির ইচ্ছা হলে, যে ক্রিয়ার দ্বারা তা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাকে বলে পরলোকৈষণা।[৩]

---

১. তদ্‌যথা—প্রাণৈষণা, ধনৈষণা পরলোকৈষণেতি।

চ. সূ., ১১.৩

২. ন্যায়দর্শনে মরণের পরে পুনর্জন্ম হল প্রেত্যভাব এইরূপ বলা হয়েছে। "পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ।"

ন্যা. সূ., ১.১.১৯

বাৎস্যায়নভাষ্যে এটা আরো স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। কোন প্রাণিনিকায়ে অর্থাৎ দেহে মনুষ্য পশু প্রভৃতি কোন জীবকুলে উৎপন্ন হয়ে, আবার মরণের পরে যে পুনরায় উৎপত্তি হয় তাই হল প্রেত্যভাব। পুনরুৎপত্তি বলতে বোঝায় পুনর্ব্বার দেহ প্রভৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ। 'পুনঃ' এই শব্দের দ্বারা অভ্যাসের অর্থাৎ জন্মের পৌনঃপুন্যকে বোঝানো হয়েছে। যে কোন প্রাণি-নিকায়ে বর্তমান থেকে পূর্বের পরিগৃহীত দেহাদিকে যে ত্যাগ করে তা হল প্রেত। অর্থাৎ সেই পূর্বগৃহীত দেহ প্রভৃতির ত্যাগই জীবের প্রেতত্ব বা মরণ। সেই প্রাণিনিকায়ে অথবা অন্য প্রাণিনিকায়ে যে অন্য দেহ প্রভৃতিকে গ্রহণ করে, তা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ সেই অভিনব দেহাদির গ্রহণই জীবের উৎপত্তি বা জন্ম। মরণোত্তর পুনর্জন্মই প্রেত্যভাব। সেই এই জন্ম ও মরণ প্রবাহের অভ্যাস অর্থাৎ মরণের পরে পুনঃ পুনঃ জন্মরূপ প্রেত্যভাব অনাদি এটাই মোক্ষান্ত।

"উৎপন্নস্য ক্বচিৎসত্ত্বনিকায়ে মৃত্বা যা পুনরুৎপত্তিঃ স প্রেত্যভাবঃ। উৎপন্নস্য সম্বন্ধস্য। সম্বন্ধস্তু দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিবেদনাভিঃ। পুনরুৎপত্তিঃ পুনর্দ্দেহাদিভিঃ সম্বন্ধঃ। পুনরিত্যভ্যাসাভিধানম্। যত্র ক্বচিৎ প্রাণভৃন্নিকায়ে বর্ত্তমানঃ পূর্ব্বোপাত্তান্ দেহাদীন্ জহাতি তৎ প্রৈতি। যত্তত্রান্যত্র বা দেহাদীনন্যানুপাদত্তে তদ্‌ভবতি। প্রেত্যভাবো মৃত্বা পুনর্জন্ম। সোঽয়ং জন্মমরণপ্রবন্ধাভ্যাসোঽনা-দিরপবর্গান্তঃ প্রেত্যভাবো বেদিতব্য ইতি।"

বা. ভা., ন্যা. সূ., ১.১.১৯

৩. পরলোকস্যৈষণা পরলোকৈষণা। পরোঽস্মাজ্জন্মমরণয়োঃ পুনঃপুনরাবৃত্তিস্থানরূপাল্লোকাৎ ভিন্নো লোকঃ পরলোকঃ। তমিচ্ছতা যয়া ক্রিয়য়া প্রাপ্যতে সা পরলোকৈষণা।

জ. ক., চ. সূ. ১১, পৃ. ৪৭৮, প. ৫-৭

পুনর্জন্মে সংশয় (নাস্তিক মত)—

কিন্তু ইহলোকের বহির্ভূত পরলোক যদি থেকে থাকে, তা আমাদের সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষের অগম্য। তাই পুনর্জন্ম হবে কিনা, আছে কি না, এই সংশয় তো থেকেই যায়। এই সংশয় উত্থাপন করে,[১] কোন কোন দার্শনিক গোষ্ঠী প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করেছেন। এদের মতে যেহেতু পুনর্জন্ম পরোক্ষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষের বিষয় নয় অতএব পুনর্জন্ম নেই, এই মতকে বলা যেতে পারে নাস্তিক মত।[২]

সংশয়ের নিরসন (আস্তিক মত)—

অপরপক্ষে যাঁরা আপ্তোপদেশ বা আগমশাস্ত্রকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেন, তাঁদের মতে পুনর্জন্ম অপ্রত্যক্ষ হলেও তা যে আছে, একথা দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে ব্যক্ত করা যায়।[৩] কেননা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা জ্ঞান বা লব্ধ বিষয়ের পরিধি খুব অল্প, কিন্তু পরোক্ষ প্রমাণের বিষয়ীভূত বস্তু অনেক। তাই প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে না বলে যে পুনর্জন্মকে অস্বীকার করতে হবে, এটা যুক্তি গ্রাহ্য নয়। তাই একথা সকলকে স্বীকার করে নিতে হবে যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ বহির্ভূত হলেও শাস্ত্র প্রমাণ, অনুমান প্রমাণ ও যুক্তি প্রমাণের দ্বারা লব্ধ বস্তুও অবশ্যই আছে।[৪]

পুনর্জন্ম সম্বন্ধে চারটি প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ তথ্য—

পদার্থ হচ্ছে দু প্রকার—সৎ ও অসৎ।[৫] মোটামুটি চারপ্রকার প্রমাণের দ্বারা যাবতীয় পদার্থের

---

১. কিন্নু খলু অস্তি পুনর্ভবো ন বেতি।

চ. সূ., ১১.৬

২. কুতঃ পুনঃ সংশয় ইতি উচ্যতে—সন্তি হ্যেকে প্রত্যক্ষপরাঃ ; পরোক্ষত্বাৎ পুনর্ভবস্য নাস্তিক্যমাশ্রিতাঃ।

চ. সূ., ১১.৬

৩. সন্তি চ আগমপ্রত্যয়াদেব পুনর্ভবমিচ্ছন্তি শ্রুতিভেদাচ্চ।

চ. সূ., ১১.৬

৪. প্রত্যক্ষং হ্যল্পমনল্পমপ্রত্যক্ষমস্তি। যদাগমানুমানযুক্তিভিরুপলভ্যতে।

চ. সূ., ১১.৭

৫. দ্বিবিধমেব খলু সর্বং সচ্চাসচ্চ।

চ. সূ., ১১.১৭

মনে হয় চরকের এই তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেছেন—ন্যায়ভাষ্যে পদার্থ সৎ ও অসৎ দু প্রকার।

"সতশ্চ সদ্‌ভাবোঽসতশ্চাসদ্‌ভাবঃ।

উ., বা. ভা., ন্যা. সূ., ১.১.১

মধ্যে কোন বস্তু আছে কি নেই তার পরীক্ষা হয়ে থাকে, একথার উল্লেখ আমরা চরকসংহিতায় দেখতে পাই।[১]

এককথায় চরকসম্মত আপ্তোপদেশ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই চারটি প্রমাণই পুনর্জন্ম যে আছে, সে বিষয়ে নির্দেশ করেছে।[২]

পুনর্জন্ম বিষয়ে আপ্তপ্রমাণ—

আপ্তপ্রমাণ থেকে এইটুকু পাওয়া যায় যে, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, সত্য, অহিংসা ও ব্রহ্মচর্য, জীবের ঐহিক অভ্যুন্নতি ও পারত্রিক মুক্তি ঘটায়। পুরুষের মানসদোষগুলির অর্থাৎ রজঃ ও তমোগুণের নিবৃত্তি না হলে, এবং শুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রকাশ না হলে, ঐ দান প্রভৃতি ধর্ম কার্য দ্বারা পুনর্জন্মের নিবারণ করা সম্ভব হয় না। প্রাচীন থেকে প্রাচীনতম সেই সকল আপ্তমহর্ষিগণ, যাঁরা তপস্যা, দান প্রভৃতি ধর্মকার্যে একাগ্রচিত্ত, ভয়, রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ এবং মান থেকে সর্বদা মুক্ত, ব্রহ্মপরায়ণ ও কর্ম্মবিৎ, মন ও বুদ্ধি যাদের অপ্রতিহত শক্তিসম্পন্ন, তাঁরা দিব্যচক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করে পুনর্জন্মের উপদেশ দিয়েছেন। তাঁদের উপদেশকে মেনে নিলেই পুনর্জন্ম যে আছে তা নিশ্চয় করা যায়।[৩]

পুনর্জন্ম বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ—

প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাহায্যেও পুনর্জন্ম যে আছে, তা উপলব্ধি করা যেতে পারে। যেমন দেখা যায় যে, এক পিতামাতা থেকে জন্মগ্রহণ করেও সন্তানের স্বর, আকৃতি, মন, বুদ্ধি, বর্ণ এবং ভাগ্য একই রকম হয় না। এর ভিন্নতা দেখা যায়। পুত্ররা মাতাপিতার মতো অবয়ববিশিষ্টও হয় না। এই সংসারে জন্মগ্রহণ করলেও, এর মধ্যে আবার নানা বৈষম্য দেখা যায়। কেউবা উচ্চবংশে, আবার কেউ বা নীচবংশে জন্মগ্রহণ করে, কাউকে দাসত্ব অবলম্বন করে সারাজীবন

---

১. এষা পরীক্ষা নাস্ত্যন্যা যয়া সর্ব্বং পরীক্ষ্যতে।
পরীক্ষ্যং সদসচ্চৈবং তয়া চাস্তি পুনর্ভবঃ।

চ. সূ., ১১.২৬

২. এবং প্রমাণৈশ্চতুর্ভিরুপদিষ্টে পুনর্ভবে ধর্ম্মদ্বারেষ্ববধীয়তে।

চ. সূ., ১১.৩৩

৩. আপ্তাগমাদুপলভ্যতে দানতপোযজ্ঞসত্যাহিংসাব্রহ্মচর্য্যাণ্যভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সকরাণীতি। ন চানতিবৃত্তসত্ত্বদোষাণামদোষৈরপুনর্ভবো ধর্ম্মদ্বারেষূপদিশ্যতে। ধর্ম্মদ্বারাবহিতৈশ্চ ব্যপগতভয়রাগদ্বেষলোভমোহমানৈর্ব্রহ্মপরৈরাপ্তৈঃ কর্ম্মবিদ্ভিরনুপহতসত্ত্ববুদ্ধিপ্রচারৈঃ পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরৈর্মহর্ষিভির্দিব্যচক্ষুভির্দৃষ্ট্বোপদিষ্টঃ পুনর্ভব ইতি ব্যবস্যেৎ।

চ. সূ., ১১. ২৭-২৯

দুঃখে কাটাতে হয়, আবার কেউ বা অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে সুখে জীবন কাটাতে থাকে। ফলে কারো আয়ু সুখে এবং কারো আয়ু দুঃখে পরিপূর্ণ হয়। এইরূপ আয়ুর বৈষম্য আমরা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করে থাকি। ইহজন্মকৃত কর্মফলের অপ্রাপ্তি, অশিক্ষিত নবজাত শিশুর রোদন, স্তন্যপান ও হাসিকান্নার প্রবৃত্তি প্রভৃতি কার্যগুলি সমান হলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফলের পার্থক্য ; কোন ক্ষেত্রে শুভ ও কোন ক্ষেত্রে অশুভজাত লক্ষণের প্রকাশ ; কোন কর্মে মেধার বিশেষ পরিচয় ; আবার কোন কর্মে কোনরকম মেধা দেখা যায় না ; একবার এই ইহলোক থেকে মৃত্যুবরণ করে চলে গিয়ে আবার ইহলোকে জন্মগ্রহণ করে জাতিস্মর হওয়া ; একই কাজ কারো কাছে প্রিয় আবার কারো কাছে অপ্রিয় হয়। এই সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ করে প্রমাণের দ্বারাই পুনর্জন্ম যে আছে তা বোঝা যায়[1] অর্থাৎ পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফলেই যে এই বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ করছি একথা আমরা বুঝতে পারি।

---

১. প্রত্যক্ষমপি চোপলভ্যতে। মাতাপিত্রোর্বিসদৃশান্যপত্যানি তুল্যসম্ভবানাং বর্ণস্বরাকৃতিসত্ত্ববুদ্ধি-ভাগ্যবিশেষাঃ প্রবরাবরকুলজন্ম, দাস্যৈশ্বর্যং সুখাসুখমায়ুঃ, আয়ুষো বৈষম্যম্ ; ইহ কৃতস্যাবাপ্তিঃ, অশিক্ষিতানাঞ্চ রুদিতস্তনপানহাসত্রাসাদীনাঞ্চ প্রবৃত্তিঃ, লক্ষণোৎপত্তিঃ, কর্ম্মসাদৃশ্যে ফলবিশেষঃ। মেধা ক্বচিৎ ক্বচিৎ কর্ম্মণ্যমেধা। জাতিস্মরণম্, ইহাগমনমিতশ্চ্যুতানাঞ্চ ভূতানাং, সমদর্শনে প্রিয়াপ্রিয়ত্বম্। চ. সূ., ১১.৩০

ন্যায়সূত্রে বলা হয়েছে যে, পূর্ব অভ্যস্ত বিষয়ের স্মরণানুবন্ধবশতঃ জাতকের অর্থাৎ নবজাত শিশুর হর্ষ, ভয় ও শোক সমানভাবে প্রতিফলিত হয়।

"পূর্ব্বাভ্যস্তস্মৃত্যনুবন্ধাজ্জাতস্য হর্ষ-ভয়-শোক-সম্প্রতিপত্তেঃ।।" ন্যা. সূ. ৩.১.১৮

এটা বাৎস্যায়নভাষ্যে আরো পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। জাত এই কুমারক অর্থাৎ নবজাত শিশু ইহজন্মে হর্ষ, ভয় ও শোক সম্বন্ধে অজ্ঞাত থাকলেও এটা লিঙ্গানুমেয় অর্থাৎ হেতুবিশেষ দ্বারা অনুমেয় হয়ে হর্ষ, ভয় ও শোক প্রাপ্ত হয়। সেই হর্ষ, ভয় ও শোক কিন্তু স্মরণানুবন্ধ (অর্থাৎ পূর্বের অনুভূত বিষয়ের অনুস্মরণ জন্য উৎপন্ন) হয়, তাছাড়া হয় না। স্মরণানুবন্ধও কিন্তু পূর্বের অভ্যাস ছাড়া হতে পারে না। পূর্বাভ্যাসও পূর্বজন্ম থাকলেই হতে পারে, তাছাড়া হয় না। সুতরাং এই আত্মা দেহ বিশেষের ঊর্দ্ধকালে অর্থাৎ পূর্ববর্তী সেই দেহত্যাগ করার পরেও অবস্থিত থাকে। এটাই সিদ্ধ।

"জাত খল্বয়ং কুমারকোঽস্মিন্ জন্মন্যগৃহীতেষু হর্ষ-ভয়-শোক-হেতুষু হর্ষ-ভয়-শোকান্ প্রতিপদ্যতে লিঙ্গানুমেয়ান্। তে চ স্মৃত্যনুবন্ধাদুৎপদ্যন্তে নান্যথা। স্মৃত্যনুবন্ধশ্চ পূর্ব্বাভ্যাসমন্তরেণ ন ভবতি। পূর্ব্বাভ্যাসশ্চ পূর্ব্বজন্মনি সতি নান্যতেথি সিধ্যত্যেতদবতিষ্ঠতেঽয়মূর্দ্ধং শরীর-ভেদাদিতি।" বা. ভা., ন্যা. সূ. ৩.১.১৮

এছাড়া আরো বলা হয়েছে যে, পূর্বজন্মের আহারের অভ্যাসের জন্যই (নবজাত শিশুর) স্তন্যপানে অভিলাষ জন্মে।

"প্রেত্যাহারাভ্যাসকৃতাৎ স্তন্যাভিলাষাৎ।।" ন্যা. সূ. ৩.১.২১

পুনর্জন্মে অনুমান প্রমাণ—

অনুরূপভাবে পুনর্জন্ম যে আছে তা অনুমান প্রমাণের দ্বারাও উপলব্ধি করা যেতে পারে। পূর্বে বলা হয়েছে প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত লিঙ্গ বা কারণগুলির দ্বারাও অনুমান করা যায় যে দৈব নামে অভিহিত কর্মগুলি পৌর্বদেহিক। যা ত্যাগ করা যায় না (অর্থাৎ অপরিহার্য) এবং যার বিনাশ হয় না (অর্থাৎ অবিনাশী)। একেই আনুবন্ধিক কর্ম বলা হয়েছে। পূর্বজন্মের অনুবর্তিত কর্ম ইহজন্মে ভোগ করতে হয় বলেই, লোকের মধ্যে এরূপ বৈষম্য বা পার্থক্য দেখা দিয়ে থাকে। এই জন্মে কৃত কর্মের ফলও পরজন্মে ভোগ করতে হয়। যেমন—ফল দেখে বীজের অনুমান করা হয়ে থাকে এবং বীজ থেকে ফলের সেইরূপ ইহজন্মে ফলভোগের বৈষম্য দেখে পরজন্ম বিষয়ে অনুমান করা হয়ে থাকে।[১]

পুনর্জন্মে যুক্তি প্রমাণ—

তর্করূপ যুক্তি প্রমাণের সাহায্যেও পুনর্জন্মকে সিদ্ধ করা যায়। পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এবং আত্মা এই ছয় ধাতুর সংযোগ হলে যেমন গর্ভের সৃষ্টি হয়, এবং কর্তা ও করণের মধ্যে সংযোগ ঘটলে তারপর যেরূপ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, সেইরূপ কৃতকর্মেরই ফল দেখা যায়, অকৃতকর্মের ফল দেখা যায় না। যেমন বীজ ছাড়া অঙ্কুরের উৎপত্তি হতে পারে না, তেমনি মেনে নিতে হয় যে কর্ম অনুসারেই ফলপ্রাপ্তি হয়ে থাকে। এক ধরণের বীজ থেকে যেরকম অন্য ধরণের শস্যের উৎপত্তি হতে পারে না, তেমনি যুক্তির বিচারে বোঝা যায় যে পূর্বজন্মকৃত শুভ কর্মের ফলে পুত্রলাভ ধনলাভ ইত্যাদি শুভ ফল পাওয়া যায় এবং অশুভ কর্মের ফলে রোগ দারিদ্র্য ইত্যাদি অশুভ ফল লাভ হয়ে থাকে।[২]

পুনর্জন্ম লাভ কি করে হয়—

চরকসংহিতাতে আলোচনা প্রসঙ্গে এই সন্দেহের উল্লেখ করা হয়েছে, কি কারণে আত্মা এক দেহ থেকে অন্য দেহে গমন করে, কিভাবেই বা গমন করে, আর কেমন করে পুনর্জন্ম লাভ হয়।[৩] এই সংশয়ের নিরসনকল্পে যে সমাধান ব্যক্ত করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে রজঃ ও তমঃ

---

১. অত এবানুমীয়তে যৎ স্বকৃতমপরিহার্যমবিনাশি পৌর্ব্বদেহিকং দৈবসংজ্ঞকমানুবন্ধিকং কর্ম্ম। তস্যৈতৎ ফলমিতশ্চান্যদ্ভবিষ্যতীতি ফলাদ্বীজমনুমীয়তে, ফলং চ বীজাৎ।

চ. সূ., ১১.৩১

২. যুক্তিশ্চৈষা ষড়্ধাতুসমুদয়াদ্ গর্ভজন্ম, কর্ত্তৃকরণসংযোগাৎ ক্রিয়া, কৃতস্য কর্ম্মণঃ ফলং নাকৃতস্য, নাঙ্কুরোৎপত্তিরবীজাৎ। কর্ম্মসদৃশং ফলং নান্যস্মাদ্বীজাদন্যস্যোৎপত্তিরিতি যুক্তিঃ।

চ. সূ., ১১.৩২

৩. দেহাৎ কথং দেহমুপৈতি চান্যমাত্মা সদা কৈরনুবধ্যতে চ।।

চ. শা., ২.২৮

গুণের প্রভাবে দোষদুষ্ট মন এবং পূর্বজন্মের বলবৎ কর্ম এই উভয়কেই প্রধানতঃ আত্মার এক দেহ থেকে অন্য দেহে গমনের কারণরূপে গণ্য করা যেতে পারে।[১]

জীবাত্মা ও সূক্ষ্ম চারটি মহাভূত (যথা—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ) পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফলেই একদেহ থেকে অন্য দেহে গমন করে থাকে।[২]

আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি হলে সূক্ষ্ম ভূতচতুষ্টয়ও তার সঙ্গে গমন করে।[৩]

এমন কি চরকসংহিতায় একথাও উল্লেখ করা হয়েছে, পূর্ব্বজন্মকৃত কর্মের ফলেই গর্ভের যে আট প্রকার বিকৃতির কথা বলা হয়েছে, তাও হয়ে থাকে।[৪] এইভাবে পুনর্জন্ম বা প্রেত্যভাব চরকসংহিতায় বর্ণিত মূল বিষয়গুলির মধ্যে স্থান করে নিয়েছে এবং পুনর্জন্মে আস্থা স্থাপন করার পক্ষে পূর্বে বর্ণিত প্রমাণগুলির উপস্থাপনা করা হয়েছে।

---

১. রজস্তমোভ্যাং হি মনোঽনুবদ্ধং জ্ঞানং বিনা তত্র হি সর্ব্বদোষাঃ।
গতিপ্রবৃত্ত্যোস্তু নিমিত্তমুক্তং মনঃ সদোষং বলবচ্চ কর্ম্ম।।

চ. শা., ২.৩৮

২. ভূতৈশ্চতুর্ভিঃ সহিতঃ সুসূক্ষ্মৈর্মনোজবো দেহমুপৈতি দেহাৎ।
কর্ম্মাত্মকত্বান্ন তু তস্য দৃশ্যং দিব্যং বিনা দর্শনমস্তি রূপম্।।

চ. শা., ২.৩১

৩. ভূতানি চত্বারি তু কর্ম্মজানি যান্যাত্মলীনানি বিশন্তি গর্ভম্।
স বীজধর্ম্মা হ্যপরাপরাণি দেহান্তরাণ্যাত্মনি যাতি যাতি।।

চ. শা., ২.৩৫

৪. ইত্যেবমষ্টৌ বিকৃতিপ্রকারাঃ কর্ম্মাত্মকানামুপলক্ষণীয়াঃ।

চ. শা., ২.২১

মোক্ষ

মোক্ষ কাকে বলে—

আলোচনার সূত্রধরে পুর্নজন্মের পরেই আসে মোক্ষ। মোক্ষ লাভ হলে আর পুর্নজন্মের প্রসঙ্গ উঠে না কেননা তখন তার চিরকালীন অবসান ঘটে। এই অবস্থাকেই অপুনর্ভব বলে চরকে নির্দেশ করা হয়েছে।[১]

মোক্ষের স্বরূপ—

ষড়্ধাতুবিশিষ্ট পুরুষের সকলকার্য্যে দুঃখের কারণ হচ্ছে প্রবৃত্তি, আর কর্মে নিবৃত্তি থেকে হয় সকল দুঃখের প্রশমন। এক কথায় বিষয় ভোগে প্রবৃত্তি হচ্ছে দুঃখের কারণ, আর নিবৃত্তি হচ্ছে সুখের কারণ।[২] এরূপ জ্ঞানকেই সত্যজ্ঞান বলা হয়েছে।[৩] চরকসংহিতায় নিবৃত্তিকে মোক্ষের পর্য্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। নিবৃত্তি হচ্ছে অপবর্গ এবং এটাই পরম পুরুষার্থ। এই নিবৃত্তিই হচ্ছে চরমপ্রাপ্তি, এর শান্ত সমাহিতরূপ, এর কোন ক্ষয় নেই বলেই বলা হয় অক্ষয়। একেই ব্রহ্ম এবং মোক্ষ বলা হয়েছে।[৪] পাপরহিত, রজোগুণরহিত, শান্ত অবস্থা হচ্ছে মোক্ষের স্বরূপ একে

---

১. বিয়োগঃ কর্ম্মসংযোগৈরপুনর্ভব উচ্যতে।

চ. শা., ১.১৪২

২. তস্য মূলং সর্বোপপ্লবানাং চ প্রবৃত্তিঃ, নিবৃত্তিরুপরমঃ প্রবৃত্তির্দুঃখং, নিবৃত্তিঃ সুখমিতি।

চ. শা., ৫.৮

৩. যজ্জ্ঞানমুৎপদ্যতে তৎ সত্যম্।

চ. শা. ৫.৮

৪. নিবৃত্তিরপবর্গস্তৎ পরং প্রশান্তং তত্তদক্ষরং তদ্ ব্রহ্ম স মোক্ষঃ।

চ. শা., ৫.১১

ন্যায়দর্শনে দুঃখের থেকে আত্যন্তিক মুক্তিকে অপবর্গ বলা হয়েছে।

"তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ।"

ন্যা. সূ., ১.১.২২

বাৎস্যায়নভাষ্যে এটা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেই জন্মরূপ দুঃখের সঙ্গে জায়মান শরীর প্রভৃতি সর্ব্বদুঃখের থেকে অত্যন্ত বিমুক্তি হল অপবর্গ। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে, এটা কি প্রকারের অর্থাৎ জন্মরূপ দুঃখের থেকে অত্যন্ত বিমুক্তি বলতে কি ধরণের অবস্থা বোঝায়? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, গৃহীত জন্মের ত্যাগ এবং অপর জন্মগ্রহণ না করা, অবধিশূন্য চিরস্থায়ী এই অবস্থাকে অপবর্গ বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন অপবর্গবিদ্গণ। এটা ভয়রহিত, জরারহিত, অমৃত্যুপদপ্রাপ্তি, এতে ব্রহ্ম ও ক্ষেমপ্রাপ্তি হয়ে থাকে।

শ্রেষ্ঠ, অবিনশ্বর, অক্ষয়, অমৃত, ব্রহ্ম, নির্বাণ এবং শান্তি এই সকল পর্য্যায় শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।[১] মোক্ষ হচ্ছে চরম ফল, এটা লাভ করার জন্য যোগ সাধন করতে হয়, এবং মোক্ষাবস্থায় সমস্ত বেদনার নিবৃত্তি হয় বলা হয়েছে। যোগ হল মোক্ষের প্রবর্ত্তক, যোগাবস্থায় এবং মোক্ষাবস্থায় সকল অনুভূতির নিবৃত্তি হয়ে যায়।[২]

মোক্ষলাভ কি করে হয়—

মোক্ষলাভের উপায় সম্বন্ধে চরকসংহিতায় দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, মোক্ষলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তি মোক্ষের উপায় জানার জন্য প্রথমে আচার্যের নিকট গমন করেন এবং আপ্তোপদেশ গ্রহণ করেন। নিয়মমত অগ্নির সেবা করেন অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন এবং ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলন করেন। ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত অর্থ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন। সেই জ্ঞান দ্বারা চিত্তের সংযম হয়। ধর্মশাস্ত্রে যে সকল ক্রিয়া কর্তব্যরূপে বিহিত আছে তা করা, সৎপুরুষের সঙ্গলাভ করা, অসৎপুরুষের বা দুর্জনের সংসর্গ ত্যাগ করা, সত্য বাক্য বলা, সকল ভূতের হিতকর, অপরুষ অনধিক এবং যথাকালে বিবেচনা করে বাক্য বলা, সকল প্রাণীকে নিজের মতো করে দেখা, সকল স্ত্রীলোককে স্মরণ না করা, সংকল্প, প্রার্থনা এবং সম্ভাষণ না করা, বিবাহ প্রভৃতি সকল প্রকার পরিগ্রহণ না করা অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য পালন করা, আচ্ছাদনের জন্য কৌপীন বস্ত্র ধারণ করা ও গৈরিক বসন পরিধান করা, কাঁথা সেলাই এর জন্য ছুঁচ ও ছুঁচ রাখার আধার সংগ্রহ করা, শৌচক্রিয়ার জন্য জল ও কমণ্ডলু ব্যবহার করা, দণ্ডধারণ করা, ভিক্ষার জন্য ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করা, জীবনধারণের জন্য দিনে একবার

"তেন দুঃখেন জন্মনাঽত্যন্তং বিমুক্তিরপবর্গঃ। কথম্? উপাত্তস্য জন্মনো হানমন্যস্য চানুপাদানম্। এতামবস্থামপর্য্যন্তামপবর্গং বেদয়ন্তেঽপবর্গবিদঃ। তদভয়মজরমমৃত্যুপদং ব্রহ্ম ক্ষেমপ্রাপ্তিরিতি।"

বা. ভা., ন্যা. সূ., ১.১.২২

বৈশেষিকদর্শনে বলা হয়েছে, অদৃষ্ট না থাকায়, দেহসংযোগের অভাব হয় বলে ভবিষ্যতে যে পুনর্জন্মের আবির্ভাব হয় না তাকেই মোক্ষ অবস্থা বলে।

"তদ্‌ভাবে সংযোগাভাবোঽপ্রাদুর্ভাবশ্চ মোক্ষঃ।

বৈ. সূ., ৫.২.১৮

তত্ত্বার্থসূত্রে বলা হয়েছে যে বন্ধ, হেত্বভাব, জরাপ্রাপ্তি ও সকল কর্মের থেকে বিশেষভাবে মুক্তি হচ্ছে মোক্ষ।

"বন্ধহেত্বভাবনির্জরাভ্যাং কৃৎস্নকর্মবিপ্রমোক্ষো মোক্ষঃ।" ত. সূ., ১০.২

১. বিপাপং বিরজঃ শান্তং পরমক্ষরমব্যয়ম্।
অমৃতং ব্রহ্ম নির্ব্বাণং পর্য্যায়ৈঃ শান্তিরুচ্যতে।। চ. শা., ৫.২৩

২. যোগে মোক্ষে চ সর্ব্বাসাং বেদনানামবর্ত্তনম্।
মোক্ষে নিবৃত্তির্নিঃশেষা যোগো মোক্ষপ্রবর্ত্তকঃ।। চ. শা., ১.১৩৭

বন্যফলমূলাদি ভক্ষণ করা, শ্রম অপনোদনের জন্য শীর্ণ ও শুষ্ক তৃণপত্রে শয্যা ও উপাধান রচনা করা, ধ্যানের জন্য বদ্ধ যোগাসন করা, বনের মধ্যে গৃহ নির্মাণ না করে প্রকৃতির কোলে বাস করা, তন্দ্রা, নিদ্রা ও আলস্য প্রভৃতি কর্মের পরিত্যাগ করা, ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয়ে অনুরাগ বা উপতাপ নিরুদ্ধ করা, নিদ্রা, স্থিতি, গতি, দৃষ্টি, আহার, বিহার এবং প্রত্যঙ্গ কর্মসমূহে হিত ও অহিত স্মরণ করে প্রবৃত্ত হওয়া, সৎকার, স্তুতি, নিন্দা বা অপমান এই সকল বিষয়ে উদাসীন থাকা, ক্ষুধা, পিপাসা, আয়াস, শ্রম, শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি কষ্ট সহ্য করা; শোক, দৈন্য, দ্বেষ, মদ, মান, লোভ, রূপ, রাগ, ঈর্ষা, ভয় ও ক্রোধ প্রভৃতির দ্বারা বিচলিত না হওয়া ; অহঙ্কার প্রভৃতিকে উপসর্গরূপে জ্ঞান করা ; জগৎ ও পুরুষের সৃষ্টি বিষয়ে সমদৃষ্টি রাখা ; যোগ আরম্ভের সময় মনে কোন খেদ না থাকা ; এবং সেই বিষয়ে মনে নতুন উদ্যম সৃষ্টি করা ; বুদ্ধি এবং ধৃতি ও স্মৃতির বলাধান করা ; এসবই মুক্তি লাভের উপায় বলে চরকসংহিতায় গণ্য করা হয়েছে। এছাড়াও মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযমিত করা ; আত্মার দ্বারা মনকে বশে রাখা ; রস, রক্ত প্রভৃতি ধাতুর ভেদ অনুসারে শরীরে যে সকল অবয়ব আছে সেই বিষয়ে জ্ঞান করা ; যে সকল পদার্থ কোন কারণজাত তারা সকলেই দুঃখপ্রদ তারা আত্মা থেকে পৃথক্ এবং অনিত্য এইরূপ জ্ঞান করা ; সকল বিষয়ে প্রবৃত্তিতে দুঃখ বোধ এবং নিবৃত্তিতে সুখ অনুভব করা এইগুলিকেও মোক্ষলাভের উপায় বলা হয়েছে। আর এর বিপরীতগুলিকে বলা হয়েছে বন্ধের কারণ।[১]

---

১. তত্র মুমুক্ষূণামুদয়নানি ব্যাখ্যাস্যামঃ। তত্র লোকদোষদর্শিনো মুমুক্ষোরাদিত এবাচার্যাভিগমনং, তস্যোপদেশানুষ্ঠানম্ অগ্নেরেবোপচর্য্যা, ধর্মশাস্ত্রানুগমনং, তদর্থাববোধঃ ; তেনাবষ্টম্ভঃ, তত্র যথোক্তাঃ ক্রিয়াঃ। সতামুপাসনম্, অসতাং পরিবর্জ্জনং, অসঙ্গতির্দুর্জ্জনেন, সত্যং সর্ব্বভূতহিতমপরুষমনতিকালে, পরীক্ষ্য বচনং, সর্ব্বপ্রাণিষু চাত্মনীবাবেক্ষা, সর্ব্বাসামস্মরণম্ অসংকল্পনমপ্রার্থনমনভিভাষণঞ্চ স্ত্রীণাং, সর্ব্বপরিগ্রহত্যাগঃ, কৌপীনং প্রচ্ছাদনার্থং ধাতুরাগনিরসনং, কন্থাসীবনহেতোঃ সূচীপিপ্পলকং শৌচাধানতোর্জলকুণ্ডিকা, দণ্ডধারণং, ভৈক্ষচর্যার্থং পাত্রং, প্রাণধারণার্থমেককালমগ্রাম্যো যথোপপন্নোঽভ্যবহারঃ, শ্রমাপনয়নার্থং শীর্ণশুষ্কপর্ণতৃণাস্তরণোপধানং ধ্যানহেতোঃ কায়নিবন্ধনং, বনেষ্বনিকেতবাসঃ তন্দ্রানিদ্রালস্যাদি-কর্ম্মবর্জ্জনং, ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বনুরাগোপতাপনিগ্রহঃ, সুপ্তস্থিতগতপ্রেক্ষিতাহার-বিহার-প্রত্যঙ্গ-চেষ্টাদিকেষ্বারম্ভেষু স্মৃতিপূর্ব্বিকা প্রবৃত্তিঃ সৎকারস্তুতিগর্হাবমানক্ষমত্বং, ক্ষুৎপিপাসায়াসশ্রম-শীতোষ্ণবাতবর্ষাসুখদুঃখসংস্পর্শসহত্বম্। শোকদৈন্যদ্বেষমদমানলোভরাগের্ষ্যাভয়ক্রোধাদিভির-সঞ্চলনম্, অহংকারাদিষূপসর্গসংজ্ঞা। লোকপুরুষয়োঃ স্বর্গাদিসামান্যাবেক্ষণং, কার্যকালাত্যয়ভয়ং, যোগারম্ভে সততমনির্ব্বেদঃ সত্ত্বোৎসাহঃ অপবর্গায় ধীধৃতিস্মৃতিবলাধানং, নিয়মনমিন্দ্রিয়াণাং চেতসি, চেতস আত্মনি, আত্মনশ্চ, ধাতুভেদেন শরীরাবয়বসংখ্যানমভীক্ষ্ণং, সর্ব্বং কারণবদ্ দুঃখমস্বমনিত্যমিত্যভ্যুপগমঃ। সর্ব্বপ্রবৃত্তিষু দুঃখসংজ্ঞা, সর্ব্বসংন্যাসে সুখমিত্যভিনিবেশঃ, এষ মার্গোঽপবর্গায়, অতোঽন্যথা বধ্যতে। চ. শা., ৫.১২

চরকসংহিতার অন্যত্রও অনুরূপ কতকগুলি উপায়ের কথা বলা হয়েছে। যার দ্বারা মোক্ষ লাভ করা যায়।[১]

মোক্ষলাভ হলে কি হয়—

রজঃ ও তমোগুণের প্রভাব নিঃশেষিত হলে, আর প্রবল কর্মসমূহের ক্ষয় হয়ে গেলে, মোক্ষের উদ্ভব হয়।[২]

কারণ থেকে যে সকল বস্তু উৎপন্ন হয় তারা দুঃখদায়ক। এরা আত্মা থেকে ভিন্ন এবং অনিত্য। সেইকারণে উদাসীন আত্মা এদের কর্তা নয়, কিন্তু অজ্ঞানের কারণস্বরূপ। এই অনাত্মভূত বস্তুতে মমতা উৎপন্ন হলে অর্থাৎ এই বস্তুতে মমত্ববুদ্ধি উৎপন্ন হলে, যতদিন না যথার্থবুদ্ধি অর্থাৎ সম্যগ্‌জ্ঞান উৎপন্ন হয় ততদিন এই অজ্ঞানজন্য ভ্রান্তি দূর হয় না। সত্যবুদ্ধি অর্থাৎ সম্যগ্‌জ্ঞান জাগ্রত হলে "এই বস্তু আমি নই" অথবা "এসকল বস্তু আমার নয়" এরূপ জ্ঞান জন্মালে তত্ত্বপুরুষ বস্তুতে আবিষ্ট সমগ্রভাব অতিক্রমণ করে মুক্ত হয়ে যান।[৩] এই মোক্ষরূপ

---

১. সতামুপাসনং সম্যগসতাং পরিবর্জ্জনম্।
ব্রতচর্যোপবাসৌ চ নিয়মাশ্চ পৃথগ্বিধাঃ।।
ধারণং ধর্ম্মশাস্ত্রাণাং বিজ্ঞানং বিজনে রতিঃ।
বিষয়েষ্বরতির্মোক্ষে ব্যবসায়ঃ পরা ধৃতিঃ।।
স্মৃতিঃ সৎসেবনাদ্যৈশ্চ ধৃত্যন্তৈরুপজায়তে।
স্মৃত্যা স্বভাবং ভাবানাং স্মরন্ দুঃখাৎ প্রমুচ্যতে।।

চ. শা., ১.১৪৩, ১৪৪, ১৪৭

২. মোক্ষো রজস্তমোঽভাবাৎ বলবৎকর্ম্মসংক্ষয়াৎ। চ. শা., ১.১৪২

৩. সর্ব্বং কারণবদ্দুঃখমস্বঞ্চানিত্যমেব চ।
ন চাত্মকৃতকং তদ্ধি তত্র চোৎপদ্যতে স্বতা।।
যাবন্নোৎপদ্যতে সত্যা বুদ্ধির্নৈতদহং যয়া।
নৈতন্মমেতি বিজ্ঞায় জ্ঞঃ সর্ব্বমতিবর্ত্ততে।। চ. শা. ১.১৫২-১৫৩

বাৎসায়নভাষ্যে বলা হয়েছে, মহত্ত্বের মতো অর্থাৎ আত্মার পরম মহৎ পরিমাণের মতো আত্মার নিত্যসুখ মোক্ষকালে অনুভূত হয়। সেই অনুভূত নিত্যসুখের সাহায্যে বিমুক্ত আত্মা অত্যন্ত সুখী হয়, এটা কোন সম্প্রদায় স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে প্রমাণের অভাববশতঃ এই মতের উৎপত্তি হয় না। মহত্ত্বের মতো মোক্ষে আত্মার নিত্যসুখ অনুভূত হয়। মোক্ষ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অনুমান প্রমাণ ও আপ্তপ্রমাণ নেই।

"নিত্যং সুখমাত্মানো মহত্ত্ববন্মোক্ষেঽভিব্যজ্যতে, তেনাভিব্যক্তেনাত্যন্তং বিমুক্তঃ সুখী ভবতীতি কেচিন্মন্যন্তে। তেষাং প্রমাণাভাবাদনুপপত্তিঃ। ন প্রত্যক্ষং নানুমানং নাগমো বা বিদ্যতে, নিত্যং সুখমাত্মনো মহত্ত্ববন্মোক্ষেঽভিব্যজ্যত ইতি। বা. ভা., ন্যা. সু. ১.১.২২

চরম সন্ন্যাস উপস্থিত হলে, সুখদুঃখরূপ সকল অনুভূতি নিজ কারণ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়ে যায় এবং অনুভূতি লুপ্ত হওয়ার সঙ্গেই জ্ঞান বিজ্ঞান ধারা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়ে যায়।[১] এই চরম সন্ন্যাস-সকল সুখকর বস্তু সমূহের ত্যাগই-মোক্ষের কারণ।[২] চেতনাধাতুরূপ এই আত্মা ব্রহ্মে বিলীন হয়ে গেলে কোন লিঙ্গের আর উপলব্ধি হয় না অর্থাৎ কোন চিহ্ন বিদ্যমান থাকে না। এটা সকলভাব বিনির্মুক্ত হয়ে পড়ে। ব্রহ্মবিদ্‌গণের অন্তিম গতি হচ্ছে মোক্ষ। কোন লক্ষণ দ্বারা একে জানা যায় না, ইনি হচ্ছেন ব্রহ্ম, অক্ষর। এর যথার্থ জ্ঞান কেবলমাত্র ব্রহ্মবিদ্‌গণেরই হয়ে থাকে। অজ্ঞজন এই অবস্থাকে উপলব্ধি করতে পারে না।[৩]

যে ব্যক্তি নিজের আত্মার মধ্যে সমস্ত জগৎ এবং সমস্ত জগতের মধ্যে নিজের আত্মাকে সমানভাবে দেখেন, সেই ব্যক্তিরই সত্যবুদ্ধি অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞান লাভ হয়। যিনি নিজের আত্মার মধ্যে সমগ্র জগৎ দেখেন, তিনিই (বুঝতে পারেন) কর্মাত্মকত্বহেতু আত্মাই হচ্ছে সুখ দুঃখের কর্তা অন্য কেউ নয়। এজন্য তিনি জন্মকরণসমূহে সংযুক্ত না রেখে 'আমিই সর্বলোক' অর্থাৎ আমার আত্মাই সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত এটা বুঝে মুক্তির পথে অগ্রসর হন।[৪] এটা চরকসংহিতার অন্যত্রও অনুরূপভাবে বলা হয়েছে।[৫] যে পুরুষ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়, তাকে সকল অবস্থায়

---

১. তস্মিংশ্চরমসন্ন্যাসে সমূলাঃ সর্ব্ববেদনাঃ।
সসংজ্ঞাজ্ঞানবিজ্ঞানা নিবৃত্তিং যান্ত্যশেষতঃ।।

চ. শা., ১.১৫৪

২. সর্ব্বসন্ন্যাসঃ সুখানামিতি।

চ. সূ., ২৫.৪০

৩. অতঃ পরং ব্রহ্মভূতো ভূতাত্মা নোপলভ্যতে।
নিঃসৃতঃ সর্ব্বভাবেভ্যশ্চিহ্নং যস্য ন বিদ্যতে।।
গতিঃ ব্রহ্মবিদাং ব্রহ্ম তচ্চাক্ষরমলক্ষণম্।
জ্ঞানং ব্রহ্মবিদাঞ্চাত্র নাজ্ঞস্তজ্‌জ্ঞাতুমর্হতি।।

চ. শা. ১.১৫৫-১৫৬

৪. সর্ব্বলোকমাত্মন্যাত্মানঞ্চ সর্বলোকে সমমনুপশ্যতঃ সত্যা বুদ্ধিঃ সমুৎপদ্যতে। সর্বলোকং হ্যাত্মনি পশ্যতো ভবত্যাত্মৈব সুখদুঃখয়োঃ কর্ত্তা নান্য ইতি। কর্ম্মাত্মকত্বাচ্চ হেত্বাদিভির্যুক্তঃ সর্বলোকোঽহমিতি বিদিত্বা জ্ঞানং পূর্বমুৎথাপ্যতেঽপবর্গায়।

চ. শা., ৫.৭

৫. লোকে বিততমাত্মানং লোকঞ্চাত্মনি পশ্যতঃ।
পরাবরদৃশঃ শান্তির্জ্ঞানমূলা ন নশ্যতি।।

চ. শা., ৫.২০

সমস্তভাবে সর্বদা দেখা যায়। এই ব্রহ্মভূত পুরুষ শুদ্ধরূপে প্রতিষ্ঠিত, অন্য কোন কিছুর সঙ্গে সংযুক্ত হন না।[১]

এই অবস্থায় করণের অভাবে আত্মার সুখ দুঃখ প্রভৃতি কোন লিঙ্গের উপলব্ধি হয় না। সমস্ত করণের পরিত্যাগ জন্য একে 'মুক্ত' বলে গণ্য করা হয়।[২]

মোক্ষ ও যোগের সমন্বয়—

পূর্বেই বলা হয়েছে যে মোক্ষ ও যোগ এই উভয়াবস্থায় সকল অনুভূতির নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ কোন অনুভূতি থাকে না। আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন ও অর্থের পরস্পর সন্নিকর্ষ থেকে সুখ দুঃখের প্রবৃত্তি হয়ে থাকে। কিন্তু এটা আরম্ভ না হলে অর্থাৎ সন্নিকর্ষ না থাকলে মন (আত্মাতে) স্থির ভাবে লগ্ন থাকে। ফলে সুখ দুঃখের নিবৃত্তি হওয়ায় শরীর সহ সেই উভয়ের (অর্থাৎ সুখ ও দুঃখের) উপর বশিত্ব জন্মায়। যোগবিদ্ ঋষিগণ এই অবস্থাকেই অর্থাৎ বশিত্বকেই যোগ বলেছেন।[৩] চিকিৎসাস্থানে মনের সমাধিরূপ জ্ঞানের প্রশংসা করা হয়েছে। সমস্ত প্রাণীর পরলোকে

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও এরূপ কথার উল্লেখ দেখা যায়, যোগী যখন যোগের দ্বারা তাঁর মন স্থির করেন তখন সব বিষয়ে তার সমান দৃষ্টি হয়। তখন তিনি সকল জীবের মধ্যে আত্মাকে এবং আত্মাতে সকল জীবকে দেখতে পান।

"সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ।।

গী., ৬.২৯

১. পশ্যতঃ সর্ব্বভাবান্ হি সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
ব্রহ্মভূতস্য সংযোগো ন শুদ্ধস্যোপপদ্যতে।।

চ. শা., ৫.২১

২. নাত্মনঃ করণাভাবাল্লিঙ্গমপ্যুপলভ্যতে।
স সর্ব্বকরণাযোগান্মুক্ত ইত্যভিধীয়তে।।

চ. শা., ৫.২২

৩. আত্মেন্দ্রিয়মনোঽর্থানাং সন্নিকর্ষাৎ প্রবর্ত্ততে।
সুখদুঃখমনারম্ভাদাত্মস্থে মনসি স্থিরে।।
নিবর্ত্ততে তদুভয়ং বশিত্বং চোপজায়তে।
সশরীরস্য যোগজ্ঞাস্তং যোগমৃষয়ো বিদুঃ।।

চ. শা., ১.১৩৮-১৩৯

এবং ইহলোকে যা শ্রেয় এবং যা মোক্ষের পরম কল্যাণকর, সেই সকলই মন সমাধির দ্বারা লভ্য অর্থাৎ লাভ করা যায়।[১]

যারা মুক্তপুরুষ তারা তত্ত্বস্মৃতিবলকেই[২] মোক্ষের উপায় বলে নির্দেশ করেছেন। বিজ্ঞাতধর্ম, জ্ঞানিগণ ও মুক্তপুরুষগণ স্মৃতিকে যেমন মোক্ষের উপায় বলেছেন যোগিগণও সেইরূপ এই তত্ত্বস্মৃতিকে যোগের শ্রেষ্ঠ পথ বলেছেন।[৩]

কণাদের বৈশেষিকসূত্রেও অনুরূপভাবে বলা হয়েছে যে আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন ও অর্থের সন্নিকর্ষ হলেই সুখ এবং দুঃখ হয়। কর্মের আরম্ভ যদি না হয়, তাহলে এই মন আত্মাতেই সুস্থির হয়ে থাকে। ফলে শরীরে দুঃখের অভাব হয়। একেই যোগ বলে।

"আত্মেন্দ্রিয়মনোঽর্থসন্নিকর্ষাৎ সুখদুঃখে। তদনারম্ভ আত্মস্থে মনসি, শরীরস্য দুঃখাভাবঃ স যোগঃ।" বৈ. সূ., ৫.২.১৫-১৬

যোগদর্শনে চিত্তবৃত্তির নিরোধের নাম যে যোগ এটা বলা হয়েছে। "যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ।" যো. সূ., ১.২

তত্ত্বার্থসূত্রে বলা হয়েছে যে, কায়, বাক্ ও মনের যে কর্ম তাই হল যোগ।

"কায়বাঙ্‌মনস্কর্ম যোগঃ।" ত. সূ., ৬.১

১. প্রেত্য চেহ চ যচ্ছ্রেয়ঃ শ্রেয়ো মোক্ষে চ যৎ পরম্।
মনঃসমাধৌ তৎ সর্বমায়ত্তং সর্বদেহিনাম্।। চ. চি., ২৪.৫২

২. চরকসংহিতায় আটটি কারণের সাহায্যে স্মৃতি উৎপন্ন হয় বলা হয়েছে। নিমিত্তগ্রহণ, রূপগ্রহণ, সাদৃশ্যগ্রহণ, অসাদৃশ্যগ্রহণ, মনের অনুবন্ধ, অভ্যাস, জ্ঞানযোগ ও পুনঃশ্রবণ থেকে দৃষ্ট, শ্রুত, অনুভূত বিষয়ের যে স্মরণ হয়, তাকেই স্মৃতি বলে।

বক্ষ্যন্তে কারণান্যষ্টৌ স্মৃতির্যৈরুপজায়তে।
নিমিত্তরূপগ্রহণাৎ সাদৃশ্যাৎ সবিপর্য্যয়াৎ।।
সত্ত্বানুবন্ধাদভ্যাসাজ্ জ্ঞানযোগাৎ পুনঃ শ্রুতাৎ।
দৃষ্টশ্রুতানুভূতানাং স্মরণাৎ স্মৃতিরুচ্যতে।।

চ. শা., ১.১৪৮-১৪৯

৩. এতৎ তদেকময়নং মুক্তৈর্মোক্ষস্য দর্শিতম্।
তত্ত্বস্মৃতিবলং, যেন গতা ন পুনরাগতাঃ।।
অয়নং পুনরাখ্যাতমেতদ্যোগস্য যোগিভিঃ।
সংখ্যাতধর্মৈঃ সাংখ্যৈশ্চ মুক্তৈর্মোক্ষস্য চায়নম্।।

চ. শা., ১.১৫০-১৫১

বৈশেষিকদর্শনে আত্মকর্ম্ম হলে মোক্ষ লাভ হয়ে থাকে এরূপ বলা হয়েছে।

"আত্মকর্ম্মসু মোক্ষো ব্যাখ্যাতঃ।" বৈ. সূ., ৬.২.১৬

পুরুষ ও প্রকৃতি

পুরুষের সংজ্ঞা অর্থাৎ পুরুষ কাকে বলে—

চরকসংহিতার সূত্রস্থানের প্রথম অধ্যায়ে শরীর, মন ও আত্মার মিলিতরূপই হচ্ছে পুরুষ-এটা বলা হয়েছে। একটি ছোট উপমার সাহায্যে বোঝানো হয়েছে যে, তিনটি দণ্ডের সংযোগের ফলে যেমন ত্রিদণ্ড প্রস্তুত হয়, যার উপর সব কিছু রাখা যায়, অনুরূপভাবে শরীর, মন ও আত্মার সম্মিলনের ফলে গঠিত যে পুরুষ সেই পুরুষেতেই সুখ, দুঃখ, বিষয়, বাসনা, জ্ঞান, অজ্ঞান, সবকিছু বর্তমান থাকে। এই পুরুষ চেতন আত্মার সম্মিলনে গঠিত হওয়ায় চেতন এবং সুখ দুঃখ প্রভৃতি সবকিছুর আধার। এই তিনটি যতদিন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়, ততদিন লোক জীবিত থাকে অর্থাৎ এই তিনটির সম্মিলনকেই চরকসংহিতায় জীবন বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। চেতন এই পুরুষকে লক্ষ্য করেই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের যা কিছু উপদেশ।[১] চেতন শব্দের

---

১. সত্ত্বমাত্মা শরীরঞ্চ ত্রয়মেতত্ত্রিদন্ডবৎ।
লোকস্তিষ্ঠতি সংযোগাৎ তত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।।
স পুমাংশ্চেতনং তচ্চ তচ্চাধিকরণং স্মৃতম্।
বেদস্যাস্য, তদর্থং হি বেদোऽয়ং সম্প্রকাশিতঃ।।

চ. সূ., ১. ৪৬-৪৭

কঠোপনিষদে বলা হয়েছে যে, মহৎ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ থেকে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত থেকে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পুরুষ থেকে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই। এই পুরুষই হচ্ছে সকলের পরাকাষ্ঠা ও পরমগতি।

"মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।।"

কঠ. উ., ১.৩.১১

সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে বলা হয়েছে পুরুষ শরীর প্রভৃতির ব্যতিরিক্ত।

"শরীরাদিব্যতিরিক্তঃ পুমান্।।" সা. প্র. সূ., ১.১৩৯

সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে শরীরাদি প্রকৃতি পর্যন্ত যে চতুর্বিংশতি তত্ত্বাত্মক বস্তু আছে, তার অতিরিক্ত পদার্থ হচ্ছে পুরুষ। সেই পুরুষ ভোক্তা অর্থাৎ সকলের দ্রষ্টা।

"শরীরাদিপ্রকৃত্যন্তং যচ্চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাত্মকং বস্তু ততোऽতিরিক্তঃ পুমান্ ভোক্তেত্যর্থঃ। ভোক্তৃত্বং চ দ্রষ্টৃত্বমিতি। সা. প্র. ভা., সা. প্র. সূ., ১.১৩৯

পাতঞ্জলভাষ্যেও পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ বলা হয়েছে।

"চিতিরেব পুরুষঃ।" ব্যা. ভা., যো. সূ., ১.৯

ব্যাখ্যা করতে গিয়ে টীকাকার চক্রপাণিদত্ত তার আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় চেতনাকে জ্ঞানবান্ বলে উল্লেখ করেছেন।[১]

পুরুষের উৎপত্তি কোথা থেকে হল, এই বিষয়ে নানামত—

চরকসংহিতায় পুরুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানামুনির নানা মত দেখা যায়। প্রথমতঃ—বলা হয়েছে যে, আত্মা পুরুষের এবং তার রোগের কারণ বলে, আত্মা থেকে পুরুষের উদ্ভব। এই পুরুষই যাবতীয় কর্ম করে এবং কর্মের ফল সেইই ভোগ করে। চৈতন্যস্বরূপ আত্মার সম্মিলন না হলে পুরুষের সুখ দুঃখের প্রবৃত্তি সম্ভব হত না।[২]

দ্বিতীয়তঃ—শরীর না থাকলে শরীর ধারণকারীদের রোগ সমূহের এবং মনের স্থিতিও সম্ভব হত না। দেখা যায় রস থেকেই প্রাণী ও তাদের রোগসমূহ উৎপন্ন হয়ে থাকে। আবার জল থেকে ঐ রস উৎপন্ন হয়। অতএব জল থেকেই পুরুষের ও রোগসমূহের উৎপত্তি।[৩]

তৃতীয়তঃ—পুরুষকে ষড়্‌ধাতুজ বলা হলেও মাতাপিতা ছাড়া পুরুষের উৎপত্তি সম্ভব নয়। এটি একটি উদাহরণের সাহায্যে চরকসংহিতায় বোঝানো হয়েছে। যেমন—পুরুষ থেকে পুরুষ, গো থেকে গো এবং অশ্ব থেকে অশ্ব জন্মায়, সেইরূপ মাতাপিতা থেকেই পুরুষের সেই সকল রোগের উদ্ভব এবং মাতাপিতাই রোগ সমূহের কারণ।[৪]

---

১. চেতনমিতি জ্ঞানবৎ।

আ. দী., চ. সূ., ১, পৃ.-৪৮, প. ২৯

২. আত্মজঃ পুরুষো রোগাশ্চাত্মজাঃ কারণং হি সঃ।।
স চিনোত্যুপভুঙ্‌ক্তে চ কর্ম্ম কর্ম্মফলানি চ।
ন হ্যৃতে চেতনাধাতোঃ প্রবৃত্তিঃ সুখদুঃখয়োঃ।।

চ. সূ., ২৫. ৮-৯

৩. নর্তে শরীরাচ্ছারীররোগা ন মনসঃ স্থিতিঃ।।
রসজানি তু ভূতানি ব্যাধয়শ্চ পৃথগ্‌বিধাঃ।
আপো হি রসবত্যস্তাঃ স্মৃতা নির্বৃত্তিহেতবঃ।।

চ. সূ., ২৫. ১২-১৩

৪. কস্মান্মাতাপিতৃভ্যাং হি বিনা ষড়্‌ধাতুজো ভবেৎ।।
পুরুষঃ পুরুষাদ্ গৌর্গোরশ্বাদশ্বঃ প্রজায়তে।
মাতাপিতৃভবাশ্চোক্তা রোগাস্তাবত্র কারণম্।।

চ. সূ., ২৫. ১৬-১৭

চতুর্থতঃ—কর্ম থেকেই পুরুষের উদ্ভব। যদি পুরুষের উৎপত্তির কারণ কেবলমাত্র মাতাপিতা হত, তাহলে অন্ধ পিতামাতা থেকে অন্ধপুত্র জন্মগ্রহণ করত, কিন্তু বস্তুতঃ এর বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। অতএব পিতামাতা পুরুষের উৎপত্তির কারণ নয়। পূর্ব্বজন্মার্জিত কর্মকে এক্ষেত্রে কারণ বলা হয়েছে। প্রাক্তন কর্ম ছাড়া পুরুষ এবং তার রোগের উৎপত্তি সম্ভব নয়।[১]

চরকসংহিতার শারীরস্থানে কর্ম থেকে যে পুরুষের উৎপত্তি তাও দেখানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যেহেতু পরমাত্মা অনাদি, অতএব তাকে কোন কিছুর উৎপত্তির কারণ বলা চলে না। মোহ, ইচ্ছা ও দ্বেষকৃতকর্ম্ম থেকেই রাশিসংজ্ঞক পুরুষ উৎপন্ন হয়।[২]

পঞ্চমতঃ—স্বভাব থেকেই পুরুষের উৎপত্তি, পূর্বযুক্তি খণ্ডন করতে গিয়ে নূতন মতবাদের সূত্রপাত। যেহেতু কর্তা ছাড়া কর্ম হয় না, জন্মাল যে পুরুষ সে কর্ম করেনি, অথচ অকৃতকর্মের ফল থেকে পুরুষের জন্ম এই কথা মানা যায় না। পুরুষ ও রোগসমূহের উৎপত্তির কারণরূপে তাই স্বীকার করে নিতে হত স্বভাবকে। যেমন সৃষ্টির প্রথমে ক্ষিতি, অপ্, মরুৎ ও তেজ এই

---

১. নহ্যন্ধোঽন্ধাৎ প্রজায়তে।
মাতাপিত্রোরপি চ তে প্রাগুৎপত্তির্ন যুজ্যতে।।
কর্মজস্তু মতো জন্তুঃ কর্ম্মজাস্তস্য চাময়াঃ।
নহ্যতে কর্ম্মণো জন্ম রোগাণাং পুরুষস্য বা।।

চ. সূ., ২৫. ১৮-১৯

২. প্রভবো ন হ্যনাদিত্বাদ্বিদ্যতে পরমাত্মনঃ।
পুরুষো রাশিসংজ্ঞস্তু মোহেচ্ছাদ্বেষকর্ম্মজঃ।।

চ. শা., ১. ৫৩

মোহ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও কর্ম প্রবৃত্তির মূল। সেই মোহাদি থেকেই অহঙ্কার, সঙ্গ, সংশয়, অভিসংপ্লব, অভ্যবপাত, বিপ্রত্যয়, বিশেষ ও অনুপায় উপস্থিত হয়। চরকসংহিতায় এটি একটি উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হয়েছে। যেমন তরুণ বৃক্ষকে অতি বিশাল শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষ অভিভব করে উত্থিত হয়, সেইরূপ এই সকল অহঙ্কারাদিও পুরুষকে অভিভব করে বর্ধিত হয়। সেই অহঙ্কার প্রভৃতির দ্বারা পুরুষ অভিভূত হয়ে জন্মকে অতিক্রম করতে পারে না।

"মোহেচ্ছাদ্বেষকর্ম্মমূলা প্রবৃত্তিস্তজ্জা হ্যহঙ্কারসঙ্গসংশয়াভিসংপ্লবাভ্যবপাতবিপ্রত্যয়াবিশেষানুপায়াঃ। তরুণমিব দ্রুমমতিবিপুলশাখাস্তরবোঽভিভূয় পুরুষমবতত্যৈবোত্তিষ্ঠন্তে, যৈরভিভূতো ন সত্তামতিবর্ত্ততে।"

চ. শা., ৫.১০

সকল পদার্থের যথাক্রমে খরত্ব, দ্রবত্ব, চলত্ব ও উষ্ণত্ব প্রভৃতি গুণগুলি স্বভাব থেকে উৎপন্ন হয়। সেইরূপ পুরুষ এবং রোগ উভয়ই স্বভাব থেকে জন্মায়।[১]

ষষ্ঠতঃ—অপর একটি মতানুসারে প্রজাপতি হচ্ছে পুরুষের উৎপত্তির কারণ। পঞ্চম মতের খণ্ডন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে সকল পদার্থের সিদ্ধি বা অসিদ্ধি যদি স্বভাব থেকে হত তাহলে কর্মের ফল সম্ভব হত না। অতএব স্বভাব পুরুষ এবং রোগের উৎপত্তির কারণ নয়। পুরুষ এবং রোগসমূহের সৃষ্টিকর্তাই হচ্ছেন এই চেতন ও অচেতন জগতের এবং সুখ দুঃখের স্রষ্টা। তিনি হলেন অপরিমিত সংকল্প বিশিষ্ট ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতি।[২]

সপ্তমতঃ—অন্য একটি মতানুসারে কাল থেকে পুরুষের উদ্ভব হয়ে থাকে। ষষ্ঠ মতের আলোচনায় বলা হয়েছে যে, প্রজাপতি প্রজাহিতৈষী এবং তিনি অসাধুর মতো নিজের পুত্রগণকে দুঃখভাগী করেন না, সেইজন্য প্রজাপতিকে পুরুষ এবং রোগসমূহের স্রষ্টা বলা উচিত নয়। সমুদয় জগৎ কালের বশীভূত এবং কালই সর্বত্র কারণরূপে বিদ্যমান। কালকেই পুরুষ এবং রোগ সমূহের উৎপত্তির কারণ বলা চলে।[৩]

---

১. কর্ত্তা পূর্ব্বং হি কর্ম্মণঃ।
দৃষ্টং ন চাকৃতং কর্ম্ম যস্য স্যাৎ পুরুষঃ ফলম্।।
ভাবহেতুঃ স্বভাবস্তু ব্যাধীনাং পুরুষস্য চ।
খরদ্রবচলোষ্ণত্বং তেজোঽন্তানাং যথৈব হি।। চ. সূ., ২৫. ২০-২১

২. ন হ্যারম্ভফলং ভবেৎ।
ভবেৎ স্বভাবাদ্ ভাবানামসিদ্ধিঃ সিদ্ধিরেব বা।।
স্রষ্টা ত্বমিতসংকল্পো ব্রহ্মাপত্যং প্রজাপতিঃ।
চেতনাচেতনস্যায়ং জগতঃ সুখদুঃখয়োঃ।। চ. সূ., ২৫. ২২-২৩

৩. ন হ্যপত্যং প্রজাপতিঃ।
প্রজাহিতৈষী সততং দুঃখৈর্যুঞ্জ্যাদসাধুবৎ।।
কালজস্ত্বেব পুরুষঃ কালজাস্তস্য চাময়াঃ।
জগৎ কালবশং সর্ব্বং কালঃ সর্ব্বত্র কারণম্।। চ. সূ., ২৫. ২৪-২৫

তৈত্তিরীয়োপনিষদে বর্ণিত আর একটি মতবাদের সারাংশরূপে অন্ন থেকে পুরুষের উদ্ভব বলা হয়েছে। সেখানে পুরুষের উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আত্মা থেকে আকাশ, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী, পৃথিবী থেকে ওষধিসমূহ, ওষধিসমূহ থেকে অন্ন এবং অন্ন থেকে পুরুষের সৃষ্টি হয়। অতএব এই পুরুষ অন্নরসের পরিণাম বলেই প্রসিদ্ধ।

"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী, পৃথিবী ওষধয়ঃ, ওষধীভ্যোঽন্নম্, অন্নাৎ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ।"
তৈত্তি. উ., ২.১.৩

পুরুষের স্বরূপ—

যে পুরুষ অনাদি তা হচ্ছে নিত্য। যেমন যে পদার্থকে সৎ বলে স্বীকার করা হয়েছে অর্থাৎ ভাবরূপে প্রতিপন্ন, কিন্তু কারণোদ্ভূত নয় অর্থাৎ কোন কারণ থেকে যার সৃষ্টি হয়নি তাকেই আমরা নিত্য বলে জানি। কিন্তু যে পুরুষের উৎপত্তি আছে, অর্থাৎ যে পুরুষের উদ্ভব হয়েছে কোন কারণ থেকে, সেই পুরুষকে স্বরূপে অনিত্য বলে মেনে নিতে হয়। যেমন—ঘটপট প্রভৃতি উৎপত্তিধর্মা দ্রব্যগুলি যে অনিত্য তা অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়। সেইরকম উৎপত্তিধর্মা এই পুরুষ অনিত্য বলে নিত্য আত্মার সঙ্গে এর ভেদ পরিস্ফুট। নিত্য আত্মার স্বরূপ হচ্ছে বিভু, অব্যয়, ক্ষেত্রজ্ঞ, শাশ্বত, অব্যক্ত ও অচিন্ত্য। এখানে অব্যক্ত বলতে যা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে গ্রহণ করা যায় সেইগুলি ভিন্ন যা কিছু অতীন্দ্রিয় লিঙ্গ গ্রাহ্য, তাকেই আমরা বুঝি।[১]

কিন্তু ব্যক্ত পুরুষকে বুঝতে গেলে অনাদি অব্যক্ত পুরুষ থেকে এর ভেদ কোথায়? অব্যক্ত থেকে এই পুরুষ কিভাবে ব্যক্ত হল, সেটাও তো জানা দরকার। অনাদি পুরুষের স্বরূপ হচ্ছে

---

১. অনাদিঃ পুরুষো নিত্যো বিপরীতস্তু হেতুজঃ।
সদকারণবন্নিত্যং দৃষ্টং হেতুজমন্যথা।।
তদেব ভাবাদগ্রাহ্যং নিত্যত্বং ন কুতশ্চন।
ভাবাজ্জ্ঞেয়ং তদব্যক্তমচিন্ত্যং ব্যক্তমন্যথা।।
অব্যক্তমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞঃ শাশ্বতো বিভুরব্যয়ঃ।
তস্মাদ্ যদন্যৎ তদ্ব্যক্তং, বক্ষ্যতে চাপরং দ্বয়ম্।।
ব্যক্তমৈন্দ্রিয়কঞ্চৈব গৃহ্যতে তদ্ যদিন্দ্রিয়ৈঃ।
অতোঽন্যৎ পুনরব্যক্তং লিঙ্গগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।।

চ. শা., ১. ৫৯-৬২

মুণ্ডকোপনিষদে পুরুষের স্বরূপ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, দ্যুতিমান, সকল মূর্তি বিবর্জিত এই পুরুষ অন্তরে ও বাহিরে বিরাজমান, জন্মরহিত, প্রাণশূন্য ও মনোহীন বলে শুদ্ধ এবং সেই কারণে তিনি অক্ষর থেকেও শ্রেষ্ঠ।

"দিব্যো হ্যমূর্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।।

মু. উ., ২.১.২

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা এটিকে ধরা যায় না। চিন্তা দ্বারাও এর যথার্থস্বরূপ বোঝা যায় না, এবং এর বিকার বা পরিণাম কোন রকমেই সম্ভবপর নহে।

"অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।।"

গী., ২.২৫

সৎ, অহেতুক এবং নিত্যধর্মবিশিষ্ট। আর হেতুজ কারণোদ্ভূত পুরুষ হল অসৎ, হেতুজন্য ও অনিত্য। অব্যক্ত থেকে ব্যক্তের সংক্রমণ কিভাবে হয় তা জানতে হলে গোটা প্রক্রিয়াটা একটু ভেবে দেখতে হয়। অব্যক্ত থেকে বুদ্ধির জন্ম হয়, আর এই বুদ্ধির সাহায্যেই অব্যক্ত নিজেকে মনে করে 'আমি কর্তা'। সেজন্য বলা হয়েছে বুদ্ধি থেকে আসে অহঙ্কার, আর অহঙ্কার থেকেই হয়ে থাকে আকাশ প্রভৃতি পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি। এইভাবে পুরুষ সর্বাঙ্গ সুন্দর হলে তাকে জাত বা অভ্যুদিত বলা হয়। প্রলয়কালে কিন্তু পুরুষ এইসকল ইষ্টভাব থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়েন। এইভাবেই পুরুষ অব্যক্ততা থেকে ব্যক্ত হন এবং ব্যক্ততা থেকে আবার প্রলয়ে অব্যক্ততায় বিলীন হয়ে যান। রজঃ ও তমোগুণে সংযুক্ত হওয়ার ফলে পুরুষের জন্ম ও মৃত্যু রথের চাকার সংক্রমণের মতো পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হতে থাকে। যাঁরা রজঃ ও তমোযুক্ত দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন এবং অহঙ্কাররূপ মোহে আবিষ্ট হন, তাঁদেরই জন্ম ও মৃত্যু বারংবার হতে থাকে। কিন্তু যাঁরা অনাসক্ত এবং অহঙ্কার বুদ্ধিশূন্য তাঁদের এইরূপ বারংবার জন্ম ও মৃত্যু হয় না, তাঁরাই মুক্তি লাভ করে থাকেন।[১]

রজঃ ও তমোগুণের সঙ্গে পুরুষের সংযুক্তি ঘটলে এই সংযোগ হয় অনন্তপ্রকার এবং এদের দ্বারা পুরুষ নিরাকৃত হলে একমাত্র সত্ত্ববুদ্ধি দ্বারাই এই সংযোগের নিবৃত্তি হতে পারে। অর্থাৎ রজঃ ও তমোগুণের সংযোগ হলে চতুর্বিংশতি পুরুষের সৃষ্টি হয় এবং এই সংযোগের অভাব ঘটলে সত্ত্ববুদ্ধি দ্বারাই পুরুষের মুক্তি হয়ে থাকে। কর্ম ও তার ফল এই পুরুষেতেই প্রতিষ্ঠিত এবং জ্ঞানও এই পুরুষেতে আশ্রিত হয়ে থাকে। মোহ, মমতা, সুখ, দুঃখ এবং জীবনমরণ সবকিছুই এই পুরুষেতেই প্রতিষ্ঠিত। যে চিকিৎসক, পুরুষের এই সকল তত্ত্ব বুঝতে পারেন, জীবন ও মরণ, শরীর পরম্পরা, তাৎকালিক ও নৈষ্ঠিক চিকিৎসা প্রভৃতি সমস্ত বিষয় সম্পর্কে তিনিই যথার্থরূপে জানতে পারেন। যদি পুরুষ না থাকত তাহলে আলোক, অন্ধকার,

---

১. জায়তে বুদ্ধিরব্যক্তাদ্ বুদ্ধ্যাঽহমিতি মন্যতে।
পরং খাদীন্যহঙ্কারাদুৎপদ্যন্তে যথাক্রমম্।।
ততঃ সম্পূর্ণসর্ব্বাঙ্গো জাতোঽভ্যুদিত উচ্যতে।
পুরুষঃ প্রলয়ে চেষ্টৈঃ পুনর্ভাবৈর্বিযুজ্যতে।।
অব্যক্তাদ্ব্যক্ততাং যাতি ব্যক্তাদব্যক্ততাং পুনঃ।
রজস্তমোভ্যামাবিষ্টশ্চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে।।
যেষাং দ্বন্দ্বে পরা সক্তিরহঙ্কারপরাশ্চ যে।
উদয়প্রলয়ৌ তেষাং ন তেষাং যে ত্বতোঽন্যথা।।

চ. শা., ১. ৬৬-৬৯

সত্য, মিথ্যা, বেদ, শুভাশুভকর্ম, কর্তা, বেদিতা প্রভৃতি কিছুই থাকত না। এইজন্যই কারণজ্ঞ ব্যক্তিগণ পুরুষকে কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।[১]

---

১. রজস্তমোভ্যাং যুক্তস্য সংযোগোঽয়মনন্তবান্।
তাভ্যাং নিরাকৃতাভ্যান্তু সত্ত্ববৃদ্ধ্যা নিবর্ত্ততে।।
অত্র কর্ম ফলঞ্চাত্র জ্ঞানঞ্চাত্র প্রতিষ্ঠিতম্।
অত্র মোহঃ সুখং দুঃখং জীবিতং মরণং স্বতা।।
এবং যো বেদ তত্ত্বেন স বেদ প্রলয়োদয়ৌ।
পারম্পর্য্যং চিকিৎসাং চ জ্ঞাতব্যং যচ্চ কিঞ্চন।।
ভাস্তমঃ সত্যমনৃতং বেদাঃ কর্ম্ম শুভাশুভম্।
ন স্যুঃ কর্ত্তা চ বোদ্ধা চ পুরুষো ন ভবেদ্যদি।।
নাশ্রয়ো ন সুখং নার্ত্তির্ন..............................।
....
কারণং পুরুষস্তস্মাৎ কারণজ্ঞৈরুদাহৃতঃ।।

চ. শা., ১. ৩৬-৪১

সাংখ্যকারিকায় কিন্তু বলা হয়েছে যে ত্রিগুণাদি অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিপরীত, অত্রিগুণত্বাদি ধর্ম্ম ও হেতুবশতঃ পুরুষ হচ্ছেন সাক্ষী, অর্থাৎ দুঃখ প্রভৃতি ছাড়া নিত্যমুক্ত, উদাসীন, দ্রষ্টা ও অকর্ত্তা।

"তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য।
কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃত্বমকর্ত্তৃভাবশ্চ।। সা. কা., ১৯

সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে কিন্তু বলা হয়েছে পুরুষ জন্ম প্রভৃতি ব্যবস্থার জন্য বহু।

"জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্।" সা. প্র. সূ., ১.১৪৯

সাংখ্যপ্রবচনসূত্রের ভাষ্যে বলা হয়েছে যে, পুরুষ যদি অনেক না হত তাহলে কেউ স্বর্গে, কেউ নরকে এবং কারও বা মুক্তি লাভ এইরূপ পৃথক্‌ভাবে দেখা যেত না। এখানে জন্ম ও মরণ শব্দের অর্থ উৎপত্তি বা বিনাশ নয়, কারণ পুরুষের উৎপত্তি ও বিনাশ সম্ভব নয়। কিন্তু তার জন্ম-মরণ আছে। অপূর্ব দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সঙ্গে সংযোগ ও বিয়োগই পুরুষের জন্ম-ও মরণ। যখন দেহ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে পুরুষের সংযোগ হয় তখন তাকে জন্ম এবং যখন ঐ সংযোগের অভাব হয় তখন তাকে মরণ বলা হয়। ভোগ ও ভোগের অভাবই জন্ম-মরণের নিয়ামক, অর্থাৎ পুরুষ যখন ভোগ করে তখন তা জন্ম আর যখন তার ভোগ থাকে না তখন সেই অবস্থাকে মরণ বলা হয়। পুরুষের জন্মাদিব্যবস্থা কি করে সম্ভবপর হতে পারে এই আলোচনায় শ্রুতি বলেছেন যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণাত্রয়াত্মিকা প্রকৃতি 'একা' হলেও অনেক প্রজাসৃষ্টি করে থাকেন তিনি। যখন পুরুষ এই প্রকৃতির সেবা করেন, তখন তিনি জন্য বলে প্রতীত হন, অন্যথায় তাঁকে অজ বলা হয়। যারা এইরূপে প্রকৃতি পুরুষ ও জন্ম-মরণ প্রভৃতি জানতে পারে, তারা অমৃতত্ব লাভ করে। আর যারা তা জানে না তারা কেবল দুঃখ ভোগ করে থাকে।

প্রকৃতি প্রভৃতির সঙ্গে পুরুষের সংযোগ হলে সুখ দুঃখ প্রভৃতির বিশেষ ভাব দেখা যায়। যে পুরুষে সুখ দুঃখ প্রভৃতি বেদনা সব সময় বিদ্যমান থাকে, বেদনাকৃত সেই বিশেষভাব পুরুষেতেই দেখা যায়।[১]

তুলনীয়—'শ্রুতিস্মৃতিব্যবস্থায়া বিভাগস্যান্যথানুপপত্ত্যা পুরুষা বহব ইত্যর্থঃ। জন্মমরণে চাত্র নোৎপত্তিবিনাশৌ পুরুষনিষ্ঠত্বাভাবাৎ। কিন্তু পূর্ব্বদেহেন্দ্রিয়াদিসঙ্ঘাতবিশেষণ সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ ভোগতদভাবনিয়ামকাবিতি। জন্মাদিব্যবস্থায়াং চ শ্রুতিঃ। "অজামেকাং লোহিত-শুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামমোঽন্যঃ।" যে তদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি ইত্যাদিরিতি।'

সা. প্র. ভা., সা. প্র. সূ., ১.১৪৯

১. সংযোগপুরুষস্যেষ্টো বিশেষো বেদনাকৃতঃ।
বেদনা যত্র নিয়তা বিশেষস্তত্র তৎকৃতঃ।।

চ. শা., ১.৮৫

সাংখ্যকারিকায় বলা হয়েছে, যেমন পুরুষ ব্যতিরেকে প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধ্যাদির জ্ঞান হয় না, সেইরূপ প্রকৃতি ছাড়া পুরুষের মুক্তি হয় না। অতএব খঞ্জ ও অন্ধ ব্যক্তির মতো পরস্পরের অপেক্ষা থাকায় পরস্পর সংযোগ হয়। এই সংযোগের ফলেই মহৎ প্রভৃতি কার্য্যবর্গের সৃষ্টি হয়।

"পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যর্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ।।

সা. কা., ২১

সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে ব্যবস্থাদিজন্য পুরুষ বহু বলা হয়েছে।

"পুরুষবহুত্বং ব্যবস্থাতঃ।"

সা. প্র. সূ., ৬.৪৫

সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে বলা হয়েছে যে, অমুক্ত পুরুষে প্রকৃতির সংসর্গ থাকে এবং মুক্ত পুরুষে প্রকৃতির বিরাম লক্ষ্য করা যায়। যে মতে পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করা হয়ে থাকে, সেস্থলে এটি সঙ্গত হতে পারে। কিন্তু অদ্বৈতশ্রুতিতে আত্মার বা পুরুষের বহুত্ব বাধিত হয়েছে। সে মতে তো এই নিয়ম প্রযোজ্য হতে পারে না। এই আশঙ্কায় বলেছেন—"যাঁরা তত্ত্বজ্ঞানী তাঁরাই অমৃতত্ব লাভ করেন। তাছাড়া সকলেই দুঃখ ভোগ করে।" এইজন্য যেখানে পুরুষের বন্ধ মোক্ষের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে সেখানে পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ। যদি পুরুষ বহু না হয় তাহলে কেহ অমৃতত্ব লাভ করবে আর অন্যেরা দুঃখ পেতে থাকবে। এইভাবেই দুটি বিপরীত অবস্থার সামঞ্জস্য করা হয়েছে—

"নন্বিয়ং ব্যবস্থা তদা ঘটেত যদি পুরুষ বহুত্বং স্যাৎ তদেব ত্বাত্মাদ্বৈতশ্রুতিবাধিত-মিত্যাশঙ্ক্যাহ। যে তদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তীত্যাদিশ্রুত্যুক্তবন্ধমোক্ষব্যবস্থাত এব পুরুষবহুত্বং সিদ্ধ্যতীত্যর্থঃ।"

সা. প্র. ভা., সা. প্র. সূ., ৬.৪৫

পুরুষ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ—

চরকসংহিতায় পুরুষ সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মতবাদ দেখা যায়, কোথাও বলা হয়েছে চতুর্বিংশতি পুরুষ, কোথাও বা ষড়ধাতু পুরুষ এবং কোথাও বা পুরুষ একপ্রকার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন চরকসংহিতার জল্পকল্পতরুটীকায় এই কথাই বলা হয়েছে।[১]

ধাতুভেদের পরিকল্পনা অনুসারে পুরুষকে চব্বিশ প্রকার বলা হয়েছে চরকসংহিতায়। মনঃ, দশটি ইন্দ্রিয়, পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের অর্থ এবং আটটি ধাতু বিশিষ্ট প্রকৃতি।[২] এই চব্বিশ প্রকার ধাতুর সমবায়কে চতুর্বিংশতিক পুরুষ[৩] বা রাশিপুরুষ বলা হয়েছে।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ পাঁচটি বুদ্ধীন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, মনঃ এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থ এই ষোলটিকে প্রকৃতির

মহাভারতের শান্তিপর্বে প্রকৃতি হচ্ছেন সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের কর্ত্তৃরূপে 'বিশ্ব' আর তদ্ভিন্ন নিষ্কল পুরুষ হচ্ছেন অবিশ্ব। তাই সাংখ্যচার্য্যেরা প্রকৃতি ও পুরুষরূপ মিথুনকেই বিশ্বাবিশ্বরূপে দেখেন এটিই বলা হয়েছে।

"ত্রিগুণং গুণকর্ত্তৃত্বাদ্বিশ্বোঽন্যো নিষ্কলস্তথা।
বিশ্বাবিশ্বেতি মিথুনমেবমেবানুদৃশ্যতে।।"

মহা. শান্তি., ৩০৮.৩৮

১. ষড়ধাতুক একধাতুকশ্চতুর্ব্বিংশতিধাতুকশ্চেতি ধাতুভেদেন ত্রিবিধঃ পুরুষো ভবতীতি জ্ঞাপয়িতুং প্রথমং ষড়্ধাতুকং বিবৃণোতি।

জ. ক., চ. শা., ১, পৃ. ১৭৪৬, প. ১৯-২১

২. মনো দশেন্দ্রিয়াণ্যর্থাঃ প্রকৃতিশ্চাষ্টধাতুকী।।

চ. শা., ১.১৭

আকাশ, জল, তেজ, বায়ু ও পৃথিবী এই পঞ্চমহাভূত, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও অব্যক্ত এই আটটিকে অষ্টধাতু প্রকৃতি বলা হয়েছে। "খাদীনি বুদ্ধিরব্যক্তমহঙ্কারস্তথাষ্টমঃ।"

চ. শা., ১.৬৩

সুশ্রুতসংহিতাতেও এই অষ্টপ্রকৃতি ও ষোলটি বিকারের সমর্থন মেলে—

"অব্যক্তং মহানহঙ্কারঃ পঞ্চতন্মাত্রাণি চেত্যষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ শেষাঃ ষোড়শবিকারাঃ।

সু. শা., ১.৬

৩. পুনশ্চ ধাতুভেদেন চতুর্ব্বিংশতিকঃ স্মৃতঃ।

চ. শা., ১.১৭

বিকৃতি বলে গণ্য করা হয়। অব্যক্ত ছাড়া অন্যগুলিকে ক্ষেত্র এবং অব্যক্তকে ক্ষেত্রের ক্ষেত্র বলা হয়েছে।[১]

---

১. ভূতপ্রকৃতিরুদ্দিষ্টা বিকারাশ্চৈব ষোড়শ।।
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
সমনস্কাশ্চ পঞ্চার্থা বিকারা ইতি সংজ্ঞিতাঃ।।
ইতি ক্ষেত্রং সমুদ্দিষ্টং সর্ব্বমব্যক্তবর্জ্জিতম্।
অব্যক্তমস্য ক্ষেত্রস্য ক্ষেত্রজ্ঞমৃষয়ো বিদুঃ।।

চ. শা., ১. ৬৩-৬৫

চরকসংহিতায় পুরুষের চতুর্বিংশতিতত্ত্বের কথা বলা হলেও সুশ্রুতসংহিতায় কিন্তু পুরুষের পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের উল্লেখ দেখা যায়। এই 'অব্যক্ত' থেকে অব্যক্তের লক্ষণযুক্ত 'মহান্' উৎপন্ন হয়। সেই মহৎ তত্ত্ব থেকে 'অহঙ্কার' উৎপন্ন হয়। এই 'অহঙ্কার' তিন প্রকারের—'বৈকারিক', 'তৈজস' ও 'ভূতপ্রকৃতি'। তৈজস অহঙ্কারের সাহায্যে এই বৈকারিক অহঙ্কার থেকে এগারটি ইন্দ্রিয়ের উৎপন্ন হয়। যথা—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্, হস্ত, উপস্থ, পায়ু, পাদ, এবং মন। এদের মধ্যে প্রথমের পাঁচটি বুদ্ধীন্দ্রিয় এবং শেষের পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন হচ্ছে উভয় ইন্দ্রিয়যুক্ত। তৈজস অহঙ্কারের সাহায্যে ভূতপ্রকৃতি অহঙ্কার থেকেও পঞ্চতন্মাত্রের উৎপন্ন হয়। যেমন—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র। এই তন্মাত্রের বিশেষ গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এই বিশেষ গুণগুলি থেকে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি হয়। এদের চতুর্বিংশতিতত্ত্ব বলা হয়েছে।

কিন্তু এই চতুর্বিংশতিতত্ত্ব অচেতন। তাই চেতন পুরুষকে পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব রূপে ধরা হয়। এর সঙ্গে কার্যকারণভাব যুক্ত হওয়াতে পুরুষকে চেতন বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। সুশ্রুত সংহিতার ভাষায়—

"তস্মাদব্যক্তান্মহানুৎপদ্যতে তল্লিঙ্গ এব। তল্লিঙ্গাচ্চ মহতস্তল্লক্ষণ এবাহঙ্কার উৎপদ্যতে, স ত্রিবিধো—বৈকারিকস্তৈজসো ভূতাদিরিতি। তত্র বৈকারিকাদহঙ্কারাত্তৈজসসহায়াত্তল্লক্ষণান্যেবৈকাদশেন্দ্রিয়াণ্যুৎপদ্যন্তে, তদ্যথা—শ্রোত্রত্বক্চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণবাগ্ঘস্তোপস্থপায়ুপাদমনাংসীতি ; তত্র পূর্বাণি পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি, ইতরাণি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, উভয়াত্মকং মনঃ, ভূতাদেরপি তৈজসসহায়াত্তল্লক্ষণান্যেব, পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুৎপদ্যন্তে—শব্দতন্মাত্রং, স্পর্শতন্মাত্রং, রূপতন্মাত্রং, রসতন্মাত্রং, গন্ধতন্মাত্রমিতি, তেষাং বিশেষাঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ, তেভ্যো ভূতানি ব্যোমানিলানলজলোর্ব্যঃ, এবমেষা তত্ত্বচতুর্বিংশতির্ব্যাখ্যাতা।

সু. শা., ১.৪

তত্র সর্ব এবাচেতন এষ বর্গঃ পুরুষঃ পঞ্চবিংশতিতমঃ কার্যকারণসংযুক্তশ্চেতয়িতা ভবতি।"

সু. শা., ১.৮

আত্মা, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও ইন্দ্রিয়ার্থের সংযোগ করে, এই সকল চতুর্বিংশতিতত্ত্বের সমষ্টিকেই রাশিপুরুষ বলে চরকসংহিতায় অভিহিত করা হয়েছে।[১]

ক্ষেত্র বিশেষে পুরুষকে 'ষড়্ধাতুজ'ও বলা হয়েছে। আকাশ প্রভৃতি পঞ্চমহাভূত এবং চেতনাধাতু এই ষড়ধাতুর সমবায়কেও পুরুষ বলে অভিহিত করা হয়েছে।[২] এখন প্রশ্ন হল চেতনা বলতে কি বোঝায়? চক্রপাণি চরকসংহিতার টীকায় চেতনা বলতে 'মনসংযুক্ত আত্মা'কে বোঝাতে চেয়েছেন। চক্রপাণির এই ব্যাখ্যা অনুসারে—যে আত্মা পুরুষ শব্দের দ্বারা উক্ত হয় তাকেই চেতনা বলে।[৩] পরবর্তীকালে গঙ্গাধর তাঁর জল্পকল্পতরুটীকায় বলেছেন যে মহানির্ব্বাণ নামক প্রলয়কালে যে শক্তিব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকে তা হচ্ছে চেতনা। এই চেতনাশক্তি মূল প্রকৃতি

সাংখ্যেও পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের উল্লেখ দেখা যায়। জড়বর্গের আদি কারণ প্রকৃতি। এটি কার্য্য নয় কেবল কারণ। প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এরা কার্য্য ও কারণ উভয়রূপ। অপরপক্ষে পঞ্চমহাভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন এই ষোলটি কেবলমাত্র কার্য্য, এরা কারণ নয় এবং পুরুষ সকলের উর্দ্ধে, এটি কার্য্যও নয়, কারণও নয়।

"মুলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্নবিকৃতিঃ পুরুষঃ।।"

সা. কা., ৩

১. বুদ্ধীন্দ্রিয়মনো২র্থানাং বিদ্যাদ্‌যোগধরং পরম্।
চতুর্ব্বিংশতিকো হ্যেষ রাশিঃ পুরুষসংজ্ঞকঃ।।

চ. শা., ১. ৩৫

২. খাদয়শ্চেতনাষষ্ঠা ধাতবঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।

চ. শা., ১. ১৬

সুশ্রুতসংহিতাতেও পঞ্চমহাভূত ও আত্মার সংযোগকে পুরুষ বলা হয়েছে।

"পঞ্চমহাভূতশরীরিসমবায়ঃ পুরুষঃ।"

সু. সূ., ১. ২২, শা., ১. ১৬

ভেলসংহিতাতেও ষড়্ধাতুর সমবায়কে পুরুষ বলা হয়েছে। এই ষড়্ধাতু হচ্ছে পঞ্চমহাভূত ও ব্রহ্মা যা অব্যক্ত।

"ষড়্ধাতুরেবায়ং পুরুষো ভবতি। ধাতবঃ পুনঃ পঞ্চভূতানি ব্রহ্মা প(য)দব্যক্তম্।"

ভেল. শা., ৫.৯

৩. চেতনাষষ্ঠা ইত্যত্রৈব চেতনাশব্দেন চেতনাধারঃ সমনস্ক আত্মা গৃহ্যতে।

আ. দী., চ. শা., ১, পৃ. ১৭৪৬, প. ২৮

পুরি শরীরে শেতে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা চ আত্মা পুরুষশব্দেনোচ্যতে।

আ. দী., চ. শা., ১, পৃ. ১৭৪৮, প. ২৯

স্বরূপ সর্ব্বাত্মা, সকলের চৈতন্যকারিণী।[১] এই চেতনা ও পঞ্চমহাভূতের সমন্বয়েই হয় চিকিৎসাযোগ্য পুরুষের উৎপত্তি। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চভূতের বিকার ও চেতনার অধিষ্ঠান হতে গর্ভের সৃষ্টি হয় বলেই গর্ভকে পঞ্চমহাভূতের বিকার-সমুদায়াত্মক ও চেতনাধাতুর অধিষ্ঠানরূপে স্বীকার করা হয়েছে। চেতনাধাতু গর্ভের ষষ্ঠ ধাতু নামে গণ্য হয়।[২] এই চেতনা ধাতুকেই চরকে নানা নামে অভিহিত করা হয়েছে, যথা—হেতু, কারণ, নিমিত্ত, অক্ষয়, কর্ত্তা, মন্তা, বোধয়িতা, বোদ্ধা, দ্রষ্টা, ধাতা, ব্রহ্মা, বিশ্বকর্মা, বিশ্বরূপ, পুরুষ, প্রভব, অব্যয়, নিত্য, গুণী, গ্রহণ, প্রাধান্য, অব্যক্ত, জীব, জ্ঞ, পুদ্গল, চেতনাবান্, প্রভু, ভূতাত্মা, ইন্দ্রিয়াত্মা ও অন্তরাত্মা। আকাশ প্রভৃতি গুণ গ্রহণের জন্য মিলিত শুক্র শোণিত প্রথমেই মন সংসৃষ্ট চেতনাধাতুতে অধিষ্ঠান করে। গর্ভাশয়স্থিত এই চেতনাধাতু গুণ গ্রহণের সময় অন্যান্য গুণ গ্রহণের আগেই আকাশের গুণ গ্রহণ করে। প্রলয়ের পরে ব্রহ্মা যেমন জীব সৃষ্টির জন্য প্রথমে আকাশের সৃষ্টি করে, পরে ব্যক্ততর বায়ু প্রভৃতি ভূতচতুষ্টয়ের সৃষ্টি করেছেন, সেইরূপ দেহগ্রহণের জন্য প্রথমে আকাশকে গ্রহণ করে পরে ব্যক্ততর বায়ু প্রভৃতি ভূতচতুষ্টয়কে গ্রহণ করে থাকেন। এইভাবেই সকলগুণের অর্থাৎ আকাশ প্রভৃতি পঞ্চমহাভূতের অল্পকালেই গ্রহণ হয়ে থাকে।[৩]

---

১. চেতনা খলু সা মহানির্ব্বাণাখ্যপ্রলয়ে যদবশিষ্যতে শক্তিব্রহ্মা, সা চেতনাশক্তিমূলপ্রকৃতিঃ সর্ব্বাত্মা চৈতন্যকারিণী। জ. ক., চ. শা., ১, পৃ. ১৭৪৭, প. ৪-৫

এই চেতনাধাতুকেই অব্যক্ত নামক আত্মা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহানির্বাণ প্রলয়েতেও অবশিষ্ট থাকে যে যে চেতনারূপ শক্তিব্রহ্ম, তা সর্বজীবের চৈতন্যস্বরূপ অচিন্ত্য, অনন্ত প্রভাবশালী, মূল প্রকৃতি স্বরূপ। এই চেতনা শক্তির উপাদান যে এক ও অদ্বিতীয় চেতনাধাতু তাকেই পুরুষ বলা হয়।

"তচ্চেতনাধাতুরব্যক্তাখ্য আত্মা,......................চেতনা সর্ব্বচৈতন্যহেতুরচিন্ত্যানন্তপ্রভাববতী মূলপ্রকৃতিঃ শক্তিঃ বহ্ম, যা মহানির্ব্বাণেঽবশিষ্যতে। তচ্চেতনাশক্ত্যুপাদানঃ চেতনাধাতুর্য একঃ খল্বদ্বিতীয়ঃ সোঽপি পুরুষসংজ্ঞকঃ স্মৃতঃ।" জ. ক., চ. শা., ১, পৃ. ১৭৪৭, প. ৬-২৪

২. গর্ভস্তু খল্বন্তরিক্ষবাযবগ্নিতোয়ভূমিবিকারশ্চেতনাধিষ্ঠানভূতঃ। এবমনয়া যুক্ত্যা পঞ্চমহাভূত-বিকারসমুদায়াত্মকো গর্ভশ্চেতনাধিষ্ঠানভূতঃ, স হ্যস্য ষষ্ঠো ধাতুরুক্তঃ। চ. শা., ৪.৬

৩. তত্র পূর্ব্বং চেতনাধাতুঃ সত্ত্বকরণো গুণগ্রহণায় প্রবর্ত্ততে। স হি হেতুঃ কারণং নিমিত্তমক্ষরং কর্ত্তা মন্তা বেদিতা বোদ্ধা, দ্রষ্টা ধাতা ব্রহ্মা বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বরূপঃ পুরুষঃ প্রভবোঽব্যয়ো নিত্যো গুণী গ্রহণং প্রধানমব্যক্তং জীবো জ্ঞঃ পুদ্গলশ্চেতনাবান্ বিভুর্ভূতাত্মা চেন্দ্রিয়াত্মা চান্তরাত্মা চেতি। স গুণোপাদানকালেঽন্তরিক্ষং পূর্ব্বতরমন্যেভ্যো গুণেভ্য উপাদত্তে, যথা—প্রলয়াত্যয়ে সিসৃক্ষুর্ভূতান্যক্ষরভূত আত্মা সত্ত্বোপাদানঃ পূর্ব্বতরমাকাশং সৃজতি, ততঃ ক্রমেণ ব্যক্ততরগুণান্ ধাতূন্ বায্বাদিকাংশ্চতুরঃ। তথা দেহগ্রহণেঽপি প্রবর্ত্তমানঃ পূর্ব্বতরমাকাশমেবোপাদত্তে, ততঃ ক্রমেণ ব্যক্ততরগুণান্ ধাতূন্ বায্বাদিকাংশ্চতুরঃ। সর্ব্বমপি তু খল্বেতদ্ গুণোপাদানমণুনা কালেন ভবতি। চ. শা., ৪.৮

এই চেতনাকে স্থলবিশেষে ব্রহ্মা বা অব্যক্ত ব্রহ্মরূপে অভিহিত করা হয়েছে। এজন্য চরকে দেখতে পাই পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ ও অব্যক্ত ব্রহ্ম এই ছয় ধাতু একত্রে মিলিত হলে পুরুষ বলে অভিহিত করা হয়।[১] এই পুরুষের মূর্তি হচ্ছে পৃথিবী, ক্লেদ হচ্ছে জল, সন্তাপ হচ্ছে তেজ, প্রাণ হচ্ছে বায়ু, ছিদ্রসমূহ হচ্ছে আকাশ এবং অন্তরাত্মা হচ্ছে ব্রহ্মা।[২]

এছাড়া ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ও আত্মা এই ষড়্ধাতুর সমন্বয় ঘটলে গর্ভের সৃষ্টি হয়ে থাকে, কেননা কর্তা করণযুক্ত হলে তবেই কোন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং কৃতকর্মের ফল দেখা যায়, অকৃত কর্মের ফল দেখা যায় না।[৩] এর উল্লেখও চরকসংহিতায় দেখা যায়।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ও আত্মা এই ছয় ধাতু থেকেই যে পুরুষের এবং রোগসমূহেরও উৎপত্তি হয় একথা চরকসংহিতার অনেক জায়গায় বলা হয়েছে। এই ছয়ধাতুর সমন্বয়ে গঠিত পুরুষ সাংখ্যদর্শনেও অনুমোদিত, একথা চরকের উক্তি থেকে পাওয়া যায়। তাই ষড়্ধাতুর সমন্বয়ে গঠিত পুরুষকেও রাশিপুরুষ বলা হয়।[৪] চরকের টীকাকার চক্রপাণিদত্ত রাশি

প্রশ্নোপনিষদে বলা হয়েছে যে এই সর্বাধার আত্মাই দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, আঘ্রাতা, আস্বাদকর্তা, মননকারী, নিশ্চয়কারী কর্তা ও বিজ্ঞাতৃস্বরূপ পুরুষ। এই পুরুষ অক্ষর পরমাত্মায় প্রবেশ করে।

"এষ হি দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্তা, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ। স পরেऽক্ষর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে।

প্র. উ., ৪.৯

১. পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশং ব্রহ্ম চাব্যক্তমিতি এত এব চ ষড়্ধাতবঃ সমুদিতাঃ 'পুরুষ' ইতি শব্দং লভন্তে।

চ. শা., ৫.৪

২. পুরুষস্য পৃথিবী মূর্ত্তিরাপঃ ক্লেদঃ, তেজোऽভিসন্তাপঃ, বায়ুঃ প্রাণঃ, বিয়ৎ সুষিরাণি, ব্রহ্ম অন্তরাত্মা।

চ. শা., ৫.৫

ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হয়েছে পুরুষ হচ্ছে অগ্নি, এর বাক্ সমিধ, প্রাণ ধূম, জিহ্বা শিখা, চক্ষু অঙ্গার ও শ্রোত্র বিস্ফুলিঙ্গ।

"পুরুষো বাব গৌতমাগ্নিস্তস্য বাগেব সমিৎ প্রাণোধূমো জিহ্বাऽর্চিশ্চক্ষুরঙ্গারাঃ শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাঃ।" ছা. উ. ৫.৭.১

৩. ষড়ধাতুসমুদায়াদ্ গর্ভজন্ম, কর্ত্তৃকরণসংযোগাৎ ক্রিয়াঃ ; কৃতস্য কর্ম্মণঃ ফলং নাকৃতস্য।

চ. সূ., ১১.৩২

৪. ষড়্ধাতুজস্তু, পুরুষো রোগাঃ ষড়্ধাতুজাস্তথা
রাশিঃ ষড়্ধাতুজো হ্যেষ সাংখ্যৈরাদ্যৈঃ পরীক্ষিতঃ।।

চ. সূ., ২৫.১৫

শব্দের অর্থ করতে গিয়ে 'রাশিঃ মেলকঃ' এই অর্থ করেছেন।[১] আর জল্পকল্পতরুটীকায় গঙ্গাধর বলেছেন 'রাশিঃ সংঘাতঃ' অর্থাৎ রাশি হল সংঘাত বা সম্মিলন।[২]

কারো কারো মতে চতুর্বিংশ ধাতুজ ও ষড়্ধাতুজকে পুরুষ বলে গণ্য করা ছাড়াও এককভাবে চেতনাধাতুকেও পুরুষ বলে গণ্য করা হয়েছে।[৩] চরকের টীকাকার চক্রপাণি কিন্তু এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। তার মতে কেবলমাত্র চেতনা ধারণ করে রয়েছে যে পুরুষ সে পুরুষ দর্শনের পুরুষ হতে পারে কিন্তু সে পুরুষের তো চিকিৎসা করা যাবে না সে তো চিকিৎসার অভিপ্রেত পুরুষ নয়। চিকিৎসার যোগ্য হতে পারে একমাত্র ষড়্ধাতু বিশিষ্ট পুরুষ।[৪]

শাস্ত্রের এই পুরুষই হচ্ছে সর্বজন স্বীকৃত দেহধারী লোক সম্মিত পুরুষ—

কেননা পুরুষ ও জগতের মধ্যে নানা সাদৃশ্য বিদ্যমান। জগতে যতগুলি মূর্ত্তিমানভাব দেখা যায় পুরুষেও ততগুলিই দেখা যায়, আবার পুরুষেও যতগুলি মূর্ত্তিমানভাব দেখা যায় জগতেও তাই দেখা যায়।[৫] একটি দার্শনিক তুলনার সাহায্যে চরক এই সাদৃশ্য ব্যক্ত করেছেন।

---

১. চতুর্ব্বিংশতিরাশিরূপো মেলকঃ।

আ. দী., চ. শা., ১, পৃ. ১৭৯৮, প. ২৮

২. রাশিশ্চতুর্ব্বিংশতেস্তত্ত্বানাং সঙ্ঘাতঃ।

জ. ক., চ. সূ., ২৫, পৃ. ৮৫৬, প. ১৫

৩. চেতনাধাতুরপ্যেকঃ স্মৃতঃ পুরুষসংজ্ঞকঃ।।

চ. শা., ১.১৬

৪. তেন ন চেতনাধাতুরূপঃ পুরুষশ্চিকিৎসায়ামনভিপ্রেতঃ কিন্তু শাস্ত্রান্তরব্যবহারানুরোধাদিহাপ্যয়ং পুরুষশব্দেন সংজ্ঞিত ইতি দর্শয়তি ; চিকিৎসা বিষয়বস্তু ষড়্ধাতুক এব পুরুষঃ।

আ. দী., চ. শা., ১, পৃ. ১৭৪৮, প. ৩০, পৃ. ১৭৪৯, প. ২৯-৩০

৫. "পুরুষোয়ং লোকসম্মিতঃ"..................... । যাবন্তো হি লোকে (মূর্ত্তিমন্তো) ভাববিশেষাস্তাবন্তঃ পুরুষে, যাবন্তঃ পুরুষে তাবন্তো লোকে। চ. শা., ৫.৩

জগতের অবয়ববিশেষ অপরিসংখ্যেয় এবং পুরুষেরও অবয়ব বিশেষ অপরিসংখ্যেয়। যেমন ব্রাহ্মী বিভূতি লোকে, পুরুষেও সেইরূপ অন্তরাত্মিকী বিভূতি, জগতে যেমন প্রজাপতি ব্রহ্মের বিভূতি, পুরুষেও সেইরূপ মন অন্তরাত্মার বিভূতি, জগতে যেমন ইন্দ্র, পুরুষে অহংভাব ইত্যাদি। এইরূপ অনুমানদ্বারা লোকও পুরুষের অবয়ববিশেষের সমানতা বিচার করা হয়—

"অপরিসংখ্যেয়া লোকাবয়ববিশেষাঃ, পুরুষাবয়ববিশেষা অপ্যপরিসংখ্যেয়াঃ........... । যথা খলু ব্রাহ্মী বিভূতির্লোকে তথা পুরুষেঽপ্যান্তরাত্মিকী বিভূতির্ব্রহ্মণো বিভূতির্লোকে প্রজাপতিরন্তরাত্মনো বিভূতিঃ পুরুষে সত্ত্বং, যস্ত্বিন্দ্রো লোকে স পুরুষেঽহঙ্কারঃ,..............এবমেতেনানুমানেনানুক্তানামপি লোকপুরুষয়োরবয়ববিশেষাণাম্।"

চ. শা., ৫. ৪-৫

প্রকৃতি—

চরকসংহিতায় প্রকৃতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, ধাতুদিগের মধ্যে যে বৈষম্য দেখা যায় তার নাম হচ্ছে বিকার বা রোগ এবং এদের যখন সমভাবে অবস্থান করতে দেখা যায় তার নাম হল প্রকৃতি বা আরোগ্য।[১]

চক্রপাণি আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় বলেছেন যে বায়ু প্রভৃতি এবং রস প্রভৃতির সাম্যাবস্থাই হলো প্রকৃতি।[২]

এছাড়া অন্য আর একস্থানে বলা হয়েছে যে, অব্যক্ত হচ্ছে মূলপ্রকৃতি, অহঙ্কার হচ্ছে বুদ্ধির বিকার। এই বিকার হচ্ছে তিন প্রকার ভূতপ্রকৃতি, তৈজস এবং বৈকারিক। প্রাণীদের স্থাবর ও জঙ্গম প্রকৃতি হলো ভূতপ্রকৃতি। এবং সেখানে অব্যক্ত প্রকৃতিই শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি প্রভৃতি নিজকারণে বিকৃতিরূপা হলেও এবং নিজকার্যের অপেক্ষায় প্রকৃতিরূপে বিবেচিত হয় বলে, তাকেও প্রকৃতি বলে।[৩]

---

১. বিকারো ধাতুবৈষম্যং, সাম্যং প্রকৃতিরুচ্যতে।

চ. সূ., ৯.৪

২. প্রকৃতিং বাতাদীনাং রসাদীনাঞ্চ সাম্যাবস্থাম্।

আ. দী., চ. সূ., ৫, পৃ. ২৩৪, প. ২১-২২

৩. অব্যক্তং মূলপ্রকৃতিঃ অহঙ্কারো বুদ্ধিবিকারঃ, স চ ত্রিবিধো ভূতাদিস্তৈজসো বৈকারিকশ্চ। ভূতানাং স্থাবরজঙ্গমানাং প্রকৃতির্ভূতপ্রকৃতিঃ। তত্র চাব্যক্তং প্রকৃতিরেব পরম্। বুদ্ধ্যাদয়স্তু স্বকারণবিকৃতিরূপা অপি স্বকার্য্যাপেক্ষয়া প্রকৃতিরূপা ইহ প্রকৃতিত্বেনোক্তাঃ।

আ. দী., চ. শা., ১, পৃ. ১৮১৩, প. ২৩-২৬

কাল

কাল বলতে কি বোঝায়—

চরকসংহিতায় কালকে 'দ্রব্য' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১] দ্রব্য ও গুণের প্রভাবে দ্রব্য সমূহ যে কার্যসম্পন্ন করে থাকে তাকে কর্ম বলা হয় এবং যে সময়ে সেই কর্মটি সম্পন্ন করা হয়, তাকেই কাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২]

কালের প্রকারভেদ—

সম্বৎসর ও আতুরাবস্থাভেদে কাল হল দু প্রকার।[৩] কিন্তু চরকসংহিতার আর এক স্থলে কালের এই ভেদ অন্যভাবে বলা হয়েছে। সেখানে নিত্যগ ও আবস্থিক ভেদে কালকে দু ভাগ করা হয়েছে। অর্থাৎ সম্বৎসরকে নিত্যগ এবং আতুরাবস্থাকে আবস্থিক বলা হয়েছে। এদের মধ্যে আবস্থিক কাল বলতে রোগাবস্থাকে এবং নিত্যগ কাল বলতে ঋতুসাত্ম্যকে বোঝানো হয়েছে।[৪]

---

১. খাদীন্যাত্মা মনঃ কালো দিশশ্চ দ্রব্যসংগ্রহঃ।

চ. সূ., ১.৪৮

২. দ্রব্যগুণপ্রভাবাচ্চ তস্মিংস্তস্মিন্ কালে তত্তদধিকরণমাসাদ্য তাং তাঞ্চ যুক্তিমর্থঞ্চ তং তমভিপ্রেত্য যৎ কুর্ব্বন্তি তৎ কর্ম,..........যদা কুর্ব্বন্তি স কালঃ।

চ. সূ., ২৬.১৩

অষ্টাঙ্গসংগ্রহগ্রন্থে কাল সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে কাল হচ্ছে, অনাদি অর্থাৎ যার শুরুও নেই শেষও নেই, যে পূর্বদেহের সঞ্চিত কর্মের অনুসরণ করে থাকে, যার বশবর্তী হয়ে সূর্য ও আকাশ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ মহাভূতের পরিণাম প্রাপ্তি ঘটে, যা প্রাণিগণের জন্ম ও মৃত্যুর কারণ এবং ঋতু, রস, বীর্য, দোষ, দেহ, বল (শারীরিক বল) এর হানি ও বৃদ্ধির কারণ ও সবকিছুরই সাক্ষীরূপেও প্রতিপন্ন হয় তাকেই কাল বলে।

"কালো হি নাম ভগবাননাদিনিধনো যথোপচিতকর্মানুসারী যদনুরোধাদাদিত্যাদয়ঃ খাদয়শ্চ মহাভূতবিশেষাস্তথা তথা বিপরিণমন্তো জন্মবতাং জন্মমরণস্যর্তুরসবীর্যদেহবলব্যাপতসম্পদাং চ কারণত্বং প্রত্যয়তাং প্রতিপদ্যন্তে।"

অ. স. সূ., ৪.৩

৩. কালঃ পুনঃ সংবৎসরশ্চাতুরাবস্থা চ।

চ. বি., ৮.১২৫

৪. কালো হি নিত্যগশ্চাবস্থিকশ্চ। তত্রাবস্থিকো বিকারমপেক্ষতে, নিত্যগস্তু ঋতুসাত্ম্যাপেক্ষঃ।

চ. বি., ১.২১

অপরদিকে কালের সাধারণ তিনপ্রকার বিভাগও চরকসংহিতায় স্থান পেয়েছে। অনুমানের আলোচনা করতে গিয়ে অনুমানকে 'ত্রৈকালিক' বলায় ভূত, ভবিষ্যত্ ও বর্তমান এই তিনকালকেই অনুমানের বিষয় বলা হয়েছে।[১] কাজেই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত্ এই তিনপ্রকার কালের ভেদও চরকসংহিতায় উদ্দিষ্ট হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

(ক) সম্বৎসর—

চরকসংহিতার সূত্রস্থানে শীত, উষ্ণ ও বর্ষা লক্ষণ বিশিষ্ট হেমন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই তিন ঋতুবিশিষ্ট যে কাল তাকে সম্বৎসর বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।[২] এখানে সম্বৎসরকে তিনটি ঋতুতে বিভক্ত দেখান হয়েছে।

বিমানস্থানে কিন্তু সম্বৎসরকে আবার দুই, তিন, ছয় ও বার ভাগে বিভক্ত বলে কল্পনা করা হয়েছে। কার্য অনুসারে এই কালকে আরো বেশী ভাগে বিভক্ত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।[৩]

সূর্যের উত্তরমেরুতে ও দক্ষিণমেরুতে গমনকে উদ্দেশ্য করে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন এই দুভাগে সম্বৎসরকে ভাগ করা হয়েছে। উত্তরায়ণের সময় সূর্য পৃথিবী থেকে রস প্রভৃতি গ্রহণ করে বলে একে 'আদানকাল' এবং দক্ষিণায়নের সময় সূর্য পৃথিবীতে রস প্রভৃতি বিসর্জন করে বলে একে 'বিসর্গকাল' বলা হয়েছে। শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্ম এই তিনটি ঋতু সূর্যের উত্তরায়ণের কাল এবং বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত এই তিনটি ঋতু সূর্যের দক্ষিণায়নের কাল।[৪] বিসর্গকালে বায়ু

---

১. ত্রিকালং চানুমীয়তে। চ. সূ., ১১.২১

ত্রিকালং ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যচ্চ।

জ. ক., চ. সূ., ১১, পৃ. ৫১৪, প. ২৪

তর্কসংগ্রহে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত্ ব্যবহারের জন্য যে অসাধারণ কারণ তাকেই কাল বলা হয়েছে।

"অতীতাদিব্যবহারহেতুঃ কালঃ।" ত. স., ১৫

২. শীতোষ্ণবর্ষলক্ষণাঃ পুনর্হেমন্তগ্রীষ্মবর্ষাঃ সম্বৎসরঃ, স কালঃ।

চ. সূ., ১১.৪২

৩. তত্র সংবৎসরো দ্বিধা, ত্রিধা ষোঢ়া দ্বাদশধা, ভূয়শ্চাপ্যতঃ প্রবিভজ্যতে তত্তৎকার্য্যমভিসমীক্ষ্য। চ. বি., ৮.১২৫

৪. তত্রাদিত্যস্যোদগয়নমাদানঞ্চ ত্রীনৃতূন্ শিশিরাদীন্ গ্রীষ্মান্তান্ ব্যবস্যেৎ। বর্ষাদীন্ পুনর্হেমন্তান্তান্ দক্ষিণায়নং বিসর্গশ্চ। চ. সূ., ৬.৪

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, প্রশ্নোপনিষদে বলা হয়েছে যে সম্বৎসরই হল প্রজাপতি, এর দুটি অয়ন বা পথ। যথা—উত্তর ও দক্ষিণ।

"সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ, তস্যায়নে দক্ষিণং চোত্তরং চ।" প্র. উ., ১.৯

নাতিরুক্ষভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। আদানকালের বায়ু হল ঠিক এর বিপরীত অর্থাৎ অতিরুক্ষ। বিসর্গকালে চন্দ্রের কিরণমালার অপ্রতিহত প্রভাবে চন্দ্র নিজস্ব শীতরশ্মিদ্বারা জগতকে পরিপূরণ

সুশ্রুতসংহিতায় শীত, উষ্ণ ও বর্ষা লক্ষণাক্রান্ত ছয় ঋতুকে চন্দ্র ও সূর্যের সাহায্যে কালের বিভাগ দেখাতে গিয়ে দুটি অয়ন দ্বারা বিভক্ত করা হয়েছে, যথা—উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। বর্ষা, শরদ্, হেমন্ত এই তিন ঋতু হচ্ছে দক্ষিণায়ন। এই বর্ষা প্রভৃতি ঋতুতে চন্দ্র উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। আর উত্তরায়ণ বলতে শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুকে বোঝায়। এই ঋতুগুলিতে সূর্যের বল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

"ত এতে শীতোষ্ণবর্ষলক্ষণাশ্চন্দ্রাদিত্যয়োঃ কালবিভাগকরত্বাদয়নে দ্বে ভবতো দক্ষিণমুত্তরং চ। তয়োর্দক্ষিণং বর্ষাশরদ্ধেমন্তাঃ তেষু ভগবানাপ্যায়তে সোমঃ। ....উত্তরং চ শিশিরবসন্তগ্রীষ্মাঃ তেষু ভগবানাপ্যায়তেঽর্কঃ...............।

সু. সূ., ৬.৭

এছাড়া আরো বলা হয়েছে যে, এই দু অয়ন একসঙ্গে সম্বৎসর গঠন করে।

"অথ খল্বয়নে দ্বে যুগপৎ সংবৎসরো ভবতি।"

সু. সূ., ৬.৯

অষ্টাঙ্গহৃদয়গ্রন্থেও বলা হয়েছে যে, শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্ম এই তিন ঋতুর নাম উত্তরায়ণ (অর্থাৎ সূর্য্যের উত্তরদিকে গমন করে) এবং এরই দ্বিতীয় নাম আদানকাল এবং বর্ষা, শরদ এবং হেমন্ত এই তিন ঋতু হল দক্ষিণায়ন (অর্থাৎ সূর্যের দক্ষিণদিকে গমনকাল), যার দ্বিতীয় নাম বিসর্গকাল।

"শিশিরাদ্যৈস্ত্রিভিস্তৈস্তু বিদ্যাদয়নমুত্তরম্।
আদানং চ তদাদত্তে নৃণাং প্রতিদিনং বলম্।।

......................................ঋতবো দক্ষিণায়নম্।।
বর্ষাদয়ো বিসর্গশ্চ....................................

অ. হৃ. সূ., ৩. ২,৪,৫

অষ্টাঙ্গসংগ্রহেও বলা হয়েছে যে, মাঘ প্রভৃতি দু দু মাস মিলে হেমন্ত, শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরদ্ প্রভৃতি ছয়টি ঋতু গঠিত হয়েছে। এদের শিশির প্রভৃতি তিনটি ঋতুতে হয় সূর্যের উত্তরায়ণ এবং একেই আদান কাল বলে। এছাড়া শেষের তিনটি ঋতুতে সূর্যের দক্ষিণায়ন এবং একেই বিসর্গ কাল বলে। এই আদান ও বিসর্গ মিলে বর্ষ সম্পন্ন হয়।

"তৈ মাগশীর্ষাদিভির্দ্বিসংখ্যৈঃ ক্রমাদ্ধেমন্তশিশিরবসন্তগ্রীষ্মবর্ষাশরদাখ্যাঃ ষড়্ঋতবো ভবন্তি। তেষু শিশিরাদয়োস্ত্রয়ো রবেরুদগয়নমাদানং চ শেষা দক্ষিণায়নং বিসর্গঞ্চ। তাবাদানাবিসর্গো বর্ষম্।।"

অ. স. সূ., ৪.৫

করে আপ্যায়িত করে। এই কারণে বিসর্গকাল হল সোমগুণ প্রধান এবং আদান কাল হল আগ্নেয় গুণ প্রধান।[১]

আদানকালে সূর্য নিজস্ব তেজোবলে এবং বায়ু তীব্র ও রুক্ষভাবে প্রবাহিত হয়ে জগতের রস আকর্ষণ করে শোষণ করে। এজন্য শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে যথাক্রমে উত্তরোত্তর রুক্ষভাবের আধিক্য দেখা যায়। কটু, তিক্ত ও কষায় রসের বৃদ্ধি হয় এবং এর ফলে মানুষের দেহ দুর্বল করে ফেলে।[২]

---

১. বিসর্গে পুনর্বায়বো নাতিরুক্ষাঃ প্রবান্তি ইতরে পুনরাদানে।
সোমশ্চাব্যাহতবলঃ শিশিরাভির্ভাভিরাপূরয়ন্
জগদাপ্যায়য়তি শশ্বদতো বিসর্গঃ সৌম্যঃ।।
আদানং পুনরাগ্নেয়ম্।

চ. সূ., ৬.৫

অষ্টাঙ্গসংগ্রহে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদানকাল হল আগ্নেয়। এই কালে সূর্য্য স্বভাব মার্গে অত্যন্ত উষ্ণ প্রখর কিরণযুক্ত হয়। ফলে এই সূর্যের স্পর্শে বায়ু তীব্র ও রুক্ষ হয়ে পড়ে। এই সূর্য এবং বায়ুর প্রাবল্যে চন্দ্রমাজন্য শীতলতা অত্যন্ত কমে যায় এবং তীব্র তেজ ও বায়ু জগতের সমস্ত স্নেহ পদার্থ হরণ করে। আর বিসর্গকালের রূপ হচ্ছে সৌম্য। সেই কালমার্গে মেঘ, বায়ু ও বর্ষার জন্য সূর্যের প্রভাব কমে যায় এবং সূর্যের দক্ষিণদিকে গমনের ফলে চন্দ্রের প্রভাব অব্যাহত থাকায় শীতল কিরণরাজির দ্বারা অনবরত পৃথিবীকে আপ্যায়িত করে।

"তয়োরাদানমাগ্নেয়ঃ। তস্মিন্ খলু কালস্বভাবমার্গপরিগৃহীতোঽত্যর্থোষ্ণগভস্তিজাল-মন্ডলোঽর্কস্তত্সম্পর্কাদ্বায়বশ্চ তীব্ররুক্ষাঃ সোমজং গুণমুপশোষয়ন্তো জগতঃ স্নেহমাদদানা.....।
বিসর্গস্তু সৌম্যঃ। তস্মিন্নপি কালমার্গমেঘবাতবর্ষাভিহত প্রভাবে দক্ষিণায়নগেঽর্কে শশিনি চাব্যাহতবলে শিশিরাভির্ভাভিঃ শশ্বদাপ্যয়মানে......।"

অ. স. সূ., ৪.৬, ৭

২. তত্র রবির্ভাভিরাদদানো জগতঃ স্নেহং বায়বস্তীব্র-
রুক্ষাশ্চোপশোষয়ন্তঃ শিশিরবসন্তগ্রীষ্মেষু যথা-
ক্রমং রৌক্ষ্যমুৎপাদয়ন্তো রুক্ষান্ রসাংস্তিক্তকষায়-
কটুকাংশ্চাভিবর্দ্ধয়ন্তো নৃণাং দৌর্ব্বল্যমাবহন্তি।।

চ. সূ., ৬.৬

সুশ্রুতসংহিতাতেও আদানকালে শরীরে তিক্ত, কষায় ও কটু রস বলবান হয় এবং সকল প্রাণীর বল উত্তরোত্তর কমতে থাকে, এটা উল্লেখ করা হয়েছে।

"তিক্তকষায়কটুকাশ্চ রসা বলবন্তো ভবন্তি, উত্তরোত্তরং চ সর্বপ্রাণিনাং বলমপহীয়তে।"

সু. সূ., ৬.৭

বর্ষা, শরৎ ও হেমন্তকালে সূর্য দক্ষিণদিকে যায়। এজন্য কালমার্গ, মেঘ, বাত ও বর্ষার জন্য তার তেজ মন্দীভূত হয়। কিন্তু চন্দ্রের বল অব্যাহত থাকে এবং বর্ষার জলে জগতের সকল সন্তাপ দূর হয়। ফলে যে রসগুলি রুক্ষ নয়, সেই রসগুলির অর্থাৎ অম্ল, লবণ ও মধুর রসের যথাক্রমে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে থাকে এবং এর ফলে মানুষের শরীরের বলও বৃদ্ধি পায়।[১]

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে বলা হয়েছে যে, একালে প্রাণীদের থেকে বল আদান করে নেওয়া হয় বলে অর্থাৎ নিয়ে নেওয়ার জন্য একে আদানকাল বলা হয়। কারো মতে এই অয়ন দ্বারা মার্গ অর্থাৎ উত্তরমার্গে সূর্যের গতি হওয়ায় সূর্যের কিরণ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ হয়, এবং ফলে বায়ু উষ্ণ ও রুক্ষ হয়। এর দ্বারা পৃথিবীর সৌম্যগুণ নষ্ট করে। এর ফলে প্রাণীর শরীর এবং বলের হানি হয়। এই সময় তিক্ত কষায় ও কটু রস বলবান হয়। এই সকল কারণে আদান কালকে আগ্নেয় বলা হয়।

..............তদাদত্তে নৃণাং প্রতিদিনং বলম্।।
তস্মিন্ হ্যত্যর্থতীক্ষ্ণোষ্ণরুক্ষা মার্গস্বভাবতঃ।
আদিত্য পবনাঃ সৌম্যান্ ক্ষপয়ন্তি গুণান্ ভুবঃ।।
তিক্তঃ কষায়ঃ কটুকো বলিনোঽত্র রসাঃ ক্রমাৎ।
তস্মাদাদানমাগ্নেয়ম্..।।

অ. হৃ. সূ., ৩. ২-৪

অষ্টাঙ্গসংগ্রহেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঋতু অনুসারে রুক্ষতা উৎপন্ন হয়ে রুক্ষ রসগুলির অর্থাৎ কটু, কষায় ও তিক্ত রসের বৃদ্ধি ঘটায়, ফলে পুরুষের শরীরকে দুর্বল করে ফেলে।

"ঋতুক্রমেণোপজনিতরৌক্ষ্যাদ্রুক্ষান্ রসাংস্তিক্তকষায়-
কটুকানভিপ্রবলয়ন্তো নৃণাং দৌর্বল্যমাবহন্তি।"

অ. স. সূ., ৪.৬

১. বর্ষাশরদ্ধেমন্তেষু তু দক্ষিণাভিমুখেঽর্কে কালমার্গমেঘবাতবর্ষাভিহতপ্রতাপে শশিনি চাব্যাহতবলে মাহেন্দ্রসলিলপ্রশান্তসন্তাপে জগত্যরুক্ষা রসাঃ প্রবর্দ্ধন্তেঽম্ললবণমধুরা যথাক্রমং তত্র বলমুপচীয়তে নৃণামিতি।

চ. সূ., ৬.৭

সুশ্রুতসংহিতাতেও বিসর্গকালে যে অম্ল, লবণ ও মধুর রসে বলবান হয় এবং সকল প্রাণীর বল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় একথা বলা হয়েছে।

"অম্ললবণমধুরাশ্চ রসা বলবন্তো ভবন্তি উত্তরোত্তরং চ সর্বপ্রাণিনাং বলমভিবর্ধতে।"

সু. সূ., ৬.৭

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে বলা হয়েছে যে বিসর্গকাল সৌম্য হয়ে প্রাণীদের বল দেয়। এইকালে চন্দ্র বলশালী হওয়ায় সূর্যের তেজ ক্ষীণ হয়। মেঘ, বৃষ্টি ও শীতল বায়ু দ্বারা পৃথিবীর তাপ শান্ত হয়ে যায়, এর ফলে স্নিগ্ধগুণযুক্ত অম্ল, লবণ ও মধুররস প্রবল হয়।

প্রকৃতি শীত, উষ্ণ ও বর্ষা লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় হেমন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা যথাক্রমে এই তিন ঋতুতে বিভক্ত বলে সম্বৎসরকে কল্পনা করা হয়েছে।[১]

আবার ছয় ঋতুর পরিকল্পনানুসারে সম্বৎসরকে ছয় ভাগেও ভাগ করা হয়েছে। আদানকালে তিনটি ঋতুর পরিকল্পনা করা হয়েছে, যেমন—শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্ম এবং বিসর্গকালেও অনুরূপ তিনটি ঋতুর কল্পনা করা হয়েছে, যেমন—বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত।[২]

..................................যদ্বলং বিসৃজত্যয়ম্।
সৌম্যত্বাদত্র সোমো হি বলবান্ হীয়তে রবিঃ।।
মেঘবৃষ্ট্যনিলৈঃ শীতৈঃ শান্ততাপে মহীতলে।
স্নিগ্ধাশ্চেহাম্ললবণমধুরা বলিনো রসা।।

অ. হৃ. সূ., ৩.৫, ৬

অষ্টাঙ্গসংগ্রহে বলা হয়েছে যে, মাহেন্দ্র জলের দ্বারা সন্তাপ শান্ত হয়ে যায় বলে জগৎ স্নিগ্ধ হয়ে যায় এবং পরিণামে অম্ল, লবণ ও মধুর রসের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। এইরূপে ধীরে ধীরে মানুষের বলও বাড়তে থাকে।

"মাহেন্দ্রসলিলপ্রশান্তসন্তাপে জগত্যরুক্ষা রসাঃ প্রবর্ধন্তেঽম্ললবণমধুরা যথাক্রমং বলং চোপচীয়তে নৃণামিতি।"

অ. স. সূ., ৪.৭

১. হেমন্তো গ্রীষ্মো বর্ষাশ্চেতি শীতোষ্ণবর্ষলক্ষণাস্ত্রয় ঋতবো ভবন্তি।

চ. বি., ৮.১২৫

২. ইহ খলু সম্বৎসরং ষড়ঙ্গমৃতুবিভাগেন বিদ্যাৎ। তত্রাদিত্যস্যোদগয়নমাদানাঞ্চ ত্রীনৃতূন্ শিশিরাদীন্ গ্রীষ্মান্তান্ ব্যবস্যেৎ। বর্ষাদীন্ পুনর্হেমন্তান্তান্ দক্ষিণায়নং বিসর্গঞ্চ।

চ. সূ., ৬.৪

সুশ্রুতসংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাঘ প্রভৃতি বারটি মাসে, দু দু মাস মিলে ছয় ঋতুর সৃষ্টি হয়। যেমন—শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরদ্ ও হেমন্ত। এদের মধ্যে মাঘ ও ফাল্গুন মাসে শিশির, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে গ্রীষ্ম, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে বর্ষা, আশ্বিন ও কার্তিক মাসে শরদ্, মার্গশীর্ষ ও পৌষমাসে দেখা দেয় হেমন্ত ঋতু।

"তত্র মাঘাদয়ো দ্বাদশ মাসাঃ, দ্বিমাসিকমৃতুং কৃত্বা ষড়ৃতবো ভবন্তি ; তে শিশিরবসন্তগ্রীষ্ম-বর্ষাশরদ্ধেমন্তাঃ, তেষাং তপস্তপস্যৌ শিশিরঃ, মধুমাধবৌ বসন্তঃ, শুচিশুক্রৌ গ্রীষ্মঃ নভোনভস্যৌ বর্ষাঃ, ইষোর্জৌ শরৎ, সহঃসহস্যৌ হেমন্ত ইতি।" সু. সূ., ৬.৬

অষ্টাঙ্গহৃদয়েও মাঘ প্রভৃতি দু দু মাস নিয়ে ছয়টি ঋতু হয় বলা হয়েছে। যথা—শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত।

"মাসৈর্দ্বিসংখ্যৈর্মাঘাদ্যৈঃ ক্রমাৎ ষড়্ ঋতবঃ স্মৃতাঃ।
শিশিরোঽথ বসন্তশ্চ গ্রীষ্মবর্ষাশরদ্ধিমাঃ।"

অ. হৃ. সূ., ৩.১

চরকসংহিতার বিমানস্থানে ঋতুগুলোকে আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। সেখানে সংশোধন কার্যের দিকে লক্ষ্য রেখে ছয় প্রকার ঋতু বিভাগের কথা বলা হয়েছে। গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শিশির এই প্রধান ঋতু তিনটি যথাক্রমে অতিরিক্ত উষ্ণ, অতিরিক্ত বর্ষ ও অতিরিক্ত শীত লক্ষণযুক্ত হওয়ায় এদের ঠিক আগে অপেক্ষাকৃত নরম মেজাজের তিনটি ঋতু প্রাবৃট্, শরৎ ও বসন্ত দেখা যায় বলে চরকসংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলে এখানেও ঋতুর সংখ্যা দাঁড়াল ছয়টি, বর্ষার প্রারম্ভিক কাল হল প্রাবৃট্, তারপর আসে বর্ষা। এইরূপ সংশোধনকে বিষয় করলে ঋতুর বিভাগ দাঁড়াবে ছয়টি।[১]

চরকসংহিতার জল্পকল্পতরুটীকায় গঙ্গাধর এটা আরো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। কার্ত্তিক থেকে শুরু করে চারটি মাস (কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ) শীতলক্ষণযুক্ত হেমন্তকাল। ফাল্গুন থেকে শুরু করে চারটি মাস (ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ) উষ্ণলক্ষণযুক্ত গ্রীষ্মকাল। আষাঢ় থেকে শুরু করে চারটি মাস (আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন) বর্ষালক্ষণযুক্ত বর্ষাকাল। তাদের অন্তর্গত সাধারণলক্ষণযুক্ত নাতিশীতোষ্ণরূপ হেমন্তের অন্তর্গত শরৎকাল। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ দু মাস অল্প শীত ও উষ্ণ। এরূপ সাধারণলক্ষণযুক্ত নাতিশীতোষ্ণরূপ গ্রীষ্মের অন্তর্গত বসন্ত, ফাল্গুন ও চৈত্র এই দুমাস অল্প শীত ও উষ্ণ লক্ষণযুক্ত। এরূপ নাতিশীতোষ্ণরূপ বর্ষার অন্তর্গত প্রাবৃট্ কাল, আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দু মাস অল্প বর্ষালক্ষণযুক্ত।[২] সিদ্ধিস্থানেও এই

---

১. অত্র খলু তাবৎ ষোঢ়া প্রবিভজ্য কার্যমুপদেক্ষ্যতে। হেমন্তো গ্রীষ্মো বর্ষাশ্চেতি শীতোষ্ণবর্ষ-লক্ষণাস্ত্রয় ঋতবো ভবন্তি। তেষামন্তরেষ্বিতরে সাধারণলক্ষণাস্ত্রয় ঋতবঃ প্রাবৃট্শরদ্বসন্তা ইতি। প্রাবৃডিতি প্রথমঃ প্রবৃষ্টঃ কালস্তস্যানুবন্ধো হি বর্ষাঃ। এবমেতে সংশোধনমধিকৃত্য ষড় বিভজ্যন্তে ঋতবঃ। চ. বি., ৮.১২৫

২. কার্ত্তিকাদয়শ্চত্বারো মাসা হেমন্তঃ শীতলক্ষণঃ। ফাল্গুনাদয়শ্চত্বারো মাসা গ্রীষ্ম উষ্ণলক্ষণঃ। আষাঢ়াদয়শ্চত্বারো মাসা বর্ষা বর্ষলক্ষণাঃ তেষামন্তর্গতা সাধারণলক্ষণা নাতিশীতনাত্যুষ্ণরূপা হেমন্তান্তর্গতা শরৎ কার্ত্তিকাগ্রহায়ণৌ দ্বৌ মাসৌ মন্দশীতোষ্ণৌ। এবং সাধারণলক্ষণো নাতিশীতনাত্যুষ্ণরূপো গ্রীষ্মান্তর্গতো বসন্তঃ ফাল্গুনচৈত্রমাসৌ মন্দোষ্ণশীতলক্ষণৌ। এবং নাতিশীতনাত্যুষ্ণরূপা বর্ষান্তর্গতা প্রাবৃট্ আষাঢ়শ্রাবণৌ দ্বৌ মাসৌ মন্দবর্ষলক্ষণৌ।

জ. ক., চ. বি. ৮, পৃ. ১৭১৪ ; প. ২১-২৪, পৃ. ১৭১৫; প. ২-৪

সুশ্রুতসংহিতাতেও প্রায় একই ব্যক্তব্য দেখতে পাওয়া যায়। সেখানেও বর্ষা, শরদ্, হেমন্ত, বসন্ত, গ্রীষ্ম ও প্রাবৃট্, এই ছয় ঋতু দেখা যায়। ভাদ্র প্রভৃতি দু দু মাস দ্বারা এক একটি ঋতু উপলক্ষিত হয়। যেমন—ভাদ্র ও আশ্বিন বর্ষা, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ শরৎ, পৌষ ও মাঘ হেমন্ত, ফাল্গুন ও চৈত্র বসন্ত, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ গ্রীষ্ম এবং আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস হল প্রাবৃট ঋতু।

'ইহ তু বর্ষাশরদ্ধেমন্তবসন্তগ্রীষ্মপ্রাবৃষঃ ষড়্ঋতবো ভবন্তি......, তে তু ভাদ্রপদাদ্যেন দ্বিমাসিকেন ব্যাখ্যাতাঃ, তদ্যথা-ভাদ্রপদাশ্বযুজৌ বর্ষাঃ, কার্ত্তিকমার্গশীর্ষৌ শরৎ, পৌষমাঘৌ হেমন্তঃ ফাল্গুনচৈত্রৌ বসন্তঃ, বৈশাখজ্যৈষ্ঠৌ গ্রীষ্মঃ, আষাঢ়শ্রাবণৌ প্রাবৃডিতি।"

সু. সূ., ৬.১০

ঋতুগুলির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।[১]

ঋতুভেদের কথা বাদ দিলে সম্বৎসরকে মাস ভেদেও দ্বাদশভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে একথা চরকের টীকাকার চক্রপাণিদত্তের উদ্ধৃতি থেকে জানা যায়।[২]

খ. আতুরাবস্থা—

রোগের বিভিন্ন অবস্থার করণীয় কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য ভেদে কাল ও অকাল সংজ্ঞার আরও এক ধরণের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন রোগের এই অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগের কাল অর্থাৎ এই ঔষধ দিলে লাভ হবে এবং এই ঔষধের অকাল অর্থাৎ এই ঔষধ দেওয়া উচিত নয়। এইভাবে রোগীর অবস্থা বিশেষ সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ করে ঔষধের প্রয়োগের কাল ও অকাল নির্দিষ্ট হয়। উপযুক্তকাল চলে গেলে অথবা উপযুক্ত কাল উপস্থিত না হলে যদি ঔষধ প্রয়োগ করা হয় তাহলে তা কার্যকরী হয় না, সেইজন্য যথাযথকালে ঔষধ প্রয়োগ করে সফলতা সম্পাদন করতে হয় একথা চরকসংহিতায় বলা হয়েছে।[৩]

কালের সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিবেচনা করে এই কালকে 'পরিণাম' রূপে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে একটা বিশেষ সংজ্ঞার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।[৪] আয়ুর্বেদশাস্ত্রে অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ,

---

১. অত্যুষ্ণবর্ষশীতা হি গ্রীষ্মবর্ষাহিমাগমাঃ।
তদন্তরে প্রাবৃডাদ্যাস্তেষাং সাধারণাশ্রয়ঃ।।
প্রাবৃট্ শুচিনভৌ জ্ঞেয়ৌ শরদূর্জসহৌ পুনঃ।
তপস্যশ্চ মধুশ্চৈব বসন্তঃ শোধনং প্রতি।।

চ. সি., ৬. ৪,৫

২. মাসভেদেন দ্বাদশধা।

আ. দী., চ. বি., ৮, পৃ. ১৭১৪, প. ২৬

৩. আতুরাবস্থাস্বপি তু কার্য্যাকার্য্যং প্রতি কালাকালসংজ্ঞা তদ্‌যথা—অস্যামবস্থায়ামস্য ভেষজস্যাকালঃ, কালঃ পুনরন্যস্যেতি। এতদপি হি ভবত্যবস্থাবিশেষেণ, তস্মাদাতুরাবস্থাস্বপি হি কালাকালসংজ্ঞা। তস্য পরীক্ষা মুহুর্মুহুরাতুরস্য সর্ব্বাবস্থাবিশেষাবেক্ষণং যথাবদ্‌ভেষজ-প্রয়োগার্থম্। ন হ্যতিপতিতকালমপ্রাপ্তকালং বা ভেষজমুপযুজ্যমানং যৌগিকং ভবতি। কালো হি ভৈষজ্যপ্রয়োগপর্য্যাপ্তিমভিনির্বর্ত্তয়তি। চ. বি., ৮.১২৮

৪. কালঃ পুনঃ পরিণামঃ।

চ. সূ., ১১.৪২, বি., ৮.৭৬

চক্রপাণিদত্তের আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় পরিণাম বলতে ঋতু প্রভৃতিরূপ কালকে বুঝিয়েছেন।
"পরিণামী ঋত্বাদিরূপঃ কালঃ।"

আ. দী., চ. বি. ৮, পৃ. ১৬৭৪, প. ২৬-২৭

প্রজ্ঞাপরাধ এবং কাল বা পরিমাণ এই তিনটি জিনিষের গুরুত্ব, শরীরে যে ব্যাধি উৎপন্ন হয়, সেই দেহ ও মনে উৎপন্ন ব্যাধিগুলির কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে।[১] শাস্ত্রে কাল বা পরিণাম কথাটির অর্থ ব্যাপক। হেমন্তকালে নিষিত শ্লেষ্মা, বসন্তকালে কফ রোগের সূত্রপাত ঘটায় এটাও যেমন পরিণাম, আবার যে সময়ে বা কালে যে ধরণের জলবায়ু হওয়া স্বাভাবিক তার ব্যতিক্রম ঘটলেও যে ব্যাধির উৎপত্তি হয় সেটাও পরিণাম। আবার অহিত আহার বিহার থেকে যে নানা রোগের সৃষ্টি সেটাও তো শাস্ত্রে পরিণাম বলা হয়েছে।

জল্পকল্পতরুটীকায় পরিণাম শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখাতে গিয়ে গঙ্গাধর বলেছেন—প্রাণীদিগের পরিণামের হেতু বলে কালকে পরিণাম বলে। সর্বদা এইভাবে অযোগ, অতিযোগ ও মিথ্যাযোগ এই ত্রিবিধ বিকল্পযুক্ত হলেও কালকে পরিণাম সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়ে থাকে। আবার এই কালই শুভ অশুভ কর্মগুলিকে ধর্ম অধর্মরূপে পরিণমন করে, পরিণাম আখ্যা লাভ করে বলে কালের দ্বারা গৃহীত হয়ে থাকে ; কিন্তু প্রজ্ঞাপরাধের দ্বারা নয়। কেননা সদ্যকৃত কর্মের ফল প্রজ্ঞাপরাধের দ্বারা গৃহীত হয়। কিন্তু অন্যকালে অর্থাৎ কালান্তরে কৃত কর্মের ফল পরিণাম।[২]

কাল প্রমাণভেদে শরীরের অবস্থার ভেদ—

বয়সের ভেদানুসারে শরীরের অবস্থার ভেদ হয় বলে ত্রিকালের পরিকল্পনা করা হয়েছে। যেমন—বাল্যকাল, মধ্যকাল ও বৃদ্ধকাল (বা জীর্ণকাল)। ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত ধরা হয় বাল্যকাল। এর মধ্যে ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত শ্মশ্রু প্রভৃতি জন্মায় না, দেহ সুকুমার থাকে, সেই জন্য ক্লেশ সহ্য করতে পারে না, বলও সম্পূর্ণ হয় না এবং এইকালে শ্লেষ্মার আধিক্য থাকে। কারণ এইসময়ে রস, রক্ত প্রভৃতি ধাতু সম্পূর্ণরূপে পরিপক্ক হয় না। এরপরেই কিন্তু ধাতুর গুণগুলি বৃদ্ধি পেতে থাকে, ফলে প্রায়শই মনের চঞ্চলতা দেখা যায়। ত্রিশ বৎসর থেকে ষাট বৎসর বয়স পর্যন্ত মধ্যকাল ধরা হয়। এই সময় বল, বীর্য, পৌরুষ, পরাক্রম, গ্রহণ, ধারণ, স্মরণ, বচন, বিজ্ঞান ও সকল ধাতুর গুণগুলি পরিপূর্ণ হওয়ায়, বল পরিপূর্ণভাবে শরীরে থাকে, মনও স্থির হয়, রস রসাদি ধাতুগুলির গুণগুলি সমান থাকে, কিন্তু এইকালে পিত্তের কিঞ্চিৎ

---

১. অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগঃ প্রজ্ঞাপরাধঃ পরিণামশ্চেতি ত্রয়স্ত্রিবিধবিকল্পাঃ হেতবো বিকারাণাম্।
চ. সু., ১১.৪৩

২. তুলনীয়—কাল ইতি কলয়তি কালয়তি বা ভূতানীতি। সমযোগাতিযোগাযোগ-মিথ্যাযোগযুক্তঃ সর্বঃ কালঃ। পরিণময়তি ভূতানীতি পরিণামহেতুত্বাৎ পরিণাম উচ্যতে। নিতরামেবৈতস্ত্রিবিধবিকল্পোঽপি কালপরিণামসংজ্ঞ উচ্যতে। এষ হি কালঃ সর্ব্বাণি শুভাশুভানি কর্ম্মাণি, পরিণম্য ধর্ম্মাধর্ম্মরূপেণ পরিণামসংজ্ঞ এব ভবতি। তস্মাদ্ ধর্মাধর্মারপি পরিণামাখ্যত্বাৎ কালেন গৃহ্যতে। ন তু প্রজ্ঞাপরাধেন। সদ্যঃ ফলকর্ম্মণঃ ফলন্তু প্রজ্ঞাপরাধেন গৃহ্যতে, কালান্তরে পরিণামাভাবাদিতি।

জ. ক., চ. সু. ১১, পৃ. ৫৬৫, প. ১০-১৭

আধিক্য দেখা যায়। ষাট বৎসরের পর থেকে একশ বৎসর পর্যন্ত বৃদ্ধকাল অর্থাৎ জীর্ণাবস্থা। এই সময়ে আস্তে আস্তে ধাতু, ইন্দ্রিয়, বল, বীর্য, পৌরুষ, পরাক্রম, গ্রহণ, ধারণ, স্মরণ, বচন ও বিজ্ঞান হ্রাস পেতে থাকে। ধাতুর গুণগুলি বিনষ্ট হতে থাকে এবং এই বয়সে বায়ুর আধিক্য দেখা যায়। এর থেকে জানতে পারা যায় যে কলিযুগে সাধারণতঃ আয়ুর পরিমাণ নির্দ্ধারিত ছিল একশ বৎসর। কিন্তু এই এক'শ, বৎসরের বেশী বা তার চেয়ে অল্পকালও মানুষ প্রাণ ধারণ করে থাকে।[১] সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিকালে মানুষদের যে প্রকার আয়ু নির্দিষ্ট আছে সেই কালের এক'শ বছর পূর্ণ হলে, আয়ুকালের এক এক বছর ক্ষয় প্রাপ্ত হয় একথা চরকসংহিতায় বলা হয়েছে।[২]

কালের ব্যাধিকারণতা—

কালের অযোগ, অতিযোগ ও মিথ্যাযোগ যে রোগের কারণস্বরূপ হয়ে থাকে তা এরপূর্বেই কালের পরিণামরূপে আলোচনা প্রসঙ্গে দেখানো হয়েছে। হীনমাত্রায় যখন উপলব্ধি হয় সেই কালকে অযোগ, অত্যধিক মাত্রায় উপলব্ধি হলে সেই কালকে অতিযোগ এবং যদি স্বাভাবিক লক্ষণের বিপরীত লক্ষণ উপলব্ধি হলে তাকে কালের মিথ্যাযোগ বলা হত। যেমন—হেমন্তকালে যদি বৃষ্টি হতে থাকে এবং বর্ষাকালে যদি শীত বেশী পড়ে তাহলে তাকে কালের মিথ্যাযোগ বলে চিহ্নিত করা হত।[৩] এরূপ কথাও চরকসংহিতায় দেখা যায় যে শীতকালের সঞ্চিত দোষ বসন্তকালে, গ্রীষ্মকালের সঞ্চিত দোষ বর্ষাকালে, এবং বর্ষাকালের সঞ্চিত দোষ শরৎকালে যদি নির্হরণ করা হয়, তাহলে ঋতুজনিত রোগ কখনো ভোগ করতে হয় না।[৪]

---

১. কালপ্রমাণবিশেষাপেক্ষিণী হি শরীরাবস্থা বয়োঽভিধীয়তে। তদ্বয়ো যথাস্থূলভেদেন ত্রিবিধং- বালং, মধ্যং, জীর্ণমিতি। তত্র বালমপরিপক্বধাতুমজাতব্যঞ্জনং সুকুমারমক্লেশসহমসংপূর্ণবলং শ্লেষ্মধাতুপ্রায়মাষোড়শবর্ষং বিবর্ধমানধাতুগুণং পুনঃ প্রায়েণানবস্থিতসত্ত্বমাত্রিংশদ্বর্ষমুপদিষ্টম্। মধ্যং পুনঃ সমত্বাগতবলবীর্যপৌরুষপরাক্রমগ্রহণধারণস্মরণবচনবিজ্ঞানসর্ব্বধাতুগুণং বলস্থিতমবস্থিতসত্ত্বমবিশীর্যমাণধাতুগুণং পিত্তধাতুপ্রায়মাষষ্টিবর্ষমুপদিষ্টম্। অতঃ পরং হীয়মান-ধাত্বিন্দ্রিয়বলবীর্যপৌরুষপরাক্রমগ্রহণধারণস্মরণবচনবিজ্ঞানং ভ্রশ্যমানধাতুগুণং বায়ুধাতুপ্রায়ং ক্রমেণ জীর্ণমুচ্যতে আবর্ষশতম্। বর্ষশতং খল্বায়ুষঃ প্রমাণমস্মিন্ কালে। সন্তি চ পুনরধিকোন-বর্ষশতজীবিনোঽপি মনুষ্যাঃ। চ. বি., ৮.১২২

২. তুলনীয়—সংবৎসরশতে পূর্ণে যাতি সংবৎসরঃ ক্ষয়ম্।
দেহিনামায়ুষঃ কালে যত্র যন্মানমিষ্যতে। চ. বি., ৩.২৬

৩. তত্রাতিমাত্রস্বলক্ষণঃ কালঃ কালাতিযোগঃ। হীনস্বলক্ষণঃ (কালঃ) কালাযোগঃ। যথাস্বলক্ষণবিপরীতলক্ষণস্তু (কালঃ) কালমিথ্যাযোগঃ। চ. সূ., ১১.৪২

৪. হৈমন্তিকং দোষচয়ং বসন্তে প্রবাহয়ন্ গ্রৈষ্মিকমভ্রকালে।
ঘনাত্যয়ে বার্ষিকমাশু সম্যক্ প্রাপ্নোতি রোগানৃতুজান্ন জাতু।।
চ. শা., ২.৪৫

যদি কাল নির্দিষ্ট ঋতুলক্ষণের বিপরীতলক্ষণযুক্ত অথবা অত্যধিকলক্ষণযুক্ত বা অল্পলক্ষণযুক্ত হয় তাহলে সেই সেই কাল শরীরের পক্ষে অহিতকর।[১] দোষযুক্ত বায়ু, জল, দেশ ও কাল এই চারটিকে চরকসংহিতায় জনপদবিধ্বংসী বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[২]

সমস্ত জগতই কালের বশীভূত বলে কল্পনা করা হয়েছে এবং এর ফলে কাল সকল স্থানে অবস্থান করে, সেইজন্য কেহ কেহ মনে করেন, যে কালই হচ্ছে সবকিছুর, এমনকি পুরুষ ও তার রোগসমূহের কারণ।[৩]

বিসর্গকালের প্রথমে অর্থাৎ বর্ষাকালে এবং আদানকালের শেষে অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে মানুষেরা হীনবল হয়ে পড়ে। উভয়কালের মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ বিসর্গ ও আদানকালের মধ্যসময়ে (শরৎ ও বসন্ত ঋতুতে) মানুষেরা মধ্যবল হয় এবং বিসর্গকালের শেষে অর্থাৎ হেমন্তে ও আদানকালের প্রথমে অর্থাৎ শীতকালে মানুষেরা শ্রেষ্ঠবলসম্পন্ন হয়।[৪]

কালের প্রভাবে ত্রিদোষের বৈষম্য—

বর্ষা প্রভৃতি ছয়টি ঋতুর এক একটিতে পিত্ত প্রভৃত্তির সঞ্চয়, প্রকোপ ও প্রশম হয়।[৫] যেমন বর্ষাকালে পিত্তের সঞ্চয়, শরৎকালে তা প্রকুপিত হয় এবং হেমন্তকালে তার প্রশমন হয়।

---

১. কালং তু খলু যথর্তুলিঙ্গাদ্বিপরীতলিঙ্গমতিলিঙ্গং হীনলিঙ্গঞ্চাহিতং ব্যবস্যেৎ।

চ. বি., ৩.৭

২. ইমানেবংদোষযুক্তাংশ্চতুরো ভাবান্ জনপদোদ্ধ্বংসকরান্ বদন্তি কুশলাঃ।

চ. বি., ৩.৭

৩. কালজস্ত্বেব পুরুষঃ কালজাস্তস্য চাময়াঃ।
জগৎ কালবশং সর্ব্বং কালঃ সর্ব্বত্র কারণম্।।

চ. সূ., ২৫.২৫

৪. আদাবন্তে চ দৌর্ব্বল্যং বিসর্গাদানয়োর্নৃণাম্।
মধ্যে মধ্যবলন্ত্বন্তে শ্রেষ্ঠমগ্রে চ নির্দ্দিশেৎ।। চ. সূ., ৬.৮

অষ্টাঙ্গসংগ্রহেও এরূপ কথার উল্লেখ দেখা যায়। বিসর্গ এবং আদানকালে হেমন্ত ও শিশির ঋতুতে মানুষের বল শ্রেষ্ঠ, শরদ্ এবং বসন্ত ঋতুতে মধ্যম এবং বর্ষা ও গ্রীষ্ম ঋতুতে কম হয়।

হেমন্তে শিশিরে চাগ্রং বিসর্গাদানয়োর্বলম্।
শরদ্বসন্তয়োর্মধ্যং হীনং বর্ষানিদাঘয়োঃ।।

অ. স. সূ., ৪.৭

৫. চয়প্রকোপপ্রশমাঃ পিত্তাদীনাং যথাক্রমম্।
ভবন্ত্যেকৈকশঃ ষট্সু কালেষ্বভ্রাগমাদিষু।।

চ. সূ., ১৭.১১৪

হেমন্তকালে কফের সঞ্চয়, বসন্তকালে তার প্রকোপ এবং গ্রীষ্মকালে তার প্রশমন হয়। গ্রীষ্মকালে বায়ুর সঞ্চয়, প্রাবৃট্ ও বর্ষাকালে তার প্রকোপ এবং শরৎকালে তার প্রশমন হয়।

কালভেদে করণীয় পঞ্চকর্ম—

প্রাবৃট্, শরৎ ও বসন্ত এই তিনটি কালে বমন প্রভৃতি সংশোধন কর্ম বিধেয়। কিন্তু অপর তিনটি কালে এই সংশোধন কর্ম বিধেয় নয়।[1] অর্থাৎ হেমন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই তিনটি ঋতুতে বমন প্রভৃতি সংশোধন কর্ম করা উচিত নয়।[2]

সুশ্রুতসংহিতাতে কালের স্বভাবের কারণত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, পিত্তজন্য রোগের শান্তি হেমন্ত ঋতুতে হয়ে থাকে, কফজন্য রোগের শান্তি গ্রীষ্ম ঋতুতে এবং বাতজন্য রোগের শান্তি শরদ্ ঋতুতে হয়ে থাকে। এইভাবে দোষের সঞ্চয়, প্রকোপ এবং প্রশমনের কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

"তত্র পৈত্তিকানাং ব্যাধীনামুপশমো হেমন্তে, শ্লৈষ্মিকাণাং নিদাঘে, বাতিকাণাং শরদি, স্বভাবত এব, ত এতে সংচয়প্রকোপোপশমা ব্যাখ্যাতাঃ",

সু. সূ., ৬.১৩

এছাড়া আরো বলা হয়েছে, রোগের উৎপত্তির পূর্বে দোষের শমন করতে চাওয়া হয়। যেমন—বসন্ত ঋতুতে কফের, শরদ্ ঋতুতে পিত্তের, এবং বর্ষা ঋতুতে বায়ুর শমন করা হয়। যে ঋতুতে যে দোষ কুপিত হয়, সেই ঋতুতে সেই দোষের প্রশমন করতে হয়।

"হরেদ্ বসন্তে শ্লেষ্মাণং পিত্তং শরদি নির্হরেৎ।
বর্ষাসু শময়েদ্ বায়ুং প্রাগ্বিকারসমুচ্ছ্রয়াৎ।।

সু. সূ., ৬.৩৮

১. তত্র সাধারণলক্ষণেষ্বৃতুষু বমনাদীনাং প্রবৃত্তির্বিধীয়তে, নিবৃত্তিরিতরেষু।

চ. বি., ৮.১২৬

২. তস্মাদ্বমনাদীনাং নিবৃত্তির্বিধীয়তে বর্ষান্তেষ্বৃতুষু, ন চেদাত্যয়িকং কর্ম।

চ. বি., ৮.১২৭

সুশ্রুতসংহিতায় বলা হয়েছে, বর্ষা, হেমন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে সঞ্চিত বায়ু প্রভৃতি দোষের এবং শরৎ, বসন্ত ও বর্ষা ঋতুতে কুপিত পিত্ত প্রভৃতি দোষের বমনাদির সাহায্যে নষ্ট করতে চাওয়া হয়। এই নিঃসারণ ঋতুর শেষের মাসে করা হয়। যেমন—পিত্তের সংশোধন মার্গশীর্ষ অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে, কফের সংশোধন চৈত্রমাসে এবং বাতের সংশোধন শ্রাবণমাসে করা হয়।

"তত্র বর্ষাহেমন্তগ্রীষ্মেষু সংচিতানাং দোষাণাং শরদ্বসন্তপ্রাবৃট্সু চ প্রকুপিতানাং নির্হরণং কর্তব্যম্।"

সু. সূ., ৬.১২

তন্ত্রযুক্তি

তন্ত্র শব্দের পর্য্যায়বাচক শব্দ বলতে বোঝাবে শাস্ত্রকে[১] এবং যুক্তি শব্দের মানে হচ্ছে যোজনা। অর্থাৎ শাস্ত্রের যোজনাকে তন্ত্রযুক্তি শব্দের দ্বারা বোঝান হয়েছে। সুশ্রুতসংহিতার টীকাকার ডল্হণ তাঁর টীকায় বলেছেন যে, যার দ্বারা শরীর রক্ষা হয়, তাকে তন্ত্র বা শাস্ত্র বলে, এই শাস্ত্রকে চিকিৎসাশাস্ত্র বলা হয়ে থাকে। চিকিৎসাশাস্ত্রে এদের যোজনাকে তন্ত্রযুক্তি বলা হয়।[২]

তন্ত্রযুক্তির প্রয়োজন—

চরকসংহিতায় তন্ত্রযুক্তির প্রয়োজন কি কারণে তা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, এটা হচ্ছে এক প্রকার শাস্ত্র যার সাহায্যে বুদ্ধির পরিজ্ঞান হয়, এই যুক্তি জ্ঞান থেকে অন্য শাস্ত্রে তাড়াতাড়ি জ্ঞান লাভ করা যায়, চিকিৎসক তন্ত্রযুক্তি ছাড়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে, শাস্ত্রের অর্থ ঠিক ঠিক প্রকারে গ্রহণ করতে পারেন না। যেমন মানুষের ভাগ্যক্ষয় হলে ধন লাভ করতে পারে না।[৩]

সুশ্রুতসংহিতায় তন্ত্রযুক্তির প্রয়োজন বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, বাক্যযোজন ও অর্থযোজনের জন্য তন্ত্রযুক্তির প্রয়োজন।[৪] এছাড়া তন্ত্রযুক্তির দ্বারা অসদ্‌বাদীর প্রযুক্ত বাক্যের প্রতিষেধ করা হয় এবং নিজের বাক্যকে সিদ্ধি অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাপন করা হয়। যে শাস্ত্রের অর্থ শাস্ত্রে ঠিকমত ব্যক্ত ও উক্ত হয় না, ফলে যা লীন ও অনির্মল অর্থাৎ অস্পষ্ট হয়, যা সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে, এইসবকে স্পষ্টভাবে তন্ত্রযুক্তির দ্বারা জানা যায়।[৫]

১. শাস্ত্রলক্ষণং তন্ত্রমিত্যনর্থান্তরম্। — চ. সূ., ৩০.৩১

২. ত্রায়তে শরীরমনেনেতি তন্ত্রং শাস্ত্রং চিকিৎসা চ, তস্য যুক্তয়ো যোজনাস্তন্ত্রযুক্তয়ঃ। — নি. স., সু. উ., ৬৫.১

৩. একস্মিন্নপি যস্যেহ শাস্ত্রে লব্ধাস্পদা মতিঃ।
স শাস্ত্রমন্যদপ্যাশু যুক্তিজ্ঞত্বাৎ প্রবুধ্যতে।।
অধীয়ানোঽপি শাস্ত্রাণি তন্ত্রযুক্ত্যা বিনা ভিষক্।
নাধিগচ্ছতি শাস্ত্রার্থানর্থান্ ভাগ্যক্ষয়ে যথা।।
— চ. সি., ১২. ৪৭-৪৮

৪. উচ্যতে—বাক্যযোজনমর্থযোজনং চ।। — সু. উ., ৬৫.৪

৫. অসদ্বাদিপ্রযুক্তানাং বাক্যানাং প্রতিষেধনম্।
স্ববাক্যসিদ্ধিরপি চ ক্রিয়তে তন্ত্রযুক্তিতঃ।।
ব্যক্তা নোক্তাস্তু যে হ্যর্থা লীনা যে চাপ্যনির্মলাঃ।
লেশোক্তা যে চ কেচিত্স্যুস্তেষাং চাপি প্রসাধনম্।।
— সু. উ., ৬৫. ৫-৬

চরকসংহিতা ও সুশ্রুতসংহিতা—এই উভয়গ্রন্থেই তন্ত্রযুক্তির প্রয়োজন কি তা একটি উদাহরণের সাহায্যে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, যে প্রকার কমল বনকে সূর্য প্রকাশ করে এবং অনুরূপ ঘরকে প্রদীপ প্রকাশিত করে, সেই প্রকার তন্ত্রযুক্তির জ্ঞান শাস্ত্রের অর্থকে সম্যগ্‌রূপে প্রকাশিত করে।[১]

তন্ত্রযুক্তির বিভাগ বা সংখ্যা—

চরকসংহিতায় তন্ত্রযুক্তির সংখ্যা বলা হয়েছে ছত্রিশটি। যেমন—অধিকরণ, যোগ, হেত্বর্থ, পদার্থ, প্রদেশ, উদ্দেশ, নির্দ্দেশ, বাক্যশেষ, প্রয়োজন, উপদেশ, অপদেশ, অতিদেশ, অর্থাপত্তি, নির্ণয়, প্রসঙ্গ, একান্ত, নৈকান্ত, অপবর্গ, বিপর্য্যয়, পূর্বপক্ষ, বিধান, অনুমত, ব্যাখ্যান, সংশয়, অতীতাবেক্ষা, অনাগতাবেক্ষা, স্বসংজ্ঞা, ঊহ্য, সমুচ্চয়, নিদর্শন, নির্ব্বচন, সন্নিয়োগ, বিকল্প, প্রত্যুত্‌সার, উদ্ধার ও সম্ভব।[২]

সুশ্রুতসংহিতায় তন্ত্রযুক্তির সংখ্যা বলা হয়েছে বত্রিশটি। যথা—অধিকরণ, যোগ, পদার্থ, হেত্বর্থ, উদ্দেশ, নির্দেশ, উপদেশ, অপদেশ, প্রদেশ, অতিদেশ, অপবর্গ, বাক্যশেষ, অর্থাপত্তি, বিপর্যয়, প্রসঙ্গ, একান্ত, অনেকান্ত, পূর্বপক্ষ, নির্ণয়, অনুমত, বিধান, অনাগতবেক্ষণ, অতিক্রান্ত-বেক্ষণ, সংশয়, ব্যাখ্যান, স্বসংজ্ঞা, নির্বচন, নিদর্শন, নিয়োগ, বিকল্প, সমুচ্চয় ও ঊহ্য।[৩]

১. যথাঽম্বুজবনস্যার্কঃ প্রদীপো বেশ্মনো যথা।
প্রবোধনপ্রকাশার্থাস্তথা তন্ত্রস্য যুক্তয়ঃ।। — চ. সি., ১২.৪৬

তুলনীয়— সু. উ., ৬৫.৭

২. তত্রাধিকরণং যোগো হেত্বর্থোঽর্থঃ পদস্য চ।।
প্রদেশোদ্দেশনির্দ্দেশবাক্যশেষাঃ প্রয়োজনম্।
উপদেশাপদেশাতিদেশার্থাপত্তিনির্ণয়াঃ।।
প্রসঙ্গৈকান্তনৈকান্তাঃ সাপবর্গো বিপর্য্যয়ঃ।
পূর্বপক্ষবিধানানুমতব্যাখ্যানসংশয়াঃ।।
অতীতানাগতাবেক্ষাস্বসংজ্ঞোহ্যসমুচ্চয়াঃ।
নিদর্শনং নির্ব্বচনং সন্নিয়োগো বিকল্পনম্।।
প্রত্যুত্‌সারস্তথোদ্ধারঃ সম্ভবস্তন্ত্রযুক্তয়ঃ।

চ. সি., ১২. ৪১-৪৫

৩. দ্বাত্রিংশত্তন্ত্রযুক্তয়ো ভবন্তি শাস্ত্রে। তদ্যথা অধিকরণং যোগঃ, পদার্থঃ, হেত্বর্থঃ, উদ্দেশঃ, নির্দ্দেশঃ, উপদেশঃ, অপদেশঃ, প্রদেশঃ, অতিদেশঃ, অপবর্গঃ, বাক্যশেষঃ, অর্থাপত্তিঃ, বিপর্যয়ঃ, প্রসঙ্গঃ, একান্তঃ, অনেকান্তঃ, পূর্বপক্ষঃ, নির্ণয়ঃ, অনুমতং, বিধানম্, অনাগতাবেক্ষণম্, অতিক্রান্তাবেক্ষণং, সংশয়ঃ, ব্যাখ্যানং, স্বসংজ্ঞা, নির্বচনং, নিদর্শনং, নিয়োগঃ, বিকল্পঃ, সমুচ্চয়ঃ, ঊহ্যম্ ইতি।। — সু. উ., ৬৫.৩

চরকসংহিতায় এই তন্ত্রযুক্তিগুলির প্রত্যেকটির সংজ্ঞা দেওয়া হয় নি। তবে চরকসংহিতার চক্রপাণিদত্তের আয়ুর্বেদদীপিকাটীকাতে এগুলির আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া সুশ্রুত-সংহিতাতেও এদের সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

পদার্থ, প্রয়োজন, সংশয়, অর্থাপত্তি ও সম্ভব এই তন্ত্রযুক্তিগুলির আলোচনা পদার্থ অধ্যায়ে করা হয়েছে। এজন্য এদের বিস্তারিত আলোচনা পুনরায় এখানে করলাম না। এইগুলিকে বাদ দিয়ে চরকসংহিতায় বর্ণিত তন্ত্রযুক্তিগুলির ক্রম অনুসারে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

অধিকরণ—

চক্রপাণিদত্ত আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় বলেছেন, যাকে অবলম্বন করে কোন তন্ত্রের (এখানে চিকিৎসা শাস্ত্রের) প্রবর্ত্তন করা হয় তাকে সেই তন্ত্রের অধিকরণ বলে। যেমন—কাকে অবলম্বন করে চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্বেদের প্রবর্ত্তন হল তা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন রোগ।[১] এজন্য রোগ হল আয়ুর্বেদের অধিকরণ।

সুশ্রুতসংহিতাতেও বলা হয়েছে, সেখানে যে বিষয় অধিকার করে কোন শাস্ত্র বা তন্ত্র বলা যায়, তাকে সেই শাস্ত্রের অধিকরণ বলে। যেমন—রস অথবা দোষ (হচ্ছে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের গুরুত্ব)।[২]

যোগ—

চক্রপাণিদত্তের টীকায় বলা হয়েছে, যোগ হচ্ছে যোজনা। ব্যস্ত অর্থাৎ পৃথক্‌ভাবে বলা পদকে একীকরণ অর্থাৎ একসঙ্গে একত্র করাকে যোগ বলা হয়। যেমন—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন।[৩]

সুশ্রুতসংহিতায় যার দ্বারা বাক্যের যোজনা করা যায়, তাকে যোগ বলা হয়েছে।[৪]

১. অধিকরণং নাম যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ততে কর্তা ; যথা—"বিঘ্নভূতা যদা রোগা" (সূ. ১.) ইত্যাদি। অত্র রোগাদিকমধিকৃত্যায়ুর্বেদো মহর্ষিভিঃ কৃত ইতি 'রোগাঃ' ইত্যধিকরণম্।
আ. দী., চ. সি., ১২, পৃ. ৩৮১৫, প. ১৯-২০

২. তত্র যমর্থমধিকৃত্যোচ্যতে তদধিকরণম্। যথা—রসং দোষং বা।
সু. উ., ৬৫.৮

৩. যোগো নাম যোজনা, ব্যস্তানাং পদানামেকীকরণম্
নবলক্ষণং যথা—প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়নিগমনানি।
আ. দী., চ. সি., ১২. পৃ. ৩৮১৫, প. ২০-২১

৪. যেন বাক্যং যুজ্যতে স যোগঃ।
সু. উ., ৬৫.৯

হেত্বর্থ—

আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় বলা হয়েছে যে, যা এক প্রকরণে বলে যাওয়ার পর অন্য প্রকরণে মিলে যায়, তাকে হেত্বর্থ বলে।[১]

কোন কথা অন্য অর্থের সমর্থক হলে তাকে হেত্বর্থ বলে, এটা সুশ্রুতসংহিতায় বলা হয়েছে। যেমন জলের দ্বারা মাটির ঢেলা গলে যায় সেইরূপ মাষকলায় দুধ প্রভৃতির দ্বারা ব্রণ ক্লেদযুক্ত হয়।[২]

প্রদেশ—

অর্থ অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয় অধিক হওয়ায় সমগ্ররূপে তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সেই কারণে এর একদেশ বর্ণনা করাকে প্রদেশ বলা হয়।[৩]

সুশ্রুতসংহিতায় প্রদেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, প্রকৃত অর্থকে অতিক্রম করে অতিরিক্ত অর্থের সাধন করাকে প্রদেশ বলে। যেমন—এই ব্যক্তি দেবদত্তের শল্য উদ্ধার করেছে অতএব যজ্ঞদত্তের শল্যও এই ব্যক্তি উদ্ধার করবে।[৪]

উদ্দেশ—

আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায়, সংক্ষেপে বলাকে উদ্দেশ বলা হয়েছে। যেমন—হেতু ও লিঙ্গের ঔষধ জ্ঞান।[৫]

সুশ্রুতসংহিতায় সংক্ষিপ্ত বচনকে উদ্দেশ বলা হয়। যেমন—শল্য প্রভৃতি।[৬]

১. হেত্বর্থো নাম যদন্যত্রাভিহিতমন্যত্রোপপদ্যতে।

আ. দী., চ. সি., ১২, পৃ. ৩৮১৫, প. ২৪-২৫

২. যদন্যদুক্তমন্যার্থসাধকং ভবতি স হেত্বর্থঃ। যথা—মৃৎপিণ্ডোঽদ্ভিঃ প্রক্লিদ্যতে তথা মাষদুগ্ধপ্রভৃতিভির্ব্রণঃ প্রক্লিদ্যত ইতি।

সু. উ., ৬৫.১১

৩. প্রদেশো যথা—যদ্ বহুত্বাদর্থস্য কাৎর্স্ন্যেনাভিধাতুমশক্যমেকদেশেনাভিধীয়তে।

আ. দী., চ. সি., ১২, পৃ. ৩৮১৫, প. ২৯

৪. প্রকৃতস্যাতিক্রান্তেন সাধনং প্রদেশঃ। যথা—দেবদত্তস্যানেন শল্যমুদ্‌ধৃতং তথা যজ্ঞদত্তস্যাপ্যয়মুদ্ধরিষ্যতি।

সু. উ., ৬৫.১৬

৫. উদ্দেশো নাম সংক্ষেপাভিধানম্। যথা—হেতুলিঙ্গৌষধজ্ঞানম্।

আ. দী., চ. সি., ১২, পৃ. ৩৮১৫, প. ৩০

৬. সমাসবচনমুদ্দেশঃ। যথা—শল্যমিতি।

সু. উ. ৬৫.১২

নির্দ্দেশ—

যা সংক্ষেপে বলা হয়েছে, তারই বিস্তারিত বিবরণকে "নির্দ্দেশ" বলে নাম দেওয়া হয়েছে, আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায়। যেমন—হেতু, লিঙ্গ ও ঔষধের পুনরায় বিস্তারপূর্বক আলোচনা।[১]

সুশ্রুতসংহিতায়ও বিস্তারিতভাবে কথনকে "নির্দ্দেশ" বলা হয়েছে। যেমন—শারীর ও আগন্তুক ইত্যাদি।[২]

বাক্যশেষ—

চক্রপাণিদত্ত তাঁর আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় বাক্যশেষ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, বাক্যগুলিতে যা (অর্থাৎ যে অর্থ) গম্যমান হচ্ছে না, অর্থের দ্বারা তা পূরণ করা হয়, তাকে বাক্যশেষ বলা হয়।[৩]

সুশ্রুতসংহিতায় যে পদ অনুক্ত থাকলেও বাক্য সমাপ্ত হয়, তাকে বাক্যশেষ বলা হয়েছে। যেমন—মস্তক, পাণি, পাদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষঃ বললে পুরুষ কথাটি সাক্ষাৎভাবে না বললেও এইগুলি যে পুরুষেরই তা বোঝায়।[৪]

উপদেশ—

আপ্তপুরুষের অনুশাসন অর্থাৎ আদেশকে উপদেশ বলা হয়েছে আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায়। যেমন—প্রথমে স্নেহ প্রয়োগ করে, তারপরে স্বেদন প্রয়োগ করতে হবে।[৫]

সুশ্রুতসংহিতায় এটা একটা উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো হয়েছে। যেমন—দিবানিদ্রা ত্যাগ করবে এবং রাত্রি জাগরণ করবে না, এটাই হল গুরুর উপদেশ।[৬]

১. নির্দেশো নাম সংখ্যেয়োক্তস্য বিবরণম্। যথা—হেতুলিঙ্গৌষধস্য পুনঃ প্রপঞ্চনম্।
আ. দী., চ. সি., ১২, পৃ. ৩৮১৫, প. ৩০, পৃ. ৩৮১৬, প. ২৮

২. বিস্তরবচনং নির্দেশঃ। যথা—শারীরমাগন্তুকং চেতি। সু. উ., ৬৫.১৩

৩. বাক্যশেষো নাম যল্লাঘবার্থমাচার্যেণ বাক্যেষু পদমকৃতং গম্যমানতয়া পূর্যতে।
আ. দী., চ. সি., ১২, পৃ. ৩৮১৬, প. ২৮-২৯

৪. যেন পদেনানুক্তেন বাক্যং সমাপ্যেত স বাক্যশেষঃ। যথা—শিরঃপাণিপাদপার্শ্বপৃষ্ঠোদরোর-সামিত্যুক্তে পুরুষগ্রহণং বিনাঽপি গম্যতে পুরুষস্যেতি। সু. উ., ৬৫.১৯

৫. উপদেশো নামাপ্তানুশাসনম্—"স্নেহমগ্রে প্রযুঞ্জীত ততঃ স্বেদমনন্তরমিত্যাদি"। (চ.সূ. ১৩.৯৯)
আ. দী., চ. সি., ১২, পৃ. ৩৮১৭, প. ২১-২২

৬. এবমিত্যুপদেশঃ। যথা—'তথা ন জাগৃয়াদ্রাত্রৌ দিবাস্বপ্নং চ বর্জয়েৎ'।
সু. উ., ৬৫.১৪

অপদেশ—

আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় বলা হয়েছে যে, প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের সাধনের জন্য যে হেতুরূপ বচন বলা হয়ে থাকে তাকে অপদেশ বলে। যেমন—বায়ু থেকে জলের, জল থেকে দেশের এবং দেশ থেকে কালের প্রসঙ্গ অপরিহার্য্যভাবে জানা যায়। এইভাবে প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের সিদ্ধির জন্য হেতু বচন অপরিহার্য্য হয়ে থাকে।[১]

সুশ্রুতসংহিতায় কার্য্যের এইরূপ হেতু নির্দ্দেশ করাকে অপদেশ বলা হয়েছে। যেমন—মধুর দ্রব্য গ্রহণ থেকে শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হয় ইত্যাদি।[২]

অতিদেশ—

আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় বলা হয়েছে, কোন একটি বিষয়ের যৎ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রকাশ করে এতদতিরিক্ত অন্য কিছু অর্থ যা পূর্বে উক্ত হয়নি, তাও বক্তব্যরূপে উপস্থাপিত করতে চাওয়াকে অতিদেশ বলে, যেমন—আয়ুর্বেদশাস্ত্রে যা বর্ণনা করা হয়নি কিন্তু অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে তাও এই শাস্ত্রে সম্মানিত হয়েছে এবং এটি সম্পূর্ণভাবে পরিগৃহীত, আত্রেয় সর্বদা এটিকে অনুমোদন করেছেন।[৩]

সুশ্রুতসংহিতায় বলা হয়েছে যে, প্রকৃত বিষয় দ্বারা অনাগত বিষয়ের সাধন অর্থাৎ সিদ্ধ করাকে অতিদেশ বলা হয়। যেমন—যেহেতু এর বায়ুর ঊর্দ্ধগতি উপলব্ধ হচ্ছে অতএব এর উদাবর্ত্ত রোগ হবে।[৪]

১. অপদেশো নাম যৎ প্রতিজ্ঞাতার্থসাধনায় হেতুবচনম্। যথা—"বাতাজ্জলং জলাদ্দেশং দেশাৎ কালং স্বভাবতঃ। বিদ্যাদ্দুষ্পরিহার্য্যত্বাৎ" (চ. বি. ৩.১০) ইত্যাদি। তৎ প্রতিজ্ঞাতার্থস্য হেতুবচনং দুষ্পরিহার্যত্বাদিতি।

আ. দী., চ. সি., ১২, পৃ. ৩৮১৭, প. ২২-২৪

২. অনেন কারণেনেত্যপদেশঃ, যথাঽপদিশ্যতেমধুরঃ শ্লেষ্মাণমভিবর্ধয়তীতি।

সু. উ., ৬৫.১৫

৩. অতিদেশো নাম যৎ কিঞ্চিৎ এব প্রকাশ্যার্থমনুক্তার্থসাধনায়ৈব এবমন্যদপি প্রত্যেতব্যমিতি পরিভাষ্যতে। যথা—"যচ্চান্যদপি কিঞ্চিৎ স্যাদনুক্তমিহ পূজিতম্। বৃত্তং তদপি, চাত্রেয়ঃ সদৈবাভ্যনুমন্যতে।"

আ. দী., চ. সি., ১২, পৃ. ৩৮১৭, প. ২৪-২৬

৪. প্রকৃতস্যানাগতস্য সাধনমতিদেশঃ। যথা—যতোঽস্য বায়ুরূর্ধ্বমুত্তিষ্ঠতে তেনোদাবর্তী স্যাদিতি।

সু. উ. ৬৫.১৭

নির্ণয়—

আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় বিচারিত বিষয়ের ব্যবস্থাপনকে নির্ণয় বলা হয়েছে।[১]

সুশ্রুতসংহিতায় কিন্তু পূর্বপক্ষের উত্তরে কথিত (সিদ্ধান্ত) রচনকে নির্ণয় বলা হয়েছে।[২]

প্রসঙ্গ—

চক্রপাণিদত্ত আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় বলেছেন যে, পূর্বে বলা বিষয়ের প্রকরণ প্রভৃতি উপস্থিত হওয়ার পর পুনরায় এই বিষয়ের উত্থাপনকে প্রসঙ্গ বলে। যেমন—অতিরিক্ত প্রভাবিশিষ্ট দ্রব্যকে অতিরিক্তমাত্রায় দর্শন করলে, তাকে দর্শনের অতিযোগ বলে।[৩]

সুশ্রুতসংহিতায় বলা হয়েছে যে, অন্য প্রকরণ দ্বারা সমাপনকে প্রসঙ্গ বলে। অথবা প্রকরণের মধ্যে অবস্থিত যে বিষয় বার বার বলা হয়, সমাপ্ত করা হয় তাকেও প্রসঙ্গ বলে। যেমন—বেদোৎপত্তি অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "পঞ্চমহাভূতশরীরিসমবায়ঃ পুরুষঃ" এটি ক্রিয়া, এবং অধিষ্ঠান। এটা বলার পর ভূতচিন্তা অধ্যায়ে আবার বলা হয়েছে, "পঞ্চমহাভূতশরীরিসমবায়ঃ পুরুষঃ" এটি কর্মপুরুষ, চিকিৎসা দ্বারা অধিকৃত।[৪]

একান্ত—

আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় বলা হয়েছে নির্দিষ্টভাবে যা বলা হয়, তাকে একান্ত বলে।[৫]

---

১. নির্ণয়ো নাম বিচারিতস্যার্থস্য ব্যবস্থাপনম্।

আ. দী., চ. সি., ১২, পৃ. ৩৮১৭, প. ২৭

২. তস্যোত্তরং নির্ণয়ঃ।

সু. উ., ৬৫.২৬

৩. প্রসঙ্গো নাম পূর্ব্বাভিহিতস্যার্থস্য প্রকরণাগতত্বাদিনা পুনরভিধানম্। যথা—"তত্রাতি-প্রভাবতাং দৃশ্যানামতিমাত্রং দর্শনমতিযোগঃ।" (চ. সূ. ১১.৩৭)।

আ. দী., চ. সি., ১২, পৃ. ৩৮১৭, প. ২৯, পৃ. ৩৮১৮, প. ২৬

৪. প্রকরণান্তরেণ সমাপনং প্রসঙ্গঃ, যদ্বা প্রকরণান্তরিতো যোঽর্থোঽসকৃদুক্তঃ সমাপ্যতে স প্রসঙ্গঃ, যথা—পঞ্চমহাভূতশরীরিসমবায়ঃ পুরুষস্তস্মিন্ ক্রিয়া সোঽধিষ্ঠানমিতি বেদোৎপত্তাব-ভিধায়, ভূতচিন্তায়াং পুনরুক্তং যতোঽভিহিতং পঞ্চমহাভূতশরীরিসমবায়ঃ পুরুষ ইতি, স খল্বেষ কর্মপুরুষশ্চিকিৎসাধিকৃত ইতি।

সু. উ., ৬৫.২২

৫. একান্তনামো যদবধারণেনোচ্যতে।

আ.দী., চ.সি., ১২, প. ৩৮১৮, প. ২৬

সুশ্রুতসংহিতায় কিন্তু সর্বত্র যা নিশ্চয় করে বলা হয় তাকে একান্ত বলা হয়েছে। যেমন—ত্রিবৃৎ বিরেচন করে, মদনফল (অবশ্যই) বমন করায়।[১]

নৈকান্ত—

চক্রপাণিদত্তের টীকায় বলা হয়েছে যে, অন্যতরপক্ষের অবধারণ (বা নিশ্চয়কে) নৈকান্ত বলে। যেমন—"যে রোগীরা কেবল ভেষজের অভাবে মরে যায়।" এই কথা বললে অপরপক্ষটি নির্ণয় হয়ে গেছে যে তারা সকলে ঔষধ প্রাপ্ত হয় নাই।[২]

সুশ্রুতসংহিতায় বলা হয়েছে, কোন স্থানে একপ্রকার অর্থ করলে অন্যস্থানে অন্যপ্রকার অর্থ করলে তাকে অনেকান্ত বলে। যেমন—কোনও আচার্য বললেন দ্রব্য হচ্ছে প্রধান, অন্যের মতে রস হচ্ছে প্রধান, কেউ বললেন বীর্য এবং অন্য কেউ আবার বিপাককে প্রধান বললেন।[৩]

অপবর্গ—

আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় বলা হয়েছে যে, সমগ্ররূপে উদ্দেশ করা হয়েছে এমন কোন বিষয় বলে যাওয়ার পর কোন একটি বিষয়কে তুলে ধরলে তাকে অপবর্গ বলা হয়। যেমন—বলা হয়েছে কদাচ বাসী অন্ন খাবে না, অবশ্য মাংস, সবুজ ও শুকনো ভক্ষ্য দ্রব্য ছাড়া।[৪]

সুশ্রুতসংহিতায় বলা হয়েছে যে, ব্যাপকভাবে সব কিছু বলে, তারমধ্যে কোন একটি তুলে ধরলে তাকে বলে অপবর্গ। যেমন—বিষদ্বারা আক্রান্ত রোগীকে স্বেদ দেওয়া চলে না, কেবলমাত্র কীটদষ্ট বিষ ছাড়া।[৫]

১. (সর্বত্র) যদবধারণেনোচ্যতে স একান্তঃ। যথা—ত্রিবৃদ্বিরেচয়তি মদনফলং বাময়তি (এব)।

সু. উ., ৬৫.২৩

২. অনৈকান্তো নাম অন্যতরপক্ষানবধারণম্। যথা—"যে হ্যাতুরাঃ কেবলাদ্ভেষজাদৃতে ম্রিয়ন্তে, ন চ তে সর্ব এব ভেষজোপপন্নাঃ সমুত্তিষ্ঠেরন্" (চ. সূ. ১০.৫)।

আ. দী., চ. সি. ১২. পৃ. ৩৮১৮, প. ২৭-২৮

৩. ক্বচিত্তথা ক্বচিদন্যথেতি যঃ সোঽনেকান্তঃ, যথা—কেচিদাচার্যা ব্রুবতে দ্রব্যং প্রধানং, কেচিদ্রসং, কেচিদ্বীর্যং, কেচিদ্বিপাকমিতি।

সু. উ., ৬৫.২৪

৪. অপবর্গো নাম সাকল্যেনোদ্দিষ্টস্যৈকদেশাপকর্ষণম্। যথা—ন পর্য্যুষিতান্নমাদদীতান্যত্র মাংসহরিতকশুষ্কশাকফলভক্ষ্যেভ্যঃ ইতি।

আ. দী., চ. সি., ১২, পৃ. ৩৮১৮, প. ২৮-২৯

৫. অভিব্যাপ্যাপকর্ষণমপবর্গঃ, যথা—অস্বেদ্যা বিষোপসৃষ্টাঃ অন্যত্র কীটবিষাদিতি।

সু. উ., ৬৫.১৮

বিপর্য্যয়—

চক্রপাণিদত্ত আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় বলেছেন যে, অপকৃষ্টতাবশতঃ এর বিপরীত বা বিরুদ্ধ উদাহরণকে বিপর্য্যয় বলা হয়। যেমন নিদানে বলা হয়েছে—যেগুলি এর পক্ষে সেগুলি উপসেবন করবে না এর বিপরীতগুলি উপসেবন করবে।[১]

সুশ্রুতসংহিতায় অভিধেয় অর্থের বিপরীত গ্রহণকে বিপর্য্যয় বলা হয়েছে। যেমন—কৃশ, অল্পপ্রাণ এবং ভীরু পুরুষ দুশ্চিকিৎস্য হয়। এটা বলাতে এর বিপরীতরূপে জ্ঞান হয়ে থাকে যে দৃঢ় প্রভৃতি সুচিকিৎস্য হয়।[২]

পূর্বপক্ষ—

আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় সিদ্ধান্তরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে যে অর্থবাক্য, তাতে দোষ উদ্ভাবন করে যে বাক্য বলা হয় তাকে পূর্বপক্ষ বলে। যেমন—দুধের সঙ্গে মাছ সেবন করবে না, এই প্রকার প্রতিজ্ঞাত অর্থবাক্যের প্রতিপাদ্য হচ্ছে যে, চিলচিম ছাড়া, সব মাছের সঙ্গেই দুধ সেবন করবে না।[৩]

সুশ্রুতসংহিতায় এর থেকে একটু ভিন্ন ধরণের লক্ষণ দেখা যায়, সেখানে আক্ষেপপূর্বক প্রশ্নকে পূর্বপক্ষ বলা হয়েছে। যেমন—বাতজ চারপ্রকার প্রমেহ কি করে একেবারে অসাধ্য হয়।[৪]

বিধান—

আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, কারো কারো মতে প্রকরণ দ্বারা আনুপূর্বী

১. বিপর্য্যয়ো নাম অপকৃষ্টাৎ প্রতীপোদাহরণম্। যথা—"নিদানোক্তান্যস্য নোপশেরতে, বিপরীতানি চোপশেরতে, (চ. নি. ৩.৭)।

আ. দী., চ. সি., ১২, পৃ. ৩৮১৮, প. ৩০, পৃ. ৩৮১৯, প. ২৭

২. যদ্যত্রাভিহিতং তস্য প্রাতিলোম্যং বিপর্যয়ঃ। যথা—কৃশাল্পপ্রাণভীরবো দুশ্চিকিৎস্যা ইত্যুক্তে বিপরীতং গৃহ্যতে দৃঢ়াদয়ঃ সুচিকিৎস্যা ইতি।

সু. উ., ৬৫.২১

৩. পূর্বপক্ষো নাম প্রতিজ্ঞাতার্থসংদূষকং বাক্যম্। যথা—"ন মৎস্যান্ পয়সাऽভ্যবহরেৎ" (চ. সূ. ২৬.৮২) ইতি 'প্রতিজ্ঞাতস্যার্থস্য সর্ব্বানেব মৎস্যান্ন পয়সাऽভ্যবহরেদন্যত্র চি লিচিমাৎ' (চ. সূ. ২৬.৮৩) ইতি।

আ. দী., চ. সি., ১২, পৃ. ৩৮১৯, প. ২৭-২৯

৪. আক্ষেপপূর্বকঃ প্রশ্নঃ পূর্বপক্ষঃ। যথা—কথং বাতনিমিত্তাশ্চত্বারঃ প্রমেহা অসাধ্যা ভবন্তীতি।

সু. উ., ৬৫.২৫

অর্থাৎ ক্রমানুসারে বিষয়ের কথনকে বিধান বলে। যেমন—রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্রের উৎপত্তি ক্রমানুসারে বলা হয়ে থাকে।[১]

সুশ্রুতসংহিতায়ও প্রকরণের ক্রমানুসারে যে কথা বলা হয় তাকেই বিধান বলা হয়েছে। যেমন—একাদশ প্রকার যে সক্থি মর্মের কথা বলা হয়েছে তা প্রকরণের অনুসারেই বলা হয়েছে।[২]

অনুমত—

আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে, একই ধরণের মত নিবারণ না করে গ্রহণ করলে তাকে অনুমত বলে। যেমন—গর্ভশল্যের জরায়ুকে নষ্ট করে দেওয়ারূপ কর্মকে সংশমন বলে, এটা কেউ কেউ বলে থাকেন। একই ধরণের মতের প্রতিপাদন করে, এটির প্রতিষেধ না করলে এটি অনুমত বুঝতে হবে।[৩]

সুশ্রুতসংহিতাতেও বলা হয়েছে যে পরমতের উল্লেখ করে তাকে খণ্ডন না করলে সেই মত নিজের অনুমত বলা যেতে পারে। যেমন—অপরে বলল রস সাত প্রকার, এর বিরোধিতা না করলে এই মত যে কোন প্রকারে অনুমত এটা বোঝা গেল।[৪]

ব্যাখ্যান—

আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে, যা সকলের বুদ্ধির অগম্য বিষয়কে বিশেষরূপে স্পষ্ট করে তাকে ব্যাখ্যান বলে। যেমন—প্রথমমাসে সকল ধাতুর সংমিশ্রণ স্বরূপ সংকলিতরূপে কফ ধাতুর স্বরূপ ধারণ করে অব্যক্ত শরীর ধারণ করে, ইত্যাদি দ্বারা বাক্যের বিদিত বিষয় স্পষ্ট হওয়া।[৫]

---

১. কেচিৎ তু প্রকরণানুপূর্ব্বার্থাভিধানং বিধানমাহুঃ। যথা—"রসরুধিরমাংসমেদোঽস্থিমজ্জ-শুক্রাণামুৎপাদঃ ক্রমানুরোধেনাভিধানম্।" আ. দী., চ. সি., ১২, পৃ. ৩৮২০, প. ২১-২৩

২. প্রকরণানুপূর্ব্বাঽভিহিতং বিধানম্। যথা—সক্থিমর্ম্মাণ্যেকাদশ প্রকরণানুপূর্ব্যাঽভিহিতানি। সু. উ., ৬৫.২৯

৩. অনুমতং নাম একীয়মতস্যানিবারণেনানুমননম্। যথা—"গর্ভশল্যস্য জরায়ুঃ প্রপাতনং কর্ম্ম সংশমনমিত্যাহুরেকে" (চ. শা. ৮.৩১) ইত্যাদ্যেকীয়মতং প্রতিপাদ্যাপ্রতিষেধাদনুমন্যতে। আ. দী., চ. সি., ১২, পৃ. ৩৮২০, প. ২৩-২৪

৪. পরমতমপ্রতিষিদ্ধমনুমতম্। যথা—অন্যো ব্রূয়াৎ সপ্ত রসা ইতি, তচ্চাপ্রতিষেধাদনুমন্যতে কথংচিদিতি। সু. উ., ৬৫.২৮

৫. ব্যাখ্যানং নাম যৎ সর্ববুদ্ধ্যবিষয়ং ব্যাক্রিয়তে, যথা—'প্রথমে মাসি সংমূর্চ্ছিতঃ সর্ব্বধাতু-কলুষীকৃতঃ খেটভূতো ভবত্যব্যক্তবিগ্রহঃ (চ. শা. ৪.৯) ইত্যাদিনাঽস্মদাদ্যবিদিতার্থব্যাকরণম্। আ. দী., চ. সি., ১২, পৃ. ৩৮২০, প. ২৪-২৬

সুশ্রুতসংহিতায় অতিরিক্ত বর্ণনাকে ব্যাখ্যান বলা হয়েছে। যেমন—এই শাস্ত্রে পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব বিশিষ্ট পুরুষের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, অন্য আয়ুর্বেদ গ্রন্থে কিন্তু পঞ্চমহাভূত প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে (পুরুষ) চিন্তা করা হয়েছে।[১]

অতীতাবেক্ষণ—

আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে, অতীত অর্থাৎ প্রাগুক্ত বিষয়ের পুনরায় উল্লেখ করাকে অতীতাবেক্ষণ বলে। যেমন—"সেই কুঁড়ে ঘর এবং সেই শয়ন জ্বরকে প্রশমিত করে" (এই কথা বললে) এখানে স্বেদাধ্যায়ে কথিত কুটী প্রভৃতি অতীত কর্মের কথা বলা হচ্ছে বুঝতে হবে।[২]

সুশ্রুতসংহিতায় একে অতিক্রান্তাবেক্ষণ বলা হয়েছে। যা পূর্বে বলা হয়েছে তাই হল অতিক্রান্তাবেক্ষণ। যেমন—চিকিৎসাস্থানে বলা হল, সূত্রস্থানে যা বলা হয়েছে।[৩]

অনাগতাবেক্ষণ—

আয়ুর্বেদদীপিকায় বলা হয়েছে, যা অনাগত বিধিকে প্রমাণরূপে ধরে নিয়ে (তার দ্বারা কোন) বিষয়কে সাধন করা হয়ে থাকে, তাকে অনাগতবেক্ষণ বলে। "অথবা যেমন তিক্ত ঘৃতের" ইত্যাদি উল্লেখকে অনাগতবেক্ষণ বলা হয়ে থাকে।[৪]

সুশ্রুতসংহিতায় পরে বলা হবে এরূপ নির্দেশকে অনাগতাবেক্ষণ বলা হয়েছে। যেমন—সূত্রস্থানে বলা হল এটা আমি চিকিৎসাস্থানে বলবো।[৫]

---

১. তন্ত্রে্ঽতিশয়োপবর্ণনং ব্যাখ্যানম্। যথা—ইহ পঞ্চবিংশতিকঃ পুরুষো ব্যাখ্যায়তে। অন্যেম্বায়ুর্বেদতন্ত্রেষু ভূতাদিপ্রভৃত্যারভ্য চিন্তা।

সু. উ., ৬৫.৩৩

২. অতীতাবেক্ষণং নাম যদতীতমেবোচ্যতে ; যথা—"সা কুটী তচ্চ শয়নং জ্বরং সংশময়ত্যপি" ইত্যত্র স্বেদাধ্যায়বিহিতকুট্যাদ্যতীতকর্ম্মবেক্ষ্যতে।

আ. দী., চ. সি., ১২, পৃ. ৩৮২০, প. ২৮-২৯

৩. যৎপূর্বমুক্তং তদতিক্রান্তাবেক্ষণম্। যথা—চিকিৎসিতেষু ব্রূয়াৎ-শ্লোকস্থানে যদীরিতমিতি।

সু. উ., ৬৫.৩১

৪. অনাগতাবেক্ষণং নাম যদনাগতং বিধিং প্রমাণীকৃত্যার্থসাধনম্। যথা—বা তিক্তসর্পিষঃ ইত্যাদ্যনাগতাবেক্ষণেনোচ্যতে।

আ. দী., চ. সি., ১২, পৃ. ৩৮২০, প. ২৯-৩০

৫. এবং বক্ষ্যতীত্যনাগতাবেক্ষণম্। যথা—শ্লোকস্থানে ব্রূয়াৎ-চিকিৎসিতেষু বক্ষ্যামীতি।

সু. উ. ৬৫.৩০

স্বসংজ্ঞা—

আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে, যে শাস্ত্রকাররা (নিজেদের) ব্যবহারের জন্য যে নাম ব্যবহার করেন তাকে স্বসংজ্ঞা বলা হয়। যেমন—জেন্তাক, হোলাক প্রভৃতি (চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যবহৃত স্বসংজ্ঞা।)[১]

সুশ্রুতসংহিতায় বলা হয়েছে, অন্য শাস্ত্রের (অর্থাৎ নিজের শাস্ত্রে স্বীকৃত নয়) সঙ্গে যার মিল নাই তাকে স্বসংজ্ঞা বলে। যেমন—মিথুন শব্দের দ্বারা কেবলমাত্র মধু ও ঘৃতকে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। অথবা লোকপ্রসিদ্ধ উদাহরণকেও স্বসংজ্ঞা বলা যেতে পারে।[২]

উহ্য—

চক্রপাণিদত্তের টীকায় বলা হয়েছে, যে বিষয়টি নিবন্ধগ্রন্থে (প্রতিপাদিত নয় কিন্তু) বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞেয়রূপে উপদেশ করা হয়েছে তাই হল উহ্য। যেমন—'পরিগণিত করা হয়েছে (এরূপ) যে দ্রব্যকে অযৌগিক মনে করবে, সেই সেই দ্রব্য ত্যাগ করবে।[৩]

সুশ্রুতসংহিতাতে (উহ্যকে) এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—'যা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হয় নি, তা যদি বুদ্ধি দ্বারা জানা যায় তাকে উহ্য বলা যেতে পারে। যেমন—অন্নপানবিধি প্রকরণে বলা হয়েছে, চার প্রকার অন্নের কথা—ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য ও পেয়। এই চারপ্রকার (অন্নের কথা) বলা উচিত ছিল। (তা না বলে) দু প্রকার বলা হল।[৪]

সমুচ্চয়—

আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাকে এটাও এবং এটাও এইভাবে বলা হয়, তাকে সমুচ্চয় বলে। যেমন—বর্ণও স্বরও ইত্যাদি।[৫]

---

১. স্বসংজ্ঞা নাম যা তন্ত্রকারৈর্ব্যবহারার্থং সংজ্ঞা ক্রিয়তে, যথা—জেন্তাকহোলাকাদিকা সংজ্ঞা।
আ. দী., চ. সি., ১২, পৃ. ৩৮২১, প. ১৮

২. অন্যশাস্ত্রাসামান্যা স্বসংজ্ঞা। যথা—মিথুনমিতি মধুসর্পিষোর্গ্রহণং, লোকপ্রসিদ্ধমুদাহরণং বা।
সু. উ., ৬৫.৩৪

৩. উহ্যং নাম যদনিবদ্ধং গ্রন্থে প্রজ্ঞয়া তর্ক্যত্বেনোপদিশ্যতে, যথা—"পরিসংখ্যাতমপি যদ্ দ্রব্যমযৌগিকং মন্যেৎ তত্তদপকর্ষয়েৎ" (চ. বি. ৮.১৪৯) ইতি।
আ. দী., চ. সি., ১২, পৃ. ৩৮২১, প. ১৮-১৯

৪. যদনির্দিষ্টং বুদ্ধ্যাऽবগম্যতে তদূহ্যম্। যথা—অভিহিতমন্নপানবিধৌ চতুর্বিধং চান্নমুপদিশ্যতে—ভক্ষ্যং, ভোজ্যং লেহ্যং পেয়মিতি, এবং চতুর্বিধে বক্তব্যে দ্বিবিধমভিহিতম্।
সু. উ., ৬৫.৪০

৫. সমুচ্চয়ো নাম, যদিদং চেদং চেতি কৃত্বা বিধীয়তে, যথা—"বর্ণশ্চ স্বরশ্চ" (চ. ই. ১.৩) ইত্যাদি।
আ. দী., চ. সি., ১২, পৃ. ৩৮২১, প. ১৯-২০

সুশ্রুতসংহিতায়, "এটাও এবং এটাও" এইরূপ (উক্তি) কে সমুচ্চয় বলে মানা হয়েছে। যেমন—মাংসবর্গে (বলা হল) এণ, হরিণ প্রভৃতির আর লাব, তিত্তিরি এবং সারঙ্গেরাও প্রধান (এটা বুঝতে হবে)।[১]

নিদর্শন—

চক্রপাণিদত্ত আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় বলেছেন যে, মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই যে বিষয় সমানভাবে বুঝতে পারেন তাকেই নিদর্শন বলা হয়। যেমন—"ঔষধকে জানবে যেন অমৃতের মত" ইত্যাদি।[২]

সুশ্রুতসংহিতায়, দৃষ্টান্তস্থলকে নিদর্শন বলা হয়েছে। যেমন—অগ্নি বায়ুর সঙ্গে মিললেই পেটে (বায়ুর) বৃদ্ধি হয়, সেইপ্রকার বায়ু, পিত্ত ও কফ দূষিত হলে ব্রণের (বৃদ্ধি হয় এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে)।[৩]

নির্ব্বচন—

নির্ব্বচন বলতে গিয়ে চক্রপাণিদত্ত তাঁর টীকায় বলেছেন যে, পণ্ডিত অর্থাৎ বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের বুদ্ধিগম্য দৃষ্টান্তকে নির্ব্বচন বলা হয়। যেমন নিত্যকালের নাশের কারণ জানা যায় না।[৪]

---

১. ইদং চেদং চেতি সমুচ্চয়ঃ। যথা—মাংসবর্গে এণহরিণাদয়ো লাবতিত্তিরিসারঙ্গাশ্চ প্রধানানীতি।

সু. উ. ৬৫.৩৮

২. নিদর্শনং নাম মূর্খং বিদুষাং বুদ্ধিসাম্যবিষয়ো দৃষ্টান্তঃ, যথা—"বিজ্ঞাতমমৃতং যথা"—(চ.সূ. ১.১২৪) ইত্যাদি।

আ. দী., চ. সি., ১২, পৃ. ৩৮২১, প. ২০-২১

৩. দৃষ্টান্তব্যক্তিনিদর্শনম্। যথা—অগ্নির্বায়ুনা সহিতঃ কক্ষে বৃদ্ধিং গচ্ছতি তথা বায়ুপিত্তকফদুষ্টো ব্রণ ইতি।

সু. উ., ৬৫.৩৬

৪. নির্ব্বচনং নাম পণ্ডিতবুদ্ধিগম্যো দৃষ্টান্তঃ, যথা—"জ্ঞায়তে নিত্যগস্যেব কালস্যাত্যয়কারণম্" (চ. সূ., ১৬.৩২) ইতি।

আ. দী., চ. সি., ১২, পৃ. ৩৮২১, প. ২১-২২

সুশ্রুতসংহিতায় কিন্তু যা নিশ্চিতভাবে বলা যায় তাকেই নির্ব্বচন বলা হয়েছে। যেমন—উদাহরণরূপে বলা হয়েছে—এই (শাস্ত্রে) তে আয়ু (সম্বন্ধীয় জ্ঞান) আছে অথবা এই শাস্ত্র দ্বারা আয়ু (সম্বন্ধীয় সব কিছু) জানা যায়। আয়ু (সম্বন্ধীয় জ্ঞান) দেয় যে শাস্ত্র তা আয়ুর্বেদ।[১]

সন্নিয়োগ—

আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় সন্নিয়োগকে নিয়োগ বলা হয়েছে, যা অবশ্য অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্য কার্য্য তাই বিধান করাকে নিয়োগ বলে। যেমন—উদাহরণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, স্বেদ চলাকালীন মূর্চ্ছা গেলেও পিণ্ডিকা পরিত্যাগ করবে না।[২]

সুশ্রুতসংহিতায়ও সন্নিয়োগকে নিয়োগ বলে উল্লেখ বলা হয়েছে। এটাই করা কর্ত্তব্য, এইরূপ উক্তিকে নিয়োগ বলা হয়। যেমন—পথ্যই খাওয়া উচিত।[৩]

আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় বলা হয়েছে যে, বিকল্প হচ্ছে কোন বিষয়ের পাক্ষিক অর্থাৎ আংশিক অংশ বলা। যেমন—এই সারোদক বা কুশোদক ইত্যাদি।[৪]

সুশ্রুতসংহিতায় এটা হতে পারে এবং এটাও হতে পারে এইরূপ পরস্পর ভিন্ন দুটির সম্ভাবনা থাকলে তাকে বিকল্প বলা হয়। যেমন—রসোদন অর্থাৎ মাংসরসের সঙ্গে ভাত, অথবা ঘৃতমিশ্রিত যবাগু।[৫]

প্রত্যুৎসার—

আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় বলা হয়েছে, যা বুদ্ধির সাহায্যে অপরের মতকে নিবারণ করে,

---

১. নিশ্চিতং বচনং নির্ব্বচনম্। যথা—আয়ুর্বিদ্যতেঽস্মিন্ননেন বা, আয়ুর্বিন্দতীত্যায়ুর্বেদঃ।

সু. উ., ৬৫.৩৫

২. নিয়োগো নাম অবশ্যানুষ্ঠেয়তয়া বিধানম্, যথা—"ন ত্বয়া স্বেদমূর্চ্ছাপরীতেনাপি পিণ্ডিকৈষা বিমোক্তব্যা" (চ. সূ. ১৪.৪৬) ইত্যাদি।

আ. দী., চ. সি., ১২. পৃ. ৩৮২১, প. ২৪-২৫

৩. ইদমেব কর্তব্যমিতি নিয়োগঃ। যথা—পথ্যমেব ভোক্তব্যমিতি।

সু. উ., ৬৫.৩৭

৪. বিকল্পঃ পাক্ষিকাভিধানম্, যথা—"সারোদকং বাঽথ কুশোদকং বা" (চ. চি. ৬.৪৬) ইত্যাদি।

আ. দী., চ. সি., ১২, পৃ. ৩৮২১, প. ২৫-২৬

৫. ইদং বেদং বেতি বিকল্পঃ। যথা—রসৌদনঃ সঘৃতা যবাগূর্বা (ভবত্বিতি)।

সু. উ., ৬৫.৩৯

তাকে বলা হয় প্রত্যুৎসার। যেমন—বার্যোবিদের মতে সমস্ত প্রাণী রসজাত এবং বিভিন্ন প্রকার ব্যাধিও রসজ। হিরণ্যাক্ষ ঐ বার্যোবিদের মতের নিষেধ করে বলেছেন, আত্মাকে তো রসজ বলে শাস্ত্রে বলা হয় নি।[১]

গঙ্গাধর কিন্তু জল্পকল্পতরুটীকায় বলেছেন, যা পূর্ব্বে উচ্চারিত হয়েছে, পুনর্বার তাই উচ্চারিত হলে তাকে প্রত্যুচ্চার বলে।[২]

উদ্ধার—

আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় বলা হয়েছে, যা বিরুদ্ধপক্ষের দোষ দেখিয়ে নিজপক্ষকে স্থাপন করে তাকে উদ্ধার বলে। যেমন—যেভাবে প্রশস্ততা অর্থাৎ গুণবত্তা মানুষকে উৎপন্ন করে সেইভাবে বিপৎ অর্থাৎ অপ্রশস্ততা ব্যাধিকে উৎপন্ন করে। এইভাবে নিজপক্ষকে স্থাপন করা।[৩]

জল্পকল্পতরুটীকায় বলা হয়েছে—যা পূর্বে শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয়েছে, তাকেই অনুসরণ করে পরে যাকে বাঁচান হয়, তাকে উদ্ধার বলা চলে।[৪]

চরকসংহিতায় ছত্রিশটি তন্ত্রযুক্তির উল্লেখ করা হয়েছে, সুশ্রুতসংহিতায় কিন্তু বত্রিশ প্রকার তন্ত্রযুক্তির উল্লেখ দেখা যায়। চরকসংহিতায় এই তন্ত্রযুক্তিগুলির নাম ধরে উল্লেখ করা হলেও, একটি তন্ত্রযুক্তিরও লক্ষণ করা হয় নি। হয়তো এর কারণরূপে একথা ধারণা করা যেতে পারে যে তৎকালে এই তন্ত্রযুক্তিগুলি সমাজে বহুলপ্রচলিত ছিল, এজন্য সকলেই এদের সম্বন্ধে জানত, তাই তাদের আর পৃথক্ লক্ষণ করার দরকার হয় নি।

---

১. প্রত্যুৎসারো নাম উপপত্ত্যা পরমতনিবারণম্, যথা—'বার্যোবিদস্তু নেত্যাহ........রসজানি তু ভূতানি ব্যাধয়শ্চ পৃথগ্-বিধাঃ। ....হিরণ্যাক্ষো নিষেধয়তি ন হ্যাত্মা রজসঃ স্মৃতঃ' (চ. সূ. ২৫.১৩, ১৪) ইত্যাদি।

আ. দী. , চ. সি., ১২, পৃ. ৩৮২১, প. ২৬-২৯

২. যৎ পূর্ব্বমুক্তং তৎ প্রত্যুচ্চার্য্যতে।

জ. ক., চ. সি., ১২, পৃ. ৩৮২২. প. ১৩-১৪

৩. উদ্ধারো নাম পরপক্ষদূষণং কৃত্বা স্বপক্ষোদ্ধরণম্, যথা—"যেষামেব হি ভাবানাং সম্পৎ সঞ্জনয়েন্ নরম্। তেষামেব বিপদ্ ব্যাধীন্ বিবিধান্ সমুদীরয়েৎ" (চ. সূ. ২৫.২৯) ইত্যাদিনা স্বপক্ষোদ্ধরণম্।

আ. দী., চ. সি., ১২, পৃ. ৩৮২১, প. ২৯-৩০

৪. যদুপদিষ্টার্থমনুসৃত্যোদ্ধার্য্যতে।

জ. ক., চ. সি., ১২, পৃ. ৩৮২২, প. ১৭

প্রত্যুৎসার ও উদ্ধার এই দুটি হয়ত বা সুশ্রুতের সময়ে ছিল না। তাই তাদের কোন আলোচনা সুশ্রুতে নেই।

এছাড়া আরো একভাবে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে চরকসংহিতা রচনার পূর্বে সুশ্রুতসংহিতার অস্তিত্ব ছিল, তাহলে প্রাক্‌চরকযুগের এই গ্রন্থে তন্ত্রযুক্তিগুলির লক্ষণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ছিল বলেই চরকসংহিতায় আর তা আলোচিত হয়নি। আরও উল্লেখ্য এই যে, সুশ্রুতসংহিতায় প্রথমে তন্ত্রযুক্তির সংখ্যা ছিল বত্রিশ, পরে তা বেড়ে চল্লিশ হয়। এই জন্যই হয়ত চরকসংহিতায় আরও চারটি অতিরিক্ত তন্ত্রযুক্তির কথা বলা হয়েছে। চরকের টীকাকার চক্রপাণিদত্ত অনেক পরবর্তীকালে বিস্মৃতপ্রায় এই তন্ত্রযুক্তিগুলিকে উদ্ধার করে চরকপ্রোক্ত ছত্রিশটি ও তৎপরবর্তীকালের অতিরিক্ত আরও চারটি—সর্বসমেত মোট চল্লিশটি তন্ত্রযুক্তির লক্ষণ ও উদাহরণ তাঁর আয়ুর্বেদদীপিকাটীকায় আলোচনা করেছেন।

এই গবেষণা প্রবন্ধটি মূলতঃ চরকসংহিতার উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। যেহেতু চরকসংহিতায় এদের নাম ও স্বীকৃতি মিললেও কোন লক্ষণ বা সংজ্ঞা পাওয়া যায় না, সেইজন্য চরকের টীকাকার চক্রপাণির প্রদত্ত লক্ষণগুলিকে নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। আর তার সঙ্গে সুশ্রুতসংহিতায় প্রদত্ত লক্ষণগুলির সাথে এদের একটা তুলনামূলক আলোচনা দিয়ে তন্ত্রযুক্তিগুলিকে বোঝাবার স্বল্প প্রয়াস করা হয়েছে এই অনুচ্ছেদে।

গ্রন্থপঞ্জী

(Bibliography)

অমরকোষ : অমরসিংহ বিরচিত, টীকাসহ, অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য কর্ত্তৃক অনূদিত ও সংশোধিত, বেণীমাধব ভট্টাচার্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টিং প্রেস, ১৮৯২।

" : অমরসিংহ বিরচিত। বারাণসী : ১৯৭০। চৌখম্ভা সংস্কৃত সিরিজ।

" : অমরসিংহ বিরচিত, ভানুজি দীক্ষিত কৃত রামাশ্রমী ব্যাখ্যা সহ, হরগোবিন্দ শাস্ত্রী সম্পাদিত। ২য় সংস্করণ, বারাণসী : চৌখম্ভা সংস্কৃত সংস্থান, ১৯৮২। কাশী সংস্কৃত গ্রন্থমালা-১৯৮।

অষ্টাঙ্গসংগ্রহ : বাগ্ভট বিরচিত এবং কৃষ্ণ শাস্ত্রী সম্পাদিত। মুংবাপুর : ১৮১০ শক সংবৎসর (খৃ. ১৮৮৮)।

" : বাগ্ভট বিরচিত। ত্রিচুর : ১৯১৩-১৬।

অষ্টাঙ্গহৃদয় : বাগ্ভট বিরচিত, অরুণদত্ত বিরচিত সর্বাঙ্গসুন্দরাব্যাখ্যা এবং হেমাদ্রি প্রণীত আয়ুর্বেদরসায়নটীকা সহ, হরিশাস্ত্রী পরাড়কর বৈদ্য সম্পাদিত। ৭ম সংস্করণ, বারাণসী : চৌখম্ভা ওরিয়েন্টা-লিয়া, ১৯৮২। জয়কৃষ্ণদাস আয়ুর্বেদ গ্রন্থমালা-৫২।

" : বাগ্ভট বিরচিত, দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক অনূদিত ও প্রকাশিত। কলিকাতা।

আয়ুর্বেদ (১ম খণ্ড) : সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত। কলিকাতা।

আয়ুর্বেদ কা ইতিহাস : বাগীশ্বর শুক্ল কৃত। বারাণসী : চৌখম্ভা অমর ভারতী প্রকাশন, ১৯৭৭। চৌখম্ভা আয়ুর্বেদ গ্রন্থমালা-৩।

" : সুরমচাঁদ কৃত। ২য় সংস্করণ, বারাণসী : চৌখম্ভা অমরভারতী প্রকাশন, ১৯৭৮। চৌখম্ভা আয়ুর্বেদ গ্রন্থমালা-৮।

আয়ুর্বেদ কা পরিচয়াত্মক ইতিহাস : তারাচাঁদ শর্মা কৃত। ২য় সংশোধিত সংস্করণ, রোহতক : নাথ, ১৯৮৪।

আয়ুর্বেদ কা বৃহদ্ ইতিহাস : অত্রিদেব বিদ্যালঙ্কার কৃত। ২য় সংস্করণ, লক্ষ্ণৌ : উত্তরপ্রদেশ সস্ন, ১৯৭৬।

আয়ুর্বেদ কা বৈজ্ঞানিক ইতিহাস ঃ প্রিয়ব্রত শর্মা কৃত। ২য় সংস্করণ, বারাণসী ঃ চৌখম্ভা ওরিয়েন্টালিয়া, ১৯৮১। জয়কৃষ্ণ দাস আয়ুর্বেদ গ্রন্থমালা-১।

আয়ুর্বেদ দর্শন ঃ রাজকুমার জৈন। ইটারসী, মধ্যপ্রদেশ ঃ অনেকান্ত সাহিত্য শোধ সংস্থান, ১৯৭৯।

আয়ুর্বেদ দর্শনম্ ঃ নারায়ণ দত্ত ত্রিপাঠী কৃত, টীকাসহ সম্পাদিত। ইন্দোর ঃ ১৯৩৮।

আয়ুর্বেদীয় পদার্থ দর্শন ঃ তারাচাঁদ শর্মা কৃত। ২য় সংশোধিত সংস্করণ, রোহতক ঃ নাথ, ১৯৮৫।

আয়ুর্বেদের ইতিহাস ঃ বিজয়কালী ভট্টাচার্য্য। কলিকাতা ঃ বঙ্কিম প্রেস, ১৯৫৪।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী ঃ স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত। কলিকাতা ঃ উদ্বোধন কার্যালয়, ১ম খণ্ড-১৯৮৭ (১১শ সংস্করণ), ২য় খণ্ড ১৯৮৬ (৮ম সংস্করণ), ৩য় খণ্ড-১৯৮৬ (৭ম সংস্করণ)।

কারিকাবলী ঃ বিশ্বনাথ পঞ্চানন বিরচিত ন্যায়মুক্তাবলী সংবলিতা, দিনকরী ও রামরুদ্রী ব্যাখ্যা সহ, অনন্ত শাস্ত্রী সম্পাদিত। বোম্বে ঃ তুকারাম জাবজী, ১৯১৬।

চরকসংহিতা ঃ চক্রপাণিদত্ত প্রণীত আয়ুর্বেদদীপিকাটীকা এবং জেজ্জট বিরচিত নিরন্তরপদব্যাখ্যা সহ, হরিদত্ত শাস্ত্রী সম্পাদিত। ২য় সংস্করণ, বোম্বে ঃ মোতিলাল বনারসীদাস, ১৯৪৬।

" ঃ কাশীরাম শাস্ত্রী এবং গোরখ্‌নাথচতুর্বেদী কৃত বিদ্যোতিনী হিন্দী ব্যাখ্যা সহ, রাজেশ্বরদত্ত শাস্ত্রী, যদুনন্দন উপাধ্যায়, গঙ্গাসহায় পাণ্ডেয়, বারাণসীদাস গুপ্ত ও ব্রহ্মশঙ্কর মিশ্র সম্পাদিত, সত্যনারায়ণ শাস্ত্রী কৃত ভূমিকা সহ। ৫ম সংস্করণ, বারাণসী ঃ চৌখম্ভা সংস্কৃত সংস্থান, ১৯৭৭। বিদ্যাভবন আয়ুর্বেদ গ্রন্থমালা-৩২। খণ্ড ঃ ১-২।

" ঃ চক্রপাণিকৃত আয়ুর্বেদদীপিকাটীকাসহ, যাদবজী ত্রিকমজী আচার্য সম্পাদিত। ৩য় সংস্করণ, বারাণসী ঃ চৌখম্ভা সংস্কৃত সংস্থান, ১৯৮৪ (পুনর্মুদ্রণ)। শ্রীকাশী সংস্কৃত গ্রন্থমালা-২২৮।

" ঃ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ সম্পাদিত বাংলা অনুবাদ সহ। কলিকাতা ঃ নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮৪—১৯৯১। খণ্ড ঃ ১-৬।

চরকসংহিতা : জয়দেব বিদ্যালঙ্গার প্রণীত তন্ত্রার্থদীপিকা হিন্দী ব্যাখ্যা এবং টিপ্পনী সহ সম্পাদিত। দিল্লী : পূর্বভাগ এবং উত্তরভাগ-১৯৮৬।

" : চক্রপাণিদত্ত প্রণীত আয়ুর্বেদদীপিকাটীকা এবং গঙ্গাধর বিরচিত জল্পকল্পতরুটীকা সহ, নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং বলাইচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত ও পরিশোধিত। বারাণসী : চৌখম্ভা ওরিয়েন্টালিয়া, ১৯৯১। খণ্ড : ১-৫।

চরকসংহিতা কী দার্শনিক পৃষ্ঠভূমি : সন্তনারায়ণ শ্রীবাস্তব্য কৃত। এলাহাবাদ : পীযুষ প্রকাশন, ১৯৮৩।

তত্ত্বসংগ্রহ : শান্তরক্ষিত বিরচিত, কমলশীল কৃত পঞ্জিকা সহ, এম্বর কৃষ্ণমাচার্য্য সম্পাদিত। বরোদা : ১৯২৬। গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজ সংখ্যা—৩০, ৩১। খণ্ড : ১-২।

" : শান্তরক্ষিত বিরচিত, কমলশীল কৃত পঞ্জিকা সহ, স্বামী দ্বারিকাদাসশাস্ত্রী সম্পাদিত। বারাণসী : বৌদ্ধ ভারতী, ১৯৬৮। বৌদ্ধ ভারতী গ্রন্থমালা-১।

তত্ত্বার্থসূত্রম্ : উমাস্বামি বিরচিত, ভাস্করনন্দী কৃত সুখবোধ ব্যাখ্যা সহ, এ শান্তিরাজ শাস্ত্রী সম্পাদিত। মহীশূর : মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৪। ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরী পাব্‌লিকেশন্স সংস্কৃত সিরিজ-৮৪।

তর্কভাষা : কেশবমিশ্র প্রণীত, বদরীনাথ শুক্ল সম্পাদিত হিন্দী ব্যাখ্যা সহ। ২য় সংস্করণ বারাণসী : মোতিলাল বনারসীদাস, ১৯৭৬।

তর্কসংগ্রহ : অন্নংভট্ট বিরচিত, দীপিকা সহ, নিরঞ্জন স্বরূপ ব্রহ্মচারি-সম্পাদিত। বারাণসী : দণ্ডীস্বামী শ্রীমৎ আনন্দ বোধাশ্রম।

ত্রিদোষালোক : বিশ্বনাথ দ্বিবেদী কৃত। পীলীভীত : ললিত হরি আয়ুর্বেদিক কলেজ, ১৯৪১। আয়ুর্বেদানুসন্ধান গ্রন্থমালা—তৃতীয়পুষ্প।

দোষ ধাতু মল বিজ্ঞান : বসন্ত কুমার শ্রীমল। ২য় সংস্করণ। বারাণসী : চৌখম্ভা সুরভারতী প্রকাশন, ১৯৮৫। চৌখম্ভা আয়ুর্বিজ্ঞান গ্রন্থমালা-৫।

ন্যায়কোশ : ভীমাচার্য্য বিরচিত, বাসুদেব শাস্ত্রী কৃত সংশোধিত ও সম্পাদিত। পুণা : ভাণ্ডারকার ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ১৯২৮। বোম্বে সংস্কৃত প্রাকৃত সিরিজ-৪৯।

ন্যায়দর্শন : বাৎস্যায়ন ভাষ্য ও অনুবাদ, বিবৃতি টিপ্পনী প্রভৃতি সহ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্ত্তৃক অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত। কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১-১৯৮৯। খণ্ড : ১-৫।

ন্যায়দর্শনম্ : গৌতম প্রণীত, বাৎস্যায়ন কৃত ভাষ্য, উদ্দ্যোতকর কৃত বার্ত্তিক, বাচস্পতিমিশ্র কৃত তাৎপর্য টীকা এবং বিশ্বনাথ কৃত বৃত্তি সহ, তারানাথ ন্যায় তর্কতীর্থ এবং অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ সম্পাদিত, নরেন্দ্র চন্দ্র বেদান্ততীর্থ কৃত ভূমিকা সহ। ২য় সংস্করণ, নিউদিল্লী : মুন্সীরাম মনোহরলাল, ১৯৮৫।

ন্যায়দর্শন মতে আত্মা : তারাপদ ভট্টাচার্য কৃত। কলিকাতা : সংস্কৃত কলেজ, ১৯৬৭। কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা, গ্রন্থাঙ্ক-৫৫।

ন্যায় পরিচয় : ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কৃত। ২য় সংস্করণ, কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৬।

ন্যায়বিন্দু : ধর্মকীর্ত্তি বিরচিত, ধর্মোত্তরাচার্য কৃত টীকাসহ, চন্দ্রশেখর শাস্ত্রী সম্পাদিত। বারাণসী : ১৯২৪। কাশী সংস্কৃত সিরিজ পুস্তকমালার অন্তর্গত হরিদাস সংস্কৃত গ্রন্থমালা-২২।

ন্যায়বিন্দু টীকা : ধর্মোত্তর বিরচিত, ন্যায়বিন্দু সহ, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী সম্পাদিত। মেরা : সাহিত্য ভাণ্ডার, ১৯৭৫।

ন্যায়বিন্দু প্রকরণ : ধর্মকীর্ত্তি বিরচিত, বিনীতদেব কৃত ন্যায়বিন্দুবিস্তরটীকা এবং ধর্মোত্তর কৃত ন্যায়বিন্দুটীকা সহ এবং অজ্ঞাত কর্তৃক টিপ্পনী সহ। বারাণসী : বৌদ্ধ ভারতী, ১৯৮৫। বৌদ্ধ ভারতী গ্রন্থমালা-১৮। ধর্মকীর্তি নিবন্ধাবলী-৩।

ন্যায়মঞ্জরী : জয়ন্ত ভট্ট বিরচিত, সূর্য নারায়ণ শুক্ল সম্পাদিত। ২য় সংস্করণ, বারাণসী : চৌখম্ভা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, ১৯৭১। কাশী সংস্কৃত গ্রন্থমালা-১০৬।

: জয়ন্ত ভট্ট প্রণীত, চক্রধর বিরচিত গ্রন্থভঙ্গ ব্যাখ্যা সম্বলিত, গৌরীনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত। বারাণসী ঃ সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮২-৮৪। ম. ম. শিবকুমার শাস্ত্রী গ্রন্থমালা ৫ম পুষ্পম্। খণ্ড ঃ ১-৩।

ন্যায়বার্ত্তিকম্ : উদ্দ্যোতকর প্রণীত, বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ দ্বিবেদী সম্পাদিত, আর. সি. পাণ্ডে কৃত ভূমিকা সহ। দিল্লী ঃ ইষ্টার্ন বুক লিংকার্স, ১৯৮৬।

ন্যায়সূত্র এবং চরকসংহিতা : যোগেন্দ্র কুমার ত্রিপাঠী। বারাণসী ঃ ত্রিবিধা প্রকাশন, ১৯৮৭। আয়ুর্বেদীয় অনুসন্ধান গ্রন্থমালা—সপ্তম প্রসূন।

পঞ্চভূত বিজ্ঞানম্ : হিন্দী ব্যাখ্যা সহ উপেন্দ্রনাথ দাস বিরচিত, অনূদিত ও প্রকাশিত। বারাণসী ঃ ১৯৬২।

পদার্থ বিজ্ঞান : রবিদত্ত ত্রিপাঠী কৃত। ২য় সংস্করণ, লক্ষ্ণৌ ঃ জ্ঞানভারতী, ১৯৮৫।

পদার্থ বিজ্ঞান দর্পন : বিদ্যাধর শুক্ল কৃত। বারাণসী ঃ চৌখম্ভা সুরভারতী প্রকাশন, ১৯৮৪। চৌখম্ভা আয়ুর্বেদবিজ্ঞান গ্রন্থমালা-১৪।

পদার্থ বিজ্ঞানম্ : বাগীশ্বর শুক্ল, কৃত। ২য় সংস্করণ,। বারাণসী ঃ চৌখম্ভা ভারতী আকাদেমী, ১৯৮২। ভি. আয়ুর্বেদ সিরিজ-৪৫।

পদার্থ বিনিশ্চয় : অনন্ত কুলকর্ণী কৃত। ৫ম সংস্করণ। বারাণসী ঃ চৌখম্ভা ওরিয়েন্টালিয়া, ১৯৮২। জয়কৃষ্ণদাস আয়ুর্বেদ গ্রন্থমালা-১০।

পাতঞ্জল যোগদর্শন : সূত্র, ব্যাসভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ, ভাষ্যটীকা, যোগভাষ্যটীকা, ভাস্বতী ও সাংখ্যতত্ত্বালোক আদি সাংখ্যীয় প্রকরণমালা সমন্বিত, হরিহরানন্দ আরণ্য প্রণীত, এবং ধর্মমেঘ আরণ্য ও রায় যজ্ঞেশ্বর ঘোষ সম্পাদিত। ষষ্ঠ সংস্করণ, কলিকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৮।

প্রত্যক্ষ শারীর : গণনাথ সেন কৃত। লাহোর ঃ ১৯১৯।

প্রমাণনয়তত্ত্বালোকালঙ্কার : বাদিদেবসুরি বিরচিত স্যাদ্বাদরত্নাকর ব্যাখ্যা সহ। দিল্লীঃ ভারতীয় বুক কর্পোরেশন, ১৯৮৮। খণ্ড ঃ ১-২।

প্রমাণ মীমাংসা : হেমচন্দ্র বিরচিত, সুখলালজী সংঘাবি কৃত ভাষা ও টিপ্পনী সহ, সুখলালজী সংঘাবি মহেন্দ্র কুমার শাস্ত্রী ও দলসুখ মলবনিয়া ন্যায়তীর্থ সম্পাদিত। আমেদাবাদ ঃ সংচালকসিংঘী জৈন গ্রন্থমালা, ১৯৩৯।

প্রশস্তপাদভাষ্য : প্রশস্তপাদাচার্য বিরচিত, শ্রীধরভট্ট প্রণীত ন্যায়কন্দলী টীকা সহ, বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ দ্বিবেদী সম্পাদিত। ২য় সংস্করণ, দিল্লী : শ্রী সৎগুরু পাব্লিকেশন্স। ১৯৮৪। শ্রী গরীব দাস ওরিয়েন্টাল সিরিজ-১৩।

প্রশস্তপাদভাষ্যম্ : প্রশস্তপাদাচার্য বিরচিত, শ্রীধর ভট্ট প্রণীত ন্যায়কন্দলী টীকা সহ, দুর্গাধর ঝা শর্মা সম্পাদিত ও হিন্দী অনূদিত। বারাণসী : সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭। গঙ্গানাথ ঝা গ্রন্থমালা-১।

ভারতীয় দর্শনকোষ : শ্রীমোহন ভট্টাচার্য ও দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক সংকলিত। কলিকাতা : সংস্কৃত কলেজ, ১৯৭৮-৮৪। কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা, গ্রন্থাঙ্ক-১২৪। খণ্ড : ১-৩।

ভাবপ্রকাশ : ভাব মিশ্র বিরচিত, বিদ্যোতিনী হিন্দী ব্যাখ্যা সহ, ব্রহ্মশংকর মিশ্র এবং রূপলালজী বৈশ্য সম্পাদিত। ৫ম সংস্করণ, বারাণসী : চৌখম্ভা সংস্কৃত সংস্থান, ১৯৮০।

ভাষাপরিচ্ছেদ : বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য বিরচিত, পঞ্চানন ভট্টাচার্য কৃত মুক্তাবলী সংগ্রহ সম্বলিত এবং সিদ্ধান্তমুক্তাবলী টীকা সহ, বিবৃত, অনূদিত ও সম্পাদিত। কলিকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৭০।

ভেলসংহিতা : ভেলাচার্য বিরচিত, গিরিজাদয় শুক্লা সম্পাদিত। বারাণসী : চৌখম্ভা বিদ্যাভবন, ১৯৫৯।

মনুসংহিতা : মনু বিরচিত, কুল্লুক ভট্ট প্রণীত মনু অর্থমুক্তাবলী টীকা সহ, পঞ্চানন তর্করত্ন কর্তৃক বঙ্গানুবাদ সহ সম্পাদিত। ৪র্থ সংস্করণ, কলিকাতা : নটবর চক্রবর্ত্তী, ১৯১৪।

" : মনু বিরচিত, কুল্লুক ভট্ট কৃত টীকা সহ, জে. এন. কবিরত্ন কর্তৃক ইংরাজী ও বাংলা অনুবাদ সহ সম্পাদিত। কলিকাতা : দাশগুপ্ত, ১৯১৫।

" : মনু বিরচিত, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ কর্তৃক বঙ্গানুবাদ সহ, কালীপদ তর্কাচার্য ও শ্রীজীব ভট্টাচার্য ন্যায়তীর্থ সম্পাদিত। কলিকাতা : শ্রী সীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ১৯৬৩।

মহাভারত : বেদব্যাস প্রণীত, নীলকণ্ঠ কৃত ভারতভাবদীপ টীকা সহ, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য প্রণীত ভারতকৌমুদী টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ সম্পাদিত ও প্রকাশিত। কলিকাতা : ১৯৩২-৫৯। খণ্ড : ১-২৪।

মাধবনিদানম্ : বিজয় রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ দত্ত বিরচিত মধুকোষ ব্যাখ্যা এবং বাচস্পতি বৈদ্য বিরচিত আতঙ্কদর্পণ ব্যাখ্যার বিশিষ্টাংশ সহ, যাদবজী ত্রিকমজী আচার্য সম্পাদিত। বম্বে ঃ ১৯৩৯।

মানসোল্লাস : সুরেশ্বরাচার্য প্রণীত, মহেশানন্দগিরি স্বামি বিরচিত মাধুরী ব্যাখ্যা সহ। ২য় সংস্করণ, বারাণসী ঃ দক্ষিণামূর্তিমঠ, ১৯৮৭। শ্রীদক্ষিণামূর্তি সংস্কৃত গ্রন্থমালা-২।

মীমাংসাদর্শন : জৈমিনীয় প্রণীত, কুমারিল ভট্ট বিরচিত তন্ত্রবার্তিকাখ্য ব্যাখ্যা সহ এবং শাবরভাষ্য সমেত, সুব্যা শাস্ত্রী কৃত সংশোধিত ও টিপ্পনী সহ, গণেশ আপ্‌টে সম্পাদিত। পুণা ঃ আনন্দাশ্রম প্রেস, ১৯২৯-৩৪। আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলি, ৯৭। খণ্ড ঃ ১-৬।

: জৈমিনি প্রণীত, শবরমুনি বিরচিত শাবরভাষ্য, কুমারিল ভট্ট কৃত তন্ত্রবার্তিক, সোমেশ্বর ভট্ট কৃত ন্যায়সুধা টীকা সহ, গোবিন্দামৃতমুনি বিরচিত ভাষ্য বিবরণ ও মহাপ্রভুলাল গোস্বামি কৃত ভাবপ্রকাশিকা, এবং মহাপ্রভুলাল গোস্বামি সম্পাদিত। বারাণসী ঃ তারা প্রিন্টিং, ১৯৮৪। প্রাচ্য ভারতী গ্রন্থামালা - ১৬। খণ্ড ঃ ১-২।

যতীন্দ্রমতদীপিকা : শ্রীনিবাসাচার্য বিরচিত, শিবপ্রসাদ দ্বিবেদী কৃত ভাবপ্রকাশিকা হিন্দী টীকা ও হিন্দী অনুবাদ সহ। বারাণসী ঃ চৌখম্ভা শুভরতি প্রকাশন, ১৯৮৯।

যুক্তিদীপিকা : পুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত। কলিকাতা ঃ মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৮।

বাচস্পত্যম্ : তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রণীত, ৩য় সংস্করণ। বারাণসী ঃ চৌখম্ভা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, ১৯৬৯।

বেদান্তদর্শন : সূত্রার্থ ও বঙ্গানুবাদ, বৈয়াসিক ন্যায়মালা ও বঙ্গানুবাদ, শাঙ্করভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ এবং ভাবদীপিকা ব্যাখ্যা সহ, স্বামী বিশ্বরূপানন্দ কৃত অনূবাদিত ও ব্যাখ্যাত, স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দপুরী এবং আনন্দ ঝা কর্ত্তৃক সংশোধিত ও সম্পাদিত। ২য় সংস্করণ। কলিকাতা ঃ উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৮৯-১৯৯৩। খণ্ড ঃ ১-৪।

বেদান্তপরিভাষা : ধর্মরাজধ্বরীন্দ্র বিরচিত, পঞ্চানন ভট্টাচার্য শাস্ত্রী কৃত পরিভাষা সংগ্রহ ব্যাখ্যা সহ, সম্পাদিত। কলিকাতা ঃ সতীনাথ ভট্টাচার্য, ১৯৬১।

বেদান্তসার : সদানন্দযোগীন্দ্র প্রণীত, কালীবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত। ৬ষ্ঠ সংস্করণ। কলিকাতা ঃ নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, ১৯৭২।

বৈদ্যকশব্দসিন্ধু : উমেশচন্দ্র গুপ্ত কবিরত্ন কৃত। কলিকাতা ঃ ১৮৯৪।

" : নগেন্দ্রনাথ সেন কৃত। ৩য় সংস্করণ। বারাণসী ঃ ১৯৮৩ (পুনর্মুদ্রণ)। জয়কৃষ্ণ দাস আয়ুর্বেদ গ্রন্থমালা-৫৬।

বৈশেষিকদর্শনম্ : কণাদ প্রণীত, শঙ্কর মিশ্র কৃত বৈশেষিক সূত্রোপস্কার এবং জয়নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন কৃত কণাদ সূত্র বিবৃতিসহ, পরিশোধিত ও সম্পাদিত। কলিকাতা ঃ ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস, ১৮৬১।

" : কণাদ প্রণীত, পঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য কৃত পরিষ্কার ব্যাখ্যা এবং শঙ্করমিশ্র কত উপস্কার টীকা সহ, পঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য কৃত বঙ্গানুবাদ ব্যাখ্যাযুক্ত। কলিকাতা ঃ নটবর চক্রবর্ত্তী, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ (১৯০৬)।

" : কণাদ প্রণীত, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত ও সম্পাদিত। কলিকাতা ঃ বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯৫৬।

ব্যোমবতী : ব্যোমশিবাচার্য বিরচিত, গৌরীনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত। বারাণসী ঃ সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়, ১৯৮৩-১৯৮৪। ম. ম. শিবকুমার শাস্ত্রী গ্রন্থমালা (৬ষ্ঠ পুষ্পম্)। খণ্ড ঃ ১-২।

শব্দকল্পদ্রুম : রাধাকান্তদেব সম্পাদিত। দিল্লী ঃ নাগ, ১৯৮৭-৮৮। খণ্ড ঃ ১-৫।

শ্লোকবার্তিকম্ : কুমারিল ভট্ট প্রণীত, পার্থসারথি মিশ্র বিরচিত ন্যায়রত্নাকর ব্যাখ্যা সহ, দ্বারিকাদাস শাস্ত্রী সম্পাদিত। বারাণসী ঃ রত্না পাব্লিকেশন্স, ১৯৭৮। রত্নাভারতী গ্রন্থমালা-৪।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ : শঙ্কর মিশ্র টীকা সহ, হিন্দী অনুবাদ। ৫ম সংস্করণ। গোরক্ষপুর ঃ গীতা প্রেস, ১৯৬২।

" : প্রাচীন পাঁচ টীকায়োঁ কে তুলনাত্মক অধ্যয়ন পর আধারিত হিন্দী ব্যাখ্যা সহ, তুলসীরাম শর্মা কৃত। দিল্লী ঃ ইস্টার্ন বুক লিংকর্স, ১৯৭৬।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা : সুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা ঃ দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৭৩।

সপ্তপদার্থী : শিবাদিত্য রচিত, মাধব বিরচিত মিতভাষিনী, শেষানন্ত কৃত পদার্থচন্দ্রিকা ও বলভদ্র কৃত সন্দর্ভটীকা সহ, অমরেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত। কলিকাতা ঃ মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং পাব্‌লিশিং, ১৯৩৪। কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ-৮।

সর্বদর্শনসংগ্রহ : মাধবাচার্য কৃত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদিত। কলিকাতা ঃ দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৮৬। বিব্‌লিওথেকা ইন্ডিকা-৬৩, ১৪২।

সাংখ্যকারিকা : পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু সাংখ্যভূষণ সাহিত্যাচার্য সঙ্কলিত। কলিকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৩।

সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী : বাচস্পতি মিশ্র কৃত, কারিকাসহ, নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী সম্পাদিত। কলিকাতা ঃ শিখা পাল, ১৯৮২।

সাংখ্যদর্শন : কপিল প্রণীত, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত। কলিকাতা ঃ বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯৭৭।

সাংখ্যদর্শনম্ : কপিল প্রণীত, বিজ্ঞানভিক্ষু বিরচিত প্রবচনভাষ্য সহ, মহেশচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক, বঙ্গানুবাদ সহ সঙ্কলিত। কলিকাতা ঃ ১৮৮৫।

সুশ্রুতসংহিতা : আয়ুর্বেদতত্ত্বসন্দীপিকা হিন্দী ব্যাখ্যা সহ, অম্বিকা দত্ত শাস্ত্রী সম্পাদিত। বারাণসী ঃ চৌখম্ভা সংস্কৃত সংস্থান, ১ম ভাগ—১৯৭৯ (৫ম সংস্করণ), ২য় ভাগ—১৯৮৫ (৬ষ্ঠ সংস্করণ)। কাশী সংস্কৃত গ্রন্থমালা—১৫৬।

: ডল্লণাচার্য বিরচিত নিবন্ধসংগ্রহটীকা সহ, যাদবজী ত্রিকমজী আচার্য এবং নারায়ণ রাম আচার্য সম্পাদিত। ৪র্থ সংস্করণ, বারাণসী ঃ চৌখম্ভা ওরিয়েন্টালিয়া, ১৯৮০। জয়কৃষ্ণ দাস আয়ুর্বেদ গ্রন্থমালা-৩৪।

: অত্রিদেব কর্ত্তৃক অনূদিত। দিল্লী ঃ মোতিলাল বনারসীদাস, ১৯৮৮ (পুনর্মুদ্রণ)।

A Critical Survey of Indian Philosophy : by S. D. Sharma, Delhi : 1964.

A Sanskrit English Dictionary by Monier Monier Williams, Delhi Motilal Banarsidass, 1990 (Reprint).

Caraka Saṃhitā	:	Edited with English translation by Priyavrat Sharma, Varanasi : Chaukhambha Orientalia, 1981–1985. Vidyavilasa Ayurveda Series, No. 1. Vols.-3.
,,	:	Edited with English translation and critical exposition based on Āyurvedadīpikā by Cakrapāṇidatta by Ramkaran Sharma and Bhagwan Dash, 2nd edition, Varanasi : Chowkhambha Sanskrit Series Office, 1983–1985. Chowkhambha Sanskrit Studies, Vol. XCIV, Vols.-2.
Classical Sāṃkhya	:	by Gerald James Larsan. 2nd revised edition, Delhi : Motilal Banarsidass, 1979.
Die indischen Bücher aus dem Paradies der Weisheit Über die Medizin des Ālī ibn Sahl Rabban at Tabarī.	:	Übersetzt und erläutert von Professor Dr. Alfred Siegel, Adhandlungen er Geistes-und Sozial–Wissenschafte-chen klasse, Jahrgang, 1950. Nr. 14, Wiesbaden.
Encyclopedia of Indian Philosophies		General editor Karl Potter, Delhi Motilal Banarsidass, 1978.
History of Hindu Chemistry		by P. C. Roy, Calcutta : 1925.
History of Indian Philosophy		by Surendranath Dasgupta, Delhi Motilal Banarsidass. Vol. 1, 1975 (1st Indian edition), Vol. 2, 1988 (Reprint), Vol. 3, 1975 (1st Indian edition), Vol. 4, 1975 (1st Indian edition), Vol. 5, 1988 (Reprint)

Indian Philosophy — by Radhakrishnan, London : 1951.

Kausītaki Brāhmana — Herausgegeben von E.R. Sreekrishna Sarma. Wiesbaden, Vol. 1, Text–1968. Verzeichnis Der Orientalischen Handschriften in Deutschland Supplementband, 9, 1-3.

Lā Hārīta Samhitā — Par : Alix Raison. Pondichery : 1974. Publications De L Institute Francais D' Indologic No. 52.

Mīmāṃsā Sūtras of Jaimini — Translated into English by Mohan Lal Sandal. Delhi : 1980 (Reprint). Vols-2.

Nyāya Mañjarī (Vol. 1) — Jayanta Bhaṭṭa, translated into English by : Janaki Vallabha Bhattacharyya. Delhi : 1978.

Nyāya Philosophy — Translated into English part I, II by Debiprasad Chattopadhyaya and Mrinal Kanti Gangopadhyaya, parts III - V by Mrinal Kanti Gangopadhyaya. Calcutta : Indian Studies Past and Present, 1967–1976.

Pramāṇamīmāṃsā of Hemachandra — Translated with critical notes by Satkari Mookherjee in collaboration with Nathmal Tatia, Calcutta ; Satischandra Seal, 1946. Bharati Mahavidyalaya Publications Jaina Series No. 5 Sri Bahadur Singh Singhi Jaina Series, No. 1

Pre-Diṅnāga Buddhist Text on Logic from Chinese Sources — Translated with an Introduction, notes and indices by Giuseppe Tucci, Baroda : Oriental Institute, 1929.

Gaekwad's Oriental Series : No. XLIX, edited by B. Bhattacharya.

Studies in Nyāyavai-
śeṣika Metaphysics : Sadananda Bhaduri, Poona : Bhandarkar Oriental Research Institute, 1947.

Tarkasaṃgrahaḥ : Annaṃbhaṭṭa with the author's own Dīpikā and Govardhana's Nyāyabodhinī, edited with critical and explanatory notes by Yashwant Vasudev Athalye together with introduction and English translation by Mahadev Rajaram Bodas, rev. and enlarged 2nd edition, Bombay : Bhandarkar Oriental Research Institute, 1930. Bombay Sanskrit Series, No. LV.

The Concept of Logical
Fallacies : by Nandita Bandyopadhyay, Calcutta : Sanskrit Pustak Bhandar, 1977.

The Doctrine of the
Tantrayuktis : by W. K. Lele, Varanasi : Chaukhambha Surabharati Prakashan, 1981. The Chaukhambha Surabharati Studies-3.

The Nyāya–Sūtras of
Gautama : with the Bhāṣya of Vātsyāyana and the Vārtika of Uddyotakara, translated into English with notes from Vācaspati Miśra's Nyāya-Vārtika-Tātparya-ṭīkā, Udayana's 'Pariśuddhi' and Raghuttama's Bhāṣyacandra, by Gaṅgānātha Jhā, Delhi : Motilal Banarsidass, 1984 (Reprint). Vols. 4.

The Practical Sanskrit
English Dictionary : by Vaman Shivram Apte. Delhi 1985.

The Principle of
Tridoṣa in Āyurveda : by Dhirendranath Roy. Calcutta : Chikitsa Prakash Printing Works, 1937.

The Tattvasaṃgraha of Śāntaraksita — with the commentary of Kamalaśīla, translated into English by Ganganatha Jha, Delhi : Motilal Banarsidass, 1986 (Reprint). Vols. 2.

The Vaiśeṣika Sūtras of Kanāda : with the commentary of Śaṅkara Miśra and Extracts from the Gloss of Jayanarayana, translated into English by Nandalal Sinha. Allahabad : 1911.

Upāyahṛdaya — by Nāgārjuna
Vide
Pre - Dinnaga Buddhist Text on Logic.

"Syllogistic Reasoning in the Caraka Saṃhitā" : article by victor A. Van Bijlert, Leiden, Holland, read out at the 2nd conference on Indological Studies, November, 1988. The National Library, Calcutta.

শব্দসংক্ষেপ

(Abbreviation)

অ. স. সূ.	—	অষ্টাঙ্গসংগ্রহ সূত্রস্থান
অ. হৃ. শা.	—	অষ্টাঙ্গহৃদয় শারীরস্থান
অ. হৃ. সূ.	—	অষ্টাঙ্গহৃদয় সূত্রস্থান
আ. দী.	—	আয়ুর্বেদদীপিকাটীকা
উ.	—	উপোদ্‌ঘাত
উ. হৃ. প্র. প্র.	—	উপায়হৃদয় প্রথম প্রকরণ
উ. হৃ. ২য় প্র.	—	উপায়হৃদয় দ্বিতীয় প্রকরণ
ক. শী. টী.	—	কমলশীলটীকা
কঠ. উ.	—	কঠোপনিষদ্‌
কৌ. ব্রা.	—	কৌষীতকি ব্রাহ্মণ
গী.	—	শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা
চ. ই.	—	চরকসংহিতা ইন্দ্রিয়স্থান
চ. চি.	—	চরকসংহিতা চিকিৎসাস্থান
চ. নি.	—	চরকসংহিতা নিদানস্থান
চ. বি.	—	চরকসংহিতা বিমানস্থান
চ. শা.	—	চরকসংহিতা শারীরস্থান
চ. সি.	—	চরকসংহিতা সিদ্ধিস্থান
চ. সূ.	—	চরকসংহিতা সূত্রস্থান
ছা. উ.	—	ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌
জ. ক.	—	জল্পকল্পতরুটীকা
ত. ভা.	—	তর্কভাষা
ত. স.	—	তর্কসংগ্রহ
ত. স. কা.	—	তত্ত্বসংগ্রহকারিকা
ত. স. দী.	—	তর্কসংগ্রহ দীপিকা
ত. সূ.	—	তত্ত্বার্থসূত্র

তৈত্তি. উ.	—	তৈত্তিরীয় উপনিষদ্
ধ. টী.	—	ধর্মোত্তরটীকা
নি. স.	—	নিবন্ধসংগ্রহটীকা
ন্যা. দ.	—	ন্যায়দর্শন
ন্যা. বি.	—	ন্যায়বিন্দু
ন্যা. ম.	—	ন্যায়মঞ্জরী
ন্যা. বা.	—	ন্যায়বার্ত্তিক
ন্যা. সূ.	—	ন্যায়সূত্র
পং.	—	পংক্তি
পৃ.	—	পৃষ্ঠা
প্র.	—	প্রত্যক্ষখণ্ড
প্র. ন. ত.	—	প্রমাণনয়তত্ত্বালোকালঙ্কারসূত্র
প্র. পা. ভা.	—	প্রশস্তপাদভাষ্য
প্র. মী.	—	প্রমাণমীমাংসা
ফ. ত. টি.	—	ফণিভূষণ তর্কবাগীশকৃত-টিপ্পনী
ভা. প.	—	ভাষাপরিচ্ছেদ
ভেল. শা.	—	ভেলসংহিতা শারীরস্থান
মনু.	—	মনুসংহিতা
মহা. শান্তি	—	মহাভারত শান্তিপর্ব
মু. উ.	—	মুণ্ডকোপনিষদ্
মু. স.	—	মুক্তাবলী সংগ্রহ
য. দী.	—	যতীন্দ্রমতদীপিকা
যু. দী.	—	যুক্তিদীপিকা
যো. সূ.	—	যোগসূত্র
বা. ভা.	—	বাৎস্যায়ন ভাষ্য
বৃ. উ.	—	বৃহদারণ্যকোপনিষদ্
বে. সা.	—	বেদান্তসার

বে. সূ.	—	বেদান্তসূত্র
বৈ. সূ.	—	বৈশেষিকসূত্র
ব্যা. ভা.	—	ব্যাসভাষ্য
শ্বেতা. উ.	—	শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্
স. প.	—	সপ্তপদার্থী
স. সূ.	—	সর্বাঙ্গসুন্দরাটীকা
সা. কা.	—	সাংখ্যকারিকা
সা. ত. কৌ.	—	সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী
সা. প্র. ভা.	—	সাংখ্য প্রবচনভাষ্য
সা. প্র. সূ.	—	সাংখ্য প্রবচনসূত্র
সি. মু. টী.	—	সিদ্ধান্ত মুক্তাবলীটীকা
সু. উ.	—	সুশ্রুতসংহিতা উত্তরতন্ত্র
সু. নি.	—	সুশ্রুতসংহিতা নিদানস্থান
সু. শা.	—	সুশ্রুতসংহিতা শারীরস্থান
সু. সূ.	—	সুশ্রুতসংহিতা সূত্রস্থান